Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

37

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No 1/174

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1/174

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

C0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varana

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি ও ভক্ত

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয় কর্ত্তৃক

ব্যাখ্যাত।

1/174

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥

—জৈমিনি ভারত, আশ্বমেধিক পর্ব্ব।

—অষ্টম সংস্করণ—

প্রকাশক

শ্রীকামাখ্যাচরণ নাগ, এম. এ.

কাশী-যোগাশ্রম।

—পুস্তক প্রাপ্তিস্থান—

কার্য্যাধ্যক্ষ—যোগাশ্রম,

হাউজ কটোরা,

বেনারস সিটি।

All rights reserved. মূল্য—১।০ পাঁচসিকা।

পুস্তক বিক্রেতা।
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ্যাঙ্গলো-ওরিয়েণ্টাল প্রেস, গোধুলিয়া, বেনারস হইতে
শ্রীহরেন্দ্রনাথ সেন দ্বারা মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 329
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

প্রকাশকের নিবেদন।

ভক্তিমান্ পাঠক ও ভক্তিমতী পাঠিকাগণের আগ্রহে ও আনুকূল্যে তাঁহাদিগের পরম আদরের "ভক্তি ও ভক্তের" সপ্তম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় আমরা ইহার **অষ্টম সংস্করণ** আরও বিশুদ্ধ ভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম।

পূর্ব্ব সংস্করণে—লাহোর দয়ানন্দ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক ও বর্ত্তমানে হরিদ্বার ঋষিকুল আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অধ্যক্ষ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্ন, বি. এ. মহোদয় নারদ ও শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের 'অন্বয়-বোধিনী' নাম্নী অন্বয়মুখী বাঙ্গালা প্রতিশব্দ-যোগে সুখবোধ্য ব্যাখ্যা লিখিয়া দিয়া আমাদিগকে পরমোপকৃত করিয়াছিলেন; এই সংস্করণেও উহা যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। আর পূর্ব্ব সংস্করণে ২৪শ সংখ্যক নারদকৃত ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যার পরিশেষে [বন্ধনী] মধ্যে যে রাসলীলার টীকা সংযোজিত হইয়াছিল, এবারও যথাস্থানে উহা সন্নিবেশিত হইয়াছে; এই টীকাটী এবং পঞ্চম সংস্করণাবধি এই গ্রন্থের অন্যান্য স্থানীয় টীকা প্রভৃতি যাহা যাহা পরে এই গ্রন্থে সংযুক্ত হইয়াছে সমুদায়ই শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামি-মহোদয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহোদর ও সতীর্থ চিরকুমার শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ স্বামীজী মহোদয়-কৃত। শ্রীমৎ স্বরূপ স্বামীজী তাঁহার জীবদ্দশায় কোন গ্রন্থেই তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না বলিয়া ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার নাম উল্লিখিত হয় নাই ; গত ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে তিনি মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন, তাই এই সংস্করণে তাঁহার নাম প্রকাশ কর্ত্তব্য মনে করিলাম।

এই সংস্করণের মুদ্রণের ভার 'যোগাশ্রম ট্রাষ্ট বোর্ডে'র সুযোগ্য সম্পাদক সাধুহৃদয় শ্রীমান্ যোগেশপ্রসাদ সেনশর্ম্মা, এম্. এ., এল্. টি. মহাশয়ের উপর ন্যস্ত ছিল; তিনিই মুদ্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। কাশী এংলো-বেঙ্গলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ও মধ্যে মধ্যে 'প্রুফ'-সংশোধন কার্য্যে আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন ; এই উদারতাপূর্ণ সাহায্য জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

দেব-সেবায় উৎসৃষ্ট এই গ্রন্থের মূল্যরূপে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা যোগেশ্বরী মাতার পূজার্থ সহায়তার বিনিময়ে সকলের হৃদয়ে অহৈতুকী ভক্তির বিকাশ হউক—ইহাই শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতার চরণে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

কাশী-যোগাশ্রম,
শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-পূর্ণিমা,
কার্ত্তিক, ১৩৪৩ (শকাব্দ ১৮৫৮)।

প্রকাশক—
শ্রীকামাখ্যাচরণ নাগ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1/174

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ভগবন্!

"ভক্তি" তোমারই চরণামৃত

ও

"ভক্ত" তোমারই চারু-চরণাশ্রিত ;

"ভক্তি ও ভক্ত" আর কাহারও আশ্রয় চাহে না ;

তাই আজ তোমারই সামগ্রী তোমারই চরণে

উৎসর্গ

করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতরণিকা।

তর্ক বিতর্কের নিদারুণ উষ্ণ রশ্মিতে ও ইউরোপীয় নব্য দর্শনের সমুষ্ণ বায়ুপ্রবাহে বঙ্গভূমির কোমল হৃদয় আবার বিশুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া বহুদিন হইতে মনে হইতেছিল যে, বঙ্গে এখন একটু ভক্তির শীতল বাতাস বহিলে ভাল হয়। অল্পদিন হইল নাকাশীপাড়া নিবাসী জমীদার ও তথাকার হরিসভার সুযোগ্য সভ্য মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণনাথ সিংহ রায় মহাশয় বারাণসী তীর্থ দর্শনে আসিয়া কয়েকদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি অতি সরল ও সাধু প্রকৃতির লোক এবং ভক্তি-তত্ত্বের নিতান্ত অনুরাগী। প্রসঙ্গ-ক্রমে তিনি ভক্তি-তত্ত্বের গ্রন্থ প্রচারার্থ অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ ও আমাকে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ সদ্ব্যবস্থা করিতে নিতান্ত অনুরোধ করিলেন। আমিও ইহা আমার বহুদিন-সঙ্কল্পিত কার্য্যের অনুষ্ঠান মনে করিয়া **'ভক্তি ও ভক্ত'** ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইলাম। 'ভক্তি ও ভক্তের' প্রথম সংস্করণ (১০০০ খণ্ড) নাকাশীপাড়ার হরিসভার উদ্যোগে ও উৎসাহে হরিসভার উৎসবে বিতরণার্থ কৃষ্ণনাথ বাবু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। অন্যান্য হরিসভা ও ধর্ম্মসভা সমূহ বার্ষিক উৎসবে ধূমধাম করিয়া অনেক অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু তাহাতে কোন স্থায়ী উপকারের চিহ্ন থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিবর্ষে প্রতি সভা হইতে যদি এইরূপ অন্ততঃ একখানি করিয়াও আর্য্যধর্ম্মের পুস্তক প্রকাশিত হইয়া বিতরিত বা স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হয়, তাহা হইলে ভারতের ধর্ম্ম-বুদ্ধি-বিকাশের (সভার বিশেষ ও প্রধানতম উদ্দেশ্য সাধনের) যথোচিত সহায়তা হয়। নাকাশীপাড়া হরিসভা এই সাধু অনুষ্ঠানের জন্য অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ 'ভক্তি ও ভক্ত' সাধুহৃদয় ব্যক্তিবর্গ-কর্ত্তৃক শীঘ্র শীঘ্র আগ্রহপূর্ব্বক গৃহীত হওয়ায় এই **চতুর্থ সংস্করণ** প্রকাশিত হইল। 'ভক্তি ও ভক্তের' স্বত্বাধিকার এখন হইতে যোগাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত মা **'যোগেশ্বরীর'** নামে উৎসর্গীকৃত হইল। ইহার উপস্বত্ব মায়ের ভোগ-সেবায় ব্যবহৃত হইবে।

ভক্তি ও ভক্তের সুশীতল বাতাসে জীবের তাপিত হৃদয় জুড়াইয়া যায়।

কাশী-যোগাশ্রম,
শকাব্দা ১৮১৩।

দীনাতিদীন—
শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3168A

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী	১—২০
আভাষ	ক—চ
বিজ্ঞাপন—নিরুদ্দেশ	ছ
পরিচয়	ছ—জ

নারদকৃত ভক্তি-সূত্র—

প্রথম অনুবাক	১
দ্বিতীয় অনুবাক	৫
তৃতীয় অনুবাক	১১
চতুর্থ অনুবাক	২৫
পঞ্চম অনুবাক	৩১
ষষ্ঠ অনুবাক	৩৭
সপ্তম অনুবাক	৪৪
অষ্টম অনুবাক	৪৮
নবম অনুবাক	৫৫
দশম অনুবাক	৬৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় পৃষ্ঠা।

শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তি-সূত্র —

প্রথম অধ্যায়

প্রথম আহ্নিক ৭৪

দ্বিতীয় আহ্নিক ৮১

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম আহ্নিক ৯৪

দ্বিতীয় আহ্নিক ১১৮

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম আহ্নিক ১৪৫

দ্বিতীয় আহ্নিক ১৫১

ভক্তিরসামৃত (বক্তৃতার সারাংশ) ... ১৬১

ভক্ত-চরিতাবলী—

গুরুভক্ত ঘাটম ১৭৩

রাঙ্কা ও বাঙ্কা ১৭৮

স্বামী হরিদাস ১৮২

ভক্ত সজন ১৮৮

ভক্ত ত্রিলোকনাথ ১৯৩

ভক্ত হরিদাস ১৯৭

রাজা জয়মল্ল ২০৪

ভক্ত কেবল কুবা ২০৯

সাধু রইদাস ২১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়			পৃষ্ঠা।
পরমভক্ত ধনা	...	...	২২২
ভক্ত দেবা	...	...	২২৮
করমেতি-বাই	...	...	২৩৩
ইন্দুরেখা	...	...	২৪১
ভক্তিমতী বিধবা	...	...	২৪৯
সাধু বিল্বমঙ্গল	...	...	২৫৬
ভক্ত গোবিন্দদাস	...	...	২৬৭
হরের্নামৈব কেবলম্	...	...	২৭৯
হরিনাম-মাহাত্ম্য	...	...	২৯৪

পরিশিষ্ট।

(১) ভক্তের লক্ষণ	...	...	২৯৯
(২) পরা ভক্তি ও শরণাগতি	...	...	৩০৮
(৩) কতিপয় ভক্তি-সঙ্গীত	...	...	৩২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

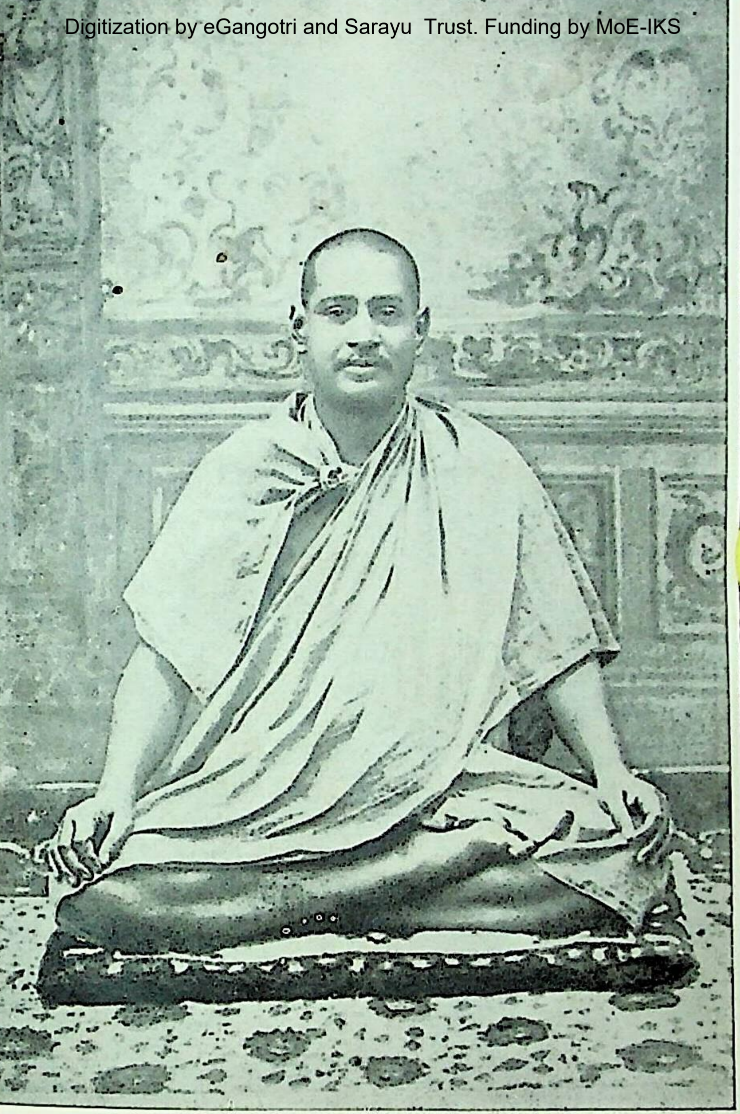

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1664 3/65A

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয়ের

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

"যিনি ভারতবাসীর কল্যাণ কামনায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি দুষ্টজনের ষড়্যন্ত্রে লাঞ্ছিত হইয়াও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্বদেশের সেবায় ও স্বধর্ম্মের উদ্দীপনায় কৃতসংকল্প ছিলেন, যিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে শিথিলপ্রায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ পণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার সুমধুর বক্তৃতায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান ও শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিভাবের আস্বাদনে দেশবাসিগণ কৃতার্থ হইয়াছিলেন,"* তাঁহার আবির্ভাব-দিন ভারত-সন্তানগণের সুনীতিশিক্ষা ও স্বধর্ম্মভাব বৃদ্ধির জন্য যে শুভ সুযোগের সূত্রপাত করিয়াছিল, তাহা স্বদেশ-হিতৈষী সকলেই স্বীকার করিবেন। রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় মহাপুরুষগণের চরিত্রাভিনয়, সুলভ গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের প্রচার, ধর্ম্মনীতি-শিক্ষা ও স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি প্রধানতঃ যাঁহার জীবনব্যাপি-ধর্ম্মান্দোলনের সুফল, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে সনাতন ধর্ম্মের পুনঃপ্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রধান নেতা অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ১২৫৬ শালের ১৭ই শ্রাবণ,

---

* ঢাকা প্রকাশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দোল (ঝুলন) দ্বাদশীর দিনে হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তপাড়ার বৈদ্য-ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর পূর্ব্বনাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। তাঁহার পিতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র কবিভূষণ কলিকাতায় তাৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র নামের মহিমায়, গায়ত্রীর উপাসনায়, ও হরিনামের মাহাত্ম্যে অটল বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মাতৃকুলে শক্তি-উপাসনার—বৎসরে কয়েকবার কালী পূজার—অনুষ্ঠান হইত। তাঁহার মাতা ভবসুন্দরী দেবী ভক্তিপ্রিয়া ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পিতামাতার ধর্ম্মবিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তি উভয়েরই অধিকারী হইয়াছিলেন। অতি শৈশবকালে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এক দিন স্বীয় পিতৃকর্তৃক ঔষধার্থ আনীত সর্পবিষ পান করিয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন। শিশু ঈশ্বরেচ্ছায় ও পিতার চেষ্টায় জীবন লাভ করিলে আত্মীয় স্বজনগণের ধারণা হইয়াছিল যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন জীবনে কোনও বিশেষ সাধুকার্য্য সাধনে সমর্থ হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলে পিতা পুত্রকে ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রতিবাসী গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পাঠশালায় প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দচন্দ্র আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি পূজা, আহ্নিক, গো-সেবা ও ছাত্রদিগকে শিক্ষাদানে সময় অতিবাহিত করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাটীর বিল্বমূলে বসিয়া বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে প্রত্যহই একাগ্রচিত্তে তাঁহার ভক্তিপূত নারায়ণপূজা দর্শন ও স্তবপাঠ শ্রবণ করিতেন। শিক্ষকের সাধুজীবন অলক্ষ্যে শিশুর ভাবি-জীবনের ভিত্তি গঠন করিতে লাগিল। গুপ্তপাড়ার অধিষ্ঠাত্রী-দেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবাকার্য্য তখন দণ্ডি-সন্ন্যাসিগণই পরিচালনা করিতেন, এবং শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের পূজা করিবার অধিকার অবিবাহিত ব্রাহ্মণেরই ছিল। সুতরাং দেবদর্শনকালে ধর্ম্মসাধনের সহায়স্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শের প্রতি সকলেরই লক্ষ্য পড়িত। বিশেষতঃ তৎকালে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে সাধু সেবা ও সদাব্রতের সুব্যবস্থা থাকায় অনেক সময়েই গুপ্তপাড়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসিগণের সমাগম হইত। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের বাটীর অতি নিকটেই দেশকালিকা-তলার বিশাল বটবৃক্ষের তলে সাধু মহাত্মারা অবস্থান করিতেন, এইজন্য পল্লীর স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সকলেরই সাধুদর্শনের বিশেষ সুযোগ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ জন্মজন্মের পুণ্যবলে বাল্যকাল হইতেই সাধুদর্শন ও সাধুগণের সদালাপ শ্রবণে ভাবি-জীবন গঠনের সামগ্রী সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

পাঠশালায় কয়েক বৎসর বাঙ্গালা শিক্ষার পর শ্রীকৃষ্ণ স্বগৃহে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি গ্রামের নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠার্থ প্রেরিত হইলেন; অনন্তর কিছুদিন মাতুলালয়ে থাকিয়া কালনা মিশনস্কুলে ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু মিশনরীগণের হিন্দুবালকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রবল উৎসাহ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের পিতা পুত্রকে বাটীতে আনিয়া রাখিলেন। এই সময়ে ম্যালেরিয়া-জ্বরের অতি প্রকোপে শ্রীকৃষ্ণের শরীর নিতান্ত রুগ্ন এবং তাঁহার পাঠাভ্যাসের বিশেষ বিঘ্ন হওয়ায় তাঁহার মন অতীব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্বীয় ভাগিনেয় পণ্ডিত শ্রীচরণ রায় কবিরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
(মহারাণী স্বর্ণময়ীর চিকিৎসক) মহাশয়ের নিকট বহরমপুরে পাঠাইয়া দেন। তথায় ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। বহরমপুরে পাঠকালেই তাঁহার ভাবি-জীবনের অস্ফুট আভাস দেখা দিতেছিল এবং আত্ম-জীবনের মনুষ্যোচিত উন্নতি ও স্বদেশের মঙ্গল বিধানের ইচ্ছা ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। উপনয়নের পর হইতে তাঁহার সদাচার ও স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহ বিশেষরূপে লোকের লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি প্রত্যহ বাটীর স্ত্রীলোক-দিগকে রামায়ণ ও মহাভারত পড়িয়া শুনাইতেন। তাঁহার কিশোর বয়সের রচিত সঙ্গীতগুলিই পরে "সঙ্গীতমুঞ্জরী" নামে প্রকাশিত হয়। উহার প্রত্যেকটীতেই তাঁহার তাৎকালিক সরল বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।-

শ্রীকৃষ্ণকে ১৮ বৎসর বয়সেই বাধ্য হইয়া অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার দুইটী কনিষ্ঠ সহোদরের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার পিতা কলিকাতার চিকিৎসা-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া গুপ্তপাড়ায় বাস করিতেছিলেন, সুতরাং বৃহৎ পরিবারের হঠাৎ অর্থাভাব উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর তখনও বিশেষ উপার্জ্জনক্ষম হয়েন নাই। শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ জানিতেন, সুতরাং ভাবিলেন যদি এই সময়ে পিতামাতার সেবায় জীবন সফল করিতে না পারিলাম, তবে আর বিদ্যার্জ্জনে ফল কি? তিনি শীঘ্রই স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত পিতার অজ্ঞাতসারে ও শিক্ষক-গণের স্নেহানুরাগ উপেক্ষা করিয়া জামালপুর রেলওয়ে অফিসে চাকরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীকার করিলেন। এই সময় হইতেই তিনি নিজ জীবনের লক্ষ্য সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অফিসে নিয়মিত কার্য্যের পর অন্ত সময় বৃথা ব্যয় না করিয়া তিনি উপনিষৎ, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণাদির অধ্যয়নে এবং ইংরাজী দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন নিজ অধ্যবসায়-গুণেই আপনাকে সুশিক্ষিত ও উন্নতচরিত্র করিয়াছিলেন, ইহাতে ভগবানের কৃপা ও পিতা-মাতার শুভাশীর্ব্বাদই তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল।

জামালপুরে কার্য্য করিবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মুঙ্গেরেই বাস করিতেন। মুঙ্গেরের কষ্টহারিণী-ঘাটে অনেক সময়েই সাধু-মহাত্মাদের সমাগম হইত। একদা শ্রীকৃষ্ণ সৌভাগ্যক্রমে এইস্থানে পরমহংস-মণ্ডলীসহ সমাগত পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য সিদ্ধাবধূত শ্রীমদ্দয়ালদাস স্বামি-মহোদয়ের শুভদর্শন লাভ করেন। বাবা দয়ালদাস স্বামী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের শ্রদ্ধা ও সদ্গুণে কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে ভাগীরথী-তীরে কষ্টহারিণী-ঘাটে দীক্ষা দান করিলেন, এবং স্নেহবশতঃ বালক শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "বৎস! যদি অরূপের রূপ দেখিতে চাও, তবে দৃষ্টিকে অন্তর্ম্মুখী করিতে অভ্যাস কর"। সদ্গুরু-দত্ত সাধন-পথ ও তাঁহার নিজ সাধু চেষ্টা একত্র হইয়া মণিকাঞ্চন-যোগ হইল। ক্রমে সাধনাভ্যাসের বিশুদ্ধ প্রভাবে তাঁহার দিব্য বুদ্ধির বিকাশ হইতে লাগিল। এইরূপে বিনা উপদেশে শাস্ত্রীয় গূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে তাঁহার সামর্থ্য জন্মিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কবিত্ব-শক্তি ও ধর্ম্মার্থপূর্ণ বক্তৃতার হৃদয়াকর্ষিণী শক্তিও স্বতঃ জাগিয়া উঠিল। তিমিরাচ্ছন্ন ভারতের চৈতন্যসঞ্চার করিবার নিমিত্ত সরস্বতী স্বয়ং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার কণ্ঠে সমাসীনা হইলেন। তাঁহার পিতাও তাঁহার এই ধর্ম্মভাব ও মহদুদ্দেশ্যের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে যোগভ্রষ্ট সাধক বোধে সংসারী হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করা উচিত মনে করিলেন না। এই সময় হইতেই সকলে তাঁহাকে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন।

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন অবকাশকালে তীর্থাদিভ্রমণ ও ভারতের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দর্শন দ্বারা দেশের অবস্থা অনেকটা অবগত হইয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই স্বধর্ম্মের অবনতি ও বিধর্ম্মের বিস্তৃতি দেখিয়া তিনি নিতান্ত চিন্তিত ও ব্যথিত হইতেন। এই জন্য তিনি স্থানীয় ধর্ম্মানুরাগী লোকদিগকে উৎসাহ দিয়া মুঙ্গেরেই "আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার" প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতি রবিবার অপরাহ্নে সভাপণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রথমতঃ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা হইত এবং পরে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতা করিতেন। সভার অধীনে ব্রাহ্মণ বালকদিগের শিক্ষার্থ একটী সংস্কৃত পাঠশালাও স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরাজী বিদ্যালয়ের বালকগণকে সদাচার ও সুনীতি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই সভা-গৃহেই "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা" নাম্নী একটী সভার সাপ্তাহিক অধিবেশন হইত। ভারতীয় ধর্ম্ম-তত্ত্ব স্বদেশবাসিগণের নিকট প্রচার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বিশেষ ভাবে হিন্দীভাষাও শিক্ষা করিলেন, এবং কোনরূপে অবকাশ পাইলেই স্থানে স্থানে গমন করিয়া তিনি নিজ স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায়, সুনীতি, স্বধর্ম্ম, সদাচার, সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার মনোমোহন মধুর বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই স্বধর্ম্মের মহিমা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উন্মার্গগামী ব্যক্তি তাঁহার উপদেশে ধর্ম্মান্তরগ্রহণে বিরত এবং দেশীয় আচার ব্যবহার ও পূজাদির অনুষ্ঠানে অনুরক্ত হইলেন। মুঙ্গেরের পাদরী ইভান্‌স্‌ সাহেব বলিয়াছিলেন "আপনার বক্তৃতা-শক্তি পাইলে আমি একদিনেই সমগ্র জগৎ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারি।" আদি ব্রাহ্মসমাজের তাৎকালিক সভাপতি রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতিকে লিখিয়াছিলেন—"আপনারা শীঘ্রই হিন্দুর আদর্শে ধর্ম্ম প্রচার না করিলে মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে যেরূপ ঘটনা হইয়াছে, সেইরূপ সর্ব্বত্রই আর্য্য-সভাসমূহ ব্রাহ্ম সমাজকে অতিক্রম করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিবে।"

মুঙ্গেরে আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠার পর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাঙ্গলা ও হিন্দী ভাষায় "ধর্ম্ম-প্রচারক" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত 'ধর্ম্ম-প্রচারক' তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়াছিল। সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় তাবৎ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই 'ধর্ম্ম-প্রচারকে' প্রকাশিত হইত। তাঁহার জীবিতাবস্থায় 'ধর্ম্ম-প্রচারক'ই বঙ্গে হিন্দু সমাজের প্রধান মুখপত্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের অনেক পুস্তকই প্রবন্ধাকারে 'ধর্ম্ম প্রচারকে' প্রকাশিত হইয়াছিল এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও শিক্ষিত মহোদয়গণ কর্ত্তৃক লিখিত আর্য্য-ধর্ম্ম-বিষয়ক সুবিচারপূর্ণ প্রবন্ধরাশি 'ধর্ম্ম-প্রচারকে' মাসে মাসে প্রকাশিত হইত। মুঙ্গেরের সভা প্রতিষ্ঠা ও 'ধর্ম্ম-প্রচারক' প্রকাশ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। ভারতবাসিগণকে স্বধর্ম্ম বর্জ্জনপূর্ব্বক পরধর্ম্ম-গ্রহণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার প্রাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিতান্তই ব্যথিত হইত এবং মনের সাধে দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারিতেছেন না ভাবিয়া সময় সময় নিতান্ত নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া নির্জ্জনে অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন।

অবশেষে ১২৮৫ শালে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন হরিদ্বারের মহাকুম্ভ-মেলায় গমন করেন। তথায় শ্রীগুরুদেবের পুনর্দ্দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং তাঁহারই আদেশে স্বদেশবাসীর ধর্ম্মভাব বিকাশের জন্য প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। হরিদ্বারেই "ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা"র সূত্রপাত হইল। এই অবকাশ সময়েই তিনি আর্য্য-সমাজ* ও ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক্ষেত্র লাহোর, আলিগড়, মজঃফরপুর, মতিহারী প্রভৃতি স্থানে সনাতন ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করিয়া আসিলেন। তাঁহার ওজস্বিনী ভাষা শ্রবণে শিখগণ স্বধর্ম্ম-ভাবে যেন পুনর্জ্জাগরিত হইয়াছিল। কলিকাতা আলবার্ট হলে "ভারতের মূর্চ্ছাভঙ্গ" এবং গয়াধামে ৺বিষ্ণুপাদমন্দিরে হিন্দী ভাষায় "ভারতের প্রেতত্বমোচন" বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণে শ্রোতৃমাত্রই হিন্দুধর্ম্মের মহিমায় বিস্মিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষার যে এরূপ তেজস্বিনী শক্তি আছে ইহার পূর্ব্বে তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারিতেন না। গয়ার প্রচার-কার্য্যের কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। পিতৃ-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন চাকরী ত্যাগ করিলেন, এবং এক বৎসরকাল মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, ভাগলপুর, বাঁকীপুর,

* শ্রীদয়ানন্দসরস্বতী-প্রতিষ্ঠিত আর্য্য-সমাজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশী প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম প্রচারপূর্ব্বক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও সাধু-মহাত্মার আবাস এবং শাস্ত্র-জ্ঞানের আধার কাশীধামে ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যের কেন্দ্র-স্থান স্থির করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পূর্ব্বোক্ত সভার অধীনে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক বিদ্যালয়ের বালকগণের জীবন সর্ব্বভাবে গঠনের উদ্দেশ্যে "সুনীতি" নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা এবং ভারতের সর্ব্বত্র সনাতন ধর্ম্মের মহিমা প্রচারার্থ ইংরাজিতে "দি মাদারল্যাণ্ড্" নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে বঙ্গীয় পণ্ডিত ৺শশধর তর্কচুড়ামণি, ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, ৺মদনগোপাল গোস্বামী, ৺কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ এবং কাশীবাসী পণ্ডিত ৺অম্বিকাদত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্য ও মহামহোপাধ্যায় ৺রামমিশ্র শাস্ত্রী প্রভৃতিও ধর্ম্মপ্রচার-ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

কাশীর সুপ্রসিদ্ধ কবি ভারতেন্দু বাবু হরিশ্চন্দ্র, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী, সি. আই. ই., প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক ডাক্তার রামচন্দ্র সেন, পি. এইচ্. ডি., প্রমুখ প্রসিদ্ধ পুরুষগণ তাঁহার কার্য্যে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। বহরমপুরের রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর, দানশীল মহারাণী স্বর্ণময়ী, সি. আই., পাকুড়ের রাজা তারেশচন্দ্র পাণ্ডে, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দীনবন্ধু সান্যাল, কুণ্ডলার জমিদার ৺কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পুণ্যাত্মগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রচার-কার্য্যে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন।

১২৯১ শালে মাতার কাশীলাভের পর কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন প্রব্রজ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিলেন। কিন্তু হঠাৎ পক্ষাঘাত-রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে কয়েক মাস শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল, এমন কি তাঁহার আরোগ্যের আশাও ছিল না। কিন্তু ভগবৎকৃপায় তিনি ক্রমে ক্রমে রোগমুক্ত হইলেন। রোগমুক্তির পরও যে সময়ে তিনি বিশেষভাবে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য অত্যধিক ভ্রমণে অসমর্থ ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সারগর্ভ সুললিত ব্যাখ্যা প্রণয়ন এবং নারদ ও শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা সহ ভক্তচরিত রচনা পূর্ব্বক "ভক্তি ও ভক্ত" নামে একখানি অতীব উপাদেয় ভক্তিগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। 'ধর্ম্ম-প্রচারকে' তাঁহার ব্যাখ্যাত "রামগীতা" ও এই সময়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপরে তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ "শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি" নামে, উপাসনা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি "পঞ্চামৃত" নামে এবং 'সুনীতি' পত্রিকায় তাঁহার লিখিত উপদেশ সকল "নীতি-রত্নমালা" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সুস্থ হইয়া মহোৎসাহে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহার জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভক্তিপূর্ণ সুমধুর ওজস্বিনী বক্তৃতায় দেশবাসিগণের হৃদয়ে নবশক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দেশ বিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই সময় হইতে তাঁহার উদ্যোগে, উৎসাহে, প্রেরণায় ও সূচনায় দেশে দেশে ধর্ম্মসভা, হরিসভা, সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা এবং সংস্কৃত-বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। হরিনামের সুমধুর ধ্বনিতে পুনর্ব্বার পুরপত্তনাদি নাচিয়া উঠিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সময়ে ব্রাহ্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থানে হিন্দুধর্ম্ম টলটলায়মান—যে সময়ে হিন্দুসন্তানগণ ব্রাহ্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের বাহ্য চাক্‌চিক্যে বিমোহিত হইয়া হিন্দুর প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ পিতামাতার স্নেহমমতা ত্যাগ করতঃ বিধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছিলেন—যে সময়ে হিন্দু পরিবার মধ্যে বিধর্ম্মের চপেটাঘাতে এক মহাক্রন্দনের রোল উত্থিত হইয়াছিল, পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেই সময়ে যেন মহামায়ার লীলাপটের অন্তরাল হইতে আবির্ভূত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অপার মহিমা ঘোষণা করিবার জন্যই আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি হিন্দুর ঘরে ঘরে আর্য্য-ধর্ম্মের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হিন্দুগণ পুনরায় জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বিষণ্ণ বদনে পুনরায় হাসির রেখা দেখা দিল। আর্য্য-ধর্ম্মের পুনর্জ্জাগরণের দিনে দেশবাসিগণ আবার গাহিতে লাগিলেন—

“বাজলো হরি-নামের ভেরী গগনভেদী স্বরে।
আর্য্যধর্ম্মের জয়পতাকা উড়িল অম্বরে॥
মুদ্‌লে আঁখি সকল ফাঁকি ভবের গণ্ডগোল।
সবে ভক্তি ভরে উচ্চৈঃস্বরে বল হরি-বোল॥”

এইরূপে মণিপুর হইতে পঞ্জাবপ্রান্ত পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণের বহুদিন-সঞ্চিত অহিন্দুভাবের রোগরাশি স্বামীজীর সুমধুর ব্যাখ্যারূপ মহৌষধে উপশমিত হইতে লাগিল। এই সময়েই তিনি গুরুদত্ত সন্ন্যাসাশ্রমোচিত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের বেদ-শিক্ষার্থ তিনি কাশীধামে বেদ-বিদ্যালয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিষ্ঠা এবং মা অন্নপূর্ণার দৈবাদেশে 'যোগাশ্রম' স্থাপন পূর্ব্বক তথায় শ্রীশ্রী৺যোগেশ্বরী মাতার প্রতিষ্ঠা ও সেবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার স্বরচিত গীতার্থ-সন্দীপনী ও বক্তৃতা প্রভৃতি গ্রন্থের আয় হইতেই 'যোগাশ্রম' নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অদ্যাবধি সেবাদি কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতেছে।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী উত্তর ভারতের অনেকানেক নগরে এবং অসংখ্য পল্লীগ্রামেও ধর্ম্ম-প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, কুচবিহার, শিলং, দার্জিলিং, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বেরিলী, বরিশাল, ফরিদপুর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, মুঙ্গের, মজঃফরপুর, মিরাট, কাশী, প্রয়াগ, গয়া, ছাপরা; গাজিপুর, লাহোর, দিল্লী, শিমলা, জলন্ধর, রাউলপিণ্ডি, পেশোয়ার প্রভৃতিই প্রধান। সহবাস-আইন পাশের আন্দোলন উপলক্ষে কলিকাতার টাউনহলের বিরাট্ সভায় এবং গড়ের মাঠের দুই লক্ষ শ্রোতার মধ্যে পরিব্রাজকের বক্তৃতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহে তুমুল ধর্ম্মান্দোলন, দার্জিলিং ও শিমলা শৈলে, কাছাড় ও শ্রীহট্টে, বেরিলী ও বরিশালে, কাশীর গঙ্গাতটে ও টাউনহলে, গয়াধামে ৺গদাধরের মন্দির-প্রাঙ্গণে ও দিল্লী-ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলে "পরিব্রাজকের বক্তৃতা" এখনও যেন অনেকের শ্রবণে পূর্ব্ববৎ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতার মধ্যে কয়েকটী মাত্র "পরিব্রাজকের বক্তৃতায়" প্রকাশিত হইয়াছে। উহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অতি সুন্দর অলঙ্কার-স্বরূপ। তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবসমাবেশ, অভিনব যুক্তি ও সুমধুর ভাষায় সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। বহরমপুরে পরিব্রাজক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া স্যার্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহোদয় বলিয়াছিলেন, "ইউরোপেই এরূপ বক্তার সম্মান হইতে পারে, আমাদের দেশের লোক যথার্থ মর্য্যাদা দিতে জানে না।" কলিকাতা টাউন-হলের বিরাট্ সভায় সভাপতি স্যার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতান্তে বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ তেজস্বিনী বক্তৃতা হয়, তাহা আমি জানিতাম না। বক্তৃতায় যে অবিরল ভাবস্রোত চলিয়াছিল তাহার সমালোচনা করা আমার সাধ্যাতীত। এই সভায় শঙ্করাচার্য্য বা চৈতন্যদেবের ন্যায় মহাপুরুষ সভাপতি হইলেই সঙ্গত হইত"। তিনি আবার হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব চীফ্ জষ্টিস্ স্যার্ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটিতে বক্তৃতা শুনিয়া পরিব্রাজক মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—"আপনার বক্তৃতা ভাষা নহে, ইহা ভাবের প্রবল স্রোত, সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়।" পরিব্রাজক মহোদয় যখন ঢাকায় তুমুল ধর্ম্মান্দোলন করিতেছেন, তখন বঙ্গবাসীতে লিখিত হইয়াছিল—"কিছু দিন পূর্ব্বে টর্ণেডো বা প্রবল ঝড়ে ঢাকায় একটী যুগ- প্রলয় হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সুশুভ সমাগমে আর একবার আর একরূপ প্রবল ঝড় বহিয়া গেল। পূর্ব্বের ঝড়ে অগ্নিবৃষ্টি হইয়াছিল, এ ঝড়ে অমৃতবৃষ্টি হইয়া গেল।" বাগ্মিপ্রবর কেশবচন্দ্র প্রভৃতির বক্তৃতার প্রশংসা-প্রসঙ্গে বঙ্গবাসী বলিয়াছিলেন—"শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বক্তৃতা-স্রোতে একদিন বঙ্গদেশ ভাসাইয়াছিলেন। সে বক্তৃতায় ভাব ছিল, ভাষা ছিল, উদ্দীপনা ছিল, অগ্নিকণা ছিল, আর ছিল করুণ রসের নির্ঝরিণী।" (বঙ্গবাসী, ৫ই আষাঢ়, ১৩১০)। তিনি সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
সময় একদিন ২।৩টী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেও কাতর হইতেন না, এবং বক্তৃতাকালে ভয়ঙ্কর রোগ-ক্লেশও বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। তাঁহার অবিশ্রাম-বর্ষিণী দ্রুত-তরঙ্গিণী ভাবময়ী ভাষা অননুকরণীয়।

গৌহাটী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম. এ., মহাশয় "বাণী" নামক পত্রিকায় পরিব্রাজকের বক্তৃতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"তখন আমি ঢাকা কলেজে পড়ি। ইংরেজী ১৮৮৮ সন, বর্ষাকাল। শুনিলাম পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ঢাকায় আসিয়াছেন, বক্তৃতা হইবে; বিষয়—'অচেতন ভারতের চেতনাসঞ্চার'। বক্তৃতার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই সভাস্থলে হাজির হইয়া দেখিলাম 'ন স্থানং তিলধারণে'। জায়গাটা ছিল, সুপ্রসিদ্ধ রাজাবাবুর বাড়ীর এক প্রশস্ত হলে; কাঠের পাটাতন ছিল, অনেকের ভয় হইল বুঝি বা লোকের ভরে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সেদিন অবশ্য কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই, কিন্তু পরদিন হইতে এই বাড়ীর সংলগ্ন খোলামাঠে সভা হইত। * * * দুইঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা হইল—সময় যে কি ভাবে অতিবাহিত হইল, বলিতে পারিলাম না। ইহার পূর্ব্বে এবং পরেও বহুলোকের বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু এমন মনোমদ প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা আর শুনি নাই। যাঁহারা ৺কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা শুনিয়াছেন তাঁহারাও বলিয়াছেন, পরিব্রাজকের বক্তৃতা তদপেক্ষাও হৃদয়গ্রাহী।

"প্রকৃতই সেই বক্তৃতা 'অচেতন' ব্যক্তিরও চেতনা সঞ্চার করিয়াছিল। ঢাকার লোক যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। রাস্তা ঘাট স্কুল কাছারিতে, হাটে বাজারে ঐ আলাপ—আহা কি বক্তৃতা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদবধি আর বিজ্ঞাপন দিতে হইত না—প্রত্যহ বৈকালে জনস্রোতঃ সেই রাজাবাবুর বাটীর সংলগ্ন খোলা মাঠে আসিয়া ভিড় করিত—পার্শ্বস্থ দুইটী রাস্তায়ও ভিড়ে গাড়ী চলাচল বন্ধ হইত।

"বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উন্মার্গপ্রস্থিত লোকদিগকে সনাতন ধর্ম্মের পথে ফিরাইয়া আনা। বিধর্ম্মীদের আপাতমনোহর যুক্তিতর্কে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যে সকল হিন্দুসন্তান পৈতৃক পন্থা—যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ—পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বা তদর্থে উন্মুখ হইয়াছিলেন—তাঁহাদের অনেকেই নিজের ভ্রম বুঝিয়া স্বধর্ম্মানুরাগী হইয়াছিলেন। যাঁহারা উদাসীন ছিলেন—ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিলেও হিন্দুধর্ম্ম অসার, ইহা মনে করিয়া আচার অনুষ্ঠানে পরাঙ্‌মুখ ছিলেন, এমন সব লোক পরিব্রাজকের বক্তৃতা শুনিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছিলেন। ঐরূপ শত শত দৃষ্টান্ত আমরা অবগত আছি। তাই তাঁহার উদ্দেশ্য খুবই সিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি যেখানে যাইতেন দিগ্বিজয়ী বীরের ন্যায় বিধর্ম্মীর দুর্গ জয় করিয়া হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা উড়াইয়া আসিতেন। * * *

"শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যে কেবল বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতেন, তাহা নহে, হিন্দী ভাষায়ও তেমনি ভাবে লোক মাতাইতে পারিতেন। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের ফলে উপকৃত হইয়াছিল। ফলতঃ বিদেশীয় শিক্ষা ও সভ্যতার মোহে উদ্‌ভ্রান্ত শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি আপন ধর্ম্ম, সমাজ ও দেশের প্রতি আকৃষ্ট করিতে তিনিই, সর্ব্বাদৌ না হইলেও, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবে সমর্থ হইয়াছিলেন।

"শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতার চরম উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়াছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইং ১৮৯১ অব্দে, যখন ‘সম্মতি আইন’ নিয়া দেশময় প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল ; কলিকাতা গড়ের মাঠে সমবেত বিশাল জনতা পরিব্রাজকের বক্তৃতায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া লাটসাহেবের প্রাসাদের চারিদিক্ ঘেরিয়া ‘আইন চাই না’ বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়াছিল।

“তখন কলিকাতায় অপরবিধ, এমন কি চৈতন্য লাইব্রেরীতে সাহিত্য বিষয়েও, বক্তৃতা তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। সার্ রমেশচন্দ্র মিত্র, সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মুক্তকণ্ঠে পরিব্রাজকের বক্তৃতার জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন।”

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী প্রথম বয়স হইতেই সুমধুর সঙ্গীত ও সুললিত কবিতা রচনায় দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা লাভের পর হইতে তিনি যে সমস্ত সঙ্গীত জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে “পরিব্রাজকের সঙ্গীত” নামে সংগৃহীত হইয়াছে। পরিব্রাজকের সঙ্গীতে তাঁহার সমগ্র সাধন-জীবন তাঁহার নিজের ভাবে ও নিজের ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে।

জীবনের মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ সময় স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের সেবায় অতিবাহিত করিয়া জীবন-সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে সহস্র সহস্র সাধুমণ্ডলী মধ্যে ও নানা দিগ্‌দেশাগত গৃহস্থ স্ত্রীপুরুষদিগের ঐকান্তিক আগ্রহে ভগবৎ-প্রেম-বিহ্বল-চিত্তে “গঙ্গাসাগর-মহিমা” কীর্ত্তন পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিসমাপ্তি করেন। তৎপরবর্ষে অর্থাৎ জীবনের শেষ বৎসরে তাঁহার পৃষ্ঠব্রণ হইয়াছিল। অস্ত্র চিকিৎসায় উহার উপশম হইবার পর শারীরিক দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও ফরিদপুর জিলান্তর্গত খালিয়া গ্রাম-নিবাসী অনুগত ভক্তগণের একান্ত আগ্রহে তথায় গমন করিয়া কিঞ্চিদধিক সপ্তাহকাল অবস্থান পূর্ব্বক "মনুষ্যত্ব", "গার্হস্থ্য ধর্ম্ম", "শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা" ও "কাঙ্গালের ধন" এই চারিটী বিষয়ক চারিটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট সময়ে তত্রত্য শুশ্রূষুদিগকে সনাতন ধর্ম্মের সাধন বিষয়ে বিবিধ উপদেশ প্রদানে অনুগৃহীত করেন।

কয়েক মাস পরে কলিকাতায় আসিয়া সজ্জনগণের বিশেষ অনুরোধে "খেলাত ঘোষের ইনষ্টিটিউশনে" তিনি "ধর্ম্ম ও উপাসনা" সম্বন্ধে শেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বহুমূত্র-পীড়ার প্রাবল্যে ১৩০৯ শালের ৩রা আশ্বিন, পিতৃপক্ষের দ্বিতীয়ার দিনে—৫৩ বৎসর বয়সে অবিমুক্তপুরী ৺কাশীধামে দেহত্যাগ করিলে উহা মণিকর্ণিকাঘাটে উত্তর-বাহিনী গঙ্গার পবিত্র গর্ভে সমাহিত হয়।

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম. এ., মহাশয় কলিকাতার 'ভারতবর্ষ' নামক পত্রিকায়—কাশীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন—"অনেক কাল হইতে এই পুণ্যধামে অনেকেই আসিয়াছেন। বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেব, শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য, কবীর, তুলসীদাস, শ্রীগৌরাঙ্গ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ইত্যাদি অনেক দেবাত্মা বা দেবকল্প মহাপুরুষ কাশীধাম দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন।"

"স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজীর জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত স্বদেশীয়দিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনায় অতিবাহিত হইয়াছিল। ভারতের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল বিদ্যালয়ের বালকবর্গের চরিত্র গঠনের জন্য তাঁহারই চেষ্টা ও প্রেরণায় বঙ্গের প্রায় প্রতি প্রধান নগরে এবং পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত "সুনীতি-সঞ্চারিণী" সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বদেশহিত-ব্রতে অনুরাগ তাঁহারই জীবনব্যাপি-ব্রতের সুফল বলিতে হইবে। ধর্ম্মভাব বৃদ্ধির সহিতই যে স্বদেশানুরাগ ও চরিত্র-বল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, বঙ্গমাতার সুসন্তানগণের জীবনে তাহা এখন প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে।

"বর্ত্তমান সময়ে দেশের জন্য যেরূপ স্বার্থত্যাগের আবশ্যকতা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-সন্তানেরা, অর্থ সামর্থ্যের অভাব হইলেও, স্বীয় জীবন দিয়া কিরূপে স্বদেশের সেবা করিতে পারেন, তাহা পরিব্রাজক মহোদয় আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিজ জীবনেই দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বদেশ-সেবার জন্য ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে যে কৌমার-ব্রতই একমাত্র অবলম্বনীয়, তাহা তিনি স্বীয় জীবনে প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন। ভারত-মাতার উৎসাহী দরিদ্র সন্তানেরা এই মহদ্‌ব্রত অবলম্বন করিলে, অনায়াসেই যে বিবিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মাতৃপূজায় অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। কত কত উন্নতমনস্ক যুবক অকারণে সংসারাবদ্ধ হইয়া যে স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে অসমর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া পড়েন, তাহা ভাবিলে মন বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠে। আশা করি পরিব্রাজক স্বামীজীর সাধু দৃষ্টান্ত হিন্দু-যুবকগণের হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।” (‘ঢাকাপ্রকাশ’ হইতে উদ্ধৃত)।

জগতে যখন যে কোন মহানুভব পুরুষই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, স্বার্থান্ধ ঈর্ষাপরায়ণ লোকেরা কোন না কোন প্রকারে তাঁহার কুৎসা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে নাই। বিশেষতঃ ধর্ম্ম-প্রচারক ও সংস্কারকগণের বিরুদ্ধাচরণ করিবার লোক পদে পদেই বিদ্যমান। ধর্ম্মরাজ্যে স্বামীজীর অতিশয় প্রতিপত্তি দেখিয়া এবং অসাধারণ ধীশক্তি ও বাগ্মিতার প্রভাবে তাঁহাকে যশস্বী ও প্রতিভাযুক্ত এবং বৈদ্যব্রাহ্মণকুলে জন্ম হইলেও তাঁহার সন্ন্যাসি-জীবনে তাঁহাকে অন্যান্য ব্রাহ্মণাপেক্ষা উচ্চমর্য্যাদা পাইতে দেখিয়া অনেক ক্ষুদ্র-হৃদয় অজ্ঞ লোক ঈর্ষার জ্বালায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, এবং যে কোন রূপে স্বামীজীর অপযশঃ ঘোষণায় ও অনিষ্টসাধনে, এমন কি তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই; ইহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু তিনি শত্রু-দিগের দ্বারা নানা প্রকারে নির্য্যাতিত হইয়াও যে আবার স্বদেশের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বদেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মহিমা চিরদিন বিঘোষিত হইবে। ধর্ম্মপ্রচারকের জীবন কত কষ্টকর এক্ষণে স্বদেশ-সেবক মহাত্মগণ নিজ নিজ জীবনে তাহা অনুভব করিয়া পরিব্রাজকের জীবনব্যাপি-মহাব্রতের মাহাত্ম্য আরও বিকশিত করিতেছেন। তাঁহার মহা-জীবনের যে আভাস সম্প্রতি স্বধর্ম্ম, স্বদেশ, শাস্ত্র, সাহিত্য ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজ-সেবক মহাত্মগণের চরিত্র-গাথায় কীর্ত্তিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ, বি. এ., প্রণীত 'তর্পণ' নামক পুস্তকের সেই কবিতাটী (সনেট্) নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন।
(শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী)

"সুদূর অতীত হ'তে এখনো শ্রবণে
ধ্বনিছে সে অগ্নিবাণী, প্রোজ্জ্বল উচ্ছ্বাস—
মেঘের গর্জ্জনে মিশি, ঝটিকার শ্বাস—
ভাষার রাগিণী—যুক্তি আবেগ মিশ্রণে
তড়িৎ-প্রবাহ যাহা ছুটাইত মনে।
ধর্ম্মের সুষুপ্তি-ভঙ্গে অদম্য প্রয়াস,
হিন্দুধর্ম্ম-অভ্যুত্থানে প্রশান্ত আশ্বাস,
এখনো মিশিয়া আছে বঙ্গের পবনে।
তোমার সে মোহকরী বাণী উন্মাদনা,
পাশ্চাত্য-আদর্শ-পূজা, করেছিল রোধ ;
স্বধর্ম্মে, স্বজাতি-প্রেমে, তব উদ্দীপনা,
জাগ্রত করেছে আর্য্য-মহত্ত্বের বোধ।
বাগ্মিতায়, বঙ্গে তব ছিল না তুলনা,
নারিবে করিতে বাণী, তব ঋণ শোধ॥"

—•—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আভাষ।

"বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ফুটম্।"

গীতা—১৫শ অধ্যায়, ১ম শ্লোক, শ্রীধরী টীকা।

ভোগ-ত্যাগ ব্যতীত যে ভক্তিলাভ হয় না, ভগবানে ভালবাসা জন্মিলে যে বিষয়ে বৈরাগ্য হইবেই হইবে, ইহা ভক্তিসূত্রে ও ভক্তিচরিতে পদে পদে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবৎ-প্রেমলাভ যাঁহার লক্ষ্য, বিষয়-সেবা তাঁহার নিকট বিষবৎ অনুমিত হইবে। ঈশ্বরে ও সংসারে ভালবাসা ভাগ করিয়া দিলে প্রেমের সুখ পাওয়া যায় না। যে প্রেমে প্রকৃত মাধুর্য্য নাই, তাহা ভক্তিভাবের ক্ষণিক বিকাশ মাত্র। প্রকৃত প্রেম ঐকান্তিকতা, একাত্মতা বা তন্ময়তা ব্যতীত হইতেই পারে না। ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইলে মন হইতে বিষয়-বেগ কমিয়া যায় বটে, কিন্তু বিষয়-ভোগে রত থাকিলে ভগবান্‌কে প্রকৃতরূপে ভালবাসা যায় না।

"প্রেম—ভালবাসা—জীবপ্রবাহের মূল উপাদান। এই ভালবাসাই জীবকে ভোগবিলাসে অনুরক্ত করে, এই ভালবাসাই জীবকে সংসারত্যাগী বিষয়বিরাগী অনুরাগী ভক্ত করে। প্রেম-তরঙ্গিণীর আঘাটায় পড়িলে মানব বিলাসবর্ত্তে ডুবিয়া মারা যায়, আবার অনুরাগের বাঁধা ঘাটে নামিয়া নাহিলে বৈরাগ্যের সুশীতল জলপ্রবাহে ত্রিতাপ-তপ্ত হৃদয়ে শান্তি লাভ করে। বৈরাগ্য ভালবাসার সুমধুর রস এবং বিলাস ভালবাসার "শিটী"। সুচতুর ব্যক্তিগণ ভালবাসার—সৌন্দর্য্যানুরাগরূপ কল্পতরুর—শীতল ছায়ায় বসিয়া বৈরাগ্যের বাতাস ভোগ করেন, আর বিষয়-বিমূঢ় মানবগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই ভালবাসা-তরুতলে বিলাস-বিভ্রম-রূপ পিপীলিকার দংশনে জ্বালাতন হয়। শোভা-সৌন্দর্য্যের তো দোষ নাই—অনধিকারী জীবের হৃদয়ই সকল দোষের আকর। ঔষধ সমস্তই উপকারী বটে, কিন্তু অযথারীতিতে প্রযুক্ত হইলে তাহা অপকারী বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ প্রেম—ভালবাসা—আসক্তি—অনুরাগ পদার্থটী ভাল, কিন্তু অযথাস্থানে—অযোগ্য পাত্রে—অনধিকারে ব্যবহৃত হইলে কুফল প্রসব করে। তুমি গুরুকে ভালবাস, শাস্ত্র ভালবাস, বিদ্যা, জ্ঞান, সৎকর্ম্ম ভালবাস, মা অন্নপূর্ণাকে ভালবাস, শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে ভালবাস—ভালবাসা এখানে সুফল প্রদান করিবে। আর তুমি মদ খাইতে, বেশ্যালয়ে যাইতে, অন্যের ধন লইতে, সাধুনিন্দা করিতে বা অপথে কুপথে চলিতে ভালবাস, ভালবাসা তোমাকে কুফল দান করিবে। অতএব ভালবাসা বা অনুরাগের দোষ নাই, দোষ লোকের ভালবাসা প্রয়োগের। রূপ ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, ভালবাস—প্রাণ ভরিয়া সাধ মিটাইয়া ভালবাস। সুরূপকে ভালবাস —কুরূপকে ভালবাসিও না। যেমন ঝিকীমিকী বেলায় সিন্দূরে মেঘের আভায় দাঁড়াইলে শ্যামবর্ণ মুখও একটু উজ্জ্বল দেখায়, সেইরূপ যে রূপ দেখিলে—যে রূপের দিকে মনোপ্রাণ ঢালিয়া দিলে—নয়ন-প্রাণ-মন শীতল হয়, আমি কু হইয়াও যে রূপ দেখিলে সু হইয়া দাঁড়াই, তাহাই সু-রূপ; আর যাহা দেখিলে আমি সু থাকিলেও কু হইয়া দাঁড়াই, অথবা যাহা দেখিলে কু আমি আরও অধিক কু হইয়া দাঁড়াই, তাহাকে লোকে সু-রূপ বলিলেও আমি তাহাকে কু-রূপ বলি। যাহাতে হাত দিলে আমার হাত মলিন হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়, তাহা যে স্বতঃ মলিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি রূপ দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে মা অন্নপূর্ণার রূপ দেখ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ দেখ, শ্রীরামজানকীর রূপ দেখ। পরিব্রাজকের সঙ্গীতে আছে— "এই রূপসাগরে ডুব্‌লে পরে মিটে 'নামরূপের' ঢেউ আপনি।" নায়িকা-বুদ্ধিতে যুবতীর রূপে, মমতা-বুদ্ধিতে পুত্রকন্যার রূপে মুগ্ধ হইও না, তাহাতে তোমার মন মলিন হইয়া যাইবে। এইজন্য এ সকল রূপ "কুরূপ"—আর ভগবানের রূপই "স্বরূপ"। যাঁহাকে ভালবাসিলে আর কাহাকেও ভালবাসিতে ইচ্ছা হয় না, তাঁহাকে ভালবাস। তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিলেই সংসারে "বৈরাগ্য" বুদ্ধির উদয় হয়। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত জানিও যে, বিষয়ে ভালবাসার নাম "বিলাস" ও ভগবানের ভালবাসার নামই "বৈরাগ্য"। ভালবাসার মলিনাংশের নাম বিলাস ও বিশুদ্ধাংশের নামই বৈরাগ্য। লোক-দেখানো সাজ-সজ্জা ত্যাগের নাম বৈরাগ্য নহে।" (ধর্ম্মপ্রচারক—১৪শ ভাগ, ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত "শ্রীকৃষ্ণ-সৎকথামৃত" হইতে উদ্ধৃত)।

দেবর্ষি নারদ ভক্তিসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অনুবাকে ভক্তির মধুরতা ও তজ্জন্য মনো-নিরোধের আবশ্যকতা দেখাইয়াছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ অনুবাকে ভক্তির বিবিধ লক্ষণ এবং কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান হইতেও ভক্তির আধিক্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। পঞ্চম অনুবাকে তিনি ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্য সাধনাঙ্গসমূহের বর্ণন করিয়াছেন। ষষ্ঠ অনুবাকে ভক্তিলাভের বিঘ্ন ও তন্নিবারণের উপায়সমূহ উপদেশ দিয়াছেন। সপ্তম ও অষ্টম অনুবাকে প্রেমের স্বরূপ, এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি ভাবে সেই পরমানন্দের আস্বাদ পাওয়া যায় ও তজ্জন্য কিরূপ মানসিক পবিত্রতার প্রয়োজন তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। নবম অনুবাকে ভগবদ্ভক্তের মধুরভাব বর্ণনপূর্ব্বক—দশমে ভক্তিভাবের স্থিরতার জন্য অহরহঃ ভগবানের ভজন-কীর্ত্তন এবং দাস্য, সখ্য, কান্ত, বিরহ বা তন্ময়তাদি ঐকান্তিক আসক্তিসহ ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হইবার অমূল্য উপদেশ দিয়া ভক্তশিরোমণি দেবর্ষি নারদ জীবের পরম কল্যাণের উপায় বিধান করিয়াছেন।

মহর্ষি শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্রগুলি চিরদিন ভক্তি-দর্শনের ন্যায় আদৃত হইয়া আসিতেছে। এই শতসূত্রী ভক্তিদর্শন তিন অধ্যায়ে ও ছয় আহ্নিকে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে ভক্তির বিশিষ্টত্ব, এবং দ্বিতীয় আহ্নিকে যোগাদি সাধনদ্বারা জ্ঞানলাভ অপেক্ষাও ভক্তির অধিকতর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে জীব, ঈশ্বর, প্রকৃতি আদির স্বরূপ ও সম্বন্ধ, ভক্তি বিকাশের বিবিধ লক্ষণ, ভগবানের অবতার ও তাঁহার বিভিন্ন বিভূতির বিষয় বিবৃত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় আহ্নিকে মহর্ষি গৌণী ভক্তির বিভাগ, উপাসনা-প্রণালী, ভক্তিসাধনের অধিকারী ও পরা ভক্তি লাভের উপায় নির্ণয় করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে ঈশ্বর, মায়া ও সৃষ্টি সম্বন্ধীয় মীমাংসা, বেদের অলৌকিকত্ব ও সৃষ্টি-ক্রম কথিত হইয়াছে, এবং উহার দ্বিতীয় আহ্নিকে জগতের স্বরূপ ও জীবগণের জন্ম-মরণের কারণ নির্ণয়পূর্ব্বক অনুতাপানলে ভগবদ্ভক্তের পাপরাশির নাশ ও ভক্তিভাবেই ভগবানের আনন্দ-স্বরূপ লাভ হয় বলিয়া মহর্ষি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ভক্তিরসামৃতের" মধুরতা পাঠকালেই অনুভূত হইবে। পরিব্রাজকের ভক্তিরসামৃত পাঠ করিতে করিতে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছে। প্রতিদিন একবার উহা পাঠ করিলেও ভগবদ্ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। তবে ইহা বলিয়া বুঝাইবার সামর্থ্য আমাদের নাই। ভক্তচরিতের তুলনা করিতেও আমাদের সাহস হয় না। কেবল ভক্তগণের হৃদয়ে বিবিধ ভক্তিভাবের বিকাশের জন্য এইমাত্র বলিতে পারি যে—ভক্ত ঘাটম, ত্রিলোকনাথ ও কেবল কুবা ঐকান্তিক সাধু-সেবার ফলেই ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভক্ত রইদাস সাধু-সেবাকেই ভগবৎ-সেবা মনে করিতেন। রাঙ্কা ও বাঙ্কা এবং ভক্ত সজন সংসারের ক্লেশ ও বিপত্তিতেও ভগবানের সেবা-তৎপর থাকিয়াই সুখী হইতেন। ভক্ত দেবার অনন্যশরণাগতির গুণে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছিল। ভক্ত ঘাটম, ত্রিলোকনাথ, ধনাজী, সজন ও রাজা জয়মল্লের জীবনে এই ভগবদনুগ্রহের ইঙ্গিত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমের ঐকান্তিকতা-গুণেই এইরূপ দৈবী লীলা অভিনীত হইয়া থাকে।

কুমার-ব্রহ্মচারী স্বামী হরিদাসই ভগবানের কান্তভাবের মধুরতা বুঝিয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন। কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ না করিলে এই মধুময় ভাবের উপলব্ধিই হয় না। ভগবানের ভাবে বিভোর হইলে ভোগস্পৃহা একেবারে বিদূরিত হইয়া যায়, সকল যন্ত্রণাই সহ্য হয়, অশেষ ক্লেশের মধ্যেও হৃদয়ে শান্তির শীতল ধারা বহিতে থাকে, ভক্ত হরিদাসের জীবন তাহা সকলকেই শিক্ষা দিতেছে। ভক্তিমতী করমেতি বাঈ, ইন্দুরেখা ও ভক্তিমতী বিধবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্‌কে ভালবাসিয়া সংসারের সকল সুখই ভুলিয়াছিলেন। নারীদেহ আসক্তির লীলাভূমি হইলেও ভগবৎ-প্রেমের প্রবল স্রোতের মুখে সংসারের মায়া মোহ তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। ভক্ত বিল্বমঙ্গল ভোগবিলাসাবর্তে ডুবিয়াও ঐকান্তিক ভক্তির গুণে বৈরাগ্য লাভ করতঃ ভগবানের দর্শন-লাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন; এবং ভগবানের জন্য কতদূর আকুল হইলে তাঁহাকে লাভ করা যায় তাহাও জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বালকের সরল ভালবাসা অতি মধুর ও পবিত্র। তাই শিশু ভক্ত ধনা ও গোবিন্দদাসকে ভগবান্ স্বয়ংই কৃতার্থ করিয়াছিলেন। শিশুর মত সরল ভাবে ডাকিতে শিখিলে সহজেই ভগবানের কৃপা-লাভ হইয়া থাকে।

ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতেই হৃদয় শিশুর মত সরল হইয়া যায়। অনন্যোপায় হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কেবল হরিনাম করিলেই হৃদয়ের সমস্ত কলুষরাশি ধুইয়া যায়, এবং ভগবৎ-প্রেমের আবেশে সাধকের মনে শুদ্ধ ও শান্তিময় দিব্য ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে সংসারের সেবা ছাড়িয়া ভগবানের ও ভক্তের সেবা করিতে শিখিলেই জন্ম সফল ও জীবন সার্থক হয়। ভক্তিশাস্ত্র ও ভক্তচরিত আলোচনা করিয়া সকলেরই ভক্তিভাব বিকসিত হউক, ইহাই ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের চরণে প্রার্থনা।

সাধুহৃদয় সাধকগণের চিত্তবিনোদনার্থ শ্রীমৎ পরিব্রাজক মহোদয়-বিরচিত "**বিজ্ঞাপনী**" হইতে ভক্তির "**নিরুদ্দেশ**" ও "**পরিচয়**" শীর্ষক প্রস্তাবদ্বয়ও প্রসঙ্গক্রমে আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞাপন।

নিরুদ্দেশ।

আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা **ভক্তি** বহুদিন হইতে “আর্য্য” নামধারী মহাত্মগণের শুশ্রূষায় সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহাদিগের প্রাসাদে ও কুটীরে বাস করিতেন। তাঁহারা যে দিন হইতে স্বদেশে গমন করিয়াছেন, সেই দিন হইতে আমার ভার্য্যার কোন উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। দেশে দেশে, নগরে নগরে, পথে পথে, মঠে মঠে, পর্ণকুটীরে, কমলকুটীরে, যেখানে সেখানে অনুসন্ধান করিয়াও তাহার উদ্দেশ পাইলাম না। সভায়, সমাজে, আখ্‌ড়া ও মহোৎসব মেলাতেও তত্ত্ব করিতে ক্রটী করি নাই, কিন্তু কোথাও প্রিয়তমার দেখা পাইলাম না। “ভক্তির” বেশ ধারণ করিয়া কতিপয় ব্যভিচারিণী রমণী আমার পাণিস্পর্শ করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু লক্ষণাদি দ্বারা দেখিলাম যে তাহাদের কেহই আমার প্রকৃত ভার্য্যা নহে। যে ব্যক্তি আমার প্রিয়তমাকে আমার নিকট আনিয়া দিবে, আমি তাহাকে আনন্দ-রাজ্যে অভিষেক করিয়া নিত্য-নিকেতনের অধিকারী করিব, এবং শান্তি-নাম্নী অলোকসামান্যা কন্যার সহিত বিবাহ দিব। মুক্তি তাহার পরিচর্য্যা করিতে থাকিবে। অলমতিবিস্তরেণ।

ব্রহ্মলোক শ্রীশ্রীশ্রী ওঁ

পরিচয়।

যে স্থানে ব্রহ্মলোকবিনোদিনী ভক্তির সমাগম হইবে সেই পরম ধাম পূর্ণানন্দের সৌগন্ধে আমোদিত হইবে। তাঁহার সমাগমমাত্রেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকমণ্ডলী অনন্যকর্ম্মা হইয়া একতানচিত্তে রাজা পরীক্ষিতের ন্যায় তাঁহার পতির গুণানুবাদ শ্রবণে অভিনিবিষ্ট হইবে, মুনিপুঙ্গব শুকদেবের ন্যায় তদ্গত চিত্তে হরিগুণ-কীর্ত্তনে নিমগ্ন হইয়া যাইবে, দৈত্যকুল-পাবন প্রহ্লাদের ন্যায় নিষ্ঠার সহিত তন্নাম-স্মরণ-পরায়ণ থাকিবে, উদ্ধবের ন্যায় তৎপদ-পরিসেবনে আপনাকে নিরন্তর কৃতার্থ মনে করিবে, অম্বরীষের ন্যায় নির্ম্মল ভাবে তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে, সুনীতি-সুত ধ্রুবের ন্যায় তৎপদারবিন্দ-বন্দনে আনন্দিত ও নিশ্চলচিত্ত থাকিবে, হনূমানের ন্যায় তাঁহার দাসত্বে ব্রতী হইয়া ত্রিজগতের পরম পদ তুচ্ছ করিবে, অর্জ্জুনের ন্যায় তৎসহ সখ্যতা ও একহৃদয়তা স্থাপন করিবে, এবং দানবকুলতিলক বলির ন্যায় তাঁহাকে আত্মনিবেদন করিয়া দিবে। যেখানে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, সেইখানেই জানিবেন বিষ্ণু-বিলাসিনী প্রকৃত ভক্তির উদয় হইয়াছে। আরও দেখিবেন, নৃত্য ও নিশ্চলতা, হাস্য ও রোদন একত্র অবিসংবাদিতভাবে তাঁহার নিকট রহিয়াছে, এবং আত্মবোধ ও বৈরাগ্য নামে তাঁহার হৃষ্টপুষ্টকলেবর প্রিয় পুত্রদ্বয় তাঁহার মঙ্গলময় হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে, এবং মুক্তিনাম্নী দাসী তাঁহার সেবায় সদাই তৎপর রহিয়াছে। সংক্ষেপে ভক্তির পরিচায়ক আর্য্যবাণীর প্রতিধ্বনি করিলাম। যদি ঈদৃশী ভক্তি প্রাপ্ত হয়েন, তবে অবশ্যই আপনি বিজ্ঞাপনানুসারে পুরস্কার পাইবেন। কিন্তু সাবধান, ভক্তির ভাণকারিণী ভ্রমময়ী ভামিনীর কুহকমন্ত্রে বিমোহিত হইবেন না।

৺কাশীধাম,
যোগাশ্রম।

দীনাতিদীন
শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/68

ভক্তি ও ভক্ত।

নারদকৃত ভক্তি-সূত্র।

প্রথম অনুবাক।

ওঁ অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়—ওঁ (সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভে ব্যবহার্য্য মঙ্গলসূচক শব্দ)। অথাতঃ (অতঃপর অর্থাৎ ভক্তি মার্গের অধিকারী তজ্জিজ্ঞাসু হইয়াছেন জানিয়া) [আমরা] ভক্তিং (ভক্তিতত্ত্ব) ব্যাখ্যাস্যামঃ (ব্যাখ্যা করিব)।

বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে আমরা ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছি।

ব্যাখ্যা—"অথ" শব্দ মঙ্গলবাচক। "অতঃ" শব্দ দ্বারা নারদ নিজ পূর্ব্বোক্ত কথার ব্যাবর্ত্তন এবং এই শ্লোক দ্বারা ভক্তি-তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিবেন, তাহারই সূচনা করিলেন॥ ১ ॥

ওঁ সা কস্মৈ * পরমপ্রেমরূপা ॥ ২ ॥

* সা ত্বস্মিন্ ইতি পাঠান্তরম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়—সা (উহা অর্থাৎ ভক্তি) কস্মৈ (কিংশব্দ বাচ্য ঈশ্বরের প্রতি) পরমপ্রেমরূপা (ঐকান্তিক প্রেম স্বরূপা)।

বঙ্গানুবাদ—উহা (ভক্তি) ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক প্রেম-স্বরূপা।

ব্যাখ্যা—"কস্মৈ" পদ ঈশ্বরার্থে লক্ষিত হইয়াছে। ঈশ্বর সর্ব্বদা প্রশ্নার্হ বলিয়া তাঁহার একটী নাম "কিম্"। যথা—"একো নৈকঃ সবঃ কঃ কিম্" (বিষ্ণুর সহস্র নাম—৯৬) ॥ ২ ॥

ওঁ অমৃতস্বরূপা চ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—চ (এবং) [উহা] অমৃতস্বরূপা।

বঙ্গানুবাদ—এবং (উহা) অমৃত-স্বরূপা।

ব্যাখ্যা—ভক্তি মধুর হইতেও সুমধুর এবং মুক্তি-স্বরূপ। ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তি-পিপাসা থাকে না ॥ ৩ ॥ *

---

* স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরে আত্মবুদ্ধি বিনষ্ট না হইলে, জীবের জন্ম-মৃত্যু জনিত দুঃখ ও পুণ্য পাপাদির ভোগ নিবৃত্ত হয় না। এই দেহাত্মবুদ্ধির নিবৃত্তিই মুক্তি। ভগবৎ-সাক্ষাৎকারেই এই মুক্তি লাভ হয়, এইজন্য ভগবৎ-কৃপা লাভ জনিত ভক্তি (পরাভক্তি) হইতে অহম্মমতাদি-বুদ্ধি-জাত সর্ব্ববন্ধন-বিবর্জ্জিতা নিত্যশান্তিরূপা মুক্তি অপৃথক্। প্রকৃত ভক্তির উদয় হইলে মুক্তির নিমিত্ত আর পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না; কেননা ভগবদনুরাগে ভক্তের অহং বুদ্ধি ও বিষয়াসক্তি বিনিবৃত্ত হইয়া যায়। সুতরাং ভক্তির সাধনায় মুক্তিলাভ স্বতঃসিদ্ধ। (৩৩শ সূত্রের ব্যাখ্যায় মুক্তির স্বরূপ দ্রষ্টব্য)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়—যৎ (যাহা) লব্ধ্বা (লাভ করিলে) পুমান্ (পুরুষ) সিদ্ধোভবতি (সিদ্ধ হয় অর্থাৎ সিদ্ধি লাভ করে) অমৃতো ভবতি (অমৃত হইয়া যায়) [এবং] তৃপ্তো ভবতি (তৃপ্ত হয় অর্থাৎ তৃপ্তি লাভ করে)।

বঙ্গানুবাদ—যাহা (ভক্তি) লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ হয়, অমৃত হইয়া যায় এবং তৃপ্ত হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—ভক্তির উদয় হইলে মনুষ্যের অন্য সাধনার প্রয়োজন থাকে না, মুক্তি স্বয়মেব আসিয়া ভক্তের পরিচর্য্যা করে। ভক্তিমান্ ব্যক্তি পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন, এই জন্য তাঁহার ইহ-পরলোকের কোন সুখ-ভোগেরই বাসনা হয় না ॥ ৪ ॥

ওঁ যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি ॥ ৫ ॥

অন্বয়—যৎ (যাহা) প্রাপ্য (পাইলে) [পুরুষ] কিঞ্চিৎ (কিছু অর্থাৎ কোনও দ্রব্য) ন বাঞ্ছতি (পাইতে ইচ্ছা করে না) ন শোচতি (শোক করে না) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করে না) [কোনও দ্রব্যে] ন রমতে (অনুরক্ত হয় না) [অন্য কোনও বিষয়ে] উৎসাহী ন ভবতি (উৎসাহ প্রকাশ করে না)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ—যাহা (ভক্তি) পাইলে মনুষ্যের তৃষ্ণা, শোক, দ্বেষ বিদূরিত হয়, এবং কোন বস্তুতে রতি বা কোন কার্য্যে উৎসাহ থাকে না।

ব্যাখ্যা—ভক্তির উদয় হইলেই মন ভগবচ্চরণে অর্পিত ও বিলীন হয়। মনের ক্রিয়া ও চেষ্টা না থাকিলেই আগ্রহ, পরিগ্রহ, শোকাদি মনের বেগরাশি আপনা আপনিই তিরোহিত হইয়া যায় ॥ ৫ ॥

ওঁ যজ্জ্ঞানান্মত্তো ভবতি * স্তব্ধো
ভবত্যাত্মারামো ভবতি ॥ ৬ ॥

অন্বয়—যজ্ জ্ঞানাৎ (যাহার জ্ঞান হইলে) [মনুষ্য] মত্তঃ (উন্মত্ত) ভবতি (হয়) স্তব্ধঃ (স্পন্দহীন) ভবতি (হয়) [এবং] আত্মারামঃ ভবতি (আত্মারাম হয় অর্থাৎ আপনাতে আপনি মাতিয়া পরমানন্দ ভোগ করে)।

বঙ্গানুবাদ—যাহা (ভক্তি) বিদিত হইলে মনুষ্য উন্মত্ত, স্তব্ধ ও আত্মারাম হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা—ইতঃপূর্ব্বে ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে; এক্ষণে ভক্তির ফল কথিত হইতেছে। ভক্তের হৃদয়ে যখন প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিতে থাকে, তখন তাঁহার গাত্র রোমাঞ্চিত, নেত্র অশ্রুপূর্ণ, স্বর গদ্গদ হইয়া থাকে। ভক্ত তখন কখনও নির্লজ্জবৎ

---

* যজ্জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতীতি পাঠান্তরম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচ্চৈঃস্বরে গান ও নৃত্য করিতে থাকেন, কখনও প্রেতগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় বিকট হাস্য ও চীৎকার করেন, কখনও বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক "হরে" "নারায়ণ" আদি নাম উচ্চারণ করিতে থাকেন, কখনও ভাবে বিভোর হইয়া জড়বৎ স্থির থাকেন এবং কখনও বা আপনাতে আপনি মাতিয়া পরমানন্দ ভোগ করেন (ক) ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয় অনুবাক।

ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—নিরোধরূপত্বাৎ (নিরোধ স্বরূপ বলিয়া) সা (উহা অর্থাৎ ভক্তি) কাময়মানা (মনস্কামনা পূরণ করিবার উপযোগিনী) ন (নহে)।

বঙ্গানুবাদ—উহা (ভক্তি) কোন মনস্কামনা পূরণ করিবার জন্য নহে। কেননা উহা নিরোধ-স্বরূপ।

ব্যাখ্যা—কামনা পূরণের জন্য ভক্তি করা বণিগ্‌বৃত্তি মাত্র। ভগবান্ নৃসিংহ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া প্রহ্লাদকে বলিয়াছিলেন, "বৎস! বর প্রার্থনা কর।" তাহাতে প্রহ্লাদ করযোড়ে বলিলেন, "প্রভো! আমিতো ব্যাপারী নহি,

---

(ক) শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে এইরূপই দৃষ্ট হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি আপনার ভক্ত।” যে ব্যক্তি সেবার পরিবর্ত্তে ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করে, সে সেবক নহে, সে ব্যবসায়ী। ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণাদি নিরুদ্ধ অর্থাৎ বহির্ব্ব্যাপার হইতে বিনিবৃত্ত না হইলে প্রকৃত ভক্তির উদয় হয় না। চিত্তাদির বৃত্তি নিজ নিজ স্থানে নিরুদ্ধ থাকিলে ভোগবাসনার স্ফূর্ত্তি হয় না। এই নিষ্কাম অবস্থাতেই অন্তঃকরণে ভক্তির প্রবাহ বিষ্ণুপাদ-প্রসূতা গঙ্গার ন্যায় তর তর বেগে বহিতে থাকে। অথবা ভগবানের কৃপা, সদ্গুরুর কৃপা ও নিজ সৌভাগ্য এই তিন সূত্র একত্র হইলেই জীবের সংসারাবরোধ কাটিয়া যায় ও জীব ভগবানের ভাব-সূত্রে “নিরুদ্ধ” হয়। এই নিরোধ ছয় প্রকার; যথা (১) ভীতি-ভাব-নিরোধ, (২) স্বামি-ভাব-নিরোধ, (৩) সর্ব্ব-ভাব-নিরোধ, (৪) সখ্য-ভাব-নিরোধ, (৫) বাৎসল্য-ভাব-নিরোধ ও (৬) কান্ত-ভাব-নিরোধ। ভব-যন্ত্রণা-ভয়ে ও ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া প্রথম। “ভগবান্‌ই জগৎপ্রভু, আমি তাঁহারই দাস”, এই রূপে তাঁহার শরণাগত থাকা দ্বিতীয়। ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র ও বিশাল হইতেও বিশাল তাবৎ চেতন অচেতন পদার্থই ঈশ্বর; পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী, শত্রু, মিত্র সমস্তই তিনি, ইত্যাকার-বোধে সর্ব্বত্র তাঁহাকে দর্শন করা তৃতীয়। বিপদে, সম্পদে, সুখে, দুঃখে সদাই তিনি আমার সহায়; তিনি “দীনবন্ধু” এইরূপ সখ্যভাবে তাঁহার অনুগত হওয়া চতুর্থ। পুত্রের ন্যায় প্রাণ-পুত্তলী-বোধে তাঁহাকে আদর করিয়া তদ্গতপ্রাণ হওয়া পঞ্চম; এবং আমার মনঃপ্রকৃতি নারী ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি পুরুষ—পতি, এই ভাবাপন্ন হইয়া তাঁহাতে মিশাইয়া থাকা ষষ্ঠ প্রকার নিরোধ। এইরূপে কোন না কোন নিরোধের অধীন থাকিলে জীবের কামনা স্বতএব নিবৃত্ত হইয়া যায় ॥ ৭ ॥

ওঁ নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপার-সন্ন্যাসঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) লোক বেদ ব্যাপার সন্ন্যাসঃ (লৌকিক এবং বৈদিক ব্যাপারের সম্পূর্ণ সন্ন্যাসই অর্থাৎ তাহাদের প্রতি আসক্তি ত্যাগই (নিরোধঃ (নিরোধ শব্দ বাচ্য)।

বঙ্গানুবাদ—লৌকিক এবং বৈদিক কার্য্য সমূহের সম্পূর্ণ সন্ন্যাসের নাম "নিরোধ"।

ব্যাখ্যা—অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ বহিশ্চেষ্টা পরিত্যাগ করিলে, অথবা ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া মনুষ্য অনন্যচেষ্ট হইলে, লৌকিকাচার বা বেদবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি কোন কার্য্যেই ভক্তের প্রবৃত্তি হয় না। ভক্ত নিষ্ক্রিয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান বর্জ্জিত ॥ ৮ ॥

ওঁ তস্মিন্ননন্যতা তদ্বিরোধিষূদাসীনতা চ ॥ ৯ ॥

অন্বয়—চ (এবং) তস্মিন্ (ঈশ্বরে) অনন্যতা (অনন্যভাব) চ (এবং) তদ্বিরোধিষু (ঈশ্বর বিরোধী বিষয়ের প্রতি) উদাসীনতা (উদাসীন ভাবও) [নিরোধ শব্দ বাচ্য]।

বঙ্গানুবাদ—ঈশ্বরে অনন্য ভাব এবং তদ্বিরোধী বিষয় মাত্রেরই প্রতি ঔদাসীন্যকেও নিরোধ কহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—একনিষ্ঠ-চিত্ত হইলেই নিরোধ-শক্তির পূর্ণ সিদ্ধি হইয়া থাকে। ভগবদ্‌গত-প্রাণ হইলে ভক্তের অন্য কোন বস্তুতেই আদর থাকে না ॥ ৯ ॥

ওঁ অন্যাশ্রয়াণাং ত্যাগোঽনন্যতা ॥ ১০ ॥

অন্বয়—অন্যাশ্রয়াণাং (ঈশ্বর ভিন্ন অন্য সকল আশ্রয়ের) ত্যাগঃ (ত্যাগকে), অনন্যতা (একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তি) [কহে]।

বঙ্গানুবাদ—অন্য সকল আশ্রয় ত্যাগের নাম অনন্যতা।

ব্যাখ্যা—একমাত্র বস্তুকেই সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন এবং তদ্ব্যতীত সমস্তই পরিহার করিলে "অনন্যতা" সিদ্ধ হয় ॥ ১০ ॥

ওঁ লোকে বেদেষু তদনুকূলাচরণং
তদ্বিরোধিষূদাসীনতা ॥ ১১ ॥

অন্বয়—লোকে (সংসারে) [এবং] বেদেষু (সমস্ত বেদে) [বিহিত] তদনুকূলাচরণং (সেই ঈশ্বরের অনুকূল আচরণকেই) তদ্বিরোধিষু উদাসীনতা (ঈশ্বরের প্রতিকূল বিষয়ে উদাসীন ভাব) [কহে]।

বঙ্গানুবাদ—লোক এবং বেদ বিহিত ভগবদনুকূল আচরণ করাই "তদ্বিরোধিষূদাসীনতা"।

ব্যাখ্যা—চির-প্রচলিত লোকব্যবহারানুরূপ এবং বেদ-বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই ভগবদ্ভাবের প্রতিকূল কার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্রেই আপনা আপনি অনাস্থা, ঔদাস্য ও নিবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়॥ ১১ ॥

ওঁ ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্দ্ধং শাস্ত্ররক্ষণম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—নিশ্চয়দার্ঢ্যাৎ (নিশ্চয় বুদ্ধি দৃঢ় হওয়া) ঊর্দ্ধং (পর্য্যন্ত) শাস্ত্র রক্ষণম্ (শাস্ত্র বাক্য রক্ষা করা) ভবতু (হউক অর্থাৎ কর্ত্তব্য হয়)।

বঙ্গানুবাদ—যে পর্য্যন্ত নিশ্চয়-বুদ্ধি দৃঢ় না হয়, সে পর্য্যন্ত শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত।

ব্যাখ্যা—ভগবানের উপাসনা করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত তাঁহাতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা অবিচলিত না হয়, সে পর্য্যন্ত শাস্ত্র-লিখিত অধিকারানুরূপ বৈধ ও নিষিদ্ধ কার্য্যগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয়; কেননা, ভক্তির অপরিপক্কাবস্থায় কর্ম্মানুষ্ঠানে অনাস্থা করিলে মনোমালিন্য বিদূরিত না হওয়ায় ভক্তি প্রবলা হইতে পারে না। ভক্তি-সাধন সিদ্ধ হইলে কর্ম্ম-নিষ্ঠা আপনা আপনিই শিথিল হইয়া যায়। যেমন অলাবু পুষ্ট ও বড় হইলে তাহার ফুলটি আপনিই ঝরিয়া পড়ে, সেইরূপ ভক্তি পরিপুষ্ট হইলে কর্ম্ম আপনা আপনি তিরোহিত হইয়া যায়। কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে নাই॥ ১২ ॥

ওঁ অন্যথা পাতিত্যাশঙ্কয়া ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—অন্যথা (তাহা না হইলে) পাতিত্যাশঙ্কয়া (পতিত হইবার আশঙ্কা) [আছে]।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ—অন্যথা পতিত হইবার আশঙ্কা আছে।

ব্যাখ্যা—ভক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। যেমন তরুণ তরুগুলির মূলে জল সেচন না করিলে তত্তাবৎ শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা, তদ্রূপ ভক্তিরূপ-বল্লরীমূলে কর্ম্মরূপ জল সেচন না করিলে উহা বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে॥ ১৩॥

ওঁ লোকোঽপি তাবদেব কিন্তু ভোজনাদি-
ব্যাপারস্ত্বাশরীরধারণাবধি ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—লোকঃ অপি (সংসারও) [আবার] তাবদ্ এব (সেই কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ নিশ্চয়দার্ঢ্য পর্য্যন্ত), তু (কিন্তু) ভোজনাদি ব্যাপারঃ (ভোজনাদি ব্যাপার) আশরীর ধারণাবধি (শরীর যতদিন থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত) [থাকে]।

বঙ্গানুবাদ—লৌকিক আচারও নিশ্চয়দার্ঢ্য অর্থাৎ নিশ্চয়-বুদ্ধি দৃঢ় হওয়া পর্য্যন্ত; কিন্তু শরীর যতদিন থাকিবে, ভোজনাদি কার্য্য ততদিন থাকিবে।

ব্যাখ্যা—অনেকে বলেন, যদি ভোজনাদি কার্য্যই থাকিল, তবে জীবন-সত্ত্বে কর্ম্ম-ত্যাগ হইল কই? এই শঙ্কা নিরসনার্থ এতৎ-সূত্রের অবতারণা। ভোজনাদি কার্য্য শরীর-রক্ষার্থ মাত্র। ভোজনত্যাগে কর্ম্মত্যাগ হয় না; কর্ম্ম বলিলে এখানে সকাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারমার্থিক কর্ম্মই বুঝিতে হইবে। যতদিন বাসনা ক্ষয় না হয়, ততদিন লৌকিক ও পারমার্থিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥ ১৪ ॥

তৃতীয় অনুবাক।

ওঁ তল্লক্ষণানি বাচ্যন্তে নানামতভেদাৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—নানামত ভেদাৎ (পৃথক্ পৃথক্ মতভেদ অনুসারে) তল্লক্ষণানি (সেই ভক্তির লক্ষণগুলি) বাচ্যন্তে (কথিত হইতেছে)।

বঙ্গানুবাদ—নানা মতভেদে উহার (ভক্তির) লক্ষণ কথিত হইতেছে।

ব্যাখ্যা—এই সূত্রটিতে একটি সন্দেহ হইতে পারে যে, এইটি প্রকৃত "সূত্র" নহে ; কেননা যাহাতে বক্তব্য বিষয় সংক্ষিপ্ত ও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকেই "সূত্র" কহে। কিন্তু কোন কথা বলিবার প্রতিজ্ঞা করাকে সূত্র বলা যায় না। এই সূত্রটিকে বক্তব্য বিষয়ের "প্রতিজ্ঞা" বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রীপুত্রাদিতে যে প্রেম-ভাব লক্ষিত হয়, উহা প্রকৃত প্রেম নহে। সূত্রকার এই সূত্রে জানাইতেছেন যে, "প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্ট হয়"। শাস্ত্র-কথিত প্রেম ও তাহার মত-মতান্তরের প্রতিই এই সূত্রের লক্ষ্য ॥ ১৫ ॥

ওঁ পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্য্যঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—পূজাদিষু (ভগবানের পূজা প্রভৃতিতে) অনুরাগঃ (অনুরাগই) [ভক্তি] ইতি (ইহা) পারাশর্য্যঃ (মহর্ষি পরাশরের পুত্র বেদব্যাসের মত)।

বঙ্গানুবাদ—ভগবৎ-পূজাদিতে অনুরাগের নামই ভক্তি ইহা মহর্ষি পরাশরনন্দন বেদব্যাসের মত।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রিয়গণকে কর্ম্ম-বিতান হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিধিপূর্ব্বক পূজাদির প্রয়োজন। পূজা করিতে করিতে প্রেমের উদয় হইবে। সম্পূর্ণ প্রেমাবেশ হইলে বাহ্য পূজা ও মানস-পূজা এতদুভয়েরই নিবৃত্তি হইয়া যাইবে ॥ ১৬ ॥

ওঁ কথাদিষ্বিতি গর্গঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—কথাদিষু (ভগবৎ কথায় অর্থাৎ ভগবানের নাম শ্রবণে ও কীর্ত্তনে) [অনুরাগই ভক্তি] ইতি (ইহা) গর্গঃ (গর্গের মত)।

বঙ্গানুবাদ—কথাদিতে অনুরাগের নামই ভক্তি, ইহা গর্গাচার্য্যের মত।

ব্যাখ্যা—ভগবদ্-গুণানুবাদ শ্রবণ ও কীর্ত্তনই সমস্ত সাধনের সার জানিয়া তাহাতেই গাঢ় অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধা করা গর্গ ঋষির মতে "ভক্তি" বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ আত্মরত্যবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—আত্মরত্যবিরোধেন (আত্মরতির অবিরোধী বিষয়ের প্রতি) [অনুরাগই ভক্তি] ইতি (ইহা) শাণ্ডিল্যঃ (শাণ্ডিল্যের মত)।

বঙ্গানুবাদ—আত্মরতির অবিরোধী বিষয়ে অনুরাগের নাম ভক্তি, ইহা শাণ্ডিল্য ঋষির মত।

ব্যাখ্যা—জগদ্বোধ পরিহার পূর্ব্বক একমাত্র আত্ম-চৈতন্যে অন্যান্য সমস্ত অস্তিত্বের আহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণানন্দে বিভোর থাকাই আত্মরতি। দ্বৈত ভাবেই হউক, অথবা অদ্বৈত ভাবেই হউক, যে উপায়ই এই আত্মরতির অনুকূল, তাহাতে অনুরাগ-বৃত্তির প্রবাহই শাণ্ডিল্যের মতে "ভক্তি" বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

ওঁ নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্‌বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) তদর্পিতাখিলাচারতা (ভগবানে সমস্ত কার্য্য অর্পণ) [এবং] তদ্‌বিস্মরণে (ভগবানের বিস্মৃতিতে) পরম ব্যাকুলতা (একান্ত ব্যাকুলতাই) [ভক্তি] ইতি (ইহা) নারদঃ (নারদের মত)।

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু নারদের মত এই যে, নিজকৃত সমস্ত কর্ম্মই ভগবানে অর্পণ এবং তাঁহাকে বিস্মৃত

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে যে চিত্তের একান্ত ব্যাকুলতা জন্মে, তাহারই নাম ভক্তি।

ব্যাখ্যা—লৌকিক ও পারমার্থিক ভেদে কর্ম্ম দুই প্রকার। মানব! তুমি পুত্র-পালন, যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা আদি যে কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান কর না কেন, সমস্তই ঈশ্বরার্থ বা তৎপূজনার্থ বিবেচনাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান কর। একবার মন খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া বল—

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥"

অন্নদাকল্পতন্ত্র, ৫ম পটল, ৩৪ শ্লোক।

প্রাতঃকালে উঠিয়া সায়াহ্ন পর্য্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে পুনঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যত কিছু (লৌকিক ও পারমার্থিক) কার্য্য করি, হে জগন্মাতঃ! তৎসমস্ত তোমারই পূজা মাত্র। কার্য্য করিতে করিতে যদি ভাগবান্‌কে ভুলিয়া "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" এই দুরভিমান আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার তাঁহাকে হৃদয়ের একমাত্র অধিনায়কত্বে বরণ করিতে না পার, ততক্ষণ তোমার চিত্ত তদ্বিরহ-বেদনায় ব্যাকুল হইলে জানিবে, তোমার ভক্তি-লক্ষণ দেখা দিয়াছে; অর্থাৎ যখন অন্তঃকরণে অনবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ভগবদ্ভাবের বৃত্তি-প্রবাহ চলিতে থাকে, তখনই ভক্তি-লক্ষণ পরিস্ফুট হয়॥ ১৯॥

ওঁ অস্ত্যেবমেবম্॥ ২০॥

অন্বয়—এবম্ এবম্ (এইরূপেই) অস্তি (হয় বটে)।

বঙ্গানুবাদ—বস্তুতঃ এই রূপই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—পূর্ব্ব সূত্রে ভক্তির লক্ষণ ব্যাখ্যাত হইলেও এই সূত্রে লৌকিক ব্যবহারানুসারে তাহারই দৃঢ়-নিশ্চয়তা প্রদর্শিত হইল, অর্থাৎ ভক্তির উক্তবিধ লক্ষণে কিছু মাত্র অসত্যতা বা সংশয়ের হেতু নাই ॥ ২০ ॥

ওঁ যথা ব্রজগোপিকানাম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়—যথা (যেমন) ব্রজগোপিকানাম্ (ব্রজের গোপিকাদিগের) [প্রেম-ভক্তি উদাহরণ স্থল] ।

বঙ্গানুবাদ—যেমন ব্রজগোপিকাদিগের ।

ব্যাখ্যা—বৃন্দাবনবিহারিণী গোপরমণীরাই প্রেম-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন । এই জন্য ইঁহাদের উদাহরণ নারদের ভক্তি ব্যাখ্যার সূত্রস্থানীয় হইল । বস্তুতঃ প্রেমে বিভোর হইয়া মত্তপায়ী মাতালের ন্যায় যাঁহারা গৃহ, সংসার, ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম, লোক-লজ্জা আদি সমস্তই বিসর্জ্জন করেন তাঁহারাই পরম ভক্ত । ভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে নিজ মুখেই উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসাগতাঃ ॥ ৪৬।২
যে ত্যক্ত-লোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্ম্যহম্ ॥ ৪৬।৩
ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ ॥ ৪৬।৪
ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন ।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্ব্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ ॥" ৪৬।৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে উদ্ধব, গোপীগণ আমাতেই মন সমর্পণ করিয়াছে, আমিই তাহাদের প্রাণ, আমার জন্য তাহারা নিজ নিজ দৈহিক ব্যবহারাদি ত্যাগ করিয়াছে। যাহারা আমাকে প্রিয়তম পতি এবং আত্মস্বরূপ জানিয়া, মনে মনে আমাতে মিলিত হইয়াছে এবং যাহারা আমার জন্য লৌকিক ব্যবহার, ধর্ম্মের বিধি ও নিষেধ তুচ্ছ করিয়াছে, তাহাদিগকে আমিই রক্ষা করি। গোপীগণ আমাকে প্রিয় হইতেও প্রিয়তর বলিয়া জানে। আমি দূরে থাকিলে আমাকে স্মরণপূর্ব্বক তাহারা নিদারুণ বিরহ-ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। আমা-ব্যতীত তাহারা অতি ক্লেশে প্রাণ-ধারণ করিয়া থাকে। বৃন্দাবনে আমার পুনরাগমনের শুভ সংবাদেই তাহারা জীবিত আছে। আমিই সেই গোপিকাদিগের আত্মা ও তাহারা আমারই। প্রেম-ভক্তি-বিস্তার-কর্ত্তা শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবও নিজ "সন্ন্যাস-নির্ণয়" গ্রন্থে গোপিকাগণকে প্রেমমার্গের গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ॥২১॥

ওঁ ন তত্রাপি মাহাত্ম্যজ্ঞান-বিস্মৃত্যপবাদঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়—তত্র অপি (গোপিকাগণের অন্তঃকরণেও) মাহাত্ম্যজ্ঞান-বিস্মৃত্যপবাদঃ (ভগবানের মাহাত্ম্য জ্ঞানের বিস্মৃতি ছিল এইরূপ অপবাদ) ন (বাস্তবিক নহে)।

বঙ্গানুবাদ—(গোপীগণের) ঐ অবস্থাতেও মাহাত্ম্য-জ্ঞান-বিস্মৃতির অভাব নাই; (অর্থাৎ মহাত্ম্য-জ্ঞান ছিল)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবদ্বোধে দেখিতেন না, ইহা অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু গোপীগণকে যখন বলিতে শুনিলাম "মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসম্" (ক)—অস্ত্বেব মে তদুপদেশপদে ত্বয়ীশে, প্রেষ্ঠো ভবাং স্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা।" (খ)—"ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভিজাতঃ" (গ)—"ন খলু গোপীকানন্দনো

(ক) মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াং স্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্ দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ২৯ অধ্যায়, ২৮ শ্লোক।

হে বিভো, এ প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার উচিত হয় না, কারণ আমরা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আপনার পদ সেবা করিতেছি। আদিপুরুষ মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে গ্রহণ করেন (উপেক্ষা করেন না), সেইরূপ স্বতন্ত্র পুরুষ আপনি আপনার ভক্ত আমাদিগকে গ্রহণ করুন, ত্যাগ করিবেন না।

(খ) যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেব মে তদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিলবন্ধুরাত্মা॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ২৯ অধ্যায়, ২৯ শ্লোক।

হে প্রভো, পতি-পুত্র বন্ধু-বান্ধব দিগের অনুবৃত্তি (সেবা) করা স্ত্রীলোকের স্বধর্ম্ম বলিয়া ধর্ম্মবিদ্ আপনি যাহা বলিলেন—উপদেশ দাতা আপনাতেই তাহা বর্ত্তমান হউক, অর্থাৎ আপনি শুশ্রূষণীয়। কেননা, আপনিই শরীরিগণের প্রিয়তম বন্ধু ও আত্মা। অতএব আমাদিগের পতি-পুত্রাদি বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সমস্তই আপনি।

(গ) ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভিজাতো দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা। শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ২৯ অধ্যায়, ৩৮ শ্লোক।

আমাদিগের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে আদিপুরুষ দেবদেব যেমন সুরলোকের গোপ্তা (রক্ষক) হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ ব্রজবাসিগণের ভয়ার্ত্তিহারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্” (ক)—তখন কেমন করিয়া বলিব, যে গোপীগণ তাঁহাকে ভগবদ্বোধে চিনিতে পারেন নাই ॥২২॥

ওঁ তদ্বিহীনং জারাণামিব ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—তদ্বিহীনং—(মাহাত্ম্যজ্ঞান ব্যতীত) [প্রেম] জারাণাম্ (জারদিগের) [প্রেমের] ইব (ন্যায়)।

বঙ্গানুবাদ—তদ্ব্যতীত (প্রেম) জারদিগের (প্রেমের) ন্যায়।

ব্যাখ্যা—মাহাত্ম্যজ্ঞান ব্যতীত যে প্রীতির সঞ্চার হয়, তাহা জার (ব্যভিচারাসক্ত পুরুষ) দিগের প্রীতির ন্যায় বলিতে হইবে। যেমন উর্ব্বরা ও কৃষ্ট ভূমিতে বীজ সরলভাবে বা উল্‌টাইয়া পড়িলেও তাহার অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞান পূর্ব্বক ভগবানে প্রেম করিলেও যদিচ ফল পাওয়া যায়, তথাচ জ্ঞান পূর্ব্বক ভক্তির একটু বিশেষ প্রাদুর্ভাব আছে। জ্ঞান পূর্ব্বক পাষাণাদিতে ভগবদ্বোধে পূজা করিলেও ফল লাভ হয় ॥ ২৩ ॥

(ক) ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ৩১ অধ্যায়, ৪ শ্লোক

হে সখে, ব্রহ্ম কর্ত্তৃক বিশ্বপালনার্থ প্রার্থিত হইয়াই তুমি সাত্বতকুলে (যদুবংশে) জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তুমি যে কেবল যশোদা-নন্দন তাহা নহে বাস্তবিক পক্ষে তুমি সকল প্রাণীরই অন্তরাত্মার (বুদ্ধির) সাক্ষী, অর্থাৎ তুমিই অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ নাস্ত্যেব তস্মিংস্তৎ সুখসুখিত্বম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—তস্মিন্ (সেই জারদিগের প্রেমে) তৎসুখ-সুখিত্বম্ (প্রিয় বস্তুর সুখে সুখী হওয়া) নাস্তি এব (নাই অর্থাৎ হয় না।)

বঙ্গানুবাদ—উহাতে প্রিয়তমের সুখে সুখী হওয়া যায় না।

ব্যাখ্যা—কেননা ব্যভিচারিগণ কাম-পরবশ হইয়া নিজ নিজ সুখ-সাধনার্থই প্রীতি প্রকাশ করে, তাহাদের অন্তঃকরণে তৎসুখ-সুখিত্ব কোথা হইতে আসিবে?

গোপীগণ প্রেমিকা ছিলেন—কামুকী ছিলেন না। তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম করিতেন—কাম-পরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিবার জন্য ভালবাসিতেন না। প্রেম ও কাম স্বতন্ত্র সামগ্রী। আমার দ্বারা অন্যে সুখী হউক, এবং তাহাতে আমি সুখী হই—এইরূপ মনোবেগের নাম প্রেম; এবং অন্যের দ্বারা আমি সুখী হই—এইরূপ ভাবের নাম কাম (ক)। গোপীগণ নিজ নিজ

(ক) শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্যমাত্র প্রেম ত প্রবল॥
লোক-ধর্ম্ম বেদ-ধর্ম্ম দেহ-ধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ-সুখ আত্ম-সুখ মর্ম্ম॥
সর্ব্ব ত্যাগ করয়ে, করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ-সুখ-হেতু করে প্রেমের সেবন॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।

আদি লীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ, যৌবন, মন ও প্রাণ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-সামগ্রী বলিয়া জানিতেন। ব্রজলীলা—আশ্চর্য্য প্রেমলীলা। গোলোকের গুহ্যলীলা মর্ত্ত্যে অভিনীত হইয়াছিল।

[ব্রজলীলার অলৌকিকত্ব রাস-ক্রীড়ায় স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। রাসলীলা-বর্ণনার প্রথম শ্লোকে আদি ও উপান্তস্থিত "ভগবান্" ও "যোগমায়াং" এই উভয় পদই গূঢ়ার্থ-সূচক।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১০ম স্কন্ধ, ২৯শ অধ্যায়, ১ম শ্লোক।

ভগবান্‌ও শরৎকালজাত প্রস্ফুটিত মল্লিকাপুষ্প-শোভিত সেই সমস্ত রাত্রি অবলোকন করিয়া যোগমায়া অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

যাহাতে অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, শ্রী, বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণরূপে বিদ্যমান, তিনিই ভগবান্। যথা—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

বিষ্ণুপুরাণ—৬।৫।৭৪

ভগবানের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ঐশী শক্তিই যোগমায়া। যোগমায়া-প্রভাবেই নিঃসঙ্গ ভগবান্ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ হইয়া থাকেন। ঐন্দ্রজালিক যেমন স্বীয় ইচ্ছাশক্তিতে দর্শকগণকে অভিভূত করিয়া নিজ মনোমত ঘটনাসমূহ প্রদর্শন করায়, ব্রজে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসও তদ্রূপ। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গোপ-বালক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও গোসমূহ হৃত হইলে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া-প্রভাবে স্বয়ংই গোপবালকগণের ও গোসমূহের রূপ ধারণ করিয়া বর্ষকাল ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ বর্ষীয় বালক শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া-বলেই কালীয়-দমন ও দাবাগ্নি-ভক্ষণ পূর্ব্বক গোপগণকে ও গোকুলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই বয়সেই ভগবান্, তাঁহাকে পতিভাবে প্রার্থিনী ব্রজকামিনীদিগের ভয় ও লজ্জা দূর করিয়া তাঁহাতে প্রেমের অভিন্নতায় আত্ম-সমর্পণ শিক্ষা দিবার জন্যই বস্ত্রহরণ-লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যোগমায়া-প্রভাবেই ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান্‌কে সপ্তমবর্ষ বয়সেই নব-যৌবন-সম্পন্ন মনে করিতেন। যোগমায়া-প্রভাবেই রাস-ক্রীড়াকালে সকল গোপিকাই নিজ নিজ পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন ও তাঁহার আলিঙ্গন সুখ অনুভব করিতেন। যোগমায়া-প্রভাবেই আত্মারাম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীমণ্ডল মধ্যে ক্রীড়া-পরায়ণ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিলেন। বালক যেমন নিজ প্রতিবিম্ব দ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও যোগমায়া দ্বারা সেইরূপে গোপিকাগণের বিলাস-বাসনা পূর্ণ করিতেন। যোগমায়া-প্রভাবেই ব্রজ-বাসিগণ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে বহির্গতা পত্নীদিগকে তাঁহাদের নিজ নিজ পার্শ্বে অবস্থিতা বলিয়া নিশ্চয় করিতেন।

রাজা পরীক্ষিতের সন্দেহ নিবারণার্থ শুকদেব বলিয়াছিলেন যে, যেরূপে কংস ও শিশুপালাদি ভগবান্‌কে শত্রুভাবে স্মরণ করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপে কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ভক্তি বা যে কোনও ভাবেই হউক না কেন, যিনি ভগবান্‌কে ভজনা করেন তিনিই তন্ময়তা লাভ করিতে পারেন। অনন্যভাবে ভগবানের

৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মরণেই তাঁহার কৃপালাভ হইয়া থাকে। এইজন্য গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান্‌কে পর-পুরুষ দৃষ্টিতে ভজনা করিলেও তাঁহাদের পরম কল্যাণ লাভ হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বররূপী অবতারই এরূপ লীলানুষ্ঠানে সমর্থ—স্বয়ং রুদ্ররূপী মহাদেবই হলাহল জীর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু অরুদ্ররূপী অনীশ্বর অর্থাৎ দেহাদিপরতন্ত্র ব্যক্তি কখনও মন দ্বারাও এই লীলানুকরণের চেষ্টা করিবেন না। মূর্খতা বশতঃ করিলে বিনষ্ট হইতে হইবে। যথা ভাগবতে—

“নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষং॥”

শ্রীমদ্ভাগবত—১০ স্কন্ধ, ৩৩ অধ্যায়, ৩০ শ্লোক।

অতি অপবিত্র পদার্থও যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিকে দূষিত করিতে পারে না, কেননা অগ্নি সকলকেই আত্মসাৎ করিতে সমর্থ, সেইরূপ প্রজাপতি ভিন্ন অন্য কেহ এরূপ লীলানুকরণ করিতে সমর্থ নহেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাদশ বর্ষের মধ্যেই লীলা শেষ করিয়া বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাও এই অপ্রাকৃত প্রেমলীলার পরিচয় দিতেছে। যোগমায়া-প্রভাবেই আয়ান ভগবান্‌কে কালীরূপে, এবং কংসের সভায় একাদশবর্ষীয় বালক কৃষ্ণকে মল্লগণ বজ্র, নরগণ নরশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীগণ কন্দর্প, গোপগণ আত্মীয়, দুষ্টরাজগণ শাস্তা, বসুদেব ও দেবকী শিশুপুত্র, কংস সাক্ষাৎ মৃত্যু, বিদ্বান্‌গণ বিরাট পুরুষ, যোগিগণ পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিগণ পরমদেবতারূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

এই লীলা রহস্য ‘গোপালোত্তর তাপনীয়’ উপনিষদেও পরিস্ফুট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। কথিত আছে যে—একদিন সেই ব্রজ-রমণীগণ কাম ক্রীড়াসক্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাপন করিলেন, পরদিন প্রত্যূষে তাঁহারা অনন্ত বিশ্বেশ্বর গোপালক শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়াসক্ত দেখিয়া বলিলেন, এই ভিক্ষাদি কাহাকে দান করিব? ধর্ম্মোপদেষ্টা মনুর ন্যায় কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন দুর্ব্বাসাকে দান করিবে। দুর্ব্বাসা-মুনিকে ভক্ষ্য দ্রব্য দানের নিমিত্ত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে আবার যমুনা পারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী এই কথা বলিলে যমুনা তোমাদিগকে পথ প্রদান করিবেন"। ব্রজাঙ্গনাগণও সেইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া পদব্রজেই যমুনা পার হইয়া গেলেন। পরে তাঁহারা দুর্ব্বাসা-ঋষিকে ইষ্টতম পায়স ও ঘৃতপক্কান্ন ভোজন করাইয়া যমুনা পারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও বলিলেন, "নিরাহারী আমাকে স্মরণ করিলেই যমুনা পথ দিবেন"। কিরূপে কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও দুর্ব্বাসা-মুনি নিরাহারী, এই প্রশ্ন ব্রজকামিনীগণ জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে মুনি বলিলেন, তোমরা যে কৃষ্ণের বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছ "তিনি সর্ব্ব কারণের কারণ, অধিষ্ঠান স্বরূপ ও ভূত ভৌতিকের অন্তর্যামী, অবিদ্যাদি বিকার-বর্জ্জিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অভোক্তা ও ব্রহ্মচারী; এবং আত্মজ্ঞান দশায় কার্য্য-কারণের সাক্ষী, নিবৃত্তাভিমান আত্মা ভোক্তা হইতে পারে না বলিয়া আমিও (দুর্ব্বাসা মুনিও) নিরাহারী।" উপনিষদের এই সৎ সিদ্ধান্ত সমীচীন হইলেও অনধিকারে এই লীলার অনুকরণ করাত দূরের কথা, আলোচনাও করিতে নাই। ভগবদ্বিরহে হৃদয় ব্যাকুল হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই লীলা শ্রবণে ও স্মরণে জীবন মধুময় হইয়া যায়, আর ভক্তি ও বৈরাগ্য বিহীন ব্যক্তি ইহার আলোচনা করিলে অমৃতাস্বাদ তিরোহিত হইয়া বিষম-বিষ উদগীর্ণ হইতে থাকিবে এবং সদ্ধর্ম্মবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সেইজন্য প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব, রায় রামানন্দ প্রভৃতি দুই এক জন বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিতই একান্তে গীতগোবিন্দাদির মধুর রস আস্বাদন করিতেন।

গোলোকের গুহ্য লীলা—ভগবানের স্বরূপভূত ধামে প্রেম ও প্রিয়তমের অভেদ ভাব—শ্রীবৃন্দাবন লীলায় পৃথক্ রূপে—যুগলরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণানন্দ সন্ন্যাসের বৈরাগ্য ও বিরহ যোগে এই লীলামৃত আস্বাদন পূর্ব্বক স্ব স্ব জীবন দ্বারা তাহা লোকজগতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। পরাভক্তির বিকাশ না হইলে গোলোকে—ভগবানের স্ব স্বরূপে নিত্য চিন্ময়লীলা ধারণ করা প্রাকৃত বুদ্ধির অতীত।

শ্রীবৃন্দাবন লীলার লেশ মাত্র পাইয়া ইঙ্গিতে প্রেমের সৌন্দর্য্য চিত্রিত করিতে এবং প্রিয়তম পরমাত্মার সহিত পরম প্রেমরূপার অভিন্নতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভক্ত কবি জয়দেবকেও বলিতে হইয়াছে—

ইহ রস ভণনে কৃত হরিগুণনে
কলিযুগ চরিতং ন বসতু দুরিতম্। ৭।২৯

এই প্রেম-রসাত্মক হরিগুণ-গানে যেন কলিযুগ-জনিত কলুষ স্থান না পায়।

"কৌমার-ব্রত-ধারণে যখন জীবে জিতেন্দ্রিয়তা শক্তি জন্মে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন ভোগ-বিলাস-শয্যায় শয়ন করিয়াও জীব মোহনিদ্রায় অভিভূত হয় না, তখনই পরমাত্মার বড় সাধের খেলা রাসলীলার মহামহোৎসব। বিষয়-ভোগে আসক্তি সত্ত্বে এ লীলা-রহস্য লোকের হৃদ্‌গত হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চিদ্ঘনানন্দ বিগ্রহ, এবং সাধকের আরাধিকা শক্তি প্রেমঘনাকারাকারিত হইয়া শ্রীরাধিকা-রূপে প্রেমলক্ষণা-ভক্তি-শক্তি -রূপিণী গোপিকাগণসহ এই রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন— অনাদ্যা প্রকৃতি চৈতন্যসহ অভিন্ন ভাবে মিলিত হইয়াছিলেন। আরাধিকা সাধিকা শক্তিই রাধিকারূপে উদ্ভাসিত হইয়া রাস রসিক রাসেশ্বর যোগেশ্বরের রসময়তরঙ্গে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। এই রাসোৎসবে যাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, তিনি ভগবানের প্রেম-সুধারস পানে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন।" (পরিব্রাজকের বক্তৃতা— ভারতে উৎসব)]* ॥২৪॥

চতুর্থ অনুবাক।

ওঁ সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—সা তু (সেই ভক্তি) কর্ম্ম জ্ঞান যোগেভ্যঃ অপি (কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতেও) অধিকতরা (শ্রেষ্ঠ)।

---

* পূজ্যপাদ পরিব্রাজক স্বামি-মহোদয় কর্ত্তৃক উপদিষ্ট রাসলীলার ব্যাখ্যানুসরণ পূর্ব্বক তদীয় নিত্য সহচর ও সতীর্থ শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ স্বামি-মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ—উহা (ভক্তি) কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৬।৪৬
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" ৬।৪৭

এই বাক্যে ভগবান্ জ্ঞান ও কর্ম্ম অপেক্ষা যোগের প্রাধান্য দেখাইয়া ভক্তকে যোগীদিগের মধ্যে প্রধান করিয়াছেন। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান-সাধন কালে বর্ণ, আশ্রম, অধিকার, অনধিকার আদির বিচার দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভক্তি-সাধনে এতাবতের কিছুমাত্র বিচার নাই। যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু মুক্তি অপেক্ষাও ভক্তি দুর্ল্লভ॥ ২৫॥

ওঁ ফলরূপত্বাৎ॥ ২৬॥

অন্বয়—[ভক্তি হইতে] ফলরূপত্বাৎ (জ্ঞানরূপ ফল লাভ হয় বলিয়া) [কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতেও ভক্তি শ্রেষ্ঠ]।

বঙ্গানুবাদ—কেননা উহা ফল-স্বরূপ।

ব্যাখ্যা—জ্ঞানাভিমানিগণ বলিয়া থাকেন যে, ভক্তি-সাধন দ্বারা জ্ঞানরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এতৎ-সূত্রকারের মতে জ্ঞানাদি-সাধন দ্বারা ভক্তিরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। কেননা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১৮।৫৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ১৮।৫৪

এতদ্বাক্যে ভগবান্ দেখাইলেন যে জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগ-সাধন দ্বারা মনুষ্য অহঙ্কার, বল, দর্প কাম, ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মল, শান্ত, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান-সম্পন্ন পরমানন্দপূর্ণ হইয়া শোক ও কামনাদি বিহীন এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইলে তবে তাঁহার (ভগবানের) "পরা ভক্তি" লাভ করিতে পারে। সকল সাধনেরই লক্ষ্য ভগবৎ-কৃপা-লাভ। কিন্তু ভগবৎ-কৃপাদৃষ্টি না হইলে ভক্তির সঞ্চার হয় না। এইজন্য ভক্তিই সকল সাধনের ফলস্বরূপ॥ ২৬॥

ওঁ ঈশ্বরস্যাপ্যভিমানদ্বেষিত্বাদ্দৈন্যপ্রিয়ত্বাচ্চ॥ ২৭॥

অন্বয়—চ (এবং) ঈশ্বরস্য অপি (ঈশ্বরেরও) অভিমানদ্বেষিত্বাৎ (অভিমানের প্রতি বিদ্বেষ থাকা প্রযুক্ত) [এবং] দৈন্য প্রিয়ত্বাৎ (দীনতার প্রতি প্রিয়ভাব থাকা প্রযুক্ত) [কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতেও ভক্তি শ্রেষ্ঠ]।

বঙ্গানুবাদ—ঈশ্বরেরও অভিমানের প্রতি বিদ্বেষ, ও দীনতার প্রতি প্রিয়ভাব আছে।

ব্যাখ্যা—কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান সাধন কালে সাধকের মনে তত্তৎ সাধনাভিমান উদয় হইলে ভগবান্ প্রসন্ন হয়েন না। তিনি দীনের একমাত্র বন্ধু, পতিতের উদ্ধারকর্ত্তা ও কাঙ্গালের সর্ব্বস্বধন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

কিন্তু অভিমানীর কেহ নহেন। অভিমানী তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে না। প্রাণ ভরিয়া ভাল না বাসিলে—আপনাকে তাঁহার চরণে সমর্পণ না করিলে—"আমি তোমার ও তুমি আমার" এই ভাবে বিগলিত না হইলে—ভগবৎ-প্রীতি লাভ করা যায় না ॥ ২৭ ॥

ওঁ তস্যা জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—তস্যাঃ (সেই ভক্তির) জ্ঞানম্ এব (জ্ঞানই) [ভক্তির] সাধন (প্রাপ্তির উপায়) ইতি (ইহা) একে (কেহ কেহ) [কহেন]।

বঙ্গানুবাদ—কাহারও মতে জ্ঞানই ভক্তির সাধন।

ব্যাখ্যা—এ মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না, কেননা গৃধ্র-গজেন্দ্রাদি (ক) জ্ঞানলাভ না করিয়াও ভক্তিসহ ভগবানকে ডাকিয়াছিল ও তাঁহার দর্শন পাইয়াছিল ॥ ২৮ ॥

ওঁ অন্যোহন্যাশ্রয়ত্বমিত্যন্যে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—অন্যে (অন্য কেহ কেহ) ইতি (ইহা) [বলেন যে] অন্যোহন্যাশ্রয়ত্বম্ (ভক্তি ও জ্ঞানের অন্যোহন্যাশ্রয়ত্ব অর্থাৎ ভক্তি ও জ্ঞান পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে)।

বঙ্গানুবাদ—অন্য কেহ কেহ বলেন, ভক্তি ও জ্ঞান পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া আছে।

(ক) ভগবৎ-প্রসাদে গৃধ্রের উত্তম গতি প্রাপ্তি রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে ৬৮ম অধ্যায়ে, এবং গজেন্দ্রের ভগবদ্দর্শন শ্রীমদ্ভাগবতে ৮ম স্কন্ধে ১—৩ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—একথাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, কেননা ভক্তির উদয় হইলে আর জ্ঞান-তত্ত্ব জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তিই হয় না ॥ ২৯ ॥

ওঁ স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—স্বয়ং (ভক্তির নিজেরই) ফলরূপতা (ফল স্বরূপতা) [আছে] ইতি (ইহা) ব্রহ্মকুমারাঃ (ব্রহ্মার পুত্র নারদ ও সনৎকুমার প্রভৃতির মত)।

বঙ্গানুবাদ—সনৎকুমারাদি ও নারদের মতে ভক্তি স্বয়ংই ফলস্বরূপ।

ব্যাখ্যা—কেননা কোন চেষ্টা বা কৌশল দ্বারা ভক্তি লাভ করা যায় না। "প্রেম কি চাইলে মেলে, উহা আপনি উদয় হয়, শুভযোগ পেলে" ॥ ৩০ ॥

ওঁ রাজগৃহ-ভোজনাদিষু তথৈব দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—রাজগৃহ ভোজনাদিষু (রাজগৃহ এবং ভোজনাদি ব্যাপার সম্বন্ধেও) তথা এব (সেই রূপই) দৃষ্টত্বাৎ (দৃষ্ট হয় বলিয়া) [ভক্তির ফলরূপত্ব কথিত হয়]।

বঙ্গানুবাদ—রাজগৃহ ও ভোজনাদি বিষয়ে এই রূপই দৃষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে যে ভক্তির ফলরূপত্ব কথিত হইয়াছে, তাহারই উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ৩১ ॥

ওঁ ন তেন রাজপরিতোষঃ ক্ষুধাশান্তির্ব্বা ॥ ৩২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়—[কেবল মাত্র] তেন (রাজগৃহ সম্বন্ধে জ্ঞান দ্বারা) রাজপরিতোষঃ (রাজার পরিতোষ) ন (হয় না) বা (অথবা) [ভোজনাদি ব্যাপারের জ্ঞান দ্বারা] ক্ষুধাশান্তিঃ (ক্ষুধার নিবৃত্তি) [হয় না]।

বঙ্গানুবাদ—না উহাতে রাজার পরিতৃপ্তি হয়, না ক্ষুধারই নিবৃত্তি হয়।

ব্যাখ্যা—ভক্তি যে জ্ঞানের ফলরূপ নহে (কিন্তু স্বয়ং ফলরূপ) তাহাই প্রমাণ করিতেছেন। মনে কর, তুমি জানিতে পারিলে যে রাজা বলবান্, সৌম্য, দয়ালু, ধর্ম্মশীল ও প্রজারঞ্জক ; ইহাতে রাজার সন্তুষ্ট হইবার কারণ কি ? অর্থাৎ তোমার রাজ-জ্ঞান লাভে রাজার তৃপ্তি হইতে পারে না। আরও দেখ, ঘৃতাদি-যোগে মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, এই প্রকরণ জানিলে কি তোমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতে পারে ? কথনই নহে। বস্তুতঃ কেবল ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারিলেই জীবের লক্ষ্য সিদ্ধ হয় না। (প্রেমরূপ একটী স্বতন্ত্র পদার্থই তাহার লক্ষ্য হওয়া উচিত)॥ ৩২ ॥

ওঁ তস্মাৎ সৈব গ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—তস্মাৎ (সেই জন্য) সা এব (ভক্তিই) মুমুক্ষুভিঃ (মোক্ষার্থিগণের) গ্রাহ্যা (গ্রহণ অর্থাৎ আশ্রয় করা কর্ত্তব্য)।

বঙ্গানুবাদ—অতএব মুমুক্ষুগণ ভক্তি গ্রহণ করুন।

ব্যাখ্যা—সূত্রকার বহুবিধ বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া দেখিলেন যে, কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান মুক্তির সাধন হইলেও উহাতে বিপুল বিঘ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভাবনা আছে। মুক্তি লাভের জন্য—ভগবান্‌কে দেখিবার জন্য—ভক্তিই নির্ম্মল পথ। এই জন্য জীবের প্রতি করুণা করিয়া ভক্তি-সাধনের প্রবৃত্তি দান করিলেন। মুক্তি ভক্তির লক্ষ্যার্থ ফল নহে। তবে ভক্তি-সাধন-পথে অগ্রসর হইবার সময় পথিমধ্যে মুক্তি আপনিই উপস্থিত হয়। মুক্তিলাভের পরেও ভক্তির পথ সুদূর বিস্তৃত। মুক্তির জন্য মুমুক্ষু পুরুষকে স্বতন্ত্র সাধন করিতে হয় না। ভক্তিই সমস্ত পরমার্থ-প্রদাত্রী। (ক) ॥ ৩৩ ॥

পঞ্চম অনুবাক।

ওঁ তস্যাঃ সাধনানি গায়ন্ত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৩৪ ॥

(ক) ভগবান্ স্বয়ংও ভক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ২০
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ২১

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্কন্ধ, ১৪ অধ্যায়।

হে উদ্ধব! যোগ, সাংখ্য (অর্থাৎ জ্ঞান), ধর্ম্ম (মনুক্ত ধর্ম্ম), স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন), ত্যাগ (দান) বা তপস্যা দ্বারা আমাকে কেহ প্রাপ্ত হইতে পারে না, কিন্তু মদ্বিষয়িণী তীব্র ভক্তি দ্বারা আমাকে সহজেই প্রাপ্ত হইতে পারে ॥ ২০ ॥

সাধুর প্রেমের ধন পরমাত্মস্বরূপ আমাকে লাভ করিতে হইলে শ্রদ্ধাসহকৃত একমাত্র (অর্থাৎ অনন্যবিষয়িণী) ভক্তিরই প্রয়োজন। ভগবদ্ভক্তি চণ্ডালকেও জাতি দোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়—আচার্য্যাঃ (আচার্য্যগণ) তস্যাঃ (ভক্তির) সাধনানি (সাধন-কৌশল অর্থাৎ প্রাপ্তির উপায়) গায়ন্তি (গান অর্থাৎ ব্যাখ্যা করেন)।

বঙ্গানুবাদ—আচার্য্যগণ ভক্তির সাধন ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা—ইতিপূর্ব্বে ভক্তির মুখ্যতা প্রতিপন্ন করিয়া এক্ষণে সূত্রকার তাহার সাধন-কৌশল ব্যাখ্যা করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

ওঁ তত্তু বিষয়ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—তৎ তু (সেই ভক্তি, সাধন) বিষয়ত্যাগাৎ (রূপ-রসাদির প্রতি আসক্তি ত্যাগ দ্বারা) চ (এবং) সঙ্গত্যাগাৎ (সঙ্গ ত্যাগ দ্বারা) [হয়]।

বঙ্গানুবাদ—উহা (ভক্তি-সাধন) বিষয়ত্যাগ ও সঙ্গত্যাগ দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রিয়বর্গ বিষয়াস্বাদে বিব্রত থাকিলে মন তাহাতে মগ্ন হইয়া থাকে। বিষয়-রুচি মনকে সর্ব্বদা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আসক্ত করে। এইরূপে বিষয়ের সঙ্গ, লোকের সঙ্গ সদৈব মনকে বিহ্বল করিয়া রাখিলে মন বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণ একাগ্র না হইলে ভক্তির আবেশের সম্ভাবনা নাই। ভক্তি-সাধন করিতে হইলে প্রথমেই বৈরাগ্যবান্ ও নিঃসঙ্গ হওয়া আবশ্যক ॥ ৩৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ অব্যাবৃতভজনাৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—[এবং] অব্যাবৃত ভজনাৎ (সর্ব্বদা ভগবদ্ভজন দ্বারা) [হয়]।

বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বদা ভগবদ্ভজন ভক্তি-সাধনের অনুকূল।

ব্যাখ্যা—জীবন-ধারণের অত্যাবশ্যক ভোজনাদি কার্য্যকাল ভিন্ন যখনই অবকাশ পাইবে, তখনই ভগবানের নাম জপ ও গুণ গান করিবে। কেননা হরিচিন্তন হইতে বিশ্রাম পাইলেই মন রজঃ ও তমোগুণের আবেশে আমোদিত হয়, অমনি বিষয়-চিন্তা মনকে ভুলাইতে যায়। সকল কার্য্যে ও সকল অবস্থায় যদি ইন্দ্রিয়গণের সহিত মন ভগবৎপদ-বিলগ্ন থাকে, তবে ক্রমশঃ ভক্তির আবেশ বর্দ্ধিত হয় ॥ ৩৬ ॥

ওঁ লোকেঽপি ভগবদ্গুণশ্রবণকীর্ত্তনাৎ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—[এবং] লোকে অপি (লোকের নিকটও) ভগবদ্গুণ শ্রবণ কীর্ত্তনাৎ (ভগবানের গুণের কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বারা) [হয়]।

বঙ্গানুবাদ—লোকের নিকট ভগবদ্গুণ-কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলেও ভক্তি-সাধনের সহায়তা হয়।

ব্যাখ্যা—যে পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে ভগবদ্ভজনসাধনের সামর্থ্য না জন্মে ততদিন যথাবকাশ লোকের নিকট ভগবৎকথা শ্রবণ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বয়ং উহা লোকের নিকট কীর্ত্তন করা ভাল। কেননা এইরূপে চিত্ত ক্রমশঃ ভগবদভিমুখে আকৃষ্ট হয়। মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"ব্যাবৃত্তোঽপি হরৌ চিত্তং শ্রবণাদৌ যতেৎ সদা।
ততঃ প্রেম তথাসক্তির্ব্ব্যসনঞ্চ যদা ভবেৎ॥"

যে পর্য্যন্ত চিত্তে ভক্তিভাবের উদয় না হয়, তত দিন (অন্ততঃ) সময়ে সময়েও হরিকথা শ্রবণাদি করিলে ক্রমে ক্রমে উহাতে আসক্তি বাড়িবে ও ক্রমশঃ ভক্তির বীজ দৃঢ় হইবে॥ ৩৭॥

ওঁ মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্ বা ॥৩৮॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) মুখ্যতঃ (প্রধানতঃ) মহৎ কৃপয়া (মহদ্ ব্যক্তির কৃপায়) বা (অথবা) ভগবৎ কৃপালেশাৎ (ভগবানের কৃপাকণা দৃষ্টিতে) [হয়]।

বঙ্গানুবাদ—মহাত্মগণের কৃপা বা ভগবানের কৃপাকণা-দৃষ্টি ভক্তির মুখ্য সাধন।

ব্যাখ্যা—মহাত্মা জড়ভরতও রাজা রহূগণকে বলিয়াছিলেন—

"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্ব্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত—৫ স্কঃ, ১২ অঃ, ১২ শ্লোক।

হে রহূগণ! এতৎ (ভক্তি) সিদ্ধি তপস্যা দ্বারা হয় না; যাগাদি কর্ম্মের দ্বারাও হয় না; গৃহ ছাড়িয়া যোগী হইলেও হয় না; বেদ বেদান্ত পড়িলেও হয় না; স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণাদি জল প্রয়োগেও হয় না; অগ্নিযোগে অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যাগযজ্ঞেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না ; এবং সূর্য্যোপস্থান বা গ্রীষ্মতাপসেবনাদি দ্বারাও হয় না ; উহা কেবল মহানুভবদিগের পদধূলি গ্রহণেই সিদ্ধ হয়। ভগবান্ অক্রূরকে বলিয়াছিলেন—

"ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত—১০ স্কঃ, ৮৪ অঃ, ১১ শ্লোক।

হে অক্রূর, গঙ্গাদিতীর্থ, মৃন্ময় এবং শিলাময় দেবতা যাহাদিগকে পবিত্র করেন না, বা বহুকাল বিলম্বে করিয়া থাকেন, সাধুগণ দর্শনমাত্রেই তাঁহাদিগকে পবিত্র করেন। বাহ্য চেষ্টা বা যত্ন দ্বারা ভক্তিলাভ হয় না। সাধুগণের অনুগ্রহভাজন হইলেই ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হয়, এবং তাহা হইলেই হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়॥ ৩৮॥

ওঁ মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) মহৎসঙ্গঃ (মহাত্মগণের সঙ্গলাভ) দুর্লভঃ (দুর্লভ) অগম্যঃ (অবোধ্য) চ (এবং) অমোঘঃ (অব্যর্থ)।

বঙ্গানুবাদ—মহৎসঙ্গ দুর্ল্লভ, অগম্য এবং অমোঘ।

ব্যাখ্যা—নিজের শুভাদৃষ্ট এবং শুভদৃষ্টি ব্যতীত সাধুকে চিনিতে পারা যায় না। সাধু সম্মুখে আসিলেও নিজ-মনোমালিন্যবশতঃ তাঁহাকে সাধু বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য মহৎসঙ্গ দুর্লভ। সাধুকে চিনিতে পারিলেও তাঁহার সাধনসিদ্ধ ভাবের মধ্যে প্রবেশ করাও কঠিন ; এই জন্য মহৎসঙ্গ অগম্য। কিন্তু সাধুসমাগম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও ব্যর্থ হয় না। নিজ অধিকারানুরূপ ফল অবশ্যই লাভ হইয়া থাকে, এই জন্য মহৎসঙ্গ অমোঘ ॥ ৩৯ ॥

ওঁ লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব ॥ ৪০ ॥

অন্বয়—তৎকৃপয়া এব (ভগবানের কৃপা হইলেই) [মহৎসঙ্গ] লভ্যতে অপি (লাভও হয়)।

বঙ্গানুবাদ—ভগবানের কৃপা হইলে মহতের সঙ্গ-লাভ হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—ভগবান্ কৃপা করিয়া যাঁহার নিকট সাধুকে প্রেরণ করেন, তিনি নিজ ভাবে যাঁহাকে রঞ্জিত করেন, দয়া করিয়া যাঁহার হৃদয়-কপাট খুলিয়া দেন, তাঁহারই সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

ওঁ তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়—তস্মিন্ (ভগবানে) [এবং] তজ্জনে (ভগবদনুগত সাধু ব্যক্তিতে) ভেদাভাবাৎ (ভেদ নাই বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—কেননা তাঁহাতে ও তদনুগত সাধু ব্যক্তিতে কিছুমাত্র ভেদ নাই।

ব্যাখ্যা—ভগবান্ ভক্তাধীন, ভক্তিযুক্ত সাধুর ক্রিয়াকলাপ তাঁহারই লীলা। ভক্তগণের দ্বারাই জগতে তাঁহার মহিমা প্রচারিত হয়। ভক্ত-সাধুকে দেখিলেই তাঁহাকে স্মরণ হয়, ভক্তের ভাবানুসারে তাঁহার প্রতীতি হয়। ভক্ত তাঁহাতে এবং তিনি ভক্তেতে বিরাজমান থাকেন ॥ ৪১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ তদেব সাধ্যতাং তদেব সাধ্যতাম্ ॥ ৪২ ।

অন্বয়—তদ্এব (ভক্তির সাধনই) সাধ্যতাম্ (সাধনা কর) তদ্এব (তাহারই) সাধ্যতাম্ (সাধনা কর)।

বঙ্গানুবাদ—তাহারই সাধনা কর, তাহারই সাধনা কর।

ব্যাখ্যা—নারদ ভক্তিলাভের অন্য উপায় না দেখিয়া, আর কোন কৌশলেই জীবের গতি নাই বুঝিতে পারিয়া, ভক্তিই সাধন-সমুদ্রের একমাত্র অমূল্য নিধি ইহা তপোবলে অনুভব করিয়া জীবের কল্যাণার্থ উর্দ্ধবাহু হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন 'হে জীব! হরি বই আর গতি নাই, তাঁহারই সাধনা কর' ॥ ৪২ ॥

ষষ্ঠ অনুবাক।

ওঁ দুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়—দুঃসঙ্গঃ (কুসঙ্গ) সর্ব্বথা এব (সর্ব্ব প্রকারে) ত্যাজ্যঃ (পরিত্যাজ্য)।

বঙ্গানুবাদ—কুসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

ব্যাখ্যা—কি উপায়ে নির্ম্মলা ভক্তি লাভ হয়, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইল। কি কি কারণে ভক্তির বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে পায় না, এক্ষণে তাহাই দেখাইতেছেন। দূষিত জনের সহবাসে প্রকৃতি দূষিত হয়, এই জন্য ভক্তিলাভেচ্ছুকে প্রথমতঃই কুসঙ্গ পরিহার করিতে বলিলেন ॥ ৪৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ কামক্রোধমোহস্মৃতিভ্রংশবুদ্ধিনাশসর্ব্বনাশ-কারণত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়—[কুসঙ্গ] কাম ক্রোধ মোহ স্মৃতিভ্রংশ বুদ্ধিনাশ সর্ব্বনাশ কারণত্বাৎ (কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ, এমন কি সর্ব্বনাশের কারণ বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—[কেননা] উহা কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ ও সর্ব্বনাশের কারণ।

ব্যাখ্যা—কুসঙ্গীর কুপরামর্শে ও অসৎ আদর্শে জীবের ইন্দ্রিয়-ভোগবাসনা বর্দ্ধিত হয়। কোন কারণে ভোগেচ্ছা-তৃপ্তির বাধা জন্মিলে ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধোদয় হইলেই চিত্ত চঞ্চল ও সদসদ্‌বুদ্ধিবিচার-বিহীন হইয়া পড়ে, তাহাতেই মোহের উৎপত্তি হয়। মোহবশতঃ চিত্ত তমসাচ্ছন্ন হইলে, চিত্তে সংস্কারাবস্থাপন্ন বিষয়গুলি আর লক্ষিত হয় না, সুতরাং নিজ মঙ্গলসাধনের উপায়ও আর স্মৃতিপথারূঢ় হয় না, স্মৃতিভ্রংশের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকলতা জন্মে, এবং বুদ্ধি-বৈকল্যই মনুষ্যকে ইহপরলোকের কল্যাণমার্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয় ॥ ৪৪ ॥

ওঁ তরঙ্গায়িতা অপীমে সঙ্গাৎ সমুদ্রায়ন্তি * ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—তরঙ্গায়িতাঃ অপি (প্রথমে তরঙ্গের ন্যায় সামান্য হইলেও) ইমে (এই কাম ক্রোধাদি) সঙ্গাৎ (কুসঙ্গ হইতে) [ক্রমশঃ] সমুদ্রায়ন্তি (সমুদ্রের ন্যায় ভীষণ হয়)।

* 'সমুদ্রায়ন্তি' ইত্যত্র পরস্মৈপদম্ আর্ষম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-JKS

বঙ্গানুবাদ—ইহারা (কাম, ক্রোধাদি) তরঙ্গবৎ আসিয়া ক্রমশঃ সমুদ্রবৎ হইয়া উঠে।

ব্যাখ্যা—কুসঙ্গের আরও দোষ প্রদর্শিত হইতেছে। যাঁহারা সুপথের পথিক, তাঁহারা কখনও দেবারাধনে, তীর্থপর্য্যটনে, ভগবৎকথাশ্রবণে আনন্দিত হয়েন, কখনও বা আশ্রমোচিত-কার্য্যানুরোধে পুত্রস্নেহ, বিষয়পিপাসাদি দ্বারা সাময়িক মোহ প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তাঁহারা যদি কুসঙ্গীর কুহকজালে পতিত হয়েন, তবে সাধুতার ভাবগুলি ধীরে ধীরে লুক্কায়িত হয়, এবং কুপ্রবৃত্তিগুলি তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায় একটি একটি করিয়া আসে ও পরিশেষে বিশাল সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে দুঃখময় গভীর গর্ভে ডুবাইয়া দেয়॥ ৪৫॥

ওঁ কস্তরতি কস্তরতি মায়াম্? যঃ সঙ্গং ত্যজতি যো মহানুভাবং সেবতে যো নির্ম্মমো ভবতি ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়—কঃ (কে) মায়াং (মায়াকে) তরতি (অতিক্রম করিতে পারে?) কঃ (কে) তরতি (মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে?) যঃ (যিনি) সঙ্গং (কুসঙ্গ) ত্যজতি (ত্যাগ করেন), যঃ (যিনি) মহানুভাবং (মহাত্মগণকে) সেবতে (সেবা করেন), যঃ (যিনি) নির্ম্মমঃ (মমতা কাটাইতে সমর্থ) ভবতি (হন) [তিনি মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন]।

বঙ্গানুবাদ-কে নিস্তার পায়? মায়া হইতে কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিস্তার পায়? যিনি সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, যিনি মহানুভাবের সেবা করেন, এবং যিনি নির্ম্মম হয়েন।

ব্যাখ্যা—মায়ার মলিন ছায়ার হাত হইতে এড়াইতে না পারিলে ভক্তির বিমল কৌমুদীর প্রকাশ হয় না। কুসঙ্গ ও মমতা-বুদ্ধি থাকিতে মায়ামুক্ত হইবার আশা নাই; এজন্য এক দিকে দুর্জ্জনের সঙ্গ ত্যাগ করিবে এবং অপর দিকে মহানুভাবের সঙ্গ ও সেবা করিবে, তাহা হইলেই মমতার ঘোর মেঘ কাটিয়া যাইবে ॥ ৪৬ ॥

ওঁ যো বিবিক্তস্থানং সেবতে যো লোকবন্ধমুন্মূলয়তি
নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতি যোগক্ষেমং ত্যজতি ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) বিবিক্তস্থানং (নির্জ্জন স্থান) সেবতে (সেবা করেন) [অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে বাস করেন] যঃ (যিনি) লোক বন্ধম্ (অন্যের সঙ্গরূপ বন্ধন) উন্মূলয়তি (নির্ম্মূল করিয়া ছিন্ন করেন) [যিনি] নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অতীত) ভবতি (হন) [এবং যিনি] যোগক্ষেমং (যোগ অর্থাৎ অপ্রাপ্তের প্রাপণ এবং ক্ষেম অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ এই দুই প্রবৃত্তিকে) ত্যজতি (ত্যাগ করিতে পারেন) [তিনি মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন]।

বঙ্গানুবাদ—যিনি নির্জ্জন স্থানে বাস করেন, যিনি লোকসঙ্গরূপ বন্ধন নির্ম্মূল করেন, যিনি নিস্ত্রৈগুণ্য হয়েন, যিনি যোগ ও ক্ষেম পরিত্যাগ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—মায়া হইতে নিস্তার পাইবার আরও উপায় বলিতেছেন। লোক-সমাজে বাস করিলে সংসার-কোলাহলে অনবচ্ছিন্ন ভগবচ্চিন্তন হয় না, নানা প্রকার লোকের সঙ্গে বিবিধ ব্যবহারে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, তাহাতে সঙ্গ-দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। আর লোকালয়ে থাকিলে লোক-কল্পিত আহার, আচার, ব্যবহারাদির ব্যর্থ শিক্ষা-বিড়ম্বনায় কাল অতীত হয়। নৃত্যগীত, রঙ্গরসে মন মগ্ন হয়। এই জন্য নির্জ্জন নিবাস নিতান্ত শ্রেয়ঃ। এই নির্জ্জন নিবাসের দ্বারাই অসঙ্গবশতঃ লৌকিক ব্যবহার বন্ধনও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ ও তাহাদের কার্য্য হইতে পৃথক্ থাকিতে হয়। এইরূপ হইলে তবে মায়া হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছিলেন—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" গীতা, ২।৪৫।

আবার সঙ্গে সঙ্গে ভোজনাচ্ছাদনের চেষ্টা পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে হইবে। শরীরযাত্রার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন ভগবদুপাসককে তাহার জন্য চিন্তা করিতে হয় না।

"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
বিশ্বম্ভরো গুরুর্যেষাং কিং দাসান্ সমুপেক্ষতে॥"

বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিগণের নিজ নিজ আহারাচ্ছাদনের জন্য চিন্তা বৃথা। কেননা, যিনি বিশ্ব-চরাচরের সকল প্রাণীকে ভোজন দেন, তিনি কি নিজ অনুগত সেবকদিগকে উপেক্ষা করিতে পারেন? যাঁহারা তাঁহার জন্য সমস্ত ছাড়িয়াছেন, তিনিই সেই সাধুদিগের একমাত্র আশ্রয়॥ ৪৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ যঃ কর্ম্মফলং ত্যজতি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যতি ততো নির্দ্বন্দ্বো ভবতি ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) কর্ম্মফলং (কর্ম্মফল) ত্যজতি (ত্যাগ করেন অর্থাৎ করিতে পারেন) কর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) সন্ন্যস্যতি (ত্যাগ করেন অর্থাৎ করিতে পারেন) ততঃ (এবং তারপর) নির্দ্বন্দ্বঃ (রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বহীন) ভবতি (হন অর্থাৎ হইতে পারেন) [তিনিই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন] ।

বঙ্গানুবাদ—যিনি কর্ম্মফল ত্যাগ করেন, যিনি সকল কর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং যিনি নির্দ্বন্দ্ব হয়েন।

ব্যাখ্যা—নিস্ত্রৈগুণ্য হইবার সাধন-প্রণালী কহিতেছেন। যে পর্য্যন্ত সাধকের মনোবেগের শান্তি না হয় অর্থাৎ প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তিনি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন; কিন্তু নিজ ভোগার্থ তাহার ফলকামনা না করিয়া ফলরাশি ভগবানে অর্পণ করিবেন। তৎপরে ইন্দ্রিয় ও মনের বেগ উপশমিত হইয়া আসিলে অর্থাৎ নিবৃত্তির উদয় হইলে কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবেন এবং তৎপরে দ্বন্দ্ববিহীন হইয়া সুস্থির হইবেন ॥ ৪৮ ॥

ওঁ বেদানপি সন্ন্যস্যতি কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়—[যিনি] বেদান্‌অপি (বেদ সমূহকেও) সন্ন্যস্যতি (পরিত্যাগ করিতে পারেন) [এবং] কেবলম্ (একমাত্র)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিচ্ছিন্নানুরাগং (ভগবানের সত্তায় অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ) লভতে (লাভ করেন)।

বঙ্গানুবাদ—যিনি বেদসমূহ পরিত্যাগ করেন, এবং যিনি কেবল অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ লাভ করেন।

ব্যাখ্যা—মায়ামোচনের জন্য সাধন-তত্ত্বের উপদেশ করিয়া এক্ষণে সিদ্ধ হইবার অবস্থা বলিতেছেন।

মনোবেগের নিবৃত্তি হইলে মানবের কার্য্যের উদ্যোগ, প্রারম্ভ, অনুষ্ঠান ও উপসংহার প্রভৃতির বিক্ষেপ থাকে না; সুতরাং ক্রিয়ার শেষ, বিধি-নিষেধ-বুদ্ধির শেষ, বেদমন্ত্রের কথন, মননাদির শেষ হইয়া আসে। তখন কেবল মাত্র ভগবৎসত্তায় অন্তঃকরণের অবিচ্ছিন্ন অনুরাগের প্রবাহ হইতে থাকে ॥ ৪৯ ॥

ও স তরতি স তরতি, স লোকাংস্তারয়তীতি ॥ ৫০ ॥

অন্বয়—সঃ (তিনি) তরতি (মায়াকে অতিক্রম করিয়া নিস্তার পান) সঃ (তিনি) তরতি (নিস্তার পান) সঃ (তিনি) লোকান্ (লোক সমূহকে) তারয়তি (নিস্তার করেন)। ইতি (বাক্য সমাপ্তি)।

বঙ্গানুবাদ—তিনিই নিস্তার পান, তিনিই নিস্তার পান, এবং তিনিই লোক সকলকে নিস্তার করেন।

ব্যাখ্যা—নারদ মহাশয় মহোল্লাসে উন্মত্ত হইয়া, ভক্তি-তত্ত্বের নির্ম্মল জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া, ভক্তি-সাধকের ভুবনমোহিনী অবস্থা দেখিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন এবং লোক-প্রবোধনার্থ উৎসাহসহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেছেন যে, মায়া হইতে অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ-পরায়ণ ভগবদ্‌ভক্তই নিস্তার পান। কেবল তিনিই নিস্তার পান তাহা নহে, তিনি অন্যান্য লোক সকলকেও নিস্তার করিয়া থাকেন। ভগবান্ বাসুদেবও বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি।" আমার ভক্ত ত্রিভুবনকে পবিত্র করে ॥ ৫০ ॥

সপ্তম অনুবাক।

ওঁ অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়—প্রেম স্বরূপম্ (প্রেমের স্বরূপ) অনির্ব্বচনীয়ম্ (বর্ণনার অতীত) [উহা ভক্তের অনুভবের পদার্থ]।

বঙ্গানুবাদ—প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়।

ব্যাখ্যা—নারদই যখন প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যানে অসমর্থ, তখন আমরা তাহার আর কি ব্যাখ্যা করিব? অর্থাৎ "প্রেম" বাক্যের দ্বারা ব্যাখ্যার যোগ্য নহে, উহা ভক্তের অনুভবের পদার্থ ॥ ৫১ ॥

ওঁ মূকাস্বাদনবৎ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়—মূকাস্বাদন বৎ (মূকের অর্থাৎ বোবার রসাস্বাদনের ন্যায়) [অনির্ব্বচনীয়, কিন্তু অনুভব সাধ্য]।

বঙ্গানুবাদ—মূকের রসাস্বাদনের ন্যায়।

ব্যাখ্যা—বোবা যেমন মিষ্টরস আস্বাদন করিয়া আনন্দে গদ্‌গদ হয়, জিজ্ঞাসা করিলেও রসের ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবল হাস্য করে, মনুষ্য সেইরূপ প্রেমাবির্ভাবকালে আনন্দে গদ্‌গদ হয়। কিন্তু সে ভাব নিজে অনুভব করিয়াও অন্যকে বুঝাইয়া দিতে পারে না, এই জন্য উহা অনির্ব্বচনীয় ॥ ৫২ ॥

ওঁ প্রকাশ্যতে * ক্বাপি পাত্রে ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়—[তথাপি প্রেমের স্বরূপতত্ত্ব] ক্ব অপি (কোনও) পাত্রে (পাত্র বিশেষে) প্রকাশ্যতে (প্রকাশিত হয়)।

বঙ্গানুবাদ—(তথাপি) কোন পাত্র বিশেষের (অধিকারী) দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—যদিচ বুদ্ধি-বিচার, কষ্ট-কল্পনা, ভাষানৈপুণ্য দ্বারা প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না সত্য, কিন্তু যখন কোনও ভাগ্যবান্ পুরুষ প্রেমে মাতোয়ারা ও বিভোর হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যান, সেই সময় তাঁহার মুখ হইতে স্বরূপ-তত্ত্ব স্বতঃই প্রকাশিত ও উচ্চারিত হইতে থাকে ॥ ৫৩ ॥

ওঁ গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্দ্ধমান-
মবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়—[প্রেম] গুণ রহিতং (গুণবর্জ্জিত) কামনা রহিতং (কামনার অতীত) প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমানং (প্রতিক্ষণ বর্দ্ধনশীল) অবিচ্ছিন্নং (অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিচ্ছেদ হীন) সূক্ষ্মতরং (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম) অনুভব রূপম্ (কেবল অনুভব স্বরূপ) [অর্থাৎ উহা কেবল অনুভবই করা যায়, প্রকাশ করা যায় না]।

---

* প্রকাশতে ইতি পাঠান্তরম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ—(প্রেম) গুণবর্জ্জিত, কামনাতীত, প্রতিক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অবিচ্ছিন্ন, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, কেবল অনুভবস্বরূপ।

ব্যাখ্যা—কাহারও গুণ দেখিয়া যে স্নেহ, ভক্তি বা ভালবাসার উদয় হয়, স্বর্গাদি কামনা করিয়া বা ভোগাদির লালসায় যে পুণ্য কর্ম্মে বা স্ত্রীতে আসক্তি হয়, তাহা বস্তুতঃ প্রেম নহে। কেননা গুণীকে যে প্রেম করা যায়, গুণের অভাব হইলে সে প্রেমেরও ক্ষয় হয়। স্বর্গাদি লাভ হইলে কর্ম্মাসক্তি বিনষ্ট হয়; স্ত্রী-সম্ভোগান্তে প্রণয়ের বিচ্ছেদ হয়; কিন্তু ভগবৎ-প্রেমের আদৌ বিচ্ছেদ নাই। বরং উহা প্রতিক্ষণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমরা যত কিছু বিষয় অনুভব করি, তাহার অধিকাংশ বিষয়ের আভাস প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু "অনুভব" শক্তির কখনও প্রকাশ করা যায় না। প্রেম অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম "অনুভব", সুতরাং উহা কোন মতেই প্রকাশিত হইতে পারে না ॥ ৫৪ ॥

ওঁ তৎ প্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি, তদেব শৃণোতি, তদেব ভাষয়তি, তদেব চিন্তয়তি ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়—[প্রেমিক] তৎ (প্রেমস্বরূপকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) তদ্এব (তাহাই) অবলোকয়তি (দর্শন করেন) তদ্এব (তাহাই) শৃণোতি (শ্রবণ করেন) তদ্এব (তাহাই) ভাষয়তি (কথন করেন) তদ্এব (তাহাই) চিন্তয়তি (চিন্তা করেন)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ—(প্রেমিক) উহা প্রাপ্ত হইয়া উহাই দর্শন করেন, উহাই শ্রবণ করেন, উহাই কথন করেন এবং উহাই চিন্তন করেন।

ব্যাখ্যা—প্রেমিকের সম্মুখে প্রেমময় ভগবানের স্বরূপ এবং প্রেমের স্বরূপ এক পদার্থ। যিনি প্রেম লাভ করিয়াছেন, তিনি ভগবান্‌কেও লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তদ্ব্যতীত তাঁহার আর কিছু দেখিতে বা শুনিতে বা বলিতে বা চিন্তা করিতে ইচ্ছা হয় না ॥ ৫৫ ॥

ওঁ গৌণী ত্রিধা গুণভেদাদার্ত্তাদিভেদাদ্ বা ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়—গুণ ভেদাৎ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকার গুণ ভেদে) বা (অথবা) আর্ত্তাদি ভেদাৎ (আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই তিন প্রকার ভক্ত ভেদে) গৌণী (গৌণীভক্তি) ত্রিধা (তিন প্রকার)।

বঙ্গানুবাদ—গুণ-ভেদে বা আর্ত্তাদি ভেদে গৌণী ভক্তি তিন প্রকার।

ব্যাখ্যা—মুখ্য ভক্তির স্বরূপ দেখাইয়া এক্ষণে গৌণী ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে ভক্তি বা শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই ত্রিবিধ ভাব ধারণ করিয়া থাকে। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী-ত্রিবিধ উপাসনানুসারে তিন প্রকার গৌণী ভক্তি লাভ করে ॥ ৫৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ উত্তরস্মাদুত্তরস্মাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বা শ্রেয়ায়*ভবতি ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়—উত্তরস্মাৎ উত্তরস্মাৎ (উত্তরোত্তর হইতে) পূর্ব্ব পূর্ব্বা (পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকারের ভক্তি) শ্রেয়ায় [অর্থাৎ শ্রেয়সে] (মঙ্গলের কারণ) ভবতি (হয়)।

বঙ্গানুবাদ—উত্তরোত্তর প্রকারের ভক্তি অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকারের ভক্তি অধিকতর কল্যাণ-দায়িকা।

ব্যাখ্যা—তমোগুণী অপেক্ষা রজোগুণী এবং রজোগুণী অপেক্ষা সত্ত্বগুণী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। তামসী অপেক্ষা রাজসী, এবং রাজসী অপেক্ষা সাত্ত্বিকী ভক্তি শ্রেষ্ঠা। অর্থার্থী অপেক্ষা জিজ্ঞাসু এবং জিজ্ঞাসু অপেক্ষা আর্ত্ত ভক্ত শ্রেষ্ঠ; কেননা, জিজ্ঞাসু বা আর্ত্ত ব্যক্তির উপাসনায় বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় হইবার সম্ভাবনা ॥ ৫৭ ॥

অষ্টম অনুবাক।

ওঁ অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়—অন্যস্মাৎ (অন্য কোনও প্রকার সাধন অপেক্ষা) ভক্তৌ (ভক্তি সাধনে) সৌলভ্যম্ (সুলভতা) [আছে]।

---

* "সর্ব্বে অসন্তা অদন্তাঃ" ইতি বচনাৎ সাধুরয়ং প্রয়োগঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ—অন্য সাধন অপেক্ষা ভক্তি-সাধন সুলভ।

ব্যাখ্যা—ইতঃপূর্ব্বে ভক্তির অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাছে লোকে এরূপ আশঙ্কা করে যে এই সূক্ষ্ম ভক্তি-তত্ত্বের অধিকারী আমি কিরূপে হইব, সেই জন্যই এই সূত্রের অবতারণাপূর্ব্বক বলিতেছেন যে, ভক্তি-সাধন অতি সুলভ। কেননা ইহাতে বিদ্যা চাই না, ধন চাই না, আচার বিচার চাই না, ইহাতে বর্ণ-বিচারও করিতে হয় না। ভক্তির গুণে গণিকা বিদ্যাবতী না হইয়াও উদ্ধার পাইল; শবরী নির্ধন হইয়াও, গোপীগণ বেদ না পড়িয়াও ভক্তির গুণে ভগবান্‌কে পাইল; গৃধ্র ও গজ মনুষ্য না হইয়াও, গুহক চণ্ডাল হইয়াও ভগবান্‌কে পাইল। ভক্তি-সাধনে কায়ক্লেশ বা কাতরতা নাই। পর্ণাহার, নীরাহার বা নিরাহার রূপ কঠোর ব্রত নাই; অতএব ভক্তির ন্যায় সুলভ সাধন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তি-রাজ্যে বাদবিবাদ কিছুই নাই॥ ৫৮॥

ওঁ প্রমাণান্তরস্যানপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়—[ইহা] স্বয়ং (নিজেই) প্রমাণত্বাৎ (প্রমাণ-স্বরূপ বলিয়া) প্রমাণান্তরস্য (অন্য প্রমাণের (অনপেক্ষত্বাৎ (অপেক্ষা বা প্রয়োজন নাই বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—ইহার অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই, কেননা ইহা স্বয়ংই প্রমাণ-স্বরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—ভগবানে ভক্তি করিতে যে কোনরূপ পরিশ্রম ও ক্লেশ হয় না, ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। যিনিই ভক্তির উপাসক, তিনি স্বয়ংই ইহা অনুভব করিতে পারেন। ভক্তি হইল কি না—বাদবিবাদের দ্বারা ইহার সংশয়চ্ছেদ করিতে হয় না। ভক্তি-সাধনে ক্লেশের উদয় হওয়া দূরে থাকুক, বরং সকল ক্লেশের নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

ওঁ শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ ।। ৬০ ।।

অন্বয়—শান্তিরূপাৎ (শান্তিস্বরূপ বলিয়া) চ (এবং) পরমানন্দরূপাৎ (পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া) [ভক্তি-সাধন সুলভ]।

বঙ্গানুবাদ—ভক্তি শান্তিস্বরূপ এবং পরমানন্দ-স্বরূপ।

ব্যাখ্যা—যেখানে বাদবিবাদ, দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ, সংশয়, সঙ্কল্প, বিকল্প, সুখ, দুঃখাদি তরঙ্গের লেশ মাত্র নাই, তাহাই শান্তিনিকেতন। শান্তিভবনেই পরমানন্দের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই সূত্রে ভক্তি ও ভগবানের একতা সম্পাদিত হইয়াছে, কেননা আনন্দ ব্রহ্মের রূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'আনন্দং ব্রহ্ম'। এই আনন্দ লাভ করিবার জন্যই জ্ঞানাদির দ্বারা পরমানন্দময়ী ভক্তির আবির্ভাব হইলে জীবের ত্রিতাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। জ্ঞানের সাধকগণ আনন্দকে জ্ঞানের * ফলস্বরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানই

* এখানে পরোক্ষ বা সাধন-জ্ঞানই লক্ষিত হইয়াছে। অপরোক্ষ বা সাধ্য-জ্ঞান পরাভক্তি হইতে অভিন্ন। ১৭শ শাণ্ডিল্য সূত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম (মহাবাক্য)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দস্বরূপ একথা কোথাও বলেন নাই। ভক্তিসূত্রে ভক্তিই আনন্দস্বরূপ কথিত হইল॥ ৬০ ॥

ওঁ লোকহানৌ চিন্তা ন কার্য্যা নিবেদিতাত্ম-লোকবেদশীলত্বাৎ ॥ ৬১ ॥

অন্বয়—নিবেদিতাত্মলোকবেদশীলত্বাৎ (আত্মা, আত্মীয় লোকজন, বেদ এবং সদাচার প্রভৃতি সমস্তই ভগবানে সমর্পিত হওয়ার জন্য) লোকহানৌ (আত্মীয় জন নাশ বিষয়ে) চিন্তা ন কার্য্যা (চিন্তা করিতে নাই)।

বঙ্গানুবাদ--ধনজনাদির (ধন ও স্ত্রীপুত্রাদির) অপচয় (নাশ) বিষয়ে চিন্তা করিতে নাই। কেননা ভক্তকর্ত্তৃক আত্মা, ধনজনাদি বিষয় এবং বেদ ও শীল (সদাচার) সমস্তই ঈশ্বরে সমর্পিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—যে সকল বস্তু তুমি ভগবান্‌কে সমর্পণ করিয়াছ, তত্তাবতের জন্য তোমার আবার চিন্তা কি? ভাল মন্দ চিন্তা করিতে হয়, ভগবান্ করিবেন। সমস্ত তাঁহাকে নিবেদন করিয়া তাঁহাকেই একমাত্র সার করিয়াছ, তুমি তাঁহারই চিন্তা কর। ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত বিষয়ই যখন ঈশ্বরে সমর্পণপূর্ব্বক একমাত্র তাঁহারই শরণাগত হইয়াছ, তখন তত্তাবতের আর কোনও চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই॥ ৬১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ ন তদসিদ্ধৌ লোকব্যবহারো হেয়ঃ কিন্তু, ফলত্যাগস্তৎসাধনঞ্চ কার্য্যমেব ॥ ৬২ ॥

অন্বয়—তদসিদ্ধৌ (ভগবানে আত্মাদি সর্ব্ব সমর্পণ না হওয়া পর্য্যন্ত) লোক-ব্যবহারঃ (লৌকিক আচার ব্যবহার) ন হেয়ঃ (নিন্দিত নহে অর্থাৎ নিন্দিত বলিয়া পরিত্যাজ্য নহে), কিন্তু ফলত্যাগঃ (কর্ম্মফলের কামনা ত্যাগ) চ (এবং) তৎসাধনং (কর্ম্মফলের কামনা ত্যাগ করিবার অভ্যাস) কার্য্যমেব (করা কর্ত্তব্য)।

বঙ্গানুবাদ—যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরে সর্ব্বাত্ম-নিবেদন —নিশ্চয়বুদ্ধি—দৃঢ় না হয়, সে পর্য্যন্ত লোক-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে না, কেবল তাহার ফলকামনা পরিত্যাগ করিবে। বরং ফলত্যাগের সাধনা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

ব্যাখ্যা—কেননা ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন নিশ্চয় হইবার পূর্ব্বে যদি লোক-ব্যবহার পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে উভয় দিক্ হইতেই ভ্রষ্ট হইতে হয়। বস্তুতঃ লোক-ব্যবহারকে অসার বিবেচনা করিয়া ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস করিতে ধীরে ধীরে শিক্ষা করিবে ॥ ৬২ ॥

ওঁ স্ত্রীধননাস্তিকবৈরিচরিত্রং ন শ্রবণীয়ম্ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়—স্ত্রীধননাস্তিকবৈরিচরিত্রং (স্ত্রী, ধন, নাস্তিক এবং বৈরীর চরিত্র) ন শ্রবণীয়ম্ (শ্রবণ করিবে না)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ—স্ত্রী, ধন, নাস্তিক ও বৈরীর চরিত্র শ্রবণ করিবে না।

ব্যাখ্যা—স্ত্রীদিগের রূপ, যৌবন, হাব, ভাব, ক্রিয়া, চেষ্টা, চরিত্র আদি বর্ণিত প্রসঙ্গ পাঠ বা শ্রবণ করা উচিত নহে; কেননা, তাঁহাতে বিলাস-বাসনা বেগবতী হয়। ধন বা বিষয় বিভবের কথা শুনিও না; কেননা তাহাতে লোভ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নাস্তিকদিগের চরিত্র বা তাহাদের কুটিল তর্কজাল পাঠ বা শ্রবণ করিও না; কেননা তাহাতে ভগবদ্বিশ্বাস বিচলিত হয়। যাহারা তোমার বিপক্ষ তাহাদের কথা কেহ বলিলে তাহাতে কর্ণপাত করিও না; কেননা তাহাদের দুর্ব্যবহারের কথা শুনিলে তোমার চিত্ত ক্ষুব্ধ ও অপ্রসন্ন হইবে, এবং ক্রোধাদি উৎপন্ন হইবার ও তপঃ-শক্তি বিচলিত হইবার সম্ভাবনা ॥ ৬৩ ॥

ওঁ অভিমানদম্ভাদিকং ত্যাজ্যম্ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়—অভিমানদম্ভাদিকং (অভিমান ও দম্ভ প্রভৃতি) ত্যাজ্যম্ (ত্যাগ করিবে)।

বঙ্গানুবাদ—অভিমান, দম্ভ ইত্যাদি পরিত্যাগ করিবে।

ব্যাখ্যা—দম্ভ ও অভিমান এই দুইটী ভক্তিমার্গের বিষম বিরোধী, কেননা ভক্তি সিদ্ধ হইলেও "আমি ভক্ত", "আমি উপদেষ্টা" ইত্যাকার অভিমান এবং পূজার বাহ্যাচরণে দম্ভের উদয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া থাকে। "আদি" শব্দ দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি বুঝিতে হইবে ॥ ৬৪ ॥

ওঁ তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভি-
মানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়—তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ (অখিল অর্থাৎ সমস্ত আচার ভগবানে সমর্পণ করিয়া) কামক্রোধাভিমানাদিকং (কাম, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি) তস্মিন্ এব (সেই ভগবানের উপরেই) করণীয়ম্ (করিবে)।

বঙ্গানুবাদ—সমস্ত আচার ভগবানে অর্পণ করিয়া যদি কাম, ক্রোধ, অভিমান করিতে হয়, তবে তাঁহারই উপর করিবে।

ব্যাখ্যা—কামের বেগ উদিত হইলে অনন্যচিত্তে পরমাত্মাতেই রতি করিবে। যদি ক্রোধ করিতে হয়, তবে আপনার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বল, 'কেন তাঁহাকে পাইতেছি না?' যদি অভিমান করিতে হয় তবে মনে মনে বল, 'আমার প্রভুর ন্যায় সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ প্রভু আর কার আছে? আমার প্রাণ-প্রিয়তমের ন্যায় মনোহর সৌন্দর্য্য আর কাহারও নাই' ॥ ৬৫ ॥

ওঁ ত্রিরূপভঙ্গপূর্ব্বকং নিত্যদাস-নিত্যকান্তা-
ভজনাত্মকং বা প্রেম এব কার্য্যং প্রেম এব
কার্য্যমিতি ॥ ৬৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়—ত্রিরূপভঙ্গপূর্ব্বকং (ত্রিরূপ ভঙ্গ করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন জনের রূপকে এক ভাবিয়া, অথবা ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব এই তিনকে এক বুঝিয়া, অথবা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণকে একত্র সমাবিষ্ট করিয়া, অথবা গুরু, ভগবান্ ও ভক্ত এই তিনের অভিন্ন ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া) নিত্যদাস-নিত্যকান্তা-ভজনাত্মকং (ভগবানের প্রতি সর্ব্বদা দাসভাবে বা কান্তাভাবে ভজনারূপ) প্রেম এব (প্রেমই) কার্য্যম্ (করিতে হয়)।

বঙ্গানুবাদ—তিন ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভঙ্গপূর্ব্বক নিত্য দাস বা নিত্য কান্তার ন্যায় সেবা ও প্রীতি রূপ কেবল প্রেমই করিবে, প্রেমই করিবে।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তিনকে এক করিয়া—ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব তিনকে এক বুঝিয়া—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিনকে একত্র চূর্ণ করিয়া—গুরু, ভগবান্ ও ভক্ত, তিনকে এক দেখিয়া—সৎ, চিৎ ও আনন্দ, তিনকে একীভূত করিয়া—দাস ভাবে বা কান্তাভাবে তাঁহাতে অবিচ্ছিন্ন প্রেম করিতে থাক ॥ ৬৬ ॥

নবম অনুবাক।

ওঁ ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়—একান্তিনঃ (ঐকান্তিক) ভক্তাঃ (ভক্তগণই) মুখ্যাঃ (শ্রেষ্ঠ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ—একান্তী বা অভ্যন্তরচারী ভক্ত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা—ইতঃপূর্ব্বে সাধারণ ভক্তমণ্ডলীর মহিমা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষণে একান্তী (ঐকান্তিক) ভক্তের কথা বলিতেছেন। যাঁহাদের ভক্তি অন্তঃকরণে নিবদ্ধ থাকে, বাহ্যাড়ম্বরে প্রকাশ পায় না, সেই সকল ভক্তই শ্রেষ্ঠ ॥ ৬৭ ॥

ওঁ কণ্ঠাবরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং লপমানাঃ
পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীঞ্চ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়—পরস্পরং (পরস্পর) লপমানাঃ (সম্ভাষণকারী) [ভক্তগণের] কণ্ঠাবরোধ-রোমাঞ্চাশ্রুভিঃ (কণ্ঠাবরোধ, রোমাঞ্চ বা আনন্দাশ্রুপাত হইলে) [তাঁহারা] কুলানি (বহুকুল) পৃথিবীং চ (এবং পৃথিবী) পাবয়ন্তি (পবিত্র করেন)।

বঙ্গানুবাদ—কণ্ঠরোধ, রোমাঞ্চ ও অশ্রুযুক্ত হইয়া ভক্তগণ পরস্পর সম্ভাষণ-পূর্ব্বক কুল এবং পৃথিবী পবিত্র করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা—ভক্তির উচ্ছ্বাস যখন প্রবল হয়, ভাবে হৃদয় যখন গলিয়া যায়, অনুরাগে প্রাণ যখন ভরিয়া যায়, তখন কথা কহিতে চেষ্টা করিলে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে, পুলকে শরীর পূর্ণ ও প্রফুল্ল হয়, এবং কি জানি কাহার প্রেমে বিহ্বল হইয়া নয়ন দুটি অবিরল ধারায় ঝরিতে থাকে। এ অবস্থা বড় পবিত্র—বড় মনোহর। এ অবস্থার সাধক অতি দুর্লভ। যে সময়ে এইরূপ সাধকমণ্ডলী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া পরস্পর কথোপকথন করেন, সে সময়ে তাঁহাদের স্বকুলোদ্ভব সকলেই এবং পৃথিবীও পবিত্র হয়। তাঁহাদের ভক্তির বাতাস গায়ে লাগিলে পাষাণ হৃদয়েও পবিত্রতা ও ভক্তির সঞ্চার হয়॥ ৬৮॥

ওঁ তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি সুকর্ম্মীকুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি,
সচ্ছাস্ত্রীকুর্ব্বন্তি শাস্ত্রাণি (ক)॥ ৬৯॥

অন্বয়—[তাঁহারা] তীর্থানি (তীর্থসমূহকে) তীর্থীকুর্ব্বন্তি (তীর্থ নামের সার্থকতা প্রদান করেন) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহকে) সুকর্ম্মীকুর্ব্বন্তি (সুকর্ম্মে পরিণত করেন) [এবং] শাস্ত্রাণি (শাস্ত্রবাক্য সমূহকে) সচ্ছাস্ত্রীকুর্ব্বন্তি (বাস্তবিক সৎ শাস্ত্র রূপে পরিণত করিয়া থাকেন)।

বঙ্গানুবাদ—তাঁহারা তীর্থকে তীর্থ, কর্ম্মকে সুকর্ম্ম, এবং শাস্ত্রকে সচ্ছাস্ত্র করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা—পাপিগণ তীর্থে গমন করিলে, তীর্থ তাহাদিগকে পবিত্র—নিষ্পাপ—করিয়া থাকেন, কিন্তু পাপীর সমাগমে তীর্থে যে মলিনতা স্পর্শ করে, ভক্ত-সমাগমে তীর্থ সে পাপ হইতে পুনঃ পবিত্র হইয়া তীর্থত্ব লাভ করেন। কর্ম্ম অনেক থাকিলেও ভক্তগণ যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল কর্ম্মই সুকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্র অনন্ত, কিন্তু তন্মধ্যে যে সকল শাস্ত্র ভক্তগণ অধ্যয়ন, প্রণয়ন বা ব্যাখ্যান করেন, সেই সকল শাস্ত্রই সচ্ছাস্ত্র॥ ৬৯॥

(ক) সুকর্ম্মী কর্ম্মাণি সচ্ছাস্ত্রী শাস্ত্রাণি—ইতি পাঠান্তরম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ তন্ময়াঃ ॥ ৭০ ॥

অন্বয়—[যেহেতু তাঁহারা] তন্ময়াঃ (তন্ময়)।

বঙ্গানুবাদ—(কেননা) তাঁহারা তন্ময়।

ব্যাখ্যা—ভগবান্ পবিত্রদিগের পবিত্রতাকারক, এবং মঙ্গলকারকগণের মঙ্গলস্বরূপ। ভক্তগণ তাঁহার ভাবে আপ্লুত হইয়া তন্ময় হইয়া যান। নদী যেমন সাগরগর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইয়া সাগরের ভাব অবলম্বন করে, তদ্রূপ ভক্তগণ ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবানের পবিত্র শক্তি লাভ করেন। তাই তৎসমাগমে তীর্থ, কর্ম্ম, শাস্ত্র পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। লিখিত আছে—

"তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ সিন্ধুঃ গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথা প্রসঙ্গঃ ॥"

শ্রীরূপ গোস্বামী সঙ্কলিত পদ্যাবলী, ৪৩ শ্লোক

ইহা দ্বারা ভগবদ্‌গুণগান-প্রসঙ্গ তীর্থসমূহ অপেক্ষাও উচ্চ ও পবিত্র আসন গ্রহণ করিল। আবার কর্ম্ম সকল যে ভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠান করিতে হয়, ইহা শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা কর্ম্ম অপেক্ষা ভগবানের পবিত্রতাকারিণী শক্তির শ্রেষ্ঠতা সিদ্ধ হইয়াছে। আবার শাস্ত্রান্তরে—

"যস্মিঞ্‌ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি র্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥"

এইরূপ লিখিত থাকায়, ভগবন্নামই যে শাস্ত্রের পবিত্রতাকারক ইহাও সপ্রমাণ হইল। অতএব ভগবদ্ভাবময় শ্রদ্ধেয় ভক্তগণের সংশ্রবেই তীর্থাদি পবিত্র হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ॥ ৭০ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ মোদন্তে পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা
চেয়ং ভূর্ভবতি ॥ ৭১ ॥

অন্বয়—[ভক্তগণকে দেখিয়া] পিতরঃ (পিতৃলোকস্থ পিতৃগণ) মোদন্তে (আনন্দিত হন) দেবতাঃ (দেবতাগণ) নৃত্যন্তি (আনন্দে নৃত্য করেন), চ (এবং) ইয়ং (এই) ভূঃ (পৃথিবী) সনাথা ভবতি (সনাথা হন)।

বঙ্গানুবাদ—(ভক্তগণকে দেখিয়া) পিতৃগণ আনন্দিত হয়েন, দেবতাগণ নৃত্য করিতে থাকেন, এবং পৃথিবী সনাথা হয়েন।

ব্যাখ্যা—ভক্তগণের প্রভাবে ভূলোক পবিত্র এবং পিতৃ-লোকবাসী ও দেবতাদিগের আকাশীয় সূক্ষ্মতত্ত্বপূর্ণ তেজোমার্গ * পরিষ্কৃত হয়। ভক্তদর্শনে মর্ত্ত্য জীব সকল পবিত্র হইলে পৈত্র ও দৈব কার্য্যে লোকের আস্থা বৃদ্ধি হয়; যাগ, যজ্ঞ, পিতৃতর্পণাদি অনুষ্ঠিত হইলে পিতৃলোক ও দেবলোক পরিতুষ্ট হয়েন। ভক্তগণকে দর্শন করিলে, ভক্তগণের চরিত্র চেষ্টা দেখিলে ভক্তের পিতৃগণ এবং

---

* মনুষ্যের পাপানুষ্ঠান ও পাপচিন্তার ফলে তাহাদের তমোভাব ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে মনোময়-সম্বন্ধকারক সূক্ষ্ম-পথ আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, সুতরাং শ্রাদ্ধকালে ও যজ্ঞাদির সময়ে পিতৃগণ ও দেবগণ সূক্ষ্ম মনোময় শরীরে ইহলোকে আসিতে বাধা প্রাপ্ত হয়েন। ভগবদ্ভক্তের আবির্ভাবে ও দিব্য প্রভাবে ইহ জগতের পাপরাশি অপসারিত হয় এবং ভক্তের কৃপায় দেবগণ ও পিতৃগণের শুভাগমনে পৃথিবী প্রসন্না হয়েন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তের কুলদেবতাগণ আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন, এবং ভক্তকে দর্শন দিবার জন্য ভগবান্ ভূতলে আবির্ভূত ও প্রকাশিত হয়েন, এই জন্য পৃথিবীও ভক্তপ্রসাদাৎ সনাথা হয়েন ॥ ৭১ ॥

ওঁ নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধন-
ক্রিয়াদিভেদঃ ॥ ৭২ ॥

অন্বয়—তেষু (ভক্তগণের মধ্যে) জাতিবিদ্যারূপকুলধন-ক্রিয়াদিভেদঃ (জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন, ক্রিয়া প্রভৃতির ভেদবিচার) ন অস্তি (নাই)।

বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদিগের (ভক্তদিগের) মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন এবং ক্রিয়ার ভেদ বিচার নাই।

ব্যাখ্যা—ব্রাহ্মণ বা শূদ্র, চণ্ডাল বা ম্লেচ্ছ, মনুষ্য বা পশু যে জীবই ভক্তিযুক্ত হইয়া ভগবানের শরণাগত হইবে, ভক্তবৎসল তাহার জাতি বিদ্যাদির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া দর্শন দিবেন। আবার ভক্তগণও পরস্পরের মধ্যে জাতি * বা বিদ্যাদির গৌরব-লাঘব বুদ্ধি রাখেন না ॥ ৭২ ॥

---

* বৈষ্ণব শাস্ত্রে লিখিত ৬৪ অপরাধের মধ্যে জাতিবুদ্ধি একটি অপরাধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৬৪ অপরাধ যথা:—১। ভগবানে দেববিশেষ বা তত্ত্ববিশেষবুদ্ধি, ২। শাস্ত্রে গ্রন্থ বা পৌরুষেয়বুদ্ধি, ৩। বৈষ্ণব মধ্যে জাতিভেদবুদ্ধি, ৪। গুরুকে সাধারণ মনুষ্যবোধ, ৫। প্রতিমাতে দারু, শিলা বা মৃদ্বোধ, ৬। প্রসাদে খাদ্যবুদ্ধি, ৭। চরণোদকে জলজ্ঞান, ৮। তুলসীতে সাধারণ বৃক্ষবোধ, ৯। গরুতে সাধারণ পশুবোধ, ১০। ভাগবত ও গীতাতে সাধারণ গ্রন্থবুদ্ধি, ১১। ভগবল্লীলাতে মানবকৃতবুদ্ধি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ যতস্তদীয়াঃ ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়—যতঃ (কেননা) [ভক্তগণ সকলেই] তদীয়াঃ (তাঁহারই অর্থাৎ ভগবানেরই)।

বঙ্গানুবাদ—কেননা (উঁহারা সকলেই) তাঁহার।

১২। সাংসারিক প্রেম বা স্ত্রীসুখে লীলা-গান বা লীলা স্মরণ করা, ১৩। গোপীগণকে পরনারী বোধ করা, ১৪। রাস-লীলাকে কামচেষ্টা জ্ঞান করা, ১৫। মহোৎসব কালে স্পর্শাস্পর্শবুদ্ধি রাখা, ১৬। নাস্তিকবাদ অবলম্বন, ১৭। সংশয়পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ, ১৮। অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ বা ধর্ম্মানুষ্ঠানে আলস্য করা, ১৯। বৈষ্ণবের বাহ্যচরিত্র দর্শন করা, ২০। মহাত্মাদিগের চরিত্রের দোষগুণ বিচার করা, ২১। আপনাকে উত্তম মনে করা, ২২। কোনও দেবতা বা শাস্ত্রের নিন্দা করা, ২৩। ভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে পশ্চাৎ হইয়া বসা, ২৪। জুতা পায়ে দিয়া, ২৫। মালা ধারণ করিয়া, ২৬। ছড়ি লইয়া, ২৭। নীল বস্ত্র পরিয়া (রেশম হইলে দোষ নাই), ২৮। দন্তধাবন না করিয়া, ২৯। মলমূত্র-ত্যাগ বা মৈথুনাদির পর কাপড় না ছাড়িয়া মন্দিরে প্রবেশ করা, ৩০। ভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে হাত পা দোলান, ৩১। তাম্বূল সেবন, ৩২। উচ্চ হাস্য, ৩৩। কুচেষ্টা করা, ৩৪। স্ত্রীলোকদের চারি পার্শ্বে বেড়ান, ৩৫। ক্রোধ করা, ৩৬। অন্যের সৎকারার্থ অভিবাদন করা, ৩৭। দুর্গন্ধ বস্তু খাইয়া গন্ধ দূর না হইতে হইতে যাওয়া, ৩৮। মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া যাওয়া, ৩৯। কাহাকেও অপমান বা আঘাত করা, ৪০। কাম, ক্রোধাদির চেষ্টা করা, ৪১। গৃহাগত ব্যক্তিকে বা সাধুকে অভ্যর্থনা না করা, ৪২। আপনাকে ভক্ত, ধার্ম্মিক পণ্ডিত বা সুকৃতী মনে করা, ৪৩। নাস্তিক, লম্পট, হিংসক, লোভী ও মিথ্যাচারীর সঙ্গ করা, ৪৪। বিপত্তিকে পরমেশ্বরের প্রেরিত বলিয়া মনে করা, ৪৫। পাপাচরণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম করা, ৪৬। কাহাকেও কিঞ্চিন্মাত্র কষ্ট দিয়াও আপনাকে

১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—ভক্তগণের মধ্যে যে পরস্পর ভেদবুদ্ধি নাই তাহাই দেখাইতেছেন। যখন তুমিও তাঁহার, উনিও তাঁহার, এবং যখন তোমার ও উঁহার এক ভাব, এক অবস্থা না হইলে উভয়কে তিনি "তাঁহার" করিয়া লয়েন নাই, যখন উভয় হৃদয়েই তিনি সমান ভাবে বিরাজ করিতেছেন, তখন দুই জনে প্রভেদ কোথায় ?॥ ৭৩ ॥

ধার্ম্মিক মনে করা, ৪৭। স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, পরিবার, আশ্রিত, দীন, ও সাধুকে উপেক্ষা করা, ৪৮। কোন বস্তুকে আপনার ভোগ্য মনে করিয়া ভগবান্‌কে নিবেদন করা, অথবা অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন করা, ৪৯। ইষ্টদেবের নামে শপথ করা, ৫০। ভগবানের ধর্ম্ম বা নাম বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা, ৫১। ইষ্টদেব ব্যতীত অন্য দেবতার নিকট আশা করা, ৫২। ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা, ৫৩। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ না হইয়া ব্রহ্মজ্ঞের ন্যায় আচরণ করা, ৫৪। দেবতার ন্যায় আচরণ করা, ৫৫। সম্প্রদায় ভেদে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে উচ্চ বা নীচ মনে করা, ৫৬। অবতারের তারতম্য দর্শনে নিন্দা করা, ৫৭। রহস্যচ্ছলেও কাহাকেও "আপনিই সাক্ষাৎ ভগবান্" এরূপ বলা, ৫৮। ভগবান্ কাহারও মুখাপেক্ষী—ইহা ঘৃণাক্ষরে মনে করা, ৫৯। লোভ-পরতন্ত্র হইয়া কাহাকেও চরণামৃত বা প্রসাদ দেওয়া, ৬০। ভগবানের চিত্র, মূর্ত্তি, বা নাম ইত্যাদিতে অবজ্ঞা করা, ৬১। কোন জীবকে কোনও প্রকারে ক্লেশ দেওয়া বা উদ্বেজিত করা, ৬২। তর্ক-বিতর্কে সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া আস্তিকতা ত্যাগ করা, ৬৩। ভগবদবতারে জন্ম বা কর্ম্ম স্বীকার করা, এবং ৬৪। যুগলরূপে দ্বৈতবুদ্ধি করা।—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব্ব, ২য় লহরী, ৫৪ শ্লোকের এবং হরিভক্তিবিলাস, ১১শ বিলাস, ২৮২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম অনুবাক।

ওঁ বাদো নাবলম্ব্যঃ ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়—বাদঃ (বাদ বিতর্ক) ন অবলম্ব্যঃ (অবলম্বন করিবে না, অর্থাৎ করিতে নাই)।

বঙ্গানুবাদ—বাদ বিতর্ক করিবে না।

ব্যাখ্যা—তর্ক বিতর্ক, বাদ বিবাদ করিলে মনে জিগীষার দুরাগ্রহ সঞ্চারিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণেরও উদয় হইয়া থাকে। তমোগুণ ভক্তির বাধক; এজন্য বাদ বিবাদ পরিহার করিবে ॥ ৭৪ ॥

ওঁ বাহুল্যাবকাশবত্ত্বাদনিয়তত্বাৎ ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়—[বাদ বিতর্কে] বাহুল্যাবকাশবত্ত্বাৎ (বাহুল্যের অবকাশ আছে বলিয়া) [এবং উহা] অনিয়তত্বাৎ (অনিয়ত বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—(কেননা বাদ বিবাদে) বাহুল্যের অবকাশ আছে এবং উহা অনিয়ত (ক)।

(ক) তর্কের দ্বারা তার্কিক নিজবুদ্ধির সূক্ষ্মতা মাত্র প্রকাশ করেন। একজন কোনও বিষয়ে একরূপ বলিলেন, আর একজন তাহা তর্কের দ্বারা খণ্ডন করিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আরও অধিক বুদ্ধিমান্ তিনি আবার তর্কের দ্বারা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নিরস্ত করিলেন। এইরূপে যদি তর্কের স্রোত চলিতে থাকে, তাহা হইলে তার্কিকেরা নিজের বুদ্ধি ও তর্কশক্তি প্রদর্শনে যথেষ্ট সুযোগ পান; কিন্তু তাহাতে তত্ত্ববস্তুর নির্ণয় হয় না। এই জন্য ভগবান্ বেদব্যাসব্রহ্ম সূত্রে বলিয়াছেন, "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" (কঠ, ২।৯)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—ভগবত্তত্ত্ব জানিবার জন্য বাদ বিবাদ করা নিতান্ত নিরর্থক। তুমি যতই কেন বাদ বিবাদ কর না, যতই কেন শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য দেখাও না, যতই কেন কূট তর্কজালে নৈপুণ্য প্রকাশ কর না, তোমার বুদ্ধি কিছুতেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবে না। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈত্তিরীয়—-২।৪।১)—মন তাঁহাকে না পাইয়া বাক্যের সহিত পুনরাবৃত্ত হইয়া আসে। যিনি মনোবুদ্ধির অগোচর, "নেতি নেতীতি" (বৃহদারণ্যক—৩।৯।২৬) বাক্যে বেদান্ত যাঁহাকে নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তোমার বৃথা বাদ বিবাদ সে রাজ্যের কি সমাচার আনিবে? একমাত্র ভক্তির দ্বারা যাঁহাকে পাওয়া যায় (ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ) † তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য বাদ বিবাদ ছাড়িয়া দাও, কেবল তাঁহাকে বিশ্বাস কর॥ ৭৫ ॥

ওঁ ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি তদ্বর্দ্ধককর্ম্মাণ্যপি* করণীয়ানি ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়—ভক্তি-শাস্ত্রাণি (কেবল মাত্র ভক্তি-শাস্ত্রই) মননীয়ানি (মনন করিবে) তদ্বর্দ্ধককর্ম্মাণি অপি (এবং ভক্তি-বর্দ্ধক কর্ম্মই) করণীয়ানি (করিবে)।

বঙ্গানুবাদ—ভক্তি-শাস্ত্র মনন করিবে, এবং ভক্তিবর্দ্ধনোপযোগি-কর্ম্ম করিবে।

---

† শ্রীমদ্ভাগবত—১১।১৪।২১। * তদুদ্বোধককর্ম্মাণ্যপীতি পাঠান্তরম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—বাদ বিবাদ ছাড়িয়া কেবল ভক্তিশাস্ত্রে সিদ্ধান্ত-স্বরূপ যাহা লিখিত আছে তাহার চিন্তন করিবে। আচার্য্য ও ভক্তগণের সিদ্ধান্তবাক্যের নিগূঢ় রহস্যসকল অবগত হও, এবং ভক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য সৎসঙ্গ, তীর্থাটন, ভগবৎকথা শ্রবণ, ভক্তগণের সহিত সদালাপ, ভগবৎ-সেবা, এবং গুরু-শুশ্রূষাদি কর্ম্ম করিতে থাকিবে ॥ ৭৬ ॥

ওঁ সুখদুঃখেচ্ছালাভাদিত্যক্তে কালে প্রতীক্ষ্যমাণে
ক্ষণার্দ্ধমপি ব্যর্থং ন নেয়ম্ ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়—সুখদুঃখেচ্ছালাভাদিত্যক্তে (সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, লাভ প্রভৃতি রহিত হইলে) কালে প্রতীক্ষ্যমাণে (সময়ের প্রতীক্ষা করিতে গিয়া) ক্ষণার্দ্ধম্ অপি (ক্ষণার্দ্ধও) ব্যর্থং (ব্যর্থ) ন নেয়ম্ (অতিবাহিত করা উচিত নহে)।

বঙ্গানুবাদ—সুখ দুঃখ, ইচ্ছা ও লাভাদি রহিত কালের প্রতীক্ষা করিতে গিয়া ক্ষণার্দ্ধও ব্যর্থ অতিবাহিত করা উচিত নহে।

ব্যাখ্যা—শুভ সময়ের আশায় ভগবদুপাসনা কোন কালেই পরিত্যাগ করিতে নাই, কেননা উহা জীবনের নিত্যকর্ম্ম, উহা আত্মার একমাত্র সেবনীয় ও শান্তিপ্রদ। তোমার বাসনা ক্ষয় হইয়া গেলেও—তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যের শেষ হইয়া গেলেও—আত্মরতিরূপ উপাসনা ব্যতীত নিত্য শান্তি লাভের অন্য উপায় নাই। সুতরাং কখনই উপাসনায় অবহেলা করিবে না; যেহেতু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তির সাধনায় কালের অপেক্ষা নাই। যখন মনের বিষয়-বেগ নিবৃত্ত হইয়া ভগদ্ভাবে তন্ময় হইয়া যাইবে—সেই সময়ে তাঁহার উপাসনা করিবার ইচ্ছায়, অন্য সময়ে ভগবদ্ভজনে বিরত থাকিলে জীবন বৃথা নষ্ট হইতে পারে—এই জন্য ঈশ্বরের অনন্যশরণাগত হইয়া সকল সময়েই উপাসনা-তৎপর থাকিবে। ভগবানের কৃপায় উপাসনা করিতে করিতে হৃদয়ে স্বতঃই সাত্ত্বিকী ভক্তির বিকাশ হইবে॥ ৭৭ ॥

ওঁ অহিংসাসত্যশৌচদয়াস্তিক্যাদিচারিত্র্যাণি পরিপালনীয়ানি ॥ ৭৮ ॥

অন্বয়— অহিংসা-সত্য-শৌচ-দয়াস্তিক্যাদি চারিত্র্যাণি (অহিংসা, সত্য, শৌচ, দয়া, আস্তিক্যবুদ্ধি প্রভৃতি চরিত্রবর্দ্ধক সৎগুণাবলী) পরিপালনীয়ানি (পালনীয় অর্থাৎ বিধিবৎ পালন করিবে)।

বঙ্গানুবাদ—অহিংসা, সত্য, শৌচ, দয়া, আস্তিকতা ইত্যাদি বিধিবৎ পালন করিবে।

ব্যাখ্যা—অহিংসা, সত্যাদির সেবা করিলে সত্ত্বগুণের উদয় হয়। তদ্বিরুদ্ধাচরণে তমোগুণ উদিত হইয়া ভক্তির বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে॥ ৭৮ ॥

ওঁ সর্ব্বদা সর্ব্বভাবেন নিশ্চিন্তিতৈর্ভগবানেব ভজনীয়ঃ ॥ ৭৯ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়—সর্ব্বদা (সকল সময়ে) সর্ব্বভাবেন (সর্ব্ব প্রকারে) নিশ্চিন্তিতৈঃ (নিশ্চিন্ত ভাবে) ভগবান্ এব (ভগবানকেই) ভজনীয়ঃ (ভজনা করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ ভজনা করিবে)।

বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানেরই ভজনা করিবে।

ব্যাখ্যা—সাধারণ শিক্ষা দান করিয়া এক্ষণে সিদ্ধান্ত বাক্য বলিতেছেন। তোমার দৈনন্দিন সকল কার্য্যের মধ্যে, অথবা উঠিতে, বসিতে, শুইতে সর্ব্বদাই ভগবৎ-সত্তা অবলোকন করিবে। ভগবদ্ভাবনাকালে সাংসারিক সমস্ত চিন্তা পরিহার করিবে, কেননা সংসারের মলিন চিন্তার মধ্যে ভগবদ্ভক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। ভক্তি ভালরূপ না হইলে ভগবানের সেবাও ভালরূপ হয় না ॥ ৭৯ ॥

ওঁ স কীর্ত্ত্যমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভবত্যনুভাবয়তি ভক্তান্ ॥ ৮০ ॥

অন্বয়—সঃ (ভগবান্) কীর্ত্ত্যমানঃ (কীর্ত্তিত হইলে) শীঘ্রম্ এব (শীঘ্রই) [ভক্ত হৃদয়ে] আবির্ভবতি (আবির্ভূত হন) [এবং] ভক্তান্ (ভক্তগণকে) অনুভাবয়তি (ভগবদ্ভাবে তন্ময় করেন)।

বঙ্গানুবাদ—তিনি কীর্ত্তিত হইলে শীঘ্রই প্রকাশিত হয়েন, এবং ভক্তগণকে অনুভব করাইয়া দেন।

ব্যাখ্যা—ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন যে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥"

ভক্তগণ ভক্তিপূর্ব্বক যেখানে তাঁহার গুণ গান করিয়া থাকেন, তিনি সেইখানেই নিত্য বিরাজমান। ভক্তিপূর্ব্বক গুণ গান করিতে করিতে যখন অন্তঃকরণ বৃত্তি তন্ময় হইয়া যায়, সেই অবস্থায় ভগবান্ ভক্তকে দর্শন দেন, এবং ভক্তও সেই সময়ে ভাবের আবেশে তাঁহাকে অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ৮০ ॥

ওঁ ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী ॥ ৮১ ॥

অন্বয়—ত্রিসত্যস্য (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই সত্যস্বরূপ ভগবানের) ভক্তিঃ এব (ভক্তিই) গরীয়স (শ্রেষ্ঠ), ভক্তিঃ এব (ভক্তিই) গরীয়সী (শ্রেষ্ঠ)।

বঙ্গানুবাদ—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—সর্ব্বদা বিদ্যমান সত্যস্বরূপ ভগবানের ভক্তিই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভক্তিই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা—ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য শাস্ত্রে যত প্রকার সাধন কথিত হইয়াছে তত্তাবতের মধ্যে একমাত্র ভক্তিসাধনাই সকল অপেক্ষা সুগম ও শ্রেষ্ঠ। কেননা "ভক্তি-প্রিয়ো মাধবঃ"। অন্যান্য সকল সাধনাই অতীব কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং বহুল যত্নসুলভ, এবং তাহার সকল গুলিতে আবার সকলের অধিকারও নাই। কেবল দীনবেশে ভাবের আবেশে তাঁহাকে ডাকিতে পারিলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তবৎসল তোমার হৃদয় মধ্যে উদিত হইবেন। যোগ-সাধনায় যুগযুগান্তে যাহা হয় না, ভক্তিসাধনায় মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা হইতে পারে। যোগরাজ্যে যিনি বাঙ্মনের অতীত, ভক্তিরাজ্যে তিনিই হৃদয়ের পরতে পরতে গ্রথিত ও বিজড়িত। এই জন্য নারদ ঋষি উচ্চৈঃস্বরে উর্দ্ধবাহু হইয়া জগতে ঘোষণা করিতেছেন যে, ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই॥ ৮১॥

ওঁ গুণমাহাত্ম্যাসক্তি-রূপাসক্তি-পূজাসক্তি-স্মরণাসক্তি-দাস্যাসক্তি-সখ্যাসক্তি-কান্তাসক্তি-বাৎসল্যাসক্ত্যাত্ম-নিবেদনাসক্তি-তন্ময়তাসক্তি-পরমবিরহাসক্তিরূপা একধাপ্যেকাদশধা ভবতি ॥ ৮২ ॥

অন্বয়—[ভক্তি] একধা অপি (এক প্রকারের হইয়াও) গুণমাহাত্ম্যাসক্তি - রূপাসক্তি - পূজাসক্তি - স্মরণাসক্তি - দাস্যাসক্তি-সখ্যাসক্তি-কান্তাসক্তি-বাৎসল্যাসক্তি-আত্মনিবেদনাসক্তি-তন্ময়তাসক্তি-পরমবিরহাসক্তিরূপা (গুণমাহাত্ম্যাসক্তি প্রভৃতি) একাদশধা (একাদশ প্রকারের) ভবতি (বর্ণিত হইয়াছে)।

বঙ্গানুবাদ—ভক্তি একরূপ হইয়াও একাদশ প্রকার হইয়াছে, যথা—(১) গুণমাহাত্ম্যাসক্তি, (২) রূপাসক্তি, (৩) পূজাসক্তি, (৪) স্মরণাসক্তি, (৫) দাস্যাসক্তি, (৬) সখ্যাসক্তি, (৭) কান্তাসক্তি, (৮) বাৎসল্যাসক্তি, (৯) আত্মনিবেদনাসক্তি, (১০) তন্ময়তাসক্তি, এবং (১১) পরম-বিরহাসক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার সকল চেষ্টা ও সকল অঙ্গকেই ভাল দেখে। কিন্তু তথাচ কি জানি, কেহ কেহ কোন কোন অঙ্গের সৌন্দর্য্য বা কোন কোন অঙ্গের চেষ্টা-বিশেষ বিশেষরূপে ভাল বাসিয়া থাকে। সেইরূপ ভক্তগণ ভগবানে সর্ব্বতোভাবে আসক্ত হইলেও কোন কোন ভক্ত তাঁহার কোন কোন ভাবে বিশেষ আসক্ত হইয়া থাকেন। ইহা কেবল রুচিবৈচিত্র্যেরই ফল বলিতে হইবে। ১—রাজা পরীক্ষিৎ, নারদ, হনুমান্, পৃথুরাজা (যিনি হরিগুণ শ্রবণ জন্য দশ সহস্র বর্ষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন) প্রভৃতি গুণ-মাহাত্ম্যাসক্ত ভক্ত। ২—কৃষ্ণের বাল-রূপে নন্দোপনন্দ-যশোদাদি, এবং কিশোর-রূপে ব্রজনারী, পশু-পক্ষী প্রভৃতি রূপাসক্ত ভক্ত। ৩—পৃথুরাজা পূজাসক্ত ভক্ত। ৪—প্রহ্লাদ স্মরণাসক্ত ভক্ত। ৫—হনূমান্, অক্রূর, বিদুরাদি দাস্যাসক্ত ভক্ত। ৬—অর্জ্জুন, সুগ্রীব, উদ্ধব, কুবের, সুবল, শ্রীদামাদি সখ্যাসক্ত ভক্ত। ৭—ব্রজগোপিকাগণ কান্তাসক্ত ভক্ত। ৮—নন্দ, যশোদা, কৌশল্যা, দশরথ, কশ্যপ, অদিতি প্রভৃতি বাৎসল্যাসক্ত ভক্ত। ৯—বলিরাজা আত্ম-নিবেদনা-সক্ত ভক্ত। ১০—কৌণ্ডিন্য, শুকাদি মহাযোগীন্দ্রবর্গ অভেদভাবে তন্ময়তাসক্ত ভক্ত; এবং ১১—শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে গমন করিলে গোপীগণ ও উদ্ধবাদি তদ্‌বিরহাসক্ত ভক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ৮২ ॥

ওঁ ইত্যেবং বদন্তি জন-জল্পনির্ভয়া একমতাঃ কুমার-ব্যাসশুকশাণ্ডিল্যগর্গবিষ্ণুকৌণ্ডিন্যশেষোদ্ধবারুণিবলি-হনূমদ্বিভীষণাদয়ো ভক্তাচার্য্যাঃ ॥ ৮৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়—কুমার ব্যাস শুক শাণ্ডিল্য গর্গ বিষ্ণু কৌণ্ডিন্য শেষোদ্ধবারুণি বলি হনূমদ্বিভীষণাদয়ঃ (কুমার অর্থাৎ ব্রহ্মকুমার সনক সনৎকুমার প্রভৃতি এবং বেদব্যাস শুক প্রভৃতি) ভক্ত্যাচার্য্যাঃ (ভক্ত্যাচার্য্যগণ) জন-জল্প নির্ভয়াঃ (অন্য লোকের পরিহাসের ভয় না করিয়া) একমতাঃ [সন্তঃ] (একমত হইয়া অর্থাৎ এক বাক্যে) ইতি এবং (এইরূপই) বদন্তি (বলেন অর্থাৎ উপদেশ দিয়াছেন)।

বঙ্গানুবাদ—কুমার (সনকাদি), বেদব্যাস, শুকদেব, শাণ্ডিল্য, গর্গাচার্য্য, বিষ্ণু, কৌণ্ডিন্য, শেষ, উদ্ধব, আরুণি, বলি, হনূমান্, বিভীষণাদি ভক্তি-তত্ত্বের আচার্য্যগণ পরিহাসকে ভয় না করিয়া একবাক্যে এই রূপেই উপদেশ দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা—সনকাদি ভক্তিমার্গের প্রধান প্রবর্ত্তক ও নিম্বার্ক মতের প্রকাশক। বেদব্যাস যে ভক্তিশিক্ষার একজন প্রধানতম গুরু, তাহা কাহারই অজ্ঞাত নাই; তিনিই বলিয়াছেন—"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥" বেদব্যাস পুরাণ-পুঞ্জে ভক্তির পথ পরিপাটীরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। শুকদেব যে ভক্তি-শিক্ষার পূজ্যতম আচার্য্য, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না; কেননা ভক্তিরস-প্রধান শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি সেই "শুকমুখা-দমৃতদ্রবসংযুতম্"। শাণ্ডিল্য ঋষি যে ভক্তি-শাস্ত্রের একজন প্রধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্য্য, তাহা তৎকৃত ভক্তি-সূত্র পাঠেই বিদিত হইবেন। গর্গাচার্য্য বাৎসল্য ও দাস্যভক্তিতে সিদ্ধ ছিলেন। বিষ্ণুস্বামী ভক্তি-প্রচারে বহুল ভক্তের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। কৌণ্ডিন্য তন্ময়তাসক্তিতে সিদ্ধ ছিলেন। অনন্তের ভক্তির কথা অনির্ব্বচনীয়; তিনি দাস্যভক্তির অনুগত হইয়া ভগবানের দাসস্বরূপ লক্ষ্মণ-রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উদ্ধবের ভক্তির কথা আর কি বলিব? তিনি ভক্তির গুণে ভগবানের প্রিয় সখা হইয়াছিলেন। আরুণি নিম্বার্কের নামান্তর মাত্র; ইনি যুগল মূর্ত্তির পরম ভক্ত ছিলেন। বলিরাজা সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনাসক্তিতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন; ইঁহার ভক্তির গুণে ভগবান্ তাঁহার দ্বারপালকতা স্বীকার করিয়াছিলেন। হনুমান্ দাস্যভাবের পরম ভক্ত ছিলেন। বিভীষণ ভক্তির গুণে রাক্ষস হইয়াও ভগবানের সখ্য লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ভক্তি-শাস্ত্রের উপদেষ্টৃবর্গ নানা ভাবে ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদিগের মত ও ব্যাখ্যা যদি কেহ উপহাসের সামগ্রীও মনে করেন, তাহাতেও তাঁহারা ভীত নহেন। তাই নারদ সরল সাহসে—পরমোল্লাসে উদ্‌গ্রীব ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া লোকসকলকে ভক্তির পথে আমন্ত্রণ করিতেছেন এবং বারংবার বলিতেছেন, জীবগণ! যদি নিজ নিজ কল্যাণ চাও, তবে ভক্তি-পথের পথিক হও ॥ ৮৩ ॥

ওঁ য ইদং নারদপ্রোক্তং শিবানুশাসনং বিশ্বসিতি শ্রদ্ধত্তে স ভক্তিমান্ ভবতি স প্রেষ্ঠং লভতে স প্রেষ্ঠং লভত ইতি ॥ ৮৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়—যঃ (যিনি) নারদপ্রোক্তং (নারদ কথিত) ইদং (এই) শিবানুশাসনং (মঙ্গলময় উপদেশ) বিশ্বসিতি (বিশ্বাস করেন) [এবং] শ্রদ্ধত্তে (শ্রদ্ধা করেন) সঃ (তিনি) ভক্তিমান্ ভবতি (ভক্তিমান্ হন) সঃ (তিনি) প্রেষ্ঠং (প্রিয়তম ফল) লভতে (লাভ করেন) সঃ (তিনি) প্রেষ্ঠং (প্রিয়তমকে) লভতে (লাভ করেন) ইতি।

বঙ্গানুবাদ—যিনি এই নারদোক্ত শিবানুশাসনে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেন, তিনি ভক্তিমান্ হয়েন, তিনি প্রিয়তম ফল লাভ করেন, তিনি প্রিয়তমকে লাভ করেন।

ব্যাখ্যা—ভক্তির উপদেশ করিয়া এক্ষণে ফল ব্যাখ্যা করিতেছেন। যদিচ অন্যবিধ সাধনা দ্বারা ভগবান্‌কে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারায়ণাদি ভাবে লাভ করা যায় সত্য, কিন্তু ভক্তি-সাধন ব্যতীত কিছুতেই তাঁহাকে "প্রিয়তম" ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যিনি এই নারদোক্ত সূত্রে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিয়া ভক্তিপথে চলিবেন, ভগবান্‌কে তিনি "প্রিয়তম" ভাবে দর্শন করিবেন। প্রিয়তম ভাবই শ্রুতি-সিদ্ধ। "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা" (বৃহদারণ্যক—১।৪।৮)—আত্মা (ভগবান্) পুত্র হইতে প্রিয়, ধন হইতে প্রিয়, অন্য সমস্ত প্রিয় হইতেও প্রিয়তর এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিকৃত তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা সহিত শ্রীমন্নারদকৃত ভক্তি-সূত্র সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তি-সূত্র।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথমাহ্নিক।

ওঁ অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

অন্বয়—ওঁ (বাক্যারম্ভে মাঙ্গলিক শব্দের প্রয়োগ)। অথাতঃ (অতঃপর অর্থাৎ কর্ম্ম-মার্গ ও জ্ঞান-মার্গের বিচারের পর ভক্তি-মার্গের অধিকারিগণ তজ্জিজ্ঞাসু হইয়া সমবেত হইয়াছেন বলিয়া) ভক্তি জিজ্ঞাসা (ভক্তি-মার্গের কথা বা বিচার) [আরব্ধ হইল]।

বঙ্গানুবাদ—ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য কর্ম্ম ও জ্ঞান সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া আপাততঃ ভক্তিমার্গের কথা বলিতেছেন।

ব্যাখ্যা—কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা সুখসাধ্য নহে বলিয়া. কর্ম্ম ও জ্ঞান সাধনায় জীবের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কৃচ্ছ্র-সাধ্য সহিষ্ণুতা স্বীকার করিতে হয় দেখিয়া ভগবান্ শাণ্ডিল্য জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সুগম ও সুখকর ভক্তিতত্ত্ব কহিতেছেন। ভক্তিলাভ নিজ আয়াস-সাধ্য নহে বটে, কিন্তু ভগবান্ শরণাগতের প্রতি দয়া করিয়া ভক্তি দান করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে ॥ ২ ॥

অন্বয়—ঈশ্বরে (ঈশ্বরের প্রতি) পরা (ঐকান্তিকী) অনুরক্তিঃ (অনুরাগই) সা (সেই ভক্তি)।*

বঙ্গানুবাদ—ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগের নাম ভক্তি।

ব্যাখ্যা—সমস্ত প্রপঞ্চ বিষয় হইতে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া আসিলে অনুরাগের প্রবাহ বহিতে বহিতে যখন প্রবল বেগে ভগবানে গিয়া পর্য্যবসিত হয়, সেই ঐকান্তিক ভাবের নামই ভক্তি ॥ ২ ॥

তৎসংস্থস্যামৃতত্বোপদেশাৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—তৎসংস্থস্য (ভগবানে সংলগ্ন চিত্তের), অমৃতত্বোপদেশাৎ (অমৃতত্ব লাভ হয় এরূপ উপদেশ আছে বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—মহাত্মগণ বলিয়াছেন যে, তাঁহাতে চিত্ত সংলগ্ন হইলে জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

বাখ্যা—ভগবান্ স্বয়ং অমৃতস্বরূপ, ভক্তিও অমৃতময়ী। বিষয়-বিলাস-বিষ-বিহার-পরিহারকারী পুরুষ ভক্তি-ধারা পান করিলে অমৃতত্ব লাভ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৩ ॥

---

* ঈশ্বরে (ঈশ্বরের প্রতি) অনুরক্তিঃ (অনুরাগ) পরা (মুখ্য) সা (ভক্তি)—এইরূপ অন্বয় দ্বারা কেহ কেহ পরাভক্তি ও অপরাভক্তির ভেদ করিয়াছেন ; ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগকেই তাঁহারা পরাভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানমিতি চেন্ন দ্বিষতোঽপি জ্ঞানস্য
তদসংস্থিতেঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়—চেৎ (যদি) জ্ঞানম্ (ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানই) [ভক্তি] ইতি (ইহা) [বল] ন (তাহা নহে) দ্বিষতঃ (ঈশ্বর-দ্বেষী পুরুষের) জ্ঞানস্য অপি (জ্ঞানেরও) তদসংস্থিতেঃ (ঈশ্বরে অসংস্থিতি অর্থাৎ ভক্তির অভাব হয় বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান-বিশেষের* নাম ভক্তি নহে। দ্বেষী পুরুষেরও জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু প্রীতি হয় না।

ব্যাখ্যা—একজন লোক নিজ শত্রুর সম্পূর্ণ পরিচয় জানিতে পারে, তাহার চরিত্র, চেষ্টা ইত্যাদিও বিদিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেই যে সে তাহাকে ভাল বাসিবে, তাহার কোন নিশ্চয় নাই। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি জ্ঞানস্বরূপ এবং সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা, ইহা জানিলেই যে তাঁহাতে প্রীতির সঞ্চার হইবে, তাহা বলা যায় না। প্রীতি স্বতন্ত্র রাজ্যের সামগ্রী ॥ ৪ ॥

তয়োপক্ষয়াচ্চ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—তয়া (ঈশ্বরে ভক্তি দ্বারা) [জ্ঞানের] উপক্ষয়াৎ চ (ক্ষয় হয় ইহা দেখা যায় বলিয়াও) [জ্ঞানই ভক্তি নহে]।

---

* সূত্রের স্থানে স্থানে যে জ্ঞানের লঘুতা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা পরোক্ষ বা সাধনজ্ঞানকে উপলক্ষ্য করিয়াই কথিত, ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা আবশ্যক। ১৭শ সূত্রের ব্যাখ্যায় জ্ঞান ও ভক্তি বিষয়িণী মীমাংসা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ—কেননা সম্পূর্ণ ভক্তির উদয় হইলে জ্ঞান ক্ষীণ হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা—ঐকান্তিক অনুরাগের সঞ্চার হইলে, যাহাতে অনুরাগ করা যায় তাহার আর পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। উহা যেন ঘনীভূত অনুরাগের পিণ্ড মাত্র বলিয়া প্রতীত হয়। প্রেমিক প্রেমের সামগ্রীকে প্রেম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া দেখিতে পান না; তাই ভগবান্ "প্রেমময়"। যখনই ভগবান্কে প্রেমময় দেখিবে, তখনই তোমার ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষয় হইয়া যাইবে। সূত্রে 'চ'কার দ্বারা ভক্তির শ্রুতিসিদ্ধ মাহাত্ম্য, এবং মুক্তিদানে জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—"আমাতে আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণকে আমি শীঘ্রই মৃত্যুসমাকুল সংসার-সিন্ধু হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি" (গীতা—১২।৭); "তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি" (শ্বেতাশ্বতর—৩।৮) তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম অর্থাৎ অমরত্বলাভ করা যায়, শ্রুতির এই উক্তি পরাভক্তিকেই লক্ষ্য করিতেছে। ভগবানে অভিন্ন অনুরাগ হইলেই মৃত্যুভয় তিরোহিত হয়; কেননা, দ্বৈতভাবেই ("দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতীতি" বৃহদারণ্যক—১।২।৩) ভয় হইয়া থাকে। এই জন্য অভিন্ন ভাবে ভক্তির উদয় হইলে পরোক্ষ জ্ঞানের প্রাধান্য থাকে না॥ ৫॥

দ্বেষপ্রতিপক্ষভাবাদ্ রসশব্দাচ্চ রাগঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—দ্বেষপ্রতিপক্ষভাবাৎ (দ্বেষের প্রতিকূলতার বিষয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়ায়) চ (এবং) রসশব্দাৎ (রস শব্দের প্রতিপাদ্য হওয়ায়) [ভক্তির নামই] রাগঃ (অনুরাগ)।

বঙ্গানুবাদ—দ্বেষের প্রতিকূল এবং রসশব্দের প্রতিপাদ্য হওয়ায় ভক্তির নামই অনুরাগ।

ব্যাখ্যা—যেখানে দ্বেষ স্থান পায়, সেখানে ভালবাসার গতি হয় না। দ্বেষ এবং অনুরাগ পরস্পর বিরুদ্ধ। এই জন্য দ্বেষী পুরুষ যে জ্ঞানের অধিকারী, সে জ্ঞানের মধ্যে ভক্তির মধুর বিকাশ কিরূপে দৃষ্ট হইবে? শ্রুতি বলিয়াছেন, "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি" (তৈত্তিরীয়—২।৭।১),—ভগবান্ রসস্বরূপ, সাধক তাঁহারই প্রেমরস পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। "রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" (গীতা—২।৫৯)—ভগবানের সাক্ষাৎকার জন্য ভক্তিভাবে সমাহিতচিত্ত সাধকের বিষয়-রসাস্বাদেও প্রবৃত্তি থাকে না। এইরূপে ভক্তিরস যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুরাগ (পরম প্রেম) তাহাই সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৬ ॥

ন ক্রিয়া কৃত্যনপেক্ষণাজ্ জ্ঞানবৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—জ্ঞানবৎ (জ্ঞানের ন্যায়) কৃত্যনপেক্ষণাৎ (কৃতির অর্থাৎ কর্ত্তার অধীন নহে বলিয়া) [ভক্তি] ক্রিয়া (ক্রিয়াত্মিকা) ন (নহে)।

বঙ্গানুবাদ—ভক্তি ক্রিয়াত্মিকা নহে। কারণ উহা জ্ঞানের ন্যায় অনুষ্ঠান-কর্ত্তার অধীন নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—জ্ঞান, যোগাদি যেমন অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের আয়ত্ত হয়, ভক্তি সেরূপ কৌশলে লাভ করা যায় না। কর্ম্মোপাসনাদি করিতে করিতে ভগবানের শরণাগত হইলে পর শরণাগত-বৎসলের কৃপাদৃষ্টি হইলে ভক্তির উদয় হয় ॥ ৭ ॥

অতএব ফলানন্ত্যম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—অতএব (এজন্য অর্থাৎ ভক্তি ক্রিয়াত্মিকা নহে বলিয়া) [ভক্তির] ফলানন্ত্যম্ (ফলের আনন্ত্য অর্থাৎ ভক্তির ফল অনন্ত এইরূপ) [কথিত হয়]।

বঙ্গানুবাদ—অতএব ভক্তির ফল অনন্ত।

ব্যাখ্যা—অবস্থা বা ক্রিয়াবৈগুণ্যে মনুষ্যের যত্নসাধ্য সাধন মলিন বা ক্ষীণ হইয়া থাকে, কিন্তু ভক্তির তাদৃশী দুর্দ্দশা হইবার সম্ভাবনা নাই। কেননা, ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি হইলে তাহা অনন্ত ধারায় প্রবাহিত হয়, সুতরাং তল্লব্ধ ফলরূপিণী ভক্তিও অক্ষয় আনন্দের প্রসূতি হয়েন ॥ ৮ ॥

তদ্বতঃ প্রপত্তিশব্দাচ্চ ন জ্ঞানমিতরপ্রপত্তিবৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়—ইতরপ্রপত্তিবৎ (অজ্ঞানীর অন্য দেবতায় শরণাগতি বা ভক্তি হওয়ার ন্যায়) তদ্বতঃ (জ্ঞানবান্ পুরুষের) প্রপত্তিশব্দাৎ (ভগবানে শরণাগতি বা ভক্তি হয় এরূপ শ্রুতির উল্লেখ আছে বলিয়া) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) [ভক্তি] ন (নহে) [অর্থাৎ ভক্তি জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ]।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ—শাস্ত্রে আছে যে জ্ঞানিগণও শরণাগত (ভগবানে অনুরক্ত) হয়েন, যেরূপ সকাম জ্ঞানহীন ব্যক্তি অন্য দেবতায় ভক্তিযুক্ত হইয়া থাকে।* সেই জন্য ইহা জ্ঞানও নহে॥

ব্যাখ্যা—ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন যে "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে" (গীতা—৭।১৯)—জীব বহু জন্ম জ্ঞান-সাধনা করিলে তবে আমার শরণাগত হয়। শরণাগত হওয়া অর্থাৎ ভক্তি লাভ করা জ্ঞান-সাধনারই ফলস্বরূপ, ইহাই ভগবান্ প্রকাশ করিয়াছেন। আবার "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ" (গীতা—৭।২০)—কামনা দ্বারা যাহাদের জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে তাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে। অজ্ঞানতা বশতঃ সকাম পুরুষগণ—চরাচর সমস্তই ভগবানের স্বরূপ এই ভাবে জ্ঞানের সাধনা করিতে না পারিলেও—দেবতাবিশেষে ভক্তি লাভ করিয়া থাকে। অতএব ভগবৎ-কৃপার মহিমা বিচিত্র॥ ৯॥

---

* যেমন অন্য দেবতায় ভক্তি অজ্ঞানতার ফল বলিয়া দেবতাভক্তি অজ্ঞানতা হইতে পৃথক্, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তি সাধনরূপ জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়াহ্নিক।

সা মুখ্যেতরাপেক্ষিতত্বাৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—ইতরাপেক্ষিতত্বাৎ (জ্ঞানযোগাদি অন্য মার্গেও ভক্তির অপেক্ষা আছে বলিয়া) সা (ভক্তিই) মুখ্যা (শ্রেষ্ঠ)।

বঙ্গানুবাদ—ভক্তিই মুখ্য; কেননা, জ্ঞান-যোগাদিতেও ইহার সাহায্য লইতে হয়।

ব্যাখ্যা—জ্ঞানের সহিত ভক্তি মিশ্রিত না হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। বস্তুতঃ জিলাবি ও গোল্লা কেবল ঘৃতপক্ব করিয়া ভোজন করিলে সুরস হয় না, কিন্তু তাহাদিগকে রসে ডুবাইয়া খাইলে সরস ও সুমিষ্ট হয়। সেই রূপ জ্ঞান ভক্তিরস-মিশ্রিত না হইলে মানব-জীবন কৃতকৃত্য হয় না॥ ১০ ॥

প্রকরণাচ্চ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—[শ্রুতি প্রভৃতিতেও আত্মরতিরূপা ভক্তিরই] প্রকরণাৎ চ (প্রকরণ আছে বলিয়াও) [ভক্তিই শ্রেষ্ঠ]।

বঙ্গানুবাদ—প্রকরণও ভক্তিরই।

ব্যাখ্যা—ছান্দোগ্যশ্রুতিতে আত্ম-রতি-রূপা ভক্তিরই প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা—"আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি, স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতীতি" (ছান্দোগ্য—৭।২৫।২)—এই সমস্তই আত্মস্বরূপ এইরূপ দর্শন, মনন ও বিজ্ঞানের দ্বারা যিনি আত্মসত্তায় অভিন্ন ভাবে স্থিত হইয়া আত্মানন্দ উপভোগ করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি স্বারাজ্যসিদ্ধি (মুক্তি) লাভ করিয়া থাকেন। অতএব "জ্ঞানাদি" সাধনের অঙ্গস্বরূপ, এবং আত্মরতিরূপা "ভক্তি" সাধনের প্রাণস্বরূপ। সাধন করিতে হইলে ঐক হুক অনুরাগ ব্যতীত কার্য্য সিদ্ধ হয় না। যদি প্রাণ না থাকে, তবে জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুগঠিত থাকিলেও যেমন কোন কার্য্য হয় না, সেইরূপ ভক্তিহীন জ্ঞানও কোন প্রকারেই কার্য্যকর নহে॥ ১১ ॥

দর্শনফলমিতি চেন্ন তেন ব্যবধানাৎ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—দর্শনফলম্ (ব্রহ্ম দর্শনের ফলই) [ভক্তি অথবা মুক্তি] ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল] ন (তাহা নহে) তেন ("স স্বরাড্ ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে তদ্ শব্দ দ্বারা) ব্যবধানাৎ (ব্যবধান করা হইয়াছে বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মদর্শনের ফল মুক্তি নহে; কেননা, (প্রকরণে) 'তদ্' (সেই) শব্দের ব্যবধান আছে।

ব্যাখ্যা—"স স্বরাড্ ভবতি" (ছান্দোগ্য—৭।২৫।২)—তিনি (সেই ব্যক্তি) স্বরাট্ (ব্রহ্মস্বরূপ বা মুক্ত) হয়েন, এই 'তদ্' (সেই বা তিনি) শব্দের প্রয়োগবশতঃ দর্শন, মনন ও বিজ্ঞানরূপ জ্ঞানের সাধনা অপেক্ষা আত্মরতি (ভক্তি) স্বারাজ্য (ব্রহ্মস্বরূপতা বা মুক্তি) লাভের প্রধান হেতু বলিয়া সিদ্ধ হইতেছে। অতএব জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মদর্শন হয়, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ হইলেও ভগবানের অলৌকিকত্ব, অপূর্ব্বত্ব, মনোহর সৌন্দর্য্য, অনন্ত বৈচিত্র্য, ললিত-ললাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিভুবনমোহন নিগূঢ় ভাবরাশি ভক্তির অঞ্জনে অনুরঞ্জিত জ্ঞাননেত্র ভিন্ন ভাল করিয়া দেখা যায় না, অর্থাৎ ভগবদ্দর্শনজনিত "আনন্দ" ভোগ করিতে হইলে ভক্তি একান্ত আবশ্যক ॥ ১২ ॥

দৃষ্টত্বাচ্চ ।। ১৩ ।।

অন্বয়—(এবং চ) দৃষ্টত্বাৎ (এইরূপ দেখা যায় বলিয়া) [অর্থাৎ প্রীতির ফল জ্ঞান নহে, কিন্তু জ্ঞানের ফলই প্রীতি—ইহাই দেখা যায় বলিয়া]।

বঙ্গানুবাদ—এইরূপ দেখাও যায়।

ব্যাখ্যা—মনে কর, তুমি কোন সুন্দরী রমণী দর্শন করিলে; তাহার হাব, ভাব, কটাক্ষপূর্ণ মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার প্রতি তোমার অনুরাগের সঞ্চার হইল; অর্থাৎ প্রথমে রমণীর দর্শনে রমণীয়তা-বোধক জ্ঞান জন্মিল, তৎপরে প্রীতির সঞ্চার হইল। প্রীতির ফল জ্ঞান নহে, কিন্তু জ্ঞানের ফল প্রীতি ॥ ১৩ ॥

অতএব তদভাবাদ্বল্লবীনাম্ ।। ১৪ ।।

অন্বয়—অতএব (সেই জন্যই) তৎ অভাবাৎ (জ্ঞানের অভাব থাকিলেও) বল্লবীনাম্ (গোপিকাগণের) [কেবল মাত্র ঐকান্তিক ভক্তির গুণেই মুক্তি হইয়াছিল]।

বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানবিজ্ঞানের অভাব থাকিলেও প্রেমের গুণেই ব্রজগোপিকাগণ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—ব্রজগোপিকাগণ শাস্ত্রও পড়েন নাই, কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যাও করেন নাই, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের নিগূঢ় বিচারও করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই; কিন্তু তথাপি ঐকান্তিক ভালবাসার গুণে, অনন্তপ্রেমের গুণে তাঁহারা যে অনন্ত কল্যাণময়ী গতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা যোগীন্দ্রবর্গেরও দুর্লভ ॥ ১৪ ॥

ভক্ত্যা জানাতীতি চেন্নাভিজ্ঞপ্ত্যা সাহায্যাৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—ভক্ত্যা (ভক্তি দ্বারাই) জানাতি (জানা যায় অর্থাৎ জ্ঞান হয়) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল] ন (তাহা নহে); অভিজ্ঞপ্ত্যা (অভিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়ের পুনর্জ্ঞান দ্বারা) [ভক্তির] সাহায্যাৎ (সাহায্যই হয় বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—যদি বল, ভক্তি হইতেই জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা নহে। কেননা, অভিজ্ঞপ্তি (পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়ের পুনর্জ্ঞান) ভক্তির সহায়তা করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়, তৎপরে ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" (গীতা—১৮।৫৫)—তৎপরে সাধক প্রকৃত প্রস্তাবে আমার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বিদিত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন অর্থাৎ পরাভক্তি লাভ করেন। পরাভক্তি ব্যতীত শাস্ত্র, বিচার ও বিতর্ক প্রভৃতি দ্বারা পরমাত্মার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তায় অভিন্ন-ভাবে মিলনরূপ মুক্তিলাভ হয় না। গৌণী-ভক্তির সাধনায় সাধ্য-জ্ঞান লাভ হয়, এবং সাধ্য-জ্ঞানের পরিপাকাবস্থায় পরাভক্তির উদয় হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাগুক্তঞ্চ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—প্রাক্ (পূর্ব্বে) উক্তঞ্চ (বলাও হইয়াছে) [যে একমাত্র ভক্তিদ্বারা ভগবানের লাভ হয়, যথা গীতা—১৮।৫৪ শ্লোক ইত্যাদি]।

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বে উক্তও হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি" (গীতা—১৮।৫৫) ইত্যাদি বাক্যের পূর্ব্বে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥" গীতা—১৮।৫৪।

—কিন্তু বাস্তবিক ব্রহ্মভাব লাভ করতঃ মনুষ্য প্রসন্নাত্মা হইয়া যখন আকাঙ্ক্ষাদিবর্জ্জিত হয়, সেই সময় সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলে আমার পরাভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সকল সাধনের সর্ব্বশেষে ভক্তিরূপ চরম ফল লব্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

এতেন বিকল্পোঽপি প্রত্যুক্তঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—এতেন (ইহা দ্বারা) বিকল্পঃ অপি (ভগবল্লাভো-পায়ের বিকল্পেরও) প্রত্যুক্তঃ (প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল অর্থাৎ বিকল্প বিদূরিত করা হইল) [অর্থাৎ সাধ্য-জ্ঞান ও পরাভক্তি অভিন্ন ইহাই বলা হইল। মনের প্রকৃতি ভেদে উভয়ের তারতম্য বোধ হয় মাত্র]।

বঙ্গানুবাদ—ইহাতে বিকল্পও বিদূরিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—ভগবদ্‌বাক্য দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, জ্ঞানাদি সকল সাধনই ভক্তি-সাধনের উপাদানস্বরূপ। জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েই সাধন ও সাধ্য ভেদে দুই প্রকার। যে জ্ঞান দ্বারা বস্তুর পরিচয় ও উপলব্ধি হয়, তাহা "সাধন-জ্ঞান", এবং জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতার অতীত বিশুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ যে জ্ঞান, তাহা "সাধ্য-জ্ঞান"; এই "জ্ঞানস্বরূপই" ব্রহ্ম। যে ভক্তি দ্বারা শাস্ত্রাদি পাঠে ও দেবার্চ্চনাদিতে প্রবৃত্তি হয় এবং যে ভক্তি দ্বারা জ্ঞানলাভে পিপাসা হয়, তাহা "সাধন-ভক্তি" বা গৌণী-ভক্তি নামে অভিহিত হয়, এবং জ্ঞানযোগাদি দ্বারা ভগবৎ-সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিলে ভগবানের কৃপাদৃষ্টিতে সিদ্ধাত্মার তন্ময়তাকালে যে প্রীতির সঞ্চার হয়, তাহার নাম "সাধ্যা-ভক্তি" বা পরাভক্তি।

অনেকেই জ্ঞান বড়—কি ভক্তি বড়, এই লইয়া বিতণ্ডা করিয়া থাকেন। আমার সিদ্ধান্ত এই যে—'সাধন-জ্ঞান" দ্বারা "সাধ্যা-ভক্তি" লাভ হয়, এবং "সাধন-ভক্তি" দ্বারা "সাধ্য-জ্ঞান" লাভ হইয়া থাকে। অবস্থাভেদে উভয়েরই গৌরব ও লাঘব আছে। বস্তুতঃ সাধ্য-জ্ঞান ও পরাভক্তিতে প্রভেদ নাই। বরফ ও বরফ-গলা-জল যেমন অভিন্ন, সাধ্য-জ্ঞান (বরফ) ও পরাভক্তি (বরফ-গলা-জল) ঠিক সেইরূপ অভিন্ন। রুচিভেদে কেহ বরফের টুকরা মুখে ফেলিয়া খাইতে ভালবাসে, কেহ বা জলের সহিত বরফ গলাইয়া খাইতে ভালবাসে; যে যাহা ভালবাসে, সে তাহাকেই ভাল বলে। বস্তুতঃ উভয়ই সুস্নিগ্ধ, সেবনে শরীর সুশীতল হয়। কেহ বেদানা চিবাইয়া খাইতে ভালবাসে, কেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা মেদানার কেবল রস খাইতে ভালবাসে। যাহার দাঁত আছে সে চিবাইয়া খাইতে চায়, ও যাহার দাঁত নাই সে রস পান করিতে অভিলাষ করে। এইরূপ কাহারও বা জ্ঞান ভাল লাগে, আর কাহারও বা ভক্তি ভাল লাগে। মনের প্রকৃতিভেদে উভয়ের তারতম্য বোধ হয় মাত্র ॥ ১৭ ॥

দেবভক্তিরিতরস্মিন্ সাহচর্য্যাৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—দেবভক্তিঃ (দেবভক্তি এই পদ দ্বারা) ইতরস্মিন্ (ভগবান্ ভিন্ন অন্য দেবতার প্রতি) [ভক্তিকেই বলা হইয়াছে], [গুরুভক্তির সহিত দেবভক্তি] সাহচর্য্যাৎ (একত্র পৃথক্‌ভাবে উক্ত হইয়াছে বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—(গুরুভক্তির সহিত) একত্র উক্ত থাকায় অন্য দেবতার ভক্তিই দেবভক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (৬।২৩) "যস্য দেবে পরা-ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ"—যাহার দেবতায় ঐকান্তিকী ভক্তি আছে, এবং সেইরূপ গুরুতেও আছে—উল্লিখিত থাকায় ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতায় যে ভক্তি তাহা পরাভক্তির সমান নহে; কেননা, ঈশ্বরে পরাভক্তি—গুরুভক্তি প্রভৃতি অন্য কোনও সহকারিতার অপেক্ষা করে না। এই জন্য ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (১৮।৬৬) —সমুদয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র আমারই শরণাগত হও। পরাভক্তি কেবল একমাত্র ভগবানের চরণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust Funding by MoE-IKS

চির পরমানন্দ উপভোগের জন্যই ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

যোগস্তূভয়ার্থমপেক্ষণাৎ প্রযাজবৎ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—প্রযাজবৎ (প্রযাজ যাগের ন্যায় অর্থাৎ 'প্রযাজ' যাগ যেমন 'বাজপেয়' যজ্ঞেরও অঙ্গ, আবার বাজপেয় যজ্ঞের অঙ্গীভূত 'দীক্ষণীয়' নামক যজ্ঞেরও অঙ্গ সেইরূপ) অপেক্ষণাৎ (ভক্তি ও জ্ঞান উভয়েই যোগের অপেক্ষা আছে বলিয়া) যোগঃ তু (যোগ) উভয়ার্থম্ (ভক্তি ও জ্ঞান উভয়েরই অঙ্গস্বরূপ)।

বঙ্গানুবাদ—আর যোগ তো বাজপেয় যজ্ঞে প্রযাজের * ন্যায় ভক্তি ও জ্ঞান এই উভয়েরই অঙ্গস্বরূপ।

ব্যাখ্যা—যোগের দ্বারা ইন্দ্রিয় মন আদি বশীভূত হয়; চিত্ত সংযত হইলে জ্ঞানের বিকাশ হয়; জ্ঞানের সম্পূর্ণ উদয় হইলে তবে ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

গৌণ্যা তু সমাধিসিদ্ধিঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) গৌণ্যা (গৌণীভক্তি অর্থাৎ শ্রদ্ধা দ্বারা) সমাধিসিদ্ধিঃ (সমাধি-সিদ্ধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা লাভ) [হয়]।

---

* 'প্রযাজ' যাগ—'বাজপেয়' যজ্ঞেরও অঙ্গ, এবং ঐ বাজপেয়ের অঙ্গীভূত 'দীক্ষণীয়' নামক যজ্ঞেরও অঙ্গ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ—গৌণী ভক্তির দ্বারা সমাধিসিদ্ধি হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—গুরু ও শাস্ত্র বাক্যে ভক্তি এবং ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার মহিমা ও দয়াদি স্মরণ করিয়া তাঁহাতে যে ভক্তির উদয় হয়, তত্তাবৎ গৌণী-ভক্তি মধ্যে পরিগণিত। ইহারই নামান্তর শ্রদ্ধা। এই গৌণী-ভক্তি দ্বারা মানবের চিত্ত একাগ্র হয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠার ঐকান্তিকতা সিদ্ধ হয়। সুতরাং সমাধি-সাধনের জন্য যোগশাস্ত্রীয় ঈশ্বর-প্রণিধানও গৌণী-ভক্তিরই অন্তর্গত হইল†॥ ২০॥

হেয়া রাগত্বাদিতি চেন্নোত্তমাস্পদত্বাৎ সঙ্গবৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়—রাগত্বাৎ (অনুরাগাত্মক বলিয়া দুঃখের কারণ এজন্য) [ভক্তি] হেয়া (হেয়) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল] ন (তাহা নহে); সঙ্গবৎ (সৎসঙ্গের ন্যায়) [ভগবানে ভক্তি দ্বারা] উত্তমাস্পদত্বাৎ (উত্তম পাত্র অর্থাৎ পুরুষোত্তমের

† স্বপ্নেশ্বর তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন:—"পাতঞ্জল যোগসূত্রে লিখিত আছে—ঈশ্বর-প্রণিধানেই (ভক্তিযুক্ত হইয়া ধ্যানসহ নিষ্কামভাবে ঈশ্বরের উপাসনাতেই) সমাধি হয়, এই দুরপনেয় প্রমাণসিদ্ধবাক্য দ্বারা জানা যায় যে ঈশ্বর-প্রণিধানরূপ ভগবদ্ভজনই সমাধি সাধন করে। সুতরাং ঈশ্বর- প্রণিধানের প্রাধান্য প্রতিপন্ন হইতেছে। কিরূপে ভক্তিকে প্রধান বলা যাইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, ঈশ্বর-প্রণিধান জন্য সমাধিসিদ্ধি গৌণ-ভক্তি, তাহা প্রধান নহে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রয় লাভ হয় বলিয়া) [ভক্তি হেয় নহে, বরং শুভফলপ্রদ বলিয়া বাঞ্ছনীয়] ।

বঙ্গানুবাদ—ভক্তি অনুরাগাত্মিকা এবং অনুরাগ দুঃখের কারণ, ইহা বলিয়া ভক্তি (ঈশ্বরানুরাগ) হেয় নহে ; কেননা, সৎসঙ্গের ন্যায় ইহা (ভক্তি) পুরুষোত্তমের আশ্রিত হওয়ায় শুভফলপ্রদ ।

ব্যাখ্যা—কোন কোন ঋষির মতে অনুরাগ দুঃখের হেতুস্বরূপ, এই জন্য তাঁহারা বলেন অনুরাগ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মনুষ্যের মধ্যে পরস্পরের যে অনুরাগের সঞ্চার হয়, তাহাতে বিয়োগজন্য দুঃখ হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরানুরাগে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। কেননা, ঈশ্বরের বিয়োগও নাই—বিচ্ছেদও নাই। কুসঙ্গ করিলে দুঃখ পাইবার সম্ভব বটে, কিন্তু সৎসঙ্গে দুঃখ পাইবার কিছু মাত্র আশঙ্কা নাই। স্ত্রী-পুরুষের অনুরাগের ন্যায় বিষয়ানুরাগে বিয়োগাদি দুঃখের আশঙ্কা আছে বলিয়া উহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ঈশ্বরানুরাগ পরমসুখকর এবং মানবের একান্ত প্রার্থনীয় ॥ ২১ ॥

তদেব কর্ম্মিজ্ঞানিযোগিভ্য আধিক্যশব্দাৎ ॥ ২২ ॥

অন্বয়—তৎএব (সেই জন্যই) কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিভ্যঃ (কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা) [ভক্তের] আধিক্যশব্দাৎ (প্রাধান্য উক্ত হওয়ায়) [ভক্তিই শ্রেষ্ঠ] ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ—অতএব ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। কেননা, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা ভক্তের প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—ভগবান্ নিজ মুখে—(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে, ৪৬।৪৭ শ্লোকে) বলিয়াছেন যে, 'জ্ঞানী এবং কর্ম্মী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ এবং যোগিগণের অপেক্ষা আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ' ॥ ২২ ॥

প্রশ্ননিরূপণাভ্যামাধিক্যসিদ্ধেঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ (প্রশ্ন ও সমাধান দ্বারা) [ভক্তির] আধিক্যসিদ্ধেঃ (প্রাধান্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া) [ভক্তিই শ্রেষ্ঠ]।

বঙ্গানুবাদ—এই শ্রেষ্ঠতা প্রশ্নোত্তরের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে * অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে ভগবন্, যে ব্যক্তি অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এবং যিনি আপনাকে ভক্তি করেন, এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?' ভগবান্ উত্তর করিলেন, 'আমার ভক্তই শ্রেষ্ঠ' ॥ ২৩ ॥

নৈব শ্রদ্ধা তু সাধারণ্যাৎ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—[ভক্তি] শ্রদ্ধা তু ন এব (শ্রদ্ধার ন্যায়ও নহে) [শ্রদ্ধার] সাধারণ্যাৎ (সাধারণত্ব আছে বলিয়া)।

* প্রশ্ন—গীতা, ১২ অঃ, ১ শ্লোক ; উত্তর—১২ অঃ, ২—৭ শ্লোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ—ভক্তি শ্রদ্ধার ন্যায়ও নহে। কেননা, শ্রদ্ধার সাধারণত্ব দৃষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা—কর্ম্মে শ্রদ্ধা, উপাসনায় শ্রদ্ধা, শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা, এইরূপ শ্রদ্ধার সাধারণত্ব দেখা গিয়া থাকে; কিন্তু ভক্তি ভগবান্‌কে ছাড়িয়া অন্য কুত্রাপি থাকিতে পারে না ॥ ২৪ ॥

তস্যাং তত্ত্বে চানবস্থানাৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—তস্যাং (ভক্তির) তত্ত্বে (শ্রদ্ধার সহিত একত্বে) অনবস্থানাৎ চ (অনবস্থা দোষ অর্থাৎ একত্রানবস্থিতি ঘটিয়া থাকে বলিয়াও) [শ্রদ্ধা ও ভক্তি এক নহে]।

বঙ্গানুবাদ—শ্রদ্ধা ও ভক্তির একতা সম্পাদন করিতে গেলে অনবস্থা দোষ ঘটিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—অমুক ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দেবতার পূজা করিতেছে, এই কথা বলিলে শ্রদ্ধা দেবতার পূজার একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু ভক্তি তাহা নহে; উহা সকল সাধনের একমাত্র শেষ-ফল। গীতাতেও ভগবান্ "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাম্" (৬।৪৭) বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মকাণ্ডং তু ভক্তৌ তস্যানুজ্ঞানায়
সামর্থ্যাৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—ব্রহ্মকাণ্ডং তু (ব্রহ্মকাণ্ড অর্থাৎ বেদের উত্তরভাগ বা বেদান্তেও) ভক্তৌ (ভক্তিতেই অর্থাৎ ভক্তিপ্রধান) তস্য (সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মকাণ্ডের) অনুজ্ঞানায় (জ্ঞানলাভ বিষয়ে) [ভক্তিরই] সামর্থ্যাৎ (সাক্ষাৎ জনকত্ব-সামর্থ্য আছে বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—বেদের উত্তরভাগ ব্রহ্মকাণ্ড ভক্তিপ্রধান, যেহেতু সেই ব্রহ্মকাণ্ডের জ্ঞানলাভ বিষয়ে ভক্তিরই সাক্ষাৎ জনকত্ব-সামর্থ্য আছে।

ব্যাখ্যা—কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ভক্তির সাধনা—এই উভয় স্থলেই জ্ঞানের আবশ্যকতা থাকায় জ্ঞানের প্রাধান্য পৃথক্‌ভাবে কথিত হয় নাই। জ্ঞানপ্রধান বলিয়া ব্রহ্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ড বলিতে হইলে, কর্ম্মজ্ঞানপূর্ণ পূর্ব্বমীমাংসাকেও জ্ঞানকাণ্ড বলিতে হয়, এবং উত্তরমীমাংসার আদিতে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এরূপ উল্লিখিত হইত না। সুতরাং এই জ্ঞানাত্মক ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ভক্তিমূলকই বলিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম আহ্নিক।

বুদ্ধিহেতুপ্রবৃত্তিরাবিশুদ্ধেরবঘাতবৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়—আবিশুদ্ধেঃ (বিশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ ধান্য হইতে তণ্ডুল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত) অবঘাতবৎ (ধান্যের পেষণের ন্যায়) বুদ্ধিহেতু প্রবৃত্তিঃ (বুদ্ধি সম্বন্ধীয় প্রবৃত্তি অর্থাৎ শ্রবণ-মননাদির অনুষ্ঠান) আবিশুদ্ধেঃ (বিশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি বা ভক্তিদার্ঢ্য না হওয়া পর্য্যন্তই) [থাকে]।

বঙ্গানুবাদ—যেমন ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধান্যকে পেষণ করিতে বা কুটিতে হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত তুষ নির্গত হইয়া তণ্ডুল বাহির না হয়; সেইরূপ বুদ্ধি-সম্বন্ধীয় প্রবৃত্তি সেই পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্ত শুদ্ধ না হয়।

ব্যাখ্যা—নির্ম্মলা বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্ম-সত্তার উপলব্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত নির্ম্মলা বুদ্ধির উদয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত ভগবত্তত্ত্বকথার শ্রবণ-মননাদি করা অত্যন্ত আবশ্যক। তণ্ডুলগুলি বাহির হইয়া আসিলে যেমন আর ধান কুটিবার প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ ভগবৎ-সাক্ষাৎকারিণী বুদ্ধির লাভ হইলে আর শ্রবণ-মননাদির আবশ্যকতা থাকে না॥ ২৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদঙ্গানাঞ্চ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—তদঙ্গানাং চ (উহাদের অর্থাৎ ভক্ত্যঙ্গ শ্রবণ-মননাদি অনুষ্ঠান সকলের যে সমস্ত অঙ্গ অর্থাৎ গুরুসেবা প্রভৃতি তাহাদেরও) [অনুষ্ঠান করা আবশ্যক]।

বঙ্গানুবাদ—উহার অঙ্গ সকলেরও অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।

ব্যাখ্যা—ভগবানে ভক্তির দৃঢ়তা না হওয়া পর্য্যন্ত গুরুসেবা, শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি শুদ্ধ বুদ্ধি লাভের হেতুস্বরূপ সাধনরাশিরও যথাযথ অনুষ্ঠান করিতেই হইবে। ভক্তির দৃঢ়তা জন্য শ্রবণ-মনন-ধ্যান-পরিশুদ্ধ বুদ্ধির আবশ্যক. এবং শ্রবণাদি অঙ্গসমূহের অনুকূল গুরুসেবা ও বিবেক-বৈরাগ্যাদি সহ অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি পালন করাও একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ২৮ ॥

তামৈশ্বর্য্যপরাং কাশ্যপঃ পরত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—কাশ্যপঃ (কাশ্যপাচার্য্য) তাম্ (সেই বুদ্ধিকে) ঐশ্বর্য্যপরাং (ঐশ্বর্য্যপরা অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যের আধার পরমেশ্বরের সেবা করণকেই) [বলিয়াছেন], পরত্বাৎ (কেননা তাঁহার মতে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ এই জন্য)।

বঙ্গানুবাদ—ভিন্নতাবশতঃ কাশ্যপাচার্য্য উহাকে (বুদ্ধিকে) 'ঐশ্বর্য্যপরা' বলিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা—কাশ্যপাচার্য্যের মতে ঈশ্বর ও জীব নিত্য স্বতন্ত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বৈশ্বর্য্যের একমাত্র আধার পরমেশ্বরের সেবা করাই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ ॥ ২৯ ॥

আত্মৈকপরাং বাদরায়ণঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—বাদরায়ণঃ (বেদব্যাস) [বুদ্ধিকে] আত্মৈক-পরাং (একমাত্র আত্মবিষয়িণী) [বলিয়াছেন]।

বঙ্গানুবাদ—আচার্য্য বাদরায়ণ উহাকে (বুদ্ধিকে) একমাত্র আত্ম-বিষয়িণী বলিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা—বেদব্যাস বেদান্তসূত্রে আত্ম-সাক্ষাৎকারকেই পরম পুরুষার্থ ও চরম সিদ্ধি বলিয়াছেন। (জীব ও ঈশ্বরে অভেদ-ভাবই প্রকৃত আত্মরতি, এবং তাহাই মুক্তিদায়িনী পরাভক্তি; আত্মজ্ঞান ব্যতীত কাহারও পরাভক্তি লাভ হয় না) ॥ ৩০ ॥

উভয়পরাং শাণ্ডিল্যঃ শব্দোপপত্তিভ্যাম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—শব্দোপপত্তিভ্যাম্ (শব্দ অর্থাৎ আপ্তবাক্য বা শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা এবং উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তিদ্বারা পাওয়া যায় বলিয়া) শাণ্ডিল্যঃ (শাণ্ডিল্যাচার্য্য) [বুদ্ধিকে] উভয়পরাং (ভেদাভেদরূপে উভয়াত্মিকা) [বলেন]।

বঙ্গানুবাদ—শব্দ ও উপপত্তি দ্বারা শাণ্ডিল্যাচার্য্য ইহাকে (বুদ্ধির উপাসনা-প্রবৃত্তিকে) (ভেদাভেদরূপে) উভয়পর কহিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—আত্মা যে ঈশ্বরাংশ ইহা শাস্ত্রপ্রমাণ এবং যুক্তি ও বিচার-দ্বারা সিদ্ধ। আত্মা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও বুদ্ধির অবিশুদ্ধ অবস্থায় ভিন্নভাবে ঈশ্বরাংশরূপে প্রতীত হয়েন, ইহাও শাস্ত্রপ্রমাণ এবং যুক্তি ও বিচার-দ্বারা সিদ্ধ। যথা ছান্দোগ্যে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" (৩।১৪।১)—এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শান্তচিত্ত পুরুষ উপাসনা করিবেন। আবার গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন,—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" (১৫।৭)—এই সংসারে সনাতন জীব আমারই অংশ। অতএব যে পর্য্যন্ত আত্মা ব্রহ্ম-সত্তায় বিলীন ও একীভূত না হয়, সে পর্য্যন্ত মনুষ্য আত্মাকে স্বতন্ত্র জানিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবে ॥ ৩১ ॥

বৈষম্যাদসিদ্ধমিতি চেন্নাভিজ্ঞানবদবৈশিষ্ট্যাৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—বৈষম্যাৎ (ভেদাভেদরূপ বৈষম্য থাকায়) অসিদ্ধম্ (ভেদাভেদরূপ বুদ্ধি অসিদ্ধ) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল] ন (তাহা নহে), [কেননা ইহাতে] অভিজ্ঞানবৎ (অভিজ্ঞানের ন্যায়) অবৈশিষ্ট্যাৎ (অবৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ভেদ নাই এই জন্য)।

বঙ্গানুবাদ—বৈষম্যপ্রযুক্ত ইহা (ভেদাভেদপরা বুদ্ধি) অসিদ্ধ হইবে না; কেননা, অভিজ্ঞানের ন্যায় ইহাতে কোন ভিন্নতা নাই।

ব্যাখ্যা—যেমন যে ব্যক্তি পূর্ব্বে বালক ছিল এবং এখন বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহার নিজের অভিজ্ঞান (যে আমি বালক ছিলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই আমিই বৃদ্ধ হইয়াছি) ভিন্ন হইয়া যায় না, সুতরাং অবস্থা বা কালের ভিন্নতা তাহার ব্যক্তিত্বের একতা নষ্ট করিতে পারে না. সেইরূপ জীব ও ঈশ্বরের উপাধি (অল্পজ্ঞতা ও সর্ব্বজ্ঞতাদি) অবিশুদ্ধ বুদ্ধিতে বিভিন্ন বোধ হইলেও বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপে উভয়ের কোন বৈষম্য দৃষ্ট হয় না। অতএব প্রেমের প্রগাঢ়তা হইলে মহাভাবে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান হইতে পারে ॥ ৩২ ॥

ন চ ক্লিষ্টঃ পরঃ স্যাদনন্তরং বিশেষাৎ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—পরঃ চ (পরমাত্মা) [জীবাত্মা হইতে অভিন্ন হইয়াও] ক্লিষ্টঃ (দুঃখ ক্লেশাদি বৈষম্য দোষ ক্লিষ্ট) ন স্যাৎ (হন না) ; অনন্তরং (ঈশ্বর হইতে জীব ভিন্ন এইরূপ ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পরে) [জীবের] বিশেষাৎ (বিশেষ ভাবের উপলব্ধি হয় বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—পরমাত্মাতে বৈষম্য-দোষ (দুঃখ, ক্লেশ) স্পর্শ করে না। কেননা, ঈশ্বর হইতে জীব ভিন্ন এইরূপ জ্ঞান লাভ হইলে জীবের বিশেষ ভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—জ্ঞান অর্থাৎ বিচারের দ্বারাই জীব ও ঈশ্বরের ভিন্নভাব উপলব্ধি হয়। জীবের অল্পজ্ঞতা ও অল্পসামর্থ্য অবিদ্যার ধর্ম্ম ; কিন্তু ঈশ্বরে অবিদ্যা নাই, এই জন্য ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। অবিদ্যার অভাবশতঃ ঈশ্বরে জীব-সুলভ ক্লেশাদি থাকিতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐশ্বর্য্যং তথেতি চেৎ স্বাভাব্যাৎ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—[ঈশ্বরের] ঐশ্বর্য্যং (ঐশ্বর্য্যও) তথা (সেইরূপ অর্থাৎ নাই) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল] ন (তাহা হইতে পারে না) স্বাভাব্যাৎ (স্বাভাবিক বলিয়া অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরের স্বাভাবিক বা নিত্যসিদ্ধ)।

বঙ্গানুবাদ—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য নাই এ কথাও বলিতে পারা যায় না ; কেননা, উহা স্বাভাবিক।

ব্যাখ্যা—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অর্জ্জিত বা উপাধিমূলক নহে। তাপ এবং প্রকাশ-শক্তি যেমন অগ্নির স্বাভাবিক বা নিত্যসিদ্ধ, সেইরূপ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যও স্বাভাবিক। সুতরাং ঈশ্বরে কোন দোষই স্পর্শ করিবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৩৪ ॥

অপ্রতিষিদ্ধং পরৈশ্বর্য্যং তদ্ভাবাচ্চ
নৈবমিতরেষাম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—পরৈশ্বর্য্যং (পরমাত্মার ঐশ্বর্য্য) অপ্রতিষিদ্ধং (প্রতিষিদ্ধ হইতেই পারে না) তদ্ভাবাৎ চ (কেননা তাঁহার স্বভাবই এইরূপ) ; ইতরেষাম্ (অন্যের অর্থাৎ জীবের) এবম্ (এইরূপ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য স্বাভাবিক) ন (নহে)।

বঙ্গানুবাদ—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য কোনমতেই প্রতিষিদ্ধ হয় না, বরং উহার নৈসর্গিকতাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু জীবগণের সেরূপ নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—জীবাত্মাতেও ঐশ্বর্য্য আছে বটে, কিন্তু তাহা মায়া-বিকার-ব্যাহত থাকায় পরিস্ফুট হইতে পারে না; ভগবদুপাসনার দ্বারা অবিদ্যা-বিকার বিনষ্ট হইলে জীব শিবস্বরূপ হইয়া ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য রাশির অধিকারী হয়। কিন্তু ঈশ্বরকে নিজ ঐশ্বর্য্য এরূপে লাভ করিতে হয় না। উহা তাঁহার নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ ॥ ৩৫ ॥ *

* এই সূত্রের এরূপ ব্যাখ্যাদিও হইতে পারে :—

বঙ্গানুবাদ—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য কোনমতেই প্রতিষিদ্ধ হয় না, কারণ উহা তাঁহার স্বভাসিদ্ধ, কিন্তু জীবগণের (ক্লেশাদি) সেরূপ (স্বাভাবিক) নহে।৩৫।

ব্যাখ্যা—কোন শ্রুতিতেই 'ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য থাকে না' এরূপ নিষেধোক্তি নাই, বরং ছান্দোগ্যে তিনি "সত্যসংকল্প" এইরূপ উক্তি আছে। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য নিত্য-বিদ্যমান, উহা মায়াকল্পিত বলিলেও ঐশ-শক্তিরূপিণী মায়ার আত্যন্তিক লয় হয় না, কিন্তু জীবের ক্লেশভোগ অবিদ্যাবশতঃই হইয়া থাকে। এইজন্য ভগবদ্‌-ভজন দ্বারা উহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ (১৮।৬২)

হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ভগবানেরই শরণাগত হও; তাঁহার অনুগ্রহে তুমি পূর্ণ শান্তি ও শাশ্বত ধাম প্রাপ্ত হইবে। ভাগবতী শক্তি প্রবৃত্তি-রূপিণী হইয়া প্রাণিসমূহকে শুভ ও অশুভ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। যিনি সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির কারণভূত ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; কেননা, তিনি আশ্রিত ব্যক্তিকে কৃপাপূর্ব্বক মায়ামুক্ত করিয়া দেন। ভগবচ্চরণাশ্রিত ব্যক্তির নিকট হইতে কার্য্য-সহিত অবিদ্যা চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করে। মনোবৃত্তিরূপ পরমা শান্তি ভগবদ্ভক্তের চিরানুগত হইয়া থাকে, এবং নিত্যানন্দময় পরম ধামে তাঁহার চিরস্থিতি হয়।' (গীতার্থসন্দীপনী) ॥ ৩৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বানৃতে কিমিতি চেন্নৈবম্বুদ্ধ্যানন্ত্যাৎ ॥ ৩৬ ॥*

অন্বয়—সর্ব্বান্ ঋতে (সকল ছাড়িয়া দিলে অর্থাৎ কেহ না থাকিলে [ইহার অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের] কিম্ (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন কি) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল] ন (তাহা হইতে পারে না) বুদ্ধ্যানন্ত্যাৎ (জীববুদ্ধির অনন্ত ভেদ আছে বলিয়া অর্থাৎ সকলেই মুক্তি চায় না বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—সমস্ত ছাড়িয়া উহার কি প্রয়োজন? প্রয়োজন আছে; কেননা, বুদ্ধি অশেষ প্রকার।

ব্যাখ্যা—যদি সকল জীবই ভক্তি, উপাসনাদি দ্বারা মুক্তি লাভ করে, তবে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে কে? এইজন্য ঋষিপ্রবর বলিতেছেন যে, জীবেরও সীমা নাই, তাহাদের বুদ্ধিরও সীমা নাই, মতিগতিরও সীমা নাই। সকলেই যে মুক্তি চাহে তাহা নহে, ঐশ্বর্য্যের জন্যও অনেক লোক লালায়িত। যাহারা ঐশ্বর্য্যের ভিখারী, তাহাদের জন্য ঐশ্বর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজন ॥ ৩৬ ॥

---

* "সর্ব্বামৃতে" এরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে নিম্নানুরূপ ব্যাখ্যাদি হইবে :—

বঙ্গানুবাদ—(মুক্তির পর) সমস্ত লয় হইয়া গেলে (ঈশ্বরের) ঐশ্বর্য্য কিরূপে নিরূপিত হইবে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না, কেননা জীব-বুদ্ধি অনন্ত ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা—অনন্তকাল অসংখ্য জীব মুক্ত হইতে থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা কখনও নিঃশেষিত হইবে না, কেননা অসংখ্যের শেষ নাই। সুতরাং সকল জীব মুক্ত হইয়া গেল এমন কাল কখনও আসিতে পারে না। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃত্যন্তরালাদবৈকার্য্যং চিৎসত্ত্বেনানু-
বর্ত্তমানাৎ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—[জগদুৎপাদন-কার্য্যে] প্রকৃত্যন্তরালাৎ (প্রকৃতি অন্তরাল থাকায়) [এবং] চিৎসত্ত্বেন (চিৎস্বরূপ আত্মা কর্ত্তৃক) অনুবর্ত্তমানাৎ (অনুবর্ত্তমান হওয়ায়) [ঈশ্বরের] অবৈকার্য্যম্ (অবিকারিতা) [সিদ্ধ হইতেছে]।

বঙ্গানুবাদ—প্রকৃতি অন্তরাল (মধ্যে) থাকায় এবং চিৎসত্ত্বা অনুবর্ত্তমান হওয়ায় (ঈশ্বরের) অবিকারিতা সিদ্ধ হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—সৃষ্টি, পালন ও সংহার চিৎস্বরূপ আত্মার কার্য্য নহে। উহা চৈতন্যসত্তায় প্রকৃতির গুণে বিজৃম্ভিত হয় মাত্র। উৎপত্তি, বৃদ্ধি, হ্রাস ও নাশ-রূপ বিকাররাশি প্রকৃতির বৈচিত্র্যবশতঃ সংঘটিত হয়। নির্ব্বিকার চিদাত্মাতে ঈদৃশ বিকারের সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতি ঈশ্বরের চৈতন্যসত্তাপ্রভাবেই পরিণত হইয়া জড় চেতনময় জগৎরূপে প্রকাশিত হয়। এইজন্য সৃষ্টি সংহারাদি কার্য্যে ঈশ্বর সাক্ষাৎ কর্ত্তা না হইলেও তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিকাশের বাধা হইতেছে না ॥ ৩৭ ॥

প্রভাবে জীবসকল প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির পথ অনুসরণ করিয়া থাকে। এই জন্য অসংখ্য জীব ভগবৎ-কৃপায় মুক্ত হইলেও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য নিত্যকালই সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে ও রহিবে। ৩৬।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎপ্রতিষ্ঠা গৃহপীঠবৎ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়—গৃহপীঠবৎ (গৃহমধ্যস্থিত পীঠের দ্বারা গৃহের অস্তিত্ব সিদ্ধির ন্যায়) তৎ (ঈশ্বরের মায়ার অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্য এই জগৎই) প্রতিষ্ঠা (ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা) [অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব দ্বারাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে]।

বঙ্গানুবাদ—তাঁহাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে (জগতের) প্রতিষ্ঠা গৃহমধ্য স্থিত পীঠের (পীড়ি বা কাষ্ঠাসন বিশেষের) ন্যায়।

ব্যাখ্যা—কোন ব্যক্তি ঘরের ভিতর পীড়ির উপর বসিয়া থাকিলে যদি কেহ বলে অমুক ব্যক্তি পীড়ির উপর বসিয়া রহিয়াছে, তাহাতে আমরা বুঝিব যে পীড়ি এবং অমুক ব্যক্তি উভয়েই ঘরের মধ্যে আছে। সেইরূপ মায়া এবং মায়ার ক্রিয়াস্বরূপ সৃষ্টি, পালন, সংহারাদি সমস্ত ঈশ্বরেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

সুবর্ণে কুণ্ডলের ন্যায় মায়া অভিন্নভাবে ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত, এই জন্যই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে "তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্"—সমস্তই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। যেমন সর্পবুদ্ধি রজ্জুতে আরোপিত হইলেও রজ্জু সর্পত্বরূপবিকারদোষে দূষিত হয় না, তদ্রূপ সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও তিনি স্বয়ং নির্ব্বিকারই থাকেন ॥ ৩৮ ॥

মিথোঽপেক্ষণাদুভয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust Funding by MoE-IKS

অন্বয়—মিথঃ (ঈশ্বর ও মায়ার পরস্পর) অপেক্ষণাৎ (অপেক্ষা আছে বলিয়া) উভয়ম্ (উভয়ই অর্থাৎ ঈশ্বর এবং মায়া বা প্রকৃতি উভয়ই) [সৃষ্টির কারণ]।

বঙ্গানুবাদ—উভয়ই সৃষ্টির কারণ; কেননা, পরস্পরের অপেক্ষা আছে।

ব্যাখ্যা—ঈশ্বরের সত্তা না থাকিলে কেবল মায়া সৃষ্টিপ্রবাহ নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, আবার মায়ার সাহায্য ব্যতীতও ঈশ্বরের কেবল চৈতন্যসত্তা জগদ্-রচনাদি করিতে সমর্থ হয়েন না। সুতরাং ঈশ্বর ও প্রকৃতি উভয়ই জগতের সৃষ্টি-সংহারাদির কারণ বলিয়া সিদ্ধ হইতেছেন ॥ ৩৯ ॥

চেত্যাচিতোর্ন তৃতীয়ম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়—চেত্যাচিতোঃ (চেত্যা অর্থাৎ প্রকৃতি এবং চিৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে) [অতিরিক্ত বা ভিন্ন] তৃতীয়ং (তৃতীয় কারণ) ন (নাই)।

বঙ্গানুবাদ—[সৃষ্টির নিমিত্ত] চেত্যা অর্থাৎ প্রকৃতি এবং চিৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন অন্য কোনও তৃতীয় কারণের আবশ্যকতা নাই।

ব্যাখ্যা—এই পরিদৃশ্যমান চরাচর জগতে ব্রহ্মচৈতন্য ও তাঁহার মায়াশক্তি প্রকৃতিরই বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যাবতীয় চেতন পদার্থেই ব্রহ্ম-সত্তা প্রকাশিত হইতেছেন, এবং অচেতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদার্থমাত্রেই প্রকৃতির পরিণাম দৃষ্ট হইতেছে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে ব্রহ্ম ও প্রকৃতিই জগতে ওতপ্রোত ভাবে অভিব্যক্ত আছেন। জ্ঞাতা ভিন্ন জ্ঞেয়ের এবং জ্ঞেয় ভিন্ন জ্ঞাতার অস্তিত্ব প্রকাশিত হয় না। এইজন্য জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মিলনে—ব্রহ্ম ও প্রকৃতির মায়িক সম্বন্ধ দ্বারাই জগৎ রচিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সুতরাং সৃষ্টি-কার্য্যে ব্রহ্ম ও মায়া হইতে পৃথক্ কোনও তৃতীয় কারণের আবশ্যকতা হইতেছে না। ব্রহ্ম-সত্তার আশ্রিতা মায়া-শক্তিই সৃষ্টি-রচনায় সমর্থা ॥ ৪০ ॥

যুক্তৌ চ সম্পরায়াৎ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়—সম্পরায়াৎ (স্বরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন একত্ব নিবন্ধন) যুক্তৌ চ (ব্রহ্ম ও প্রকৃতির যুক্তি অর্থাৎ সম্বন্ধকেও) [অতিরিক্ত তৃতীয় কারণ বলা যায় না]।

বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্ম ও প্রকৃতির অনাদি-স্বরূপ-সম্বন্ধ উভয় হইতে অভিন্ন।

ব্যাখ্যা—সৃষ্টি-স্থিতিরূপ ক্রিয়াকালে ব্রহ্ম ও প্রকৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ক্রিয়াপ্রবাহ ছাড়িয়া দিয়া দর্শন করিলে প্রকৃতি ও ব্রহ্মে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন একত্ব সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য ব্রহ্ম ও প্রকৃতির সম্বন্ধকে পৃথগ্‌ভাবে সৃষ্টির তৃতীয় কারণ বলা যাইতে পারে না। আমি এবং আমার বস্ত্র বলিলে, আমাতে ও বস্ত্রে যে প্রভেদ বোধ হয়, ব্রহ্ম ও প্রকৃতিতে সেরূপ কোন প্রভেদ নাই। যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি" বলিতে, আমার শক্তি, গুণ প্রভৃতি সমস্তই "আমি"র মধ্যেই নিহিত থাকিল, সেইরূপ "ব্রহ্ম" বলিলেই প্রকৃতি তাহার মধ্যে এবং "প্রকৃতি" বলিলেই ব্রহ্ম তাহার মধ্যে, এইরূপভাবে বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও প্রকৃতি কখনও ভিন্ন ভাবে থাকিতে পারেন না; কিন্তু স্বর্ণকুণ্ডলে 'কুণ্ডলের' দৃষ্টি সত্ত্বে যেমন স্বর্ণ দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মে অবভাসিত ত্রিগুণময়ী "মায়ার" দৃষ্টি সত্ত্বে "ব্রহ্ম" দৃষ্ট হন না। এই কারণে কেবল লোকদিগকে বুঝাইবার জন্যই দার্শনিক মহাত্মগণ প্রকৃতি ও ব্রহ্মের বিভিন্নতা উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক ব্রহ্ম ও প্রকৃতির কোনও ভেদ নাই ॥ ৪১ ॥

শক্তিত্বান্নানৃতং বেদ্যম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়—[প্রকৃতিকে] শক্তিত্বাৎ (ব্রহ্মেরই শক্তিস্বরূপ বলিয়া) অনৃতং (মিথ্যা) ন বেদ্যম্ (বলা উচিত নহে)।

বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপা প্রকৃতিকে মিথ্যা বলা যায় না অর্থাৎ উহা মিথ্যা নহে।

ব্যাখ্যা—প্রকৃতি মায়ারই বাহ্য বিকাশ বলিয়া উহাকে মিথ্যা বলা যায় না; কেননা শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, "কুতস্তু খলু সৌম্যৈবং স্যাদসতঃ সজ্জায়েতেতি" (৬।২।২)—অসৎ বস্তু হইতে কি কখনও সদ্বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে? সুতরাং জগৎ মায়ার কার্য্য হইলেও উহাকে মিথ্যা বলা যায় না। ব্রহ্ম সত্য এবং তাঁহার শক্তিও নিত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও সত্য। শক্তিরূপিণী মায়াকে জড় বলিতে চাও, বল; কিন্তু মিথ্যা বলিতে পার না।

এই ছিল এই নাই এই আর বার।
ইহাকেই লোকে বলে মায়ার সঞ্চার॥

জগৎকে মায়িক বলিতে হয় বল, ভ্রম বলিতে হয় বল, কিন্তু মিথ্যা বলিতে পার না। মায়ারূপ বীজ যখন সত্য, তখন তাহা হইতে অঙ্কুরিত জগদ্রূপ মহাদ্রুমকে মিথ্যা বলিবে কিরূপে? (তৃতীয় অধ্যায়ে জগৎ-সৃষ্টির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লেখ করিয়া মহর্ষি শাণ্ডিল্য পরসূত্রে পুনরায় ভক্তি-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন)॥ ৪২ ॥*

তৎপরিশুদ্ধিশ্চ গম্যা লোকবল্লিঙ্গেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়—লিঙ্গেভ্যঃ (লক্ষণ বা চিহ্ন দ্বারা) লোকবৎ (লৌকিক ভক্তি বা প্রীতির ন্যায়) তৎপরিশুদ্ধিঃ চ (ভগবানের প্রতি ভক্তির পরিশুদ্ধি বা নৈর্ম্মল্যও) [লক্ষণ দ্বারাই] গম্যা (বিদিত হওয়া যায়)।

বঙ্গানুবাদ—উহার (ভক্তির) পরিশুদ্ধি লৌকিক প্রীতির ন্যায় (প্রেম) চিহ্ন দ্বারা বিদিত হইবে।

---

* ভবদেব ভট্ট-কৃত টীকা সম্বলিত সংস্করণে ৪২শসূত্রের পরে "বিস্তরোঽস্য তৃতীয়ে" এই অতিরিক্ত সূত্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে মোট সূত্র সংখ্যা ১০০ অতিক্রম করায় এবং ঐ সূত্রটী স্বপ্নেশ্বরের টীকায় ধৃত না হওয়ায়—এখানেও লিখিত হইল না।

CC0. In Public Domain: Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—কাহারও নির্ম্মলা ভক্তির উদয় হইয়াছে কিনা, তাহা তাঁহার অশ্রুপাত, রোমাঞ্চ ও গদ্‌গদ বাক্যাদির দ্বারা বুঝিতে পারিবে। ভগবৎ-কথা শ্রবণে অনুরাগ, ভগবন্নাম স্মরণ ও সংকীর্ত্তন এবং ঐকান্তিকী শরণাগতি আদি দ্বারাও ভক্তিভাব বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়॥ ৪৩॥

সম্মান-বহুমান-প্রীতি-বিরহেতরবিচিকিৎসা-মহিম-খ্যাতি-তদর্থপ্রাণস্থান-তদীয়তা-সর্ব্বতদ্ভাবা-প্রাতিকূল্যা দীনি চ স্মরণেভ্যো বাহুল্যাৎ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয় – সম্মান-বহুমান-প্রীতি-বিরহেতরবিচিকিৎসা-মহিমখ্যাতি-তদর্থপ্রাণস্থান-তদীয়তা-সর্ব্বতদ্ভাবা প্রাতিকূল্যাদীনি চ (ভগবানে সম্মান, বহুমান অর্থাৎ ভগবানের স্মারক কোনও পদার্থ দর্শনে ভগবৎ-প্রেমের উদয় হওয়া, প্রীতি, বিরহ, ইতরবিচিকিৎসা অর্থাৎ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য সকলকেই সংশয় বুদ্ধিতে দেখা, মহিমাকীর্ত্তন, তদর্থ অর্থাৎ প্রিয়তমের জন্যই প্রাণ ধারণ, তদীয়তা অর্থাৎ আমি তোমারই এই ভাব, সর্ব্বতদ্ভাব অর্থাৎ সমস্ত দ্রব্যেই ভগদ্ভাব এবং অপ্রাতিকূল্য অর্থাৎ অনুকূলতা প্রভৃতি) স্মরণেভ্যঃ (স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে) বাহুল্যাৎ (বহুলভাবে দৃষ্ট হয় বলিয়া) [এই গুলিই—প্রেমের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়]।

বঙ্গানুবাদ—সম্মান, বহুমান, প্রীতি, বিরহ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতর-বিচিকিৎসা অর্থাৎ আগ্রহপূর্ব্বক অন্যের অনপেক্ষা, মহিমা-কীর্ত্তন, প্রিয়তমের জন্য প্রাণ-ধারণ, তদীয়তা, তাঁহারই ভাবে সর্ব্বথা দৃষ্টি, অপ্রাতিকূল্য অর্থাৎ অনুকূলতা—ইত্যাদি প্রেমের লক্ষণ শাস্ত্রে বহু পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—অর্জ্জুনের শ্রীকৃষ্ণ ভগবানে সম্মানবুদ্ধি (১) ছিল। ভগবানের নামে কাহারও নাম থাকিলে, সেই নাম ধরিয়া ডাকিলে, বা বিষ্ণুর বর্ণ নীল, এই জন্য কোন নীল বর্ণের সামগ্রী দেখিলে, যদি কাহারও (যেমন রাজা ইক্ষ্বাকুর (২)) ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয়, তাহাকে বহুমান কহে। "ক" দেখিয়া প্রহ্লাদের "কৃষ্ণ" মনে পড়িয়াছিল, সাগরের জল নীল দেখিয়া গৌরাঙ্গ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিবার ছলে তাহাতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণে বিদুরের প্রীতি (৩) এবং তাঁহার অভাবে গোপীগণের বিরহ (৪) চিরপ্রসিদ্ধ। শ্বেতদ্বীপবাসী চিত্রকেতুর নারদ দর্শনে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের বিঘ্ন জ্ঞান (৫) এবং উপমন্যুর শঙ্কর ভগবানে একনিষ্ঠা (৬) ইতর-বিচিকিৎসার উদাহরণ স্থল। ভীষ্ম ও ব্যাসাদির

---

(১) দ্রোণ পর্ব্ব—১ অধ্যায়। ২৮২২ শ্লোক।

(২) নৃসিংহ পুরাণ—১৫ অধ্যায়। ২২ শ্লোক।

(৩) উদ্যোগ পর্ব্ব—৮৮ অধ্যায়। ৩১১৪ শ্লোক।

(৪) বিষ্ণু পুরাণ—৫ম অংশ। ১৮ অধ্যায়। ২২ শ্লোক।

(৫) অনুশাসন পর্ব্ব—১৪ অধ্যায়। ৭০৭৭ শ্লোক।

(৬) শান্তি পর্ব্ব—১ অধ্যায়। ২৮৮৩ শ্লোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহিমাকীর্ত্তন (৭) প্রসিদ্ধ। তাঁহারই জন্য প্রাণ ধারণ করা ব্রজবাসীদিগের ও হনুমানের চরিত্রে (৮) দৃষ্ট হইয়াছে। বলিরাজের ও উপচর বসুর তদীয়তা (অর্থাৎ আমি ও আমার ধনজনাদি তোমারই) (৯), প্রহ্লাদের তদ্ভাব (অর্থাৎ সর্ব্বত্র ভগবদ্‌বুদ্ধি) (১০), ভীষ্ম (১১) ও ধর্ম্মরাজের অপ্রাতিকূল্যরূপ প্রীতির বহুবিধ লক্ষণ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সূত্রে আদি শব্দ দ্বারা উদ্ধব ও অক্রূরাদি ভক্তগণের ভক্তি ভাবের লক্ষণও সূচিত হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

দ্বেষাদয়স্তু নৈবম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) দ্বেষাদয়ঃ (দ্বেষবুদ্ধি প্রভৃতি) এবম্ (এইরূপ অর্থাৎ প্রেমের লক্ষণ) ন (নহে)।

বঙ্গানুবাদ—দ্বেষবুদ্ধি আদি দ্বারা ঐরূপ হয় না।

ব্যাখ্যা—ভগবানে বিদ্বেষ ভাব থাকিলে শিশুপাল আদির ন্যায় ক্লেশ পাইতে হয়। দ্বেষ থাকিলে মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত। ভগবানের কৃপায় ভক্তহৃদয়ে দ্বেষ-বুদ্ধির অঙ্কুরই হইতে পায় না।

---

(৭) বিষ্ণু পুরাণ—৩য় অংশ। ৭ অধ্যায়। ১৪ শ্লোক।
(৮) রামায়ণ, উত্তর কাণ্ড—১০৭ সর্গ। ৩১ শ্লোক।
(৯) শান্তি পর্ব্ব—৩৩৭ অধ্যায়। ১২৭১৮ শ্লোক।
(১০) বিষ্ণুপুরাণ—১ম অংশ। ১৯ অধ্যায়। ৯ শ্লোক।
(১১) শ্রীকৃষ্ণ বধোদ্যত হইলেও ভীষ্ম তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন। (ভীষ্মপর্ব্ব—৫৮ অধ্যায়। ২৬০৪ শ্লোক।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কংস, শিশুপাল প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বেষবুদ্ধিবশতঃ ইহ জীবনে কষ্ট পাইয়াও ভগবদ্দর্শনের ফলে ভক্তিলাভপূর্ব্বক মুক্তিভাগী হইয়াছিলেন ; কেননা ভগবৎ-কৃপার ফল অব্যর্থ ॥ ৪৫ ॥

তদ্বাক্যশেষাৎ প্রাদুর্ভাবেষ্বপি সা ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়—তদ্বাক্যশেষাৎ (ভগবদ্ভক্তিবিষয়ক বাক্যের শেষে উক্ত হওয়ায়) প্রাদুর্ভাবেষু অপি (ভগবানের অবতার বিশেষেও) [ভক্তি] সা (পরাভক্তি)।

বঙ্গানুবাদ—ভগবানের বিশেষ বিশেষ অবতার সমূহেও পরা ভক্তি, তাহা তাঁহার ভক্তিবিষয়ক বাক্যশেষে উক্ত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনার ফল বর্ণনাকালে শ্রীভগবান্ এই বলিয়া বাক্য শেষ করিয়াছেন যে—

"দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।" (গীতা, ৭ অঃ।২৩)

অন্য দেবতার উপাসকগণ সেই সেই দেবতাকে লাভ করিয়া থাকে, আর আমার ভক্তগণ পরিণামে আমাকেই লাভ করিয়া থাকে। ভগবৎ-স্বরূপের আরাধনাকারী আর্ত্তাদি ভক্তগণও প্রথমতঃ বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া পরিণামে কামনার পরিপাক হইলে মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন—

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥" (গীতা, ৭অঃ।২১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে যে সকাম ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া যে যে দেবমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমিই অন্তর্য্যামী রূপে সেই সেই ব্যক্তির ভক্তি তত্তন্মূর্ত্তিতে দৃঢ় করিয়া দিই। যে যে ভাবেই ও যে যে মূর্ত্তিতেই কেন পূজা করুক না, অন্তর্য্যামী ভগবান্ সেই ভাবেই ও সেই মূর্ত্তিতেই তাহার ভক্তি-প্রবাহের পথ মুক্ত করিয়া দেন। লোকে স্থূল বুদ্ধিবশতঃ ভগবান্‌কে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখে বটে, কিন্তু ভগবানের চক্ষে এইরূপ ভিন্ন দৃষ্টি নাই। সমস্ত পূজারই ফলদাতা একমাত্র তিনি। যে ভাবেই জীব পূজা করুক না কেন, সর্ব্বথা তাঁহারই পূজা হইয়া থাকে। তিনি সেই ভাবেই তাহার অর্চ্চনার পথ উন্মুক্ত করিয়া থাকেন। (গীতার্থ-সন্দীপনী)। (বৈষ্ণব মতানুসারে) ভগবানের অংশাবতার মৎস্যাদিতে, সংহারাদি গুণের অবতার শিবাদিতে, চতুর্ব্যূহাবতার সঙ্কর্ষণাদিতে (বাসুদেব, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ) এবং সনক, সনাতন. নারদ, বেদব্যাস, শুকদেব প্রভৃতি আচার্য্যাদির উপাসনাতেও পরা ভক্তির ফল দৃষ্ট হয় ॥৪৬॥

জন্মকর্ম্মবিদশ্চাজন্মশব্দাৎ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়—জন্মকর্ম্মবিদঃ (ভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞানবানের) অজন্মশব্দাৎ চ (অজন্ম বা জন্মাভাব অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না এইরূপ বলাতেই) [তাঁহাদের ভক্তি ও মুক্তিলাভ সিদ্ধ হইতেছে]।

বঙ্গানুবাদ—অজন্ম শব্দ হইতেই ভগবদবতারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্ম ও কর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞানবানের ভক্তি ও মুক্তি লাভ সিদ্ধ হইতেছে।

ব্যাখ্যা—যিনি অজন্ম-রূপ ভগবানের জন্ম কর্ম্ম বিদিত আছেন, তাঁহার আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ভগবান্ স্বয়ংই গীতায় বলিয়াছেন—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥" (৪।৯)

হে অর্জ্জুন! আমি সৎ—চিৎ—আনন্দ স্বরূপ। আমি অজ ও নিত্য হইয়াও লোকানুগ্রহার্থ মায়াকল্পিত দেহ ধারণ করিয়া বেদবিহিত ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করি; আমার জন্ম, কর্ম্ম ও মরণ সমস্তই অলৌকিক। যিনি আমার এই অলৌকিকী লীলা অবগত হইয়া আমাকে সর্ব্বথা স্বতন্ত্র, নির্লিপ্ত ও অকর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন॥ ৪৭॥

তচ্চ দিব্যং স্বশক্তিমাত্রোদ্ভবাৎ॥ ৪৮॥

অন্বয়—তৎ চ (ভগবানের জন্মকর্ম্মাদিও) দিব্যম্ (বিচিত্র), স্বশক্তিমাত্রোদ্ভবাৎ (তাঁহার নিজ শক্তিতেই নানারূপ দৃষ্ট হয় বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—তাঁহার জন্ম কর্ম্মাদি সমস্ত দিব্য—অসাধারণ। তাঁহারই শক্তিতে নানা রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—আমরা যেমন কর্ম্ম-ফলরূপ অদৃষ্টের বশীভূত হইয়া জন্ম ও মরণের অধীন হই, ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব সেরূপ নহে। তিনি অধর্ম্মের ক্ষয় ও ধর্ম্মের অভ্যুদয় সাধনার্থ নিজ লীলাময়ী মায়াকে অবলম্বন করিয়া যুগোপযোগী দেহধারণ পূর্ব্বক সাধুদিগের সাধন-পথ নির্ব্বিঘ্ন করিয়া দেন, আবার নিজ ইচ্ছায় নিজ মায়িক দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। তিনি এক ও অজ হইলেও তাঁহার নিজ মায়াতেই তাঁহাকে অনেক ও জন্ম-মরণশীল বলিয়া বোধ হয় ॥ ৪৮ ॥

মুখ্যং তস্য হি কারুণ্যম্ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়—তস্য (ভগবানের) কারুণ্যং হি (করুণাই) [তাঁহার জন্মাদি বিষয়ে] মুখ্যং (প্রধান) [কারণ]।

বঙ্গানুবাদ—তাঁহার করুণাই তাঁহার জন্মাদির প্রধান কারণ।

ব্যাখ্যা—তিনি পাপপুণ্য-কর্ম্মজনিত দুঃখ ও সুখরূপ ফল ভোগার্থ জন্ম গ্রহণ করেন না। মায়াজালে আবদ্ধ হইয়াও কখন তিনি জন্ম পরিগ্রহ করেন না। যখন পাপভারে ধরা ভারাক্রান্ত হয়, যখন ধর্ম্মের অত্যন্ত অমর্য্যাদা হয়, যখন সাধুগণ দুরাত্মগণকর্ত্তৃক পরিপীড়িত হয়েন, তখনই তিনি কৃপাপরবশ হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতীয় রাসপঞ্চাধ্যায়ে "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ" এবং "নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ" আদি শ্লোকেও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণিত্বান্ন বিভূতিষু ॥ ৫০ ॥

অন্বয়— প্রাণিত্বাৎ (প্রাণিত্ব নিবন্ধন) বিভূতিষু (ব্রাহ্মণ, রাজা প্রভৃতি ভগবানের বিভূতি মাত্রের প্রতি) [যে ভক্তি তাহাকে পরা ভক্তি বলা যাইতে পারে] ন (না)।

বঙ্গানুবাদ—প্রাণিত্ব প্রযুক্ত ভগবদ্বিভূতিতে অনুরাগ, পরা ভক্তি হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা—একমাত্র ভগবান্‌ই কৃপা করিয়া ভক্তি দান করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ, রাজা আদি তাঁহার বিভূতি বটে, কিন্তু তাঁহারা কর্ম্মফল ভোগের অধীন জন্মমরণশীল জীব বলিয়া পূর্ণ প্রকাশ স্বরূপের শক্তিরূপ ভক্তি দানে সমর্থ হয়েন না। মায়াতীত মহা-বৈষ্ণবীশক্তিই ভক্তিস্বরূপিণী। ভক্তি বিভূতির অধীন হয়েন না, কেবল মাত্র পূর্ণ স্বরূপেই নিত্য বিরাজিত। এজন্য "নরাণাঞ্চ নরাধিপঃ" (গীতা, ১০।২৭)—মনুষ্যের মধ্যে রাজা আমি—এরূপ ভগবদুক্তি থাকিলেও রাজভক্তি মুক্তিদায়িনী পরা ভক্তি নহে ॥ ৫০ ॥

দ্যূতরাজসেবয়োঃ প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়—দ্যূতরাজসেবয়োঃ (দ্যূতক্রীড়া ও রাজসেবার) প্রতিষেধাৎ চ (নিষেধ আছে বলিয়াও) [রাজা প্রভৃতি ভগবানের বিভূতিতে ভক্তির নাম পরা ভক্তি হইতে পারে না]।

বঙ্গানুবাদ—দ্যূতক্রীড়া ও রাজসেবার নিষেধ জন্য।

ব্যাখ্যা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে (১০।২৭ ও ১০।৩৬) দ্যূতক্রীড়া ও রাজা তাঁহার বিভূতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varana

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীতিশাস্ত্র এতাবৎ নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই জন্য বিভূতি হইতে ভক্তিলাভের আশা নাই ॥ ৫১ ॥

বাসুদেবেঽপীতি চেন্নাকারমাত্রত্বাৎ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়—[বাসুদেবও ভগবানের বিভূতি এজন্য] বাসুদেবে অপি (বাসুদেবেও) [যে ভক্তি তাহাও পরা ভক্তি নহে] ইতি (এইরূপ) চেৎ (যদি) [বল] ন (তাহা নহে) আকার মাত্রত্বাৎ (কেননা বাসুদেব পূর্ণস্বরূপেরই আকার) [কেবল মাত্র বিভূতি নহে]।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীবাসুদেবে বিভূতির আশঙ্কা করিবে না; কেননা, উহা পূর্ণস্বরূপের আনন্দময় আকার মাত্র।

ব্যাখ্যা—বাসুদেবের দেহ জীবেদেহ নহে, উহা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। উহা বিভূতি নহে, তাঁহার লীলাভিনয়ের জন্য অলৌকিক আবির্ভাবময় স্থূল প্রকাশ মাত্র ॥ ৫২ ॥

প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়—[শাস্ত্রে এ বিষয়ের] প্রত্যভিজ্ঞানাৎ চ (পুনর্নিশ্চয়ও আছে বলিয়া) [বাসুদেবে ভক্তি পরা ভক্তি নহে এরূপ আশঙ্কা হইতেই পারে না]।

বঙ্গানুবাদ—এ বিষয়ের পুনর্নিশ্চয় শাস্ত্রজ্ঞানেও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, গোপালতাপনী উপনিষৎ ও নানা পুরাণ, সকলেই সমস্বরে শ্রীবাসুদেবকে পরব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। গীতায় ভগবান্ স্বয়ংও বলিয়াছেন—আমি ক্ষর হইতে অতীত এবং অক্ষর হইতেও পরমোৎকৃষ্ট ; এইজন্য লোক ও বেদ মধ্যে আমার নাম পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ। (গীতা ১৫।১৮) ॥৫৩॥

বৃষ্ণিষু শ্রৈষ্ঠ্যেন তৎ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়—বৃষ্ণিষু (বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে) শ্রৈষ্ঠ্যেন (বাসুদেবই শ্রেষ্ঠ এইরূপ শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন জন্যই) [এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্ণিবংশের মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্যই] তৎ (এইরূপ বিভূতি খ্যাপন) [করা হইয়াছে]।

বঙ্গানুবাদ—উহা বৃষ্ণিবংশীয়গণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন জন্য কথিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—বিভূতি মধ্যে যে বাসুদেবের নাম গীতায়—"বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি" (১০।৩৭)—গৃহীত হয়, তাহা কেবল যদুবংশীয়গণের মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য। বস্তুতঃ বাসুদেব "বিভূতি" নহেন, তিনি পরব্রহ্মস্বরূপ ॥ ৫৪ ॥

এবং প্রসিদ্ধেষু চ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়—প্রসিদ্ধেষু চ (শ্রীরামাদি অন্যান্য প্রসিদ্ধাবতার সম্বন্ধেও) এবং (এইরূপ) [বুঝিতে হইবে]।

বঙ্গানুবাদ—অন্যান্য প্রসিদ্ধ অবতারেরও এইরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—শ্রীরামাদি অন্যান্য ভগবদবতারেও যে বিভূতির আরোপ করা হয়, তাহা বিভূতির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য মাত্র। বস্তুতঃ ভগবৎস্বরূপে "বিভূতি" বুদ্ধি করা নিতান্ত নিষিদ্ধ॥ ৫৫॥

দ্বিতীয়াহ্নিক।

ভক্ত্যা ভজনোপসংহারাদ্গৌণ্যা
পরায়ৈ তদ্ধেতুত্বাৎ॥ ৫৬॥

অন্বয়—ভক্ত্যা (ভক্তি শব্দ দ্বারা) ভজনোপসংহারাৎ (ভজনে উপসংহার হওয়ায় অর্থাৎ ভজনই ভক্তি এইরূপ স্থিরীকৃত হওয়ায়) গৌণ্যা (গৌণীভক্তি দ্বারাই) পরায়ৈ (পরাভক্তি পাওয়া যায়) তদ্ধেতুত্বাৎ (কেননা উহাই অর্থাৎ গৌণী ভক্তিই পরা ভক্তির হেতু বা ভিত্তি স্বরূপ)।

বঙ্গানুবাদ—"ভক্তি" পদ এখানে গৌণী ভক্তির প্রতিপাদক। ভজন বা সেবাই গৌণী ভক্তি। এই গৌণী ভক্তি পরা ভক্তির ভিত্তি স্বরূপ।

ব্যাখ্যা—মুখ্য ভক্তি সাধন করিতে গেলে যে নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া সাধককে ভক্তিমার্গ-বিচ্যুত করিয়া দেয়, গৌণী ভক্তি সেই বিঘ্নরাশিকে বিনষ্ট করে এবং পরা ভক্তি লাভের পথ প্রস্তুত করিতে থাকে॥ ৫৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাগার্থপ্রকীর্ত্তিসাহচর্য্যাচ্চেতরেষাম্ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়—রাগার্থপ্রকীর্ত্তিসাহচর্য্যাৎ (ভগবানে ঐকান্তিক অনুরাগ লাভের জন্য প্রকীর্ত্তি অর্থাৎ ঐকান্তিক শ্রদ্ধাসহ নাম কীর্ত্তনের সহিত সাহচর্য্য অর্থাৎ একত্র উল্লেখ থাকায়) ইতরেষাং চ (ভগবানের লীলা-ভূমি দর্শন প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত প্রকারের সেবাও) [ভগবদনুরাগের হেতু বলিতে হইবে]।

বঙ্গানুবাদ—ভক্তিলাভের জন্য শ্রদ্ধাসহ নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সহিত স্মরণাদিরও উল্লেখ থাকায় উহাদিগকেও ভগবদনুরাগের হেতু বলিতে হইবে।

ব্যাখ্যা—ভগবানের লীলা-ভূমি দর্শন, ভগবৎ-মূর্ত্তির সেবা, অঙ্গরাগ, নৈবেদ্যাদি সহ পূজা, আরতি, নাম-জপ, নাম-সংকীর্ত্তন, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতাদি সমস্ত প্রকার সেবাই কেবল ঐকান্তিক অনুরাগ লাভ করিবার জন্য। শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ (৭।৫।২৩)

"সর্ব্বব্যাপী ভগবানের কথা ও গুণানুবাদ শ্রবণ, তাঁহার নাম-সঙ্কীর্ত্তন, তাঁহাকে স্মরণ, তাঁহার পাদ-সেবন, অর্চ্চনা, বন্দনা তাঁহাকে প্রভু জানিয়া আপনাকে দাস বলিয়া মনে করা, সুখে দুঃখে তিনিই একমাত্র বন্ধু এইরূপ বিশ্বাস করা এবং তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করা, ভগবদুপাসনার লক্ষণ।" (গীতা—৯।১৪ শ্লোকের গীতার্থ-সন্দীপনী)॥ ৫৭ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরালে তু শেষাঃ স্যুরুপাস্ত্যাদৌ চ
কাণ্ডত্বাৎ ॥ ৫৮ ॥*

অন্বয়—তু (কিন্তু) অন্তরালে (অন্যত্র) [গৌণীভক্তি সম্বন্ধে কথিত] শেষাঃ চ (অবশিষ্ট সমস্তই) উপাস্ত্যাদৌ (উপাস্ত উপাসনা প্রভৃতির অর্থাৎ পরাভক্তির অন্তর্ভুক্ত) স্যুঃ (হয়)। [ঐ সমস্তই] কাণ্ডত্বাৎ (উপাসনা কাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া) [তৎ সমস্তই পরাভক্তির সাধক]।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৯ম অধ্যায়ের ১৩শ হইতে ২৯শ শ্লোক পর্য্যন্ত এবং অন্যত্র যে কিছু ভক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে, সমস্তই উপাসনা কাণ্ডের অন্তর্গত। তৎ সমস্তই পরা ভক্তি।

ব্যাখ্যা—ভগবান্ গীতায় (৯।১৪) বলিয়াছেন,—তাঁহারা সর্ব্বদা আমার নাম-সঙ্কীর্ত্তন, প্রযত্ন পূর্ব্বক দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে নমস্কার এবং ভক্তিপূর্ব্বক নিষ্ঠাযুক্তচিত্তে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। (মৎকৃত "গীতার্থ-সন্দীপনী" পাঠে বিশেষ অনুভূত হইবে) ॥৫৮॥

---

* এই সূত্রের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন—ভক্তি-সাধনের আদি হইতে পরা ভক্তি লাভ পর্য্যন্ত কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান সমস্তই উপাসনা-কাণ্ডের অন্তর্গত; কেননা, কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, উপাসনা দ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্য এবং জ্ঞান দ্বারা ভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইলেই পরা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। এইজন্য বেদের কাণ্ডত্রয়ই উপাসনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাভ্যঃ পাবিত্র্যমুপক্রমাৎ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়—উপক্রমাৎ (উপক্রমে অর্থাৎ ভক্তি-সাধনের প্রথমেই বর্ণিত হইয়াছে এই জন্য) তাভ্যঃ (তাহা হইতে অর্থাৎ গৌণী ভক্তি হইতে) পাবিত্র্যম্ (পবিত্রতা) [লাভ হয়]।

বঙ্গানুবাদ—গৌণী ভক্তির দ্বারা পবিত্রতা লাভ হয় ; কেননা, (ভক্তি-সাধনের) আরম্ভেই এইরূপ কথিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—আত্মজ্ঞানের সাধনও গৌণীভক্তির অন্তর্গত, এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক সূত্রকার উহা পরাভক্তি লাভের উৎকৃষ্ট উপায় জানিয়া ভক্তি-সাধনায় "পবিত্রমিদমুত্তমং" (গীতা ৯।২)—ইহা পবিত্র ও উত্তম—এই ভগবদ্ভক্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন ; কেননা, আত্মজ্ঞান পবিত্র হইতেও পবিত্রতম। এইরূপে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আত্মভাবে ভগবৎ-সেবা করিতে করিতে অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ পরিশুদ্ধ হইয়া আইসে এবং চিত্তশুদ্ধি হইলে নির্ম্মলা ভক্তির অভ্যুদয় হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

তাসু প্রধানযোগাৎ ফলাধিক্যমেকে ॥ ৬০ ॥

অন্বয়—তাসু (উপাসনা বা গৌণীভক্তির সহিত) প্রধানযোগাৎ (প্রধান অর্থাৎ পরাভক্তির যোগ হইলে) ফলাধিক্যম্ (ফলাধিক্য হয়) [ইহা] একে (কোনও কোনও আচার্য্য) [বলেন]।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ—কোন কোন আচার্য্য পরা ভক্তির সহিত গৌণী ভক্তির যোগ হইলে ফলাধিক্য স্বীকার করেন।

ব্যাখ্যা—ভগবানের নাম স্মরণ, কীর্ত্তন ও অর্চ্চনাদি যে কোনও গৌণীভক্তির সাধনা পরাভক্তি লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতেই অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি সাধিত হইতে পারে; কেননা যাহার দ্বারা পরাভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সুফল-প্রসবিনী শক্তি সকলেরই স্বীকার্য্য ॥ ৬০ ॥

নাম্নেতি জৈমিনিঃ সম্ভবাৎ ॥ ৬১ ॥

অন্বয়—নাম্না (নাম দ্বারা অর্থাৎ নাম-সংকীর্ত্তনরূপ গৌণীভক্তি দ্বারা) সম্ভবাৎ (পরাভক্তির সম্ভব অর্থাৎ উদয় হয় বলিয়া) [ইহাই প্রধান] ইতি (ইহা) জৈমিনিঃ (জৈমিনি মুনি) [বলেন]।

বঙ্গানুবাদ—ভগবানের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন দ্বারা পরা ভক্তির উদয় হয় বলিয়া আচার্য্য জৈমিনির মতে উহাই প্রধান।

ব্যাখ্যা—নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ গৌণী ভক্তির সাধনা করিতে করিতে পরা ভক্তির লাভ হয় বলিয়া পরা ভক্তির বিকাশের পরও উহাদের অভ্যাস করা আবশ্যক; কেননা, তদ্দ্বারা পরা ভক্তির দৃঢ়তা হইয়া থাকে। নামের স্মরণ-কীর্ত্তনে বিশেষ ফল হয় বলিয়া উহারই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাই মহর্ষি জৈমিনির মত ॥ ৬১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

 Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্রাঙ্গপ্রয়োগাণাং যথাকালসম্ভবো গৃহাদিবৎ ॥ ৬২ ॥*

অন্বয়—গৃহাদিবৎ (গৃহাদি প্রস্তুত করণের ন্যায়) অত্র (পরাভক্তি লাভ সম্বন্ধেও) অঙ্গপ্রয়োগাণাং (ভগবদ্-গুণকীর্ত্তন প্রভৃতি অঙ্গ সমূহের প্রয়োগ) যথাকালসম্ভবঃ (যথাকালে ও যথাক্রমে বিধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করা) [দরকার]।

বঙ্গানুবাদ—এখানে গৃহাদির অঙ্গস্থাপনের ন্যায় যথাকালসম্ভূত অঙ্গপ্রয়োগ মাত্র বুঝিতে হইবে।

ব্যাখ্যা—গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে যেমন প্রথমে ভিত্তি, দ্বার, ছাদ যথাক্রমে স্থাপন করিতে হয়, সেইরূপ প্রথমে ভগবদ্-গুণ শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি করিতে হয়, তবে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধা জন্মিলে সেবা পূজা বিধিপূর্ব্বক সাধিত হয়। এইরূপে যথাক্রমে পরিণামে পরা ভক্তি লাভ করা যায়॥ ৬২ ॥

---

* এই সূত্রের এরূপ ব্যাখ্যাদিও হইতে পারে—

বঙ্গানুবাদ—গৃহ নির্ম্মাণ জন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহের ন্যায় একত্র বা পৃথগ্ রূপে ভক্তি-সাধনাঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান করিতে হয় ॥ ৬২ ॥

ব্যাখ্যা—সাধন-ভক্তির বিবিধ অঙ্গসমূহ একত্রই হউক অথবা পৃথক্ পৃথক্ হউক—সুযোগ পাইলেই—অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। ভগবানের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন, ভগবৎ-কথা শ্রবণ, ভগবৎ-সেবা পূজাদি যখন যাহা করা সম্ভব হইবে, তখন তাহারই অনুষ্ঠান করা উচিত। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য দ্রব্যাদি একত্র বা পৃথক্ পৃথক্ সংগ্রহ করিলেই যেমন গৃহের সর্ব্বাবয়ব অল্পায়াসেই সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ ভক্তি-সাধনার অঙ্গসমূহ, যখন যেটাই হউক অনুষ্ঠিত হইলে পরিণামে পরাভক্তি সহজেই লাভ হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরতুষ্টেরেকোঽপি বলী ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়—ঈশ্বরতুষ্টেঃ (ঈশ্বরের তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারিলে) একঃ অপি (একক এবং সেই একমাত্র কার্য্যের অনুষ্ঠাতাও) বলী (বলবান্ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভক্ত)।

বঙ্গানুবাদ—ঈশ্বরের প্রীতিকর কোন একটি মাত্র সাধনের অনুষ্ঠাতাই বলবান্।

ব্যাখ্যা—ভগবদ্-গুণ শ্রবণ বা কীর্ত্তন, কিংবা সেবন আদির মধ্যে কোন একটি সাধনও যদি কেহ দৃঢ়তা পূর্ব্বক করেন, তবে তাহাতেই ভগবৎ-কৃপার উদয় হইবে। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চনা দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে ভগবানের কেবল নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই সেই ফল (ভগবৎ-কৃপা) লাভ হইয়া থাকে। পরা ভক্তি নিজ চেষ্টা বা কৌশল সাধ্য নহে; ভগবৎ-কৃপাদৃষ্টি হইলেই উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ৬৩॥

অবন্ধোঽর্পণস্য মুখম্ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়—অর্পণস্য (ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণরূপ) অবন্ধঃ (মুক্তি) [পরাভক্তির] মুখম্ (মুখ অর্থাৎ দ্বার স্বরূপ)।

বঙ্গানুবাদ—নিষ্কাম হইয়া ভগবানে কর্ম্মফলার্পণরূপ অবন্ধ (মুক্তি) পরা ভক্তির দ্বারস্বরূপ।

ব্যাখ্যা—সমস্ত কর্ম্মের ফল নিজভোগার্থ কামনা না করিয়া ভগবান্‌কে অর্পণ করিলে জীব বন্ধনমুক্ত হয়। যাগযজ্ঞাদির ফলে ভিন্ন ভিন্ন দিব্যলোক ভোগ করিলে তবে বহুকালে ঈশ্বরলোক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্তি হয়। কিন্তু যজ্ঞাদির ফলকামনা না করিয়া সমস্ত কর্ম্মই ভগবদর্থে সম্পাদন করিলে অনায়াসে ঈশ্বরলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কীর্ত্তনাদি ব্যতীত ঈশ্বরলাভের ইহা অপর একটী উপায় কথিত হইল ॥ ৬৪ ॥

ধ্যাননিয়মস্তু দৃষ্টসৌকর্য্যাৎ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) দৃষ্টসৌকর্য্যাৎ (চিত্তের স্থিরতারূপ দৃষ্টফল যাহাতে সুকর অর্থাৎ সহজলভ্য হয় সেইজন্যই) ধ্যান-নিয়মঃ (ধ্যানের নিয়ম)।

বঙ্গানুবাদ—যে ভাবে ধ্যান করিলে চিত্তের স্থিরতা রূপ দৃষ্টফল লাভ হয়, সেই ভাবের চিন্তন করাই ধ্যান।

ব্যাখ্যা—যদি ভগবানের অসংখ্য রূপের মধ্যে কোন একটি রূপে স্বাভাবিক ভক্তির উদয় হয়, তবেই উত্তম। বলপূর্ব্বক কোন শ্রীমূর্ত্তিতে ভক্তি উদয় করিবার চেষ্টা করা অনুচিত। যে ভাবে যে রূপ দেখিলে তোমার নয়ন শীতল হয়—মন মোহিত হয়—প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়—চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়, সেই ভাবে তাঁহারই ধ্যান কর ॥ ৬৫ ॥

তদ্‌যজিঃ পূজায়ামিতরেষাং নৈবম্ ॥ ৬৬ ॥*

অন্বয়—পূজায়াম্ (ভগবৎ পূজনেই) তদ্‌যজিঃ (যজনশব্দের

* 'তদ্ যজি' ইত্যত্র 'উদ্যন্তিঃ' ইতি পাঠো ভবদেব-ধৃতঃ।
অন্বয়ঃ—পূজায়াম্ (পূজাদিতে) উদ্যন্তিঃ (প্রবৃত্ত ভক্তের) [ধ্যানাদি দ্বারাই ভগবৎ-প্রসাদ লাভ হয়] ইতরেষাং (অপরের) এবং (এইরূপ) ন (হয় না)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োগ) ইতরেষাম্ (তদ্ভিন্ন অন্য কোনও অনুষ্ঠানে) এবম্ (এইরূপ অর্থাৎ যজন শব্দের প্রয়োগ) ন (হইবে না) ।

বঙ্গানুবাদ—ভগবৎ-পূজন ভিন্ন অন্যবিধ অনুষ্ঠানকে "যজন" বলা যায় না।

ব্যাখ্যা—যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মধ্যে কামনা ও জীবহত্যা ইত্যাদি অনেক হইয়া থাকে। এ ভাবে ভগবানের সেবা করিবে না। যাহাতে "কায়েন মনসা বাচা" কেবল মাত্র তাঁহারই সেবা করিতে পার, তাহারই যত্ন করিবে। তাহাতেই তাঁহাকে লাভ করা যায়। অন্যথা কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। পুত্রলাভ, রোগমুক্তি প্রভৃতির উদ্দেশ্যে সকাম যজ্ঞ ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিলে তত্তৎ ফললাভ মাত্র হয়, তাহাতে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় না। এইজন্য ভক্তি লাভ করিতে হইলে নিষ্কামভাবে ঈশ্বর-প্রীত্যর্থই উপাসনা করা উচিত ॥ ৬৬ ॥

পাদোদকন্তু পাদ্যমব্যাপ্তেঃ ॥ ৬৭ ॥*

অন্বয়—পাদ্যং তু (প্রতিমাদিতে নিবেদিত পাদ্যই) পাদোদকম্ (ভগবৎ-পাদোদক স্বরূপ) [অন্যথা] অব্যাপ্তেঃ (প্রতিমাদিতে অব্যাপ্তি হয় বলিয়া) ।

---

* পাদোদকন্তু ন পাদ্যমব্যাপ্তেরিতি পাঠান্তরম্ ।

অন্বয়ঃ—পাদ্যং তু (সাক্ষাৎ ভগবৎ-পাদ-সংযুক্ত জলই) পাদোদকং (পাদোদক শব্দবাচ্য) ন (নহে) ; [কেননা, তাহা হইলে প্রতিমাদিতে] অব্যাপ্তেঃ (অব্যাপ্তি হয় বলিয়া) ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ—প্রতিমাদিতে অব্যাপ্তি বশতঃ ভগবন্মূর্ত্তির পাদ্য (পাদপ্রক্ষালনার্থ জলকেই) ভগবৎ-পাদোদক বলিয়া জানিবে।

ব্যাখ্যা—অবতার গ্রহণ কালে ভগবানের পাদধৌত জলই পাদোদক বটে, কিন্তু সর্ব্বদা রাম, কৃষ্ণাদি অবতারের সম্ভাবনা নাই এবং শালগ্রামশিলা বা বাণলিঙ্গাদির পাদাভাব বশতঃ তাঁহাদের পূজাকালে প্রদত্ত পাদ্য (পাদ-প্রক্ষালনার্থ নিবেদিত জলই) ভগবানের পাদোদক বলিয়া স্বীকার্য্য। শ্রদ্ধাসহ নিত্য ঐ পাদোদক সেবন করিলেও শরীর মন পবিত্র ও ভগবদ্ভক্তি বিকাশিত হয়॥ ৬৭॥

স্বয়মর্পিতং গ্রাহ্যমবিশেষাৎ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়—স্বয়ম্ (নিজ কর্ত্তৃক) অর্পিতং (সমর্পিত বস্তুও) গ্রাহ্যম্ (গ্রহণ করা যাইতে পারে) অবিশেষাৎ (স্বয়ং অর্পিত বা অন্যের অর্পিত বস্তুতে কোনও বিশেষ নাই বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—নিজ সমর্পিত বস্তুও গ্রহণ করিবে; কেননা, কোনরূপ বিশেষ নাই।

ব্যাখ্যা—নারায়ণকে যে দ্রব্য নিবেদন করিয়া দিবে, তাহার প্রসাদ লইতে সঙ্কুচিত হইও না। "আমার দ্রব্য, আমি কেমন করিয়া লইব," এরূপ মনেও করিও না। উপাসক মাত্রেরই প্রসাদ-সেবন কর্ত্তব্য। যতক্ষণ তুমি নিজ বস্তুগুলি নিবেদন কর নাই, ততক্ষণই সেগুলি তোমার ছিল, কিন্তু নিবেদিত হইয়া গেলে, উহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust Funding by MoE-IKS

ভগবানেরই হইল, বুঝিতে হইবে; উহাতে তোমার আর কিছুমাত্র অধিকার রহিল না। নিবেদন-কর্ত্তাতে ও অন্য ব্যক্তিতে এক্ষণে আর তারতম্য রহিল কৈ? অন্যে যেমন প্রসাদের অধিকারী, তুমিও সেইরূপ হইলে॥ ৬৮॥

নিমিত্তগুণাব্যপেক্ষণাদপরাধেষু ব্যবস্থা॥ ৬৯॥*

অন্বয়—নিমিত্তগুণাব্যপেক্ষণাৎ (ভগবদুপাসনায় (১) নিমিত্ত অর্থাৎ ভ্রমকৃতত্ব, (২) গুণ অর্থাৎ স্বভাবকৃতত্ব, (৩) অব্যপেক্ষণ অর্থাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও হঠাৎকৃতত্ব অনুসারে) অপরাধেষু (অপরাধের) ব্যবস্থা (গুরুলাঘবের তারতম্যরূপ ব্যবস্থা) [হইয়া থাকে]।

বঙ্গানুবাদ—ভগবদুপাসনায় (১) নিমিত্ত (২) গুণ ও (৩) অব্যপেক্ষা অনুসারে অপরাধের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—ভগবৎ-সেবা করিতে গেলে যত প্রকার "সেবাপরাধ" হয়, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত। ১—ভ্রম বশতঃ অপরাধ করা।

---

* এই সূত্রের নিম্নরূপ বঙ্গানুবাদ এবং ব্যাখ্যাও হইতে পারে—

বঙ্গানুবাদ—নিমিত্ত এবং গুণের অপালনের তারতম্যানুসারেই অপরাধের ব্যবস্থা হইয়া থাকে॥ ৬৯॥

ব্যাখ্যা—যে দ্রব্য পূজায় ব্যবহার করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা ব্যবহারে পূজা সিদ্ধ হইবে না ইহাই নিমিত্তাপরাধ। পূজায় যে অনুষ্ঠানের পরে যে অনুষ্ঠান করা ব্যবস্থা আছে—তাহার ব্যতিক্রম করা গুণাপরাধ। পূজায় নিষিদ্ধ পুষ্পের ব্যবহার, পূজার ক্রমভঙ্গ এবং যথাযথ শৌচাদি ব্যতীত পূজা করা, অপরাধ মধ্যে গণ্য। এইজন্য এ সমস্ত বিষয়ে সাবধান হইয়া, ভগবদ্ভক্তি লাভের নিমিত্ত পুরুষার্থ সাধন করা আবশ্যক॥ ৬৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২—নিজ প্রকৃতিদোষে নিত্য অপরাধ করা। ৩—অনিচ্ছা সত্ত্বে হঠাৎ অপরাধ করা। অনিচ্ছাকৃত অপরাধ অপেক্ষা নিমিত্তাপরাধ ও নিমিত্তাপরাধ অপেক্ষা নিত্যাপরাধ অধিক গুরুতর ॥ ৬৯ ॥

পত্রাদের্দানমন্যথা হি বৈশিষ্ট্যম্ ॥ ৭০ ॥*

অন্বয়—[ভগবদুদ্দেশ্যে ভক্তিপূর্ব্বক] পত্রাদেঃ (পত্র পুষ্পাদি সমস্ত দ্রব্যের) দানম্ (দানই) [সমান]; অন্যথা হি (ভক্তির অঙ্গরূপে ভিন্নই) [উহা] বৈশিষ্ট্যম্ (বিশিষ্টতা বা পার্থক্য) [লাভ করে]।

বঙ্গানুবাদ—পত্র, পুষ্প ও মণি, কাঞ্চন প্রভৃতি সমস্ত দানই ভক্তির অঙ্গরূপে সমান, নচেৎ গীতোক্ত পত্র, পুষ্প, ফল ও জলের নিবেদন বিশিষ্টতা লাভ করে।

ব্যাখ্যা—ভগবান্‌কে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জলই দান কর, অথবা রজত, কাঞ্চন, মণি, মাণিক্যই দান কর—সকল দানের ফলই সমান। কেননা, তাঁহার সম্মুখে পত্র বা কাঞ্চনে প্রভেদ নাই। তোমার শ্রদ্ধার অনুরূপই তোমার ফল হইবে, উপকরণের পরিমাণ বা মূল্যানুসারে নহে। গীতায় কেবল মাত্র পত্রাদি চতুষ্টয়ের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় তাহার কোন বিশেষত্ব আছে তাহা নহে, ভক্তির তারতম্যানুসারেই ফললাভ হয়। এ বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা গীতার ৯।২৬ শ্লোকের 'গীতার্থ-সন্দীপনী'তে দ্রষ্টব্য ॥ ৭০ ॥

---

* পত্রাদের্দানমিত্যাদি সূত্রটী ভবদেব ধরেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বকৃতজত্বাৎ পরহেতুভাবাচ্চ ক্রিয়াসু শ্রেয়স্যঃ ॥ ৭১ ॥

অন্বয়—স্বকৃতজত্বাৎ (কৃত পুণ্যের ফল বলিয়া) পরহেতুভাবাৎ চ (এবং পরাভক্তি লাভের হেতু বলিয়া) [গৌণী ভক্তির এই সকল অঙ্গ] ক্রিয়াসু (কর্ম্ম অনুষ্ঠান মধ্যে) শ্রেয়স্যঃ (শ্রেষ্ঠ)।

বঙ্গানুবাদ—গৌণী ভক্তির এই সকল অঙ্গ পুণ্যের ফল ও পরা ভক্তি লাভের উপাদান স্বরূপ বলিয়া অন্যান্য কর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা—পরা ভক্তির উদয় হইলে মানবের ক্রিয়াপ্রবৃত্তি থাকে না, কিন্তু যতদিন ক্রিয়ানুষ্ঠানেচ্ছার শেষ না হয়, ততদিন অবশ্যাবশ্য পূর্ব্বোক্ত রীতিতে ভক্তির সূচনা করিবে। যথাক্রমে কার্য্য করিলে পরা ভক্তির স্ফুরণ হয়। গৌণী ভক্তির সাধনাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভগবানে ভক্তিভাবের দৃঢ়তা হইলে সাধকের মন পরা ভক্তির বিকাশানুকূল পবিত্রতা লাভ করে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ"। গীতা, ৪।১০

বহুব্যক্তি (পরোক্ষ) জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার স্বরূপভূত ভাব (পরা ভক্তি) লাভ করিয়াছেন ॥ ৭১ ॥

গৌণং ত্রৈবিধ্যমিতরেণ স্তুত্যর্থত্বাৎ সাহচর্য্যম্ ॥ ৭২ ॥

অন্বয়—ত্রৈবিধ্যম্ (চতুর্ব্বিধ ভক্তের ভক্তির মধ্যে আর্ত্ত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই ত্রিবিধ প্রকারের ভক্তিই) গৌণম্ (গৌণী); [কেবলমাত্র] স্তুত্যর্থত্বাৎ (স্তুতিবাদের জন্যই) ইতরেণ (অবশিষ্ট চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ জ্ঞানীর ভক্তির সহিত) সাহচর্য্যম্ (একত্র উল্লিখিত হইয়াছে)।

বঙ্গানুবাদ—ত্রিবিধ ভক্তিই গৌণী। কেবল স্তুতিবাদের জন্য জ্ঞানীর ভক্তি তৎসহ উল্লিখিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে যে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ ভক্তের ভক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম ত্রিবিধ ভক্তি গৌণী। ১ম—দুঃখে পড়িয়া বিপদ্ উদ্ধারের জন্য জীব ভগবান্‌কে যে ভক্তি করেন, ২য়—ভগবত্তত্ত্ব জানিবার জন্য (জিজ্ঞাসু) ভগবানে, শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে যে ভক্তি করেন, এবং ৩য়—নিজ কামনা সিদ্ধির জন্য ভগবানের প্রতি লোকের যে ভক্তির উদ্রেক হয়—তাহা গৌণী। কেবল নিষ্কাম জ্ঞানীর ভক্তিই অন্তঃকরণের প্রেম-প্রফুল্লতা নিবন্ধন হইয়া থাকে। সেই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥" গীতা, ৭।১৭

এই চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত জ্ঞানীই পরমোৎকৃষ্ট; কেননা, আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার অত্যন্ত প্রিয়॥ ৭২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহিরন্তরস্থমুভয়মবেষ্টি-সববৎ ॥ ৭৩ ॥*

অন্বয়—অবেষ্টিসববৎ (যজ্ঞের অবেষ্টি ও সব নামক অঙ্গবিশেষের ন্যায়) [স্মরণ কীর্ত্তনাদিও] বহিরন্তরস্থম্ (বাহিরে এবং ভিতরে) উভয়ম্ (এই উভয়েরই মধ্যে পরিগণিত)।

বঙ্গানুবাদ—যজ্ঞের অবেষ্টি ও সবের (যজ্ঞের অঙ্গবিশেষ) ন্যায় স্মরণ কীর্ত্তনাদিও বাহির ও ভিতর উভয়ের মধ্যে পরিগণিত।

ব্যাখ্যা—রাজসূয় যজ্ঞের অন্তর্গত অবেষ্টি কখন কখনও উহার বহিরঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং "বৃহস্পতিসব" ও বাজপেয় যজ্ঞের অঙ্গীভূত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; কখনও বা বহির্ভূত বলিয়া তাহার মহিমা বেদে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ কীর্ত্তনাদিতে যে ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহা অপরা ভক্তির অন্তর্গত হইলেও উহাতে বিশেষ রুচি থাকিলে তাহাই আবার মুখ্য ভক্তি বলিয়া গৃহীত হয়। শ্রুতিতেও আছে যে, যজ্ঞাদি কার্য্যে প্রমাদবশতঃ কোনও অঙ্গহানি হইয়া থাকিলে বিষ্ণুস্মরণ করিলেই তাহা সম্পূর্ণ হয়। ইহা দ্বারা ভগবন্নাম স্মরণ ও কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৭৩ ॥

স্মৃতিকীর্ত্ত্যোঃ কথাদেশ্চার্ত্তৌ প্রায়শ্চিত্তভাবাৎ ॥৭৪॥

অন্বয়—কথাদেঃ (ভগবন্নামের) স্মৃতিকীর্ত্ত্যোঃ (স্মরণ

---

* বহিরন্তরঙ্গম্ ইত্যাদি পাঠান্তরম্। উভয়ম্ অবেষ্টিসম্বন্ধবৎ ইতি পাঠান্তরম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা কীৰ্ত্তন করা) আর্ত্তৌ (আর্ত্তভক্তির মধ্যে) [পরিগণিত] [কেননা, ভগবন্নাম স্মরণাদি] প্রায়শ্চিত্তভাবাৎ (প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বলিয়াই) [গণ্য হয়]।

বঙ্গানুবাদ—ভগবন্নামাদির স্মরণ কীর্ত্তনকে আর্ত্ত-ভক্তির মধ্যে নিবিষ্ট করা যাইতে পারে ; কেননা, ভগবন্নামাদি স্মরণ বা কীর্ত্তনাদি করা আর্ত্তগণের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ।

ব্যাখ্যা—যাহারা পূর্ব্বকৃত পাপাদি জন্য পরিতাপকালে শান্তি লাভের জন্য ভগবৎ-কথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহাদের তাহাতেই পাপাদি ক্ষয় হয়। আর্ত্তদিগের ভগবন্নামকীর্ত্তনাদির (পাপাদির প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন) স্বতন্ত্র মুখ্যতা দৃষ্ট হয় না।

ভগবন্নারায়ণের মহিমা শ্রবণ যেরূপ ফলপ্রদ, সর্ব্বাশ্রমবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং সর্ব্বতীর্থে স্নানও সেরূপ শুভকর নহে। ভগবানের সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী চরিত্রকথা শ্রবণ করিলে মনুষ্যগণ তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া যায়। (মহাভারত, মোক্ষ-পর্ব্বাধ্যায়) ॥ ৭৪ ॥

ভূয়সামননুষ্ঠিতিরিতি চেদাপ্রয়াণমুপ-
সংহারান্ মহৎস্বপি ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়—[আর্ত্তভক্তগণের] ভূয়সাম্* (বহুপ্রকার কর্ম্মের) অননুষ্ঠিতিঃ (অননুষ্ঠান হয় অর্থাৎ অনুষ্ঠান করা হয় না) ইতি

* কেহ কেহ—"ভূয়সাম্" (বড় বড় পাপের শান্তির জন্য কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি বড় বড় প্রায়শ্চিত্তের)—এইরূপ অর্থ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ইহা) চেৎ (যদি) [বল, তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, তাহা নহে, কেননা] আপ্রয়াণম্ (আমরণ) [ভগবন্নাম স্মরণ কীর্ত্তনাদি] মহৎসু অপি (মহা মহা পাপনিচয়েরও) উপসংহারাৎ (প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বলিয়া) [বিবেচিত হয়]।

বঙ্গানুবাদ—আর্ত্ত ভক্তগণ যে অধিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহা নহে ; আমরণ (জীবনব্যাপী) ভগবন্নাম স্মরণ কীর্ত্তনাদিও (বহুকর্ম্মানুষ্ঠানের তুল্য বলিয়া) মহা মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ।

ব্যাখ্যা—তুমি যতই যাগ, যজ্ঞ, কাম্য কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান কর না কেন, পরিণামে ভক্তির উদয় না হইলে কিছুতেই মুক্তির আশা নাই। ভক্তি ব্যতীত কেবল মাত্র কর্ম্মের দ্বারা কি হইবে ? এক একটী মহাপাতক ক্ষয়ের জন্য তুষানলাদির অনুষ্ঠান করিলে এক জীবনে একটী মাত্র মহাপাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। কিন্তু পাপের জন্য অনুতাপ সহ আজীবন অহরহঃ ভগবানের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, সকল পাপেরই ক্ষয় হইয়া যায়, এবং এই জীবনে নিশ্চয়ই মনের সাত্ত্বিকতা ও শান্তি লাভ হয়। এই জন্য ভক্তিসহ ভগবানের নাম স্মরণ—সর্ব্ববিধ যজ্ঞ ব্রতাদি অপেক্ষা অধিক কল্যাণকর। যে ব্যক্তি অহর্নিশ শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হয়েন এবং তাঁহাকে নরকে গমন করিতে হয় না। (বিষ্ণুপুরাণ ২।৬।৩৬—৩৮) ভগবানের শরণাগত হইতে পারিলে পাপত ক্ষয় হইবেই এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কৃপায় মনুষ্য জন্ম ধারণের সার্থকতাও সুসিদ্ধ হইবে ॥ ৭৫ ॥

লঘ্বপি ভক্তাধিকারে মহৎক্ষেপক-মপরসর্ব্ববিহানাৎ ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়—[ভগবন্নাম স্মরণ কীর্ত্তনাদি] লঘু অপি (সকৃদুচ্চারিত অতএব অনায়াস সাধ্য হইলেও) [উহা] মহৎক্ষেপকম্ (মহাপাতক-বিনাশক); [কেননা] ভক্তাধিকারে (ভক্তগণের পক্ষে) অপরসর্ব্বহানাৎ (অপর সমস্ত কার্য্যেরই অবিধান বা নিষেধ আছে বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—(ভগবানের নাম স্মরণ কীর্ত্তনাদি) অনায়াসসাধ্য হইলেও উহা দ্বারা মহামহাপাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে ; কেননা, ভগবানে শরণাগতগণের জন্য অন্য কোনও প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই।

ব্যাখ্যা—ভক্তির কিরণ এমনই নির্ম্মল ও সুতীব্র যে পাপ রূপ কুজ্ঝটিকা তাহার সম্মুখে ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবানের নাম স্মরণ করেন, যাঁহারা ভগবদ্গতপ্রাণ ও যাঁহারা ভগবানের শরণাগত, ভগবান্ সেই মহাত্মাদিগের জন্যই অর্জ্জুনকে আদর্শ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" (গীতা, ১৮।৬৬) হে অর্জ্জুন! তুমি বৈধ, অবৈধ ও কাম্য আদি সমস্ত প্রকার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এবং শরীর, ইন্দ্রিয়, মন আদির ধর্ম্ম বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তৃত্বাভিমান. স্ফুরিত করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব ॥ ৭৬ ॥

তৎস্থানত্বাদনন্যধর্ম্মঃ খলেবালীবৎ ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়—খলেবালীবৎ (যূপকাষ্ঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত খলেবালীর অর্থাৎ সেই কাষ্ঠের ন্যায়) তৎস্থানত্বাৎ (ভগবচ্ছরণাগত বলিয়া সেই স্থানমাহাত্ম্যে) অনন্যধর্ম্মঃ (অন্য কোনও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত, একমাত্র ভগবচ্ছরণাগতিই) [মহাপাতক বিনাশ করিতেও সমর্থ]।

বঙ্গানুবাদ—ভগবৎ-শরণাগতের ভগবদ্ধর্ম্ম অতি ক্ষুদ্র হইলেও অন্যান্য অনুষ্ঠান ব্যতীত "খলেবালীর" ন্যায় মহাপাতকও বিনাশ করিতে সমর্থ।

ব্যাখ্যা—খলেবালী (ধান্যাদি নিষ্কাশন জন্য ক্ষেত্র মধ্যস্থ পশুবন্ধন-কাষ্ঠ অর্থাৎ 'মেই কাঠ') যেমন যজ্ঞীয় যূপ (যজ্ঞীয় পশু-বন্ধনার্থ সংস্কৃত কাষ্ঠস্তম্ভ) রূপে ব্যবহৃত হয়, ভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তনাদিও সেইরূপ পাপনাশক বলিয়া বিহিত হইয়াছে। অধিকন্তু "খলেবালীর" চতুঃপার্শ্বে যতই কেন সশস্য ধান্যাদির কাণ্ড দাও না, তাহা যেমন নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে, সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত যে কোন ক্ষুদ্র কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করুন না, উহা অনন্যবুদ্ধিতে করেন বলিয়া তাঁহার ভাগবতী শক্তিতে পাপরাশি বিশাল হইলেও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। ভক্তির উদয় হইলে পাপ পুণ্য হইতে আর বন্ধনের ভয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে না। যেমন খলেবালী (সেই কাঠ) যজ্ঞীয় যূপরূপে ব্যবহৃত হইলেও উহাতে (সেই কাঠে) যূপে বিহিত কোনও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার আবশ্যকতা নাই, সেইরূপ ভগবানের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন (শরণাগতি) চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত-স্থানীয় হইলেও স্মরণ কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করায় প্রায়শ্চিত্তের অন্যান্য অঙ্গ (মুণ্ডনাদি) করিতে হয় না। অতএব অন্য কোনও অনুষ্ঠান ব্যতীতও খলেবালী যেরূপ যজ্ঞীয় যূপের কার্য্য সিদ্ধ করে, সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত (প্রায়ঃ=তপস্যা, চিত্ত=নিশ্চয়) কেশ বপনাদি অন্যান্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও ভগবানের নাম স্মরণ কীর্ত্তনাদিতেই পাপের নাশ হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

আনিন্দ্যযোন্যধিক্রিয়তে পারম্পর্য্যাৎ
সামান্যবৎ ॥ ৭৮ ॥

অন্বয়—পারম্পর্য্যাৎ (গুরূপদেশ ও শাস্ত্র পরম্পরাক্রমে) সামান্যবৎ (অহিংসাদি সাধারণ ধর্ম্মের ন্যায়) [ভগবদ্ভক্তিতে] আ-নিন্দ্যযোনি (নিন্দ্যযোনি অর্থাৎ নীচ জাতি চণ্ডালাদিরও) অধিক্রিয়তে (অধিকার আছে)।

বঙ্গানুবাদ—ভগবদ্ভক্তিতে নীচজাতি চণ্ডালাদিরও অধিকার আছে। কেননা (গুরূপদেশ ও) শাস্ত্র-পরম্পরাক্রমে অহিংসাদি সাধারণ ধর্ম্মের ন্যায় ভক্তি লাভে সকলের অধিকার সমান।

ব্যাখ্যা—ব্রত তপস্যাদিতে সকলের অধিকার নাই বটে, কিন্তু অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদি ধর্ম্ম পালনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ত্রী, শূদ্র, চণ্ডালাদিরও যেমন অধিকার আছে, সেইরূপ ভগবান্‌কে ভক্তি করিবার অধিকার হইতেও কেহই বঞ্চিত হয় নাই। ভক্তিমার্গে বর্ণ বা জাতির বিচার নাই; বাল, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী বা পুরুষের বিচার নই; পুণ্যাত্মা বা পাপী, যোগী বা ভোগী বা ত্যাগীর বিচার নাই; উচ্চ, নীচ, শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্টেরও বিচার নাই। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, গজ, গৃধ্র, বানরও ভক্তির অধিকার পাইয়াছে। বিশেষতঃ ভারতভূমি ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য স্থান-নিবাসিগণের পক্ষে ভক্তি ভিন্ন ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য অন্য কোন উপায়ই নাই। কেননা, সে সকল স্থান "কর্ম্মভূমি" নহে, সুতরাং তাহাদের কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান বা যোগাদি সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। ভক্তিই জগজ্জননীর ন্যায় জীবমাত্রকেই পূর্ণানন্দের অধিকার দান করেন ॥ ৭৮ ॥

অতো হ্যবিপক্বভাবানামপি তল্লোকে ॥ ৭৯ ॥

অন্বয়—অতঃ হি (এই জন্যই) অবিপক্বভাবানাম্ অপি (পরাভক্তিতে পরিপক্ব না হইলেও) তল্লোকে (ভগবল্লোকেই) [ভগবদ্ভক্তের নিবাস হয়]।

বঙ্গানুবাদ—এই জন্য পরা ভক্তিতে পরিপক্ব না হইলেও ভগবল্লোকে নিবাস হয়।

ব্যাখ্যা—যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদি ভোগ হয়—আবার ক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকিলে দোষও স্পর্শ করে। কিন্তু ভক্তিমার্গ সেরূপ নহে। ভগবান্‌কে লাভ করিয়া অবিচ্ছিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিদ্‌ঘনানন্দ ভোগ করিবার একমাত্র উপায় পরা ভক্তিতে পরিপক্ক না হইলেও সালোক্য লাভ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। ভক্তির জ্বলন্ত শিখায় কর্ম্মফল-কামনারূপ তৃণরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়; সুতরাং ভগবল্লোক ভিন্ন অন্য কোন লোকই ভক্তের বাসোপযোগী নহে ॥ ৭৯ ॥

ক্রমৈকগত্যুপপত্তেস্তু ॥ ৮০ ॥

অন্বয়—[সাধারণের পক্ষে কর্ম্মের দ্বারা] ক্রমৈকগত্যুপপত্তেঃ (ক্রমানুসারে গতি লাভ করিয়া) [ক্রমে ক্রমে মুক্তি লাভ হয়]।

বঙ্গানুবাদ—ক্রমানুসারে গতিলাভ (কর্ম্মের দ্বারাই) হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—ভক্তির অপরিপক্কাবস্থায় বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা, ভগবানের স্বরূপতা (অদ্বৈত ভাব বা পরা ভক্তি) লাভ করিতে হইলে জন্ম জন্মান্তর লাগিয়া থাকে। কেননা, "অনেকজন্ম-সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্" (গীতা, ৬'৪৫)—জন্মে জন্মে পুণ্য করিতে করিতে জীবের পাপ বাসনা বিনষ্ট হয়, তৎপরে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত বিমলা বুদ্ধির উদয় হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সাধনার পরিপাক দ্বারা মুক্তিলাভ হয়; কিন্তু নির্ম্মলা ভক্তির উদয় হইলে জীবের সদ্যঃই ভগবানের পবিত্র আনন্দময় সত্তার সহিত সঙ্গতি হইয়া থাকে ॥ ৮০ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎক্রান্তিস্মৃতিবাক্যশেষাচ্চ ॥ ৮১ ॥

অন্বয়—[ভক্তের পক্ষে] উৎক্রান্তিস্মৃতিবাক্যশেষাৎ চ (ক্রান্তি অর্থাৎ ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া একেবারেই সিদ্ধিলাভ হয় এইরূপ স্মৃতিবাক্য থাকাতেও) [ভক্ত সেই সমস্ত ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া একেবারেই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন-ইহাই বুঝিতে হইবে]।

বঙ্গানুবাদ—কেননা, ভগবান্ বলিয়াছেন যে তাঁহার ভক্তগণ সমস্ত ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া একেবারেই সিদ্ধি লাভ করেন।*

ব্যাখ্যা—ভগবান্ গীতাতে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেতি" বাক্যে (১৮।৬৬) সমস্ত প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। আবার ৯ম অধ্যায়ে ইহাও বলিয়াছেন—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

---

* কেহ কেহ এই সূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করিয়া থাকেন, যথা—ভগবদ্গীতার উপদেশানুসারে ক্রমমুক্তির বিষয়ও অবগত হওয়া যায়। তাঁহাদের মতে গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ১০ম হইতে ১৩শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যে উপাসক মৃত্যুকালে অনন্যচিত্ত হইয়া ভগবানের একাক্ষর নাম স্মরণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন, তিনি দেহান্তে দেবযান-মার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোকের সুখ সৌভাগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্ব সূত্রের সহিত সঙ্গতি রাখিতে হইলে এরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন বোধ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে কৌন্তেয়! আমাকে যে অনন্য-চিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা করে, সে অতিশয় দুরাচার হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে। দুরাচার ব্যক্তিও যদি আমাকে ভক্তি করে, সেও শীঘ্র ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া শান্তি লাভ করে। ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি সদাচার বা দুরাচার যেমনই কেন হউক না, তাহার বিনাশ নাই। সে অবশ্যাবশ্যই কল্যাণ লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮১ ॥

মহাপাতকিনাং ত্বার্ত্তৌ ॥ ৮২ ॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) মহাপাতকিনাং (মহাপাতকীদিগের) আর্ত্তৌ (আর্ত্ত ভক্তিতেই) [অধিকার]।

বঙ্গানুবাদ—মহাপাতকীদিগের আর্ত্ত ভক্তিতেই অধিকার, অর্থাৎ মহাপাতকীদিগের ভক্তি আর্ত্তদিগের ভক্তি মধ্যে পরিগণিত।

ব্যাখ্যা—মহাপাপিগণের যদি ভক্তির উদয় হয়, তবে তাহারাও যে ক্রম উল্লঙ্ঘন করিলে পরমপদ পাইবে, শাণ্ডিল্য ঋষির এরূপ অভিপ্রায় নহে। যাহাদের কেবল অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয়, তাহাদের জন্যই ভগবান্ "অপি চেৎ সুদুরাচারো" (গীতা—৯।৩০) আদি বাক্য কহিয়াছেন। কিন্তু যাহারা পাপের পশ্চাত্তাপ জন্য ভগবান্‌কে ভক্তি করে, তাহারা ধর্ম্ম-কর্ম্মের ক্রম উল্লঙ্ঘন করিবার অধিকারী নহে। তাহারা যথাক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মাদির অবশ্য অনুষ্ঠান করিবে। অতঃপর অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে পরা ভক্তির প্রকাশ হইবে। মহাপাপিগণও প্রাণান্তকর

২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত পাপের জন্য পশ্চাত্তাপ করিতে করিতে ভগবানের নাম স্মরণ কীর্ত্তন আদি দ্বারাও নিষ্পাপ হইয়া ক্রমে তাহাতে অনন্যভক্তি লাভ করিতে পারে, ইহাই ভগবৎ-কৃপার মহিমা ॥৮২॥

সৈকান্তভাবো গীতার্থপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ ॥ ৮৩ ॥*

অন্বয়—সা (পরাভক্তিই) একান্তভাবঃ (একান্ত ভাবাপন্ন) গীতার্থপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ (গীতা হইতে এইরূপ অর্থ পাওয়া যায় বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—পরা ভক্তির নামই একান্ত ভাব; কেননা, গীতাতে এইরূপ কথিত আছে।

ব্যাখ্যা—"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্" (৯।২২)—"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র" (৬।৩০)—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো" (৯।৩৪)—"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ" (১১।৫৫)—"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ" (১২।৬) —"তমেব শরণং গচ্ছ" (১৮। ২)—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" (১৮।৬৬)—আদি ভগবদ্বাক্যই ইহার প্রমাণ স্বরূপ। এই শ্লোক সমূহের বিশদ ব্যাখা গীতার্থ-সন্দীপনী পাঠে অবগত হইতে পারিবেন ॥৮৩॥

পরাং কৃত্বৈব সর্ব্বেষাং তথা হ্যাহ ॥ ৮৪ ॥

অন্বয়—পরাং (পরাভক্তিকে) কৃত্বা এব (লক্ষ করিয়াই)

---

* তদ্দ্বয়মপি সা গীতার্থপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ ইতি পাঠান্তরম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বেষাম্ (গীতার উক্তিগুলির) তথাহি (সেইরূপ অর্থাৎ মুক্তির উপযোগিত্ব) আহ (বলিয়াছেন অর্থাৎ উপদেশ দিয়াছেন)।

বঙ্গানুবাদ—গীতার উক্তিগুলি ভক্তির দিকেই উপলক্ষিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—ভগবান্ গীতাতে কর্ম্ম, ভক্তি (উপাসনা) ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ বিষয়েরই যথোচিত প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন। কিন্তু শাণ্ডিল্য ঋষির মতে গীতোক্ত সমস্ত কথাই যেন পরাভক্তির পোষক। "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো" (গীতা—১৮।৬৬)—এই শ্লোকে "অহং" ও "ত্বাং" দুইটী পৃথক্ পদের প্রয়োগ থাকায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে ভক্তির দিকেই প্রবৃত্ত করিয়াছেন, ইহাই ঋষিবরের সংস্কার। কর্ম্ম ভক্তির উপাদান, ও তদাত্মজ্ঞান ভক্তির পরাকাষ্ঠা। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে "গৌণী ভক্তি (কর্ম্ম), দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তির উদয় (উপাসনা), এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে "পরা ভক্তি" (জ্ঞান) বিবৃত হইয়াছে। যথা—

"ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্।" (গীতা, ১৮।৬৮)

তিনি (সাধক) আমাতে পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা, ভক্তি জন্মিলেই ব্রহ্ম পদ-প্রাপ্তি (কৈবল্য-মুক্তি) হয়। "পরা ভক্তি— কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানরূপ সাধন সকলের পরিণাম ফলস্বরূপ। জ্ঞানের পরিপাকাবস্থার (অপরোক্ষতার) নামই পরা ভক্তি— বৈধকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে শ্রদ্ধা বা গৌণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি, গৌণী ভক্তি দ্বারা ভগবদুপাসনা, ভগবদুপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান, জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি * ও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার, ভগবৎ-সাক্ষাকার হইলে সাধকের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হয়, এবং এই কৃপাদৃষ্টি হইতেই পরা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।" (গীতার্থসন্দীপনী, ১৮।৫৪) ॥৮৪॥

---

* ভগবৎ-সাক্ষাৎকার (ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তি বা অপরোক্ষ জ্ঞান) ভগবৎ-কৃপাদৃষ্টি ও পরা ভক্তি প্রভৃতির বোধ-সৌকর্য্যার্থ উহারা পৃথগ্‌ভাবে কথিত হইয়াছে মাত্র, নতুবা উহাদের পার্থক্য বিচার করা উদ্দেশ্য নহে। অপরোক্ষ-জ্ঞান বা পরা ভক্তি উদয় হইলেই কৈবল্যমুক্তিও লাভ হইয়া থাকে। সংসারদৃষ্টিতে মুক্তির মুখ্যতা আছে বটে, কিন্তু আত্মদৃষ্টিতে মুক্তির পৃথক্‌ত্ব নাই। সালোক্য, সামীপ্যাদি অবান্তর মুক্তি-ফলই পরা ভক্তির পূর্ব্বে লাভ হইতে পারে। মুক্তি লাভের বিশেষ বিবরণে কথিত হইয়াছে—"অন্তঃকরণকে বিষয়বাসনা-বৰ্জ্জিত নির্ম্মল করিয়া যিনি "তৎ"রূপ ব্রহ্ম ও "ত্বং"রূপ জীবকে অভিন্ন বোধে দেখেন, অথবা একমাত্র ভগবানেই মন সমর্পণ করেন, ও অনন্য-প্রেমভক্তিসহ ভগবানেরই শরণাগত হয়েন, এবং আত্মজ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা আপনাকে নির্ম্মল করিয়া শুদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই পরমাত্ম-রতিরূপ পরম ভাব লাভ করতঃ স্বাত্মানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন।" (গীতার্থসন্দীপনী, ৪।১০)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথমাহ্নিক।

ভজনীয়েনাদ্বিতীয়মিদং কৃৎস্নস্য তৎস্বরূপত্বাৎ ॥৮৫॥ *

অন্বয়—ইদং (দৃশ্যমান সমস্তই) ভজনীয়েন (ভজনীয় ভগবান্ হইতে) অদ্বিতীয়ম্ (অস্বতন্ত্র) কৃৎস্নস্য (সমস্ত দৃশ্যমান সংসারই তৎস্বরূপত্বাৎ (ভগবানের স্বরূপ বলিয়া) | অর্থাৎ ভগবান্‌ই একমাত্র ভজনীয়] ।

বঙ্গানুবাদ—এ সমস্তই ভগবানের স্বরূপ অর্থাৎ বিকাশ ; কেননা, সমস্তই তাঁহা হইতে অস্বতন্ত্র ।

ব্যাখ্যা—যাঁহারা সংসারকে অসৎ বলিয়া থাকেন, এই সূত্র দ্বারা শাণ্ডিল্য ঋষি তাঁহাদের মতের দোষ দেখাইতেছেন। তিনি সৎ+চিৎ+আনন্দ স্বরূপ, তাঁহারই সত্তার বিকাশে জগতের প্রকাশ—তাঁহা হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থই নাই । জীব সকল তাঁহার আনন্দাংশের অধিকারী হইতে না পারিয়া নানা প্রপঞ্চে অভিভূত হয় । সেই সৎ চিদংশজ জীবকে আনন্দ বিতরণ করিবার জন্যই সময়ে সময়ে তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন । অসৎ বলিয়া কোন বস্তুই নাই । শ্রুতিতেও ব্রহ্মের জগদ্রূপতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, যথা—

---

* ভজনীয়ম্ ইতি পাঠান্তরম্।

C0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varana

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি।" (তৈত্তিরীয়—৩।১।১)

যাঁহা হইতে জীবগণ জন্মগ্রহণ করিতেছে, জন্মিয়া যদ্দারা জীবিত রহিয়াছে, এবং পরিণামে যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ দেব, দানব, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ অথবা স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, বা চেতন, অচেতন সমস্তই তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে, তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে, আবার তাঁহার সত্তাতেই বিলীন হইতেছে ॥৮৫॥

তচ্ছক্তির্মায়া জড়সামান্যাৎ ॥ ৮৬ ॥

অন্বয়—মায়া তচ্ছক্তিঃ (ভগবানেরই শক্তি বিশেষ) [মায়া বলিয়া ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই] জড় সামান্যাৎ (জগতের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া, অর্থাৎ চৈতন্য হইতে পৃথক্ হইলেই জড়বৎ প্রতীয়মান হয় বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—ভগবানের শক্তিরই নাম মায়া—উহা চৈতন্য হইতে পৃথক্ হইলেই জড়বৎ।

ব্যাখ্যা—জগৎকে যাঁহারা "মায়া" বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, এই সূত্রে তাঁহাদিগকে দোষারোপ করিতেছেন। মায়া বলিয়া ভগবান্ হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। তাঁহার বিচিত্র শক্তির নামই মায়া। তবে জগৎকে "ভগবচ্ছক্তির বিকাশ" না বলিয়া মায়ার স্বাতন্ত্র্য কল্পনাপূর্ব্বক জগৎকে ঈশ্বর হইতে পৃথক করিতে চেষ্টা করা বিষম বিড়ম্বনা মাত্র ॥৮৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাপকত্বাদ্ব্যাপ্যানাম্ ॥ ৮৭ ॥

অন্বয়—ব্যাপকত্বাৎ (ব্যাপক অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিবন্ধন) ব্যাপ্যানাম্ (ব্যাপ্য অর্থাৎ জগতেরও) [অস্তিত্ব স্বীকার্য্য] [অতএব উহা মায়া বলিয়া স্বতন্ত্র কোনও পদার্থ নহে]।

বঙ্গানুবাদ—ব্যাপকের (ঈশ্বরের) সত্যতা নিবন্ধন ব্যাপ্য (জগৎ) ও সত্য।

ব্যাখ্যা—সচ্চিদানন্দের সদংশ চিদংশে এবং চিদংশ আনন্দাংশে ব্যাপ্ত থাকায় পরস্পর ব্যাপ্য-ব্যাপকতা জন্য সমস্তই সৎ। সুবর্ণ-নির্ম্মিত কুণ্ডল যেমন স্বর্ণ ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেইরূপ ঈশ্বরের সত্তা ব্যতীত জগতেরও ভিন্ন অস্তিত্ব নাই, এবং স্বর্ণের বস্তুশক্তিই যেমন কুণ্ডলের আকার-বিশেষের কারণ, সেই-রূপ ভগবানের স্বতঃসিদ্ধ শক্তিবশতঃই জগদ্-বৈচিত্র্যের বোধ হইয়া থাকে ।।৮৭।।

ন প্রাণিবুদ্ধিভ্যোঽসম্ভবাৎ ॥ ৮৮ ॥

অন্বয়—[এই জগৎপ্রপঞ্চ] প্রাণিবুদ্ধিভ্যঃ (প্রাণীর বুদ্ধি-কল্পিত) ন (নহে) [কেননা, তাহা] অসম্ভবাৎ (অসম্ভব বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—এই জগৎপ্রপঞ্চ কোন প্রাণীর বুদ্ধি-কল্পিতও নহে ; কেননা, তাহা অসম্ভব।

ব্যাখ্যা—মিথ্যাবাদ ও মায়াবাদ নিরাকরণ করিয়া এক্ষণে নাস্তিকবাদ নিরাকরণ করিতেছেন। নাস্তিকগণ মনুষ্যবুদ্ধির অতীত পদার্থ বা শক্তিকে বিশ্বাস করিতে চাহে না। কিন্তু যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তির দ্বারা জগৎ বিরচিত হইয়াছে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতা প্রযুক্ত উহা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। নাস্তিক! তোমার বুদ্ধির অপটুতা বশতঃ যদি, অন্ধের সূর্য্যদর্শনের স্থায়, ভগবানের শক্তিকে বুঝিতে না পার, বুধবর্গ কি তজ্জন্য তাহা অস্বীকার করিবেন? যাঁহার সত্তা-মাত্রেই প্রাণীদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রবাহিত হইতেছে—"ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ" (বৃহদারণ্যক, ৬।৩।৬; মহানারায়ণ, ১৫।২; মৈত্রী, ৬।৭) জ্ঞান-শক্তির প্রকাশক সেই ভগবানের অস্তিত্ব অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে ॥৮৮॥

নির্ম্মায়োচ্চাবচং শ্রুতীশ্চ নির্ম্মিমীতে পিতৃবৎ ॥৮৯॥

অন্বয়—[ভগবান্] উচ্চাবচং (বড় ছোট সমস্ত) নির্ম্মায় (নির্ম্মাণ করিয়া) পিতৃবৎ (পিতার ন্যায়) [জীবের কল্যাণার্থ] শ্রুতীঃ চ (বেদও) নির্ম্মিমীতে (নির্ম্মাণ অর্থাৎ প্রকাশিত করেন)?

বঙ্গানুবাদ—উচ্চ নীচ ভূত সমস্ত রচনার পর পিতার ন্যায় বেদ প্রকাশিত করেন।

ব্যাখ্যা—যেমন সন্তান উৎপন্ন হইলে পিতা তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, সেইরূপ ভগবান্ নিজাংশে জগৎ রচনা করিয়া জীবগণের কল্যাণার্থ বেদ ব্যাখ্যা করেন। সংসারে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ সাধন জন্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ভেদে বেদাদি শাস্ত্রে পরা ও অপরা বিদ্যার সমস্ত উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ভগবানের সন্তানস্থানীয় নরনারীগণ শাস্ত্রাদেশ পালন করিলেই জীবন-ধারণের সার্থকতা সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ৮৯ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিশ্রোপদেশান্নেতি চেন্ন স্বল্পত্বাৎ ॥ ৯০ ॥

অন্বয়—[বেদে] মিশ্রোপদেশাৎ (মিশ্র উপদেশ আছে বলিয়া) [উহা ভগবানের উক্তি] ন (নহে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [আশঙ্কা কর, তবে তাহা] ন (নহে), [ঐ মিশ্র উপদেশের] স্বল্পত্বাৎ (অল্পতা হেতু)।

বঙ্গানুবাদ—উহাতে মিশ্রোপদেশ আছে বলিয়া আশঙ্কা করিও না ; কেননা, তাহা অতি অল্পই।

ব্যাখ্যা—বেদে ভগবৎ-কথা ভিন্ন যাগ, যজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপও ত অনেক আছে, এই জন্য যদি বল, উহা ঈশ্বরোক্ত নহে, তাই শাণ্ডিল্য ঋষি বলিতেছেন যে, কর্ম্মকলাপ চিত্ত-শুদ্ধির সাধক, উহা না হইলে ভগবদ্ভাব বুঝিবার সামর্থ্য জন্মে না। নিতান্ত আবশ্যকতা বশতঃই উহা কথিত হইয়াছে। যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাও অতি অল্প। হিংসাজনক বা সকাম কর্ম্মের যে সমস্ত উপদেশ শাস্ত্রে আছে, তাহা রজোগুণী ও তমোগুণী মনুষ্যদিগের জন্যই বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপায়ে নিজ নিজ অধিকারের অনুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলেই ক্রমে রজঃ ও তমোগুণ ক্ষীণ ও সত্ত্বুদ্ধি বিকসিত হয়। যথেচ্ছাচারী না হইয়া শাস্ত্রাদিষ্ট সকাম কর্ম্ম করিলেও প্রবৃত্তি অনেক পরিমাণে সংযত হইতে পারে ॥ ৯০ ॥

ফলমস্মাদ্বাদরায়ণো দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৯১ ॥

অন্বয়—অস্মাৎ (ঈশ্বর হইতেই) ফলম্ (কর্ম্মফল) [লাভ হয় ইহা] বাদরায়ণঃ (বেদব্যাস) [বলেন], [কেননা এইরূপ] দৃষ্টত্বাৎ (দেখাও যায় বলিয়া)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ—বাদরায়ণ (ব্যাসদেব) বলেন, "কর্ম্ম" স্বয়ং ফলদাতা নহে—ঈশ্বরই কর্ম্মের ফলদাতা ; এইরূপ দেখাও যায়।

ব্যাখ্যা—সেবাদি দ্বারা তুমি রাজাকে প্রীত করিলে, তজ্জন্য পুরস্কার রাজার নিকট ভিন্ন আর কাহারও নিকট তুমি আশা করিতে পার না। সজ্জনগণ ঈশ্বর-প্রীত্যর্থই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সুতরাং ঈশ্বরই সে সকল কর্ম্মের ফলদাতা। "কর্ম্ম" ফলের জনয়িতা বটে, কিন্তু ফলের প্রদাতা নহে। ঈশ্বরের প্রভাববশতঃই অনাদি কাল হইতে জীবগণ শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, এবং তাঁহার শক্তিতেই তাহাদের কর্ম্মানুরূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঈশ্বরের শক্তি ব্যতীত কর্ম্মানুষ্ঠানের অথবা কর্ম্মফল লাভের সম্ভাবনা নাই। জীবগণ তাঁহারই আশ্রয়ে নিমিত্তমাত্র হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে ॥ ৯১ ॥

ব্যুৎক্রমাদপ্যয়স্তথা দৃষ্টম্ ॥ ৯২ ॥*

অন্বয়—[সৃষ্টি-তত্ত্বের] অপ্যয়ঃ (লয়) ব্যুৎক্রমাৎ (বিলোম রীতিতে) [হয়], [কারণ] তথা (সেইরূপই) দৃষ্টম্ (দেখা যায়)।

বঙ্গানুবাদ—বিলোম রীতিতে লয় হইয়া থাকে ; এইরূপ দেখাও যায়।

ব্যাখ্যা—অনুলোম ক্রমে সৃষ্টি তত্ত্বের প্রকাশ হয়। ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব ; এইরূপ যথাবিধি ক্রমে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল

*এই সূত্রটী ভবদেব ধরেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে ক্ষিতি আদির সৃষ্টি-প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু লয় হইবার সময় ক্ষিতি জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, এইরূপ বিলোম রীতিতে সমস্তই ব্রহ্মে লয় হইয়া যায়। শাস্ত্রেও এরূপ উপদেশ আছে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে···যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি।" (তৈত্তিরীয়, ৩।১।১)—ইহা দ্বারা বীজ স্বরূপে জগৎ নিত্য ইহা প্রমাণিত হইল॥ ৯২॥

দ্বিতীয়াহ্নিক।

তদৈক্যং নানাত্বৈকত্বমুপাধিযোগ-হানাদাদিত্যবৎ॥ ৯৩॥*

অন্বয়—তদৈক্যং (সমস্তই ভগবানের সহিত এক); উপাধিযোগহানাৎ (নাম-রূপ-ময় উপাধি-বর্জ্জিত হইলেই অর্থাৎ নাম-রূপ-ময় উপাধি ভগবৎ-সত্তায় বিলীন হইলেই) আদিত্যবৎ (আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণের সহিত আদিত্য মণ্ডলের একত্বের ন্যায়) নানাত্বৈকত্বম্ (নানাত্বের একত্ব) [হইবে] [তখন সংসার ও ভগবানে আর স্বতন্ত্রতা থাকিবে না]।

বঙ্গানুবাদ—উহা একই; কেননা, উপাধি-বর্জ্জিত হইলেই নানাত্ব সূর্য্যের ন্যায় একত্ব প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা—ছান্দোগ্যশ্রুতিতে (৩।১৪।১) "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"

---

* হানাদিত্যত্র বলাৎ ইতি পাঠান্তরম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varana

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—এ সমস্তই ব্রহ্মময়, এবং কঠোপনিষদে (৪।১১) ও বৃহদারণ্যকে (৪।৪।১৯)"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—ব্রহ্ম ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী"—এই বাক্যে ভগবানের স্বরূপ ও আদিত্য-মণ্ডল পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইলেও, মণ্ডলরূপ উপাধি পরিত্যাগ করিলেই একমাত্র ভগবানের সংজ্ঞাই থাকিয়া যায়। সেইরূপ সংসারের নাম-রূপ-ময় উপাধি ভগবৎ-সত্তায় বিলীন হইলেই "সংসার" ও "ভগবানে" আর স্বতন্ত্রতা থাকিল কৈ ? দর্পণ অপসারিত হইলে যেরূপ দর্পণস্থিত সূর্য্যের প্রতিবিম্ব সূর্য্যবিম্বে একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অনন্যভক্তি দ্বারা জীবের বুদ্ধি-রূপ উপাধি অপগত হইলে জীবাত্মা ও ব্রহ্মে অভিন্ন ভাব লাভ করেন ॥ ৯৩ ॥

পৃথগিতি চেন্ন পরেণাসম্বন্ধাৎ প্রকাশানাম্ ॥ ৯৪ ॥

অন্বয়—[জীবগণ ব্রহ্ম হইতে] পৃথক্ (ভিন্ন) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল, তাহা] ন (নহে) [তাহা হইলে] পরেণ (পর অর্থাৎ ভগবানের সহিত) প্রকাশানাম্ (স্বয়ংপ্রকাশ পদার্থ সমূহের অর্থাৎ আত্মস্বরূপ স্বপ্রকাশ জীবের) অসম্বন্ধাৎ (কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—জীবগণ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ও বলা যায় না ; কেননা, স্বপ্রকাশ পদার্থ সমুহে প্রকাশক ও প্রকাশ্য সম্বন্ধ নাই।

ব্যাখ্যা—আত্মস্বরূপ জীবও স্বয়ংপ্রকাশ, এই জন্য জীব ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরে অবিদ্যাকৃত ভেদভাব ব্যতীত স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্য নাই। "যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" (কঠ—৫।১৫)—যাঁহার প্রভায় এই সমস্ত বিশ্ব প্রকাশিত হইতেছে, এই শ্রুতিবাক্যানুসারে ব্রহ্ম আপনা হইতে অভিন্নভাবে জীব ও জগতের প্রকাশক—সূর্য্যমণ্ডলে ও নারায়ণে যেরূপ অভিন্ন সম্বন্ধ, জগৎ ও ভগবানেও সেইরূপ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। বৃহদারণ্যকে (৪।৩।৯) "অয়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি"—অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার চৈতন্য-প্রকাশে বিচ্ছিন্নবুদ্ধি জীবাত্মাদিগের ভিন্নতা অনুমিত হইতেছে। জীবগণের মধ্যে যে বদ্ধ ও মুক্ত ভাব দৃষ্ট হয়, তাহাও অবিদ্যাজনিত বুদ্ধির ভিন্নতাবশতঃই হইয়া থাকে। অতএব অজ্ঞান দৃষ্টিতে পৃথক্ বোধ হইলেও জীব-জগৎ ও ভগবানে অভিন্ন সম্বন্ধ নিত্য বিদ্যমান॥ ৯৪ ॥

ন বিকারিণস্তু কারণবিকারাৎ ॥ ৯৫ ॥*

অন্বয়—তু (কিন্তু) [জীবগণের আত্মা] বিকারিণঃ (জ্ঞানাদি বিকারবান্) ন (নহে); [যেহেতু সুখ-দুঃখাদির জ্ঞান] করণ-বিকারাৎ (অন্তঃকরণের বিকারবশতঃই) হয়।

বঙ্গানুবাদ—জীবগণের আত্মা অবিকারী; কারণ, অন্তঃকরণের বিকার বশতঃই সুখ-দুঃখাদির জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—আত্মা নিত্যনির্ব্বিকার; পূর্ণস্বরূপে বিকারের সম্ভাবনা নাই। আত্মচৈতন্যের প্রভাবে অন্তঃকরণ চেতনবৎ প্রতীত হয় মাত্র; এবং পঞ্চেন্দ্রিয়

---

* পাঠান্তর—

"ন বিকারিণস্তু করণবিকারাৎ" ॥ ৯৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়—তু (কিন্তু) [এই সংসার] বিকারিণঃ (বিকারী ভগবানেরই বিকার) [ইহা যদি বল, তাহা] ন (নহে); [তাহা হইলে] কারণবিকারাৎ (মূল কারণের অর্থাৎ ভগবানেরও বিকার স্বীকার করিতে হয় বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—বিকারও বলা যায় না; কেননা, তাহা হইলে মুল কারণেও বিকারাশঙ্কা হয়।

ব্যাখ্যা—সংসার যদি ভগবদ্বিকার বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে নির্ব্বিকার নারায়ণে বিকার-দোষ স্পর্শ করে। বস্তুতঃ ব্রহ্ম বিকার-বর্জ্জিত। শ্রুতিও বলিতেছেন, তিনি "নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধং মুক্তং সত্যং সূক্ষ্মং পরিপূর্ণমদ্বয়ং সদানন্দচিন্মাত্রম্" (নৃসিংহোত্তর-তাপনী, ৯ম খণ্ডঃ) ॥ ৯৫ ॥

অনন্যভক্ত্যা তদ্‌বুদ্ধির্বুদ্ধিলয়াদত্যন্তম্ ॥ ৯৬ ॥

অন্বয়—অনন্যভক্ত্যা (অনন্য ভক্তি দ্বারা) অত্যন্তম্

দ্বারা গৃহীত শব্দ-স্পর্শাদি অন্তঃকরণে বিকার (পরিবর্ত্তন) উৎপন্ন করিয়া বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। "আমি সুখী" "আমি দুঃখী" ইত্যাদি জ্ঞানও বুদ্ধির ধর্ম্ম, সুষুপ্তিতে মনের লয় হইলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং বাহ্য জ্ঞান হইতে যে সুখ-দুঃখাদির বোধ হয় তাহা অন্তঃকরণেরই বিকার বলিতে হইবে। অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির বিকারদোষ বিশুদ্ধ আত্ম-সত্তাকে স্পর্শও করিতে পারে না। ভক্তিভাবের সাধনায় চিত্তবৃত্তি রুদ্ধ হইলেই আত্মবোধ ও তৎসহ আত্মার অবিকারিত্ব নিশ্চয় হয়।

অপি চ—নাবিকারিণস্ত্বাত্মনোঽন্তঃকরণবিকারাৎ ইতি পাঠান্তরম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(আত্যন্তিক অর্থাৎ দ্বৈত) বুদ্ধিলয়াৎ (বুদ্ধির লয় হইলে) তদ্বুদ্ধিঃ (তন্ময়ী বুদ্ধি) [উদিত হয়] [ইহাই পরাভক্তি বা কৈবল্য মুক্তির কারণ]।

বঙ্গানুবাদ—অনন্য-ভক্তি দ্বারা বুদ্ধির অত্যন্ত লয় জন্য তন্ময়ী বুদ্ধির উদয় হয়।

ব্যাখ্যা—কাচ-পোকা যেমন তৈলপায়িকা (তেলাপোকা) কে ধরিলে উক্ত তৈলপায়িকা কাচ-পোকার রূপের চিন্তা করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ মধ্যে নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়া কাচ-পোকার রূপ পরিগ্রহ করে, সেইরূপ ভ্রমরকীটবৎ জীব অনন্যভক্তিতে তাঁহার আরাধনা করিলে সুখদুঃখাদি-বিবর্জ্জিত হইয়া পরমানন্দ-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। দ্বৈতবুদ্ধি বিদূরিত হইলেই প্রেমের অপূর্ব্ব মিলন সাধিত হইয়া থাকে। ইহাই পরা ভক্তি ও কৈবল্য মুক্তির কারণ। একমাত্র অনন্যভক্তি দ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়—"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।"—(গীতা, ৮।২২)॥ ৯৬॥

আয়ুশ্চিরমিতরেষাং তু হানিরনাস্পদত্বাৎ ॥ ৯৭ ॥

অন্বয়—[ভক্তগণের] আয়ুঃ (আয়ুষ্কাল) চিরং (দীর্ঘকাল ব্যাপী) [হইলেও] ইতরেষাম্ (অবশিষ্ট আয়ু অর্থাৎ আয়ুর কারণ অদৃষ্টের) হানিঃ (নাশ) [হয়]; [কেননা, কর্ম্মফল সমস্তই ভগবানে সমর্পিত হওয়ায় ভক্তগণের কর্ম্মের] অনাস্পদত্বাৎ (ভোগাস্পপদত্ব থাকে না বলিয়া)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ—ভক্তগণের আয়ু (স্থিতি)র কারণ অদৃষ্ট বিদ্যমান থাকিলেও ভোগাস্পদ না থাকায় সঞ্চিত কর্ম্ম সকল আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযোগই আয়ুঃ তাহা অদৃষ্ট হেতু অনন্যভক্তির অবস্থাতেও বিদ্যমান থাকে; কিন্তু কর্ম্মক্ষয় ব্যতীত কেবল ভক্তিতেই মুক্তি হইবে কিরূপে? এই সংশয় নিরসনার্থ শাণ্ডিল্য ঋষি কহিতেছেন যে, ভক্তগণের পরমায়ুঃ সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় হইলেও তাঁহাদের পক্ষে ভগবদ্বিচ্ছেদের এক এক মুহূর্ত্ত শতকোটিকল্পবর্ষ নরক-যাতনার তুল্য, এবং ভগবৎ-শরণের এক এক মুহূর্ত্ত লক্ষ লক্ষ বর্ষ স্বর্গভোগতুল্য। এই বিয়োগ-সংযোগের সংঘর্ষণে ভক্তগণের শুভ ও অশুভ সকল প্রকার অদৃষ্টই ভস্মীভূত হইয়া যায়। বিশেষতঃ ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণ করায় ভক্তগণের কর্ম্ম ভোগাস্পদ (সুখ-দুঃখ ভোগের কারণ) না হইয়া ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তির বাধা বিনাশ করিয়া থাকে। এই জন্য ভগবদ্ভক্ত আয়ুঃসত্ত্বেও জীবন্মুক্তিলাভ করেন, এবং এই দেহে থাকিয়াই অনন্যভক্তিতে বুদ্ধির নিরোধ বশতঃ তিনি নিত্য ভগবদ্ভাবে তন্ময় হইয়া পরাভক্তির পরমানন্দ অনুভব করেন। ছান্দোগ্যশ্রুতিতেও আছে—"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য ইতি" (৬।১৪।২)—যে পর্য্যন্ত তাঁহার মুক্তি না হয়, সে পর্য্যন্তই তাঁহার অদৃষ্ট জন্য আয়ুঃ বিদ্যমান থাকে। অনন্তর তাঁহার বিদেহ-মুক্তি লাভ হয়॥ ৯৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসৃতিরেষামভক্তিঃ স্যাৎ নাজ্ঞানাৎ
কারণাসিদ্ধেঃ ॥ ৯৮ ॥

অন্বয়—এষাম্ (জীবের) সংসৃতিঃ (পুনঃ পুনঃ সংসারে গমনাগমন অর্থাৎ তাহার হেতু) অভক্তিঃ (অভক্তিই); অজ্ঞানাৎ (অজ্ঞানতা নিবন্ধন) ন (নহে), [কেননা] কারণাসিদ্ধেঃ (অজ্ঞানরূপ কারণের অস্তিত্বের সিদ্ধি হয় না বলিয়া)।

বঙ্গানুবাদ—জীব "অজ্ঞানতা" জন্য বারংবার সংসারে গমনাগমন করে না; "অভক্তিই" জীবকে সংসার পাশে আবদ্ধ করিবার প্রধান কারণ; কেননা, অজ্ঞানরূপ কারণের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না।

ব্যাখ্যা—ভগবানের অস্তিত্ব বিষয়ে অল্পাধিক জ্ঞান সকলেরই আছে; কিন্তু "অজ্ঞান" নামে কোন পদার্থ বিশেষ নাই। সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার কর্ত্তৃত্বও নাই। ভগবানের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াতেই জীব সংসারাবদ্ধ আছে, তাঁহাকেই ভক্তি করিলে জীব মুক্তি লাভ করে। ভক্তির উদয় না হইলে জীবকে বারংবারই সংসার-চক্র পরিভ্রমণ করিতে হয়। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" (গীতা—৭।১৪)

আমার দুষ্পরিহার্য্য ত্রিগুণময়ী মায়াতে জীব আবদ্ধ আছে। যে ব্যক্তি কেবল আমারই শরণাগত (অনন্য-ভক্তিযুক্ত) হয়, সেই ব্যক্তিই এই মায়া হইতে নিস্তার পায়॥ ৯৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রীণ্যেষাং নেত্রাণি শব্দলিঙ্গাক্ষি-ভেদাদ্রুদ্রবৎ ॥৯৯॥*

অন্বয়—রুদ্রবৎ (রুদ্রের তিন চক্ষুর ন্যায়) শব্দলিঙ্গাক্ষি-ভেদাৎ (শব্দ বা বেদাদি প্রমাণ, লিঙ্গ বা অনুমান এবং অক্ষি বা ইন্দ্রিয়-গোচরত্ব ভেদে) এষাং (জীবের) ত্রীণি (তিনটী) নেত্রাণি (জ্ঞানোপায়)।

বঙ্গানুবাদ—মহাদেবের তিন নেত্রের ন্যায় শব্দ, লিঙ্গ ও অক্ষি দ্বারা জীব জানিতে পারে।

ব্যাখ্যা—এতাবদ্ বিষয় (ভগবৎ-তত্ত্ব) বিদিত হইবার নিমিত্ত মনুষ্যকে ত্রিনেত্র হইতে হয়। কতক শব্দ (বেদাদি আগম) প্রমাণ দ্বারা, কতক লিঙ্গ (অনুমান) প্রমাণ দ্বারা এবং কতক বা অক্ষি (ইন্দ্রিয়-গোচর জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ) প্রমাণ দ্বারা জানিতে হয়।† ॥ ৯৯ ॥

আবিস্তিরোভাবা বিকারাঃ স্যুঃ ক্রিয়াফল-সংযোগাৎ ॥ ১০০ ॥ ‡

অন্বয়—আবিস্তিরোভাবাঃ (আবির্ভাব ও তিরোভাবরূপ

---

* "শব্দলিঙ্গাক্ষ ভেদাৎ" ইতি পাঠান্তরম্।

† "অক্ষি" দিব্যচক্ষুরূপে গৃহীত হইলে শব্দ, অনুমান ও আন্তর জ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ যথাক্রমে শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন (ধ্যান) রূপ ত্রিবিধ উপায়ে জীবের ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয় বলা যাইতে পারে। শ্রুতিতেও আছে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫; ৪।৫।৬)—আত্মদর্শনের নিমিত্ত শ্রবণ, মনন ও ধ্যানের আবশ্যক।

‡ আবির্ভাবতিরোভাবা ইত্যাদি পাঠান্তরম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথক্ পৃথক্ ভাব অর্থাৎ অবস্থা) ক্রিয়াফলসংযোগাৎ (উৎপত্তি, উচ্ছ্বাস ও উপসংহার রূপ ক্রিয়ার সংযোগ অর্থাৎ বোধ হইলেই) বিকারাঃ (বিকার স্বরূপ) স্যুঃ (প্রতীয়মান হয়)।

বঙ্গানুবাদ—উৎপত্তি ও তিরোভাবকে ক্রিয়াফল-সংযোগে বিকার বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

ব্যাখ্যা—নির্ব্বিকার পরব্রহ্মে বস্তুতঃ কোন বিকার নাই, কিন্তু নিজ মনের চপল তরঙ্গের দৃষ্টিতে উৎপত্তি—উচ্ছ্বাস—উপসংহার রূপ ক্রিয়া বোধ হওয়ায় বিকারের প্রতীতি হয়। অন্তঃকরণের শুদ্ধির পর (রজস্তমোভাবের অবসান হইলে) ভগবৎ-স্বরূপের জ্ঞান জন্মিলে যখন বিমলা ভক্তির উদয় হইবে, তখনই জীব স্বস্বরূপে—আনন্দস্বরূপে—বিরাজ করিবে। "ব্রহ্মস্বরূপকেই ব্রহ্ম বা বিষ্ণুপদ বলা যায়" (গীতার্থ-সন্দীপনী, ১৫।৬) এবং অনন্ত-ভক্তিতেই তাহা লাভ হইয়া থাকে। অতএব ভক্তিই প্রধান ॥ ১০০ ॥

শ্রীমদবধূত-শিষ্য পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-কৃত
তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যাসহিত শ্রীশাণ্ডিল্য-কৃত
ভক্তি-সূত্র সমাপ্ত।

—ওঁ হরিঃ ওঁ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিরসামৃত।

(পরিব্রাজকের বক্তৃতার সারাংশ)

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া মনঃপ্রাণ যখন অস্থির হইয়া উঠে, যখন বিষয়-সুখে মনের পিপাসার শান্তি না হয়, যখন না জানি কোথা হইতে সন্তাপরাশি আসিয়া হৃদয়কে বিদগ্ধ করিতে থাকে, সংযোগ-ভোগ-বিয়োগ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ যখন কাঁদিয়া আকুল হয়, তখন কি জানি কোথায় গেলে যেন হৃদয় শীতল হইবে—যেন সংসার ছাড়িয়া কোথায় পলাইলে—লুকাইলে, যেন কোন্ স্বচ্ছ সরোবরে ডুবিলে প্রাণ জুড়াইবে, এই ভাবিয়া মন মাতিয়া উঠে। যাহা দেখি নাই, শুনি নাই, ভাবি নাই, তাহার জন্য মনের এত টান কেন? কষ্টের সময়—বিপদের সময়—মনঃ প্রাণ যাঁহার কোলে গিয়া বসিতে চায়, শোকে রোগে অবসন্ন হইয়া যাঁহাকে ডাকিলে মনে পবিত্র বলের সঞ্চার হয়, আমার বাল্যকালে যিনি হৃদয়সখা, বিপৎকালে যিনি কাঙ্গালের বন্ধু, ক্ষুধার সময় যিনি মা অন্নপূর্ণা, রোগশয্যায় যিনি বাবা বৈদ্যনাথ, তাঁহাকে না দেখিলে, তাঁহাকে না পাইলে

C0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varana

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি কাহাকে লইয়া জীবন সার্থক করিব ? যদি তাঁহারই সুচারু চরণে জীবন-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ না করিলাম, তবে সংসারে আসিয়া করিলাম কি ? মায়ায় মজিলাম, সংসারে ডুবিলাম, আপনাকে ভুলিলাম, যথা সর্ব্বস্ব খোয়াইলাম, কিন্তু যাহার জন্য আসিলাম তাহার করিলাম কি ? হাসিলাম, খেলিলাম, বেড়াইলাম, ঘুমাইলাম, গোলে মালে আপনাকেও হারাইলাম, কিন্তু যে কার্য্যের জন্য নানা জন্মে নানা বেশ ধরিলাম, তাহার করিলাম কি ? হায় এই মর্ম্মবিদারক প্রশ্ন সদাই জীবকে ব্যাকুল করিয়া রাখিয়াছে !

এই প্রশ্নের গূঢ় কথা—গুপ্ত রহস্য—ভেদ করিয়া কে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিবে ? সাধক ! তুমিই আমার ভরসা, তুমিই আমাকে অকূল পাথারে ঘোরান্ধকার মধ্যে ধ্রুবতারা দেখাইয়া দাও, তাহা ভিন্ন পথ নিদর্শনের অন্য উপায় নাই। আমি আজকালের মা বাপ্‌কে জিজ্ঞাসা করিব না ; তাঁহারা স্নেহ-বশংবদ হইয়া আমাকে কাজের কথা খুলিয়া বলিবেন না। আজ যদি কয়াধুর মত মা পাইতাম, আজ যদি সুনীতির মত মা পাইতাম, তবেই আমার দুঃখ মিটিত, মনের জ্বালা নিবারণ হইত। শিশু প্রহ্লাদ বিষমিশ্রিত অন্ন কিরূপে ভগবান্‌কে নিবেদন করিবেন, তাই ভাবিয়া আকুল—দুনয়নে অবিরল ধারা বহিয়া চলিল। মা কয়াধু বলিলেন, বৎস প্রহ্লাদ ! তুই এতদিন ভগবানের ভজনা করিতেছিস্, তাঁহার মহিমা কি তুই জানিস্ না ? তাঁহার কাছে কি গরল ও অমৃতের প্রভেদ আছে ? তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক যাহা নিবেদন করিবি, তাহা হলাহল হইলেও অমৃত হইয়া যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রহ্লাদ মায়ের কথায় নয়নজলে মন ধুইয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিলেন। ভক্তবৎসল অমনি শিশুর সম্মুখে শিশুর বেশে আসিয়া ছুটি ভাইয়ের মত একত্র বসিয়া অগ্রভাগ ভোজন করিলেন। বিষ অমৃত হইয়া গেল, দৈত্যকুল পবিত্র হইল। শিশুচূড়ামণি ধ্রুব বলিলেন, "মা! আমাদের দুঃখ-ভঞ্জন-কর্ত্তা কেহই কি নাই?" অমনি মায়ের—সুনীতির—ত্নয়নে জল আসিল। মা বলিলেন, "বাছা! পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ হরিই আমাদের ন্যায় কাঙ্গালের বিপদ্-ভঞ্জন-কর্ত্তা।" মায়ের মর্ম্মস্পর্শী উপদেশে ননীর পুতুল—কাঙ্গালিনীর একমাত্র অঞ্চলের নিধি ধ্রুব ঘোরা দ্বিপ্রহরা যামিনীতে গহন বনে হরিপদ লাভের জন্য যাত্রা করিলেন। তাই বলি, সাধক! আজকালের মাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করিব না। মায়ের মত মা আর নাই। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণকেও জিজ্ঞাসা করিব না; কৃচ্ছ্র-সাধন-শীল তপস্বীকে ও যাগ-যজ্ঞ-ব্রতাদিতে বিব্রত কর্ম্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেও তৃপ্তি পাইব না। যাঁহারা কেবল বেদান্ত-শাস্ত্রের লম্বা চৌড়া ব্রহ্মজ্ঞানের কথাবার্ত্তা কহিয়া অন্তঃসাধন ও অন্তঃসার শূন্য হইয়া আপনাকে আপনি ফাঁকি দিতেছেন, তাঁহাদের সেবা করিলে, আমার তৃষ্ণা মিটিবে না। যাঁহারা প্রাণায়ামাদি যোগসাধন দ্বারা মনোলয়কে বা অষ্টসিদ্ধি-লাভকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের মন্ত্রণা শুনিলেও আমার চিত্ত চরিতার্থ হইবে না। আমার তাপিত প্রাণ সেই দিকে যাইতে চায়, যে দিকে বিশ্বাসের শীতল বায়ু বহিতেছে—যে দিকে উত্তুঙ্গ গিরির শৃঙ্গে শৃঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে স্ফটিকস্বচ্ছ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তির নদী ঝির্ ঝির্ করিয়া, কোথাও বা তর তর বেগে, আবার কোথাও বা তরঙ্গের পর তরঙ্গমালায় বহিয়া যাইতেছে। চতুরশীতি লক্ষ যোজন পথ ভ্রমণে ক্লান্ত ও ভবভারাক্রান্ত পথিকের পক্ষে ভক্তির শীতল ছায়াপথই পরম শুভকর। ভক্তিই বিষ্ণু-পাদোদকী* গঙ্গা, ভক্তিই ত্রিতাপানল-বিদগ্ধ ভস্মাবশেষ,জীবাত্মার একমাত্র কল্যাণ-কারিণী। কোন কোন পাশ্চাত্য-বিদ্যানুরাগরঞ্জিত পণ্ডিত বলিয়া থাকেন,—"ভক্তি" স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা মাত্র। তাঁহারা দেখিয়াছেন স্নায়বীয় দুর্ব্বলতাযুক্ত ব্যক্তি অতি অল্পেই কাঁদিয়া ফেলে, অতি অল্পেই ভয় পায়, অতি অল্পেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে। ভক্তির লক্ষণেও সেই অশ্রুপাত, সেই রোমাঞ্চ, সেই আবেশমূর্চ্ছা। অতএব ভক্তি স্নায়বীয় দুর্ব্বলতাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল। ঈদৃশ বিচারবান্ পুরুষই ন্যায়-শাস্ত্রের ধূম দর্শনে "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" সিদ্ধান্ত করিতে সাহস করেন। সাধনসিদ্ধ সুমার্জ্জিত বুদ্ধি ভিন্ন ভক্তিরস পান করিবার সামর্থ্য কাহারও জন্মে না। ভগবান্কে লাভ করা ভক্তির 'ফল' নহে ; অধিকন্তু ভগবান্কে লাভ করিলে তবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়। যে (নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য আদি) কর্ম্ম, উপাসনা, যোগ ও জ্ঞানের দ্বারা ভগবান্কে লাভ করা যায়, তাহা পরা-ভক্তির উপাদানস্বরূপ "গৌণী-ভক্তি" বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। সমগ্র সাধন-তত্ত্বের চরম পরিপক্ব ফলনিঃসৃত অমৃতময় রসের নামই "পরা-ভক্তি"। বিধিপূর্ব্বক

---

* উদক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া 'বিষ্ণুপাদোদক' হওয়া ব্যাকরণ-শুদ্ধ হইলেও বাঙ্গলা ভাষায় 'বিষ্ণুপাদোদকী' গঙ্গা এইরূপ ব্যবহার আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনা করিলে ভগবদ্দর্শন হয়, ভগবদ্দর্শন লাভ হইলে ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হয়, এইরূপে ভগবানের কৃপাদৃষ্টি না হইলে "পরা-ভক্তির" প্রকাশ হয় না।

কাহার কিরূপে ভক্তির উদয় হয়, তাহা আমরা ভাল জানি না। ভক্তগণ বলেন যে, ভক্তি-সাধক কখন বঞ্চিত হয়েন না। শত্রু নাশ করিবার জন্য, অন্যের বাড়ীতে চুরি করিবার জন্য তুমি ভক্তি করিয়া মা কালীর পূজা কর, তবু নাস্তিক অপেক্ষা ভাল হইবে। লোকে ভাল বলিবে বলিয়া ভক্তি করিয়া পূজা করিতে যাও, তথাচ যথাক্রমে ভক্তির উন্নত স্তরে আরূঢ় হইবে। অন্যের দেখাদেখি তুমি পূজা করিতে যাও, তবু ভগবানের ভক্তি-পাশ এড়াইতে পারিবে না। "ধনং দেহি" "পুত্রং দেহি" "মানং দেহি" বলিয়াও যদি ভক্তিপূর্ব্বক পূজা কর, তথাচ ভক্তির বাতাসে জীবাত্মায় আনন্দের সঞ্চার হইবে। ব্যাধি নিবারণের জন্য, পাপ নিবারণের জন্য, ভগবত্তত্ত্ব জানিবার জন্য শাস্ত্রবাক্যে বা ভগবানে যে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, তাহাই ক্রমশঃ অহৈতুকী ভক্তির দিকে আকর্ষণ করে। এই অহৈতুকী ভক্তির ঘাটে স্নান করিলে "কামনা" মিটিয়া যায়, ভেদ-বুদ্ধি ধুইয়া যায়, আমাতে তাঁহাতে মিশিয়া যায়, ভক্তগণের সকল সাধ পূর্ণ হইয়া যায়। তখন ভক্ত কখন উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার মধুময়ী কীর্ত্তিকথা শ্রবণ করেন, কখন বা নৃত্য করিতে করিতে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তাঁহার গুণ বর্ণন ও নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন, কখন বা তাঁহার গুণ গরিমা স্মরণ করিয়াই বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন, কখন বা তৎপদ-সেবনে, অর্চ্চনে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varana

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুকে জল খাওয়াইবে, ভগবান্‌কে দর্শন করিবে, এই আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাহাই করিল। বালক জলে ডুব দিবামাত্র দস্যু অলঙ্কারগুলি লইয়া পলায়ন করিল। এদিকে ভগবদ্দর্শনেচ্ছু শিশু "গুরু ডাকিবেন"—এই আশায় ডুব দিয়া রহিয়াছে। আর জল মধ্যে থাকিতে পারে না, পেট ফুলিয়া উঠিল; ভক্ত শিশুর প্রাণ যায় দেখিয়া আর কি ভগবান্ স্থির থাকিতে পারেন! অমনি একজন প্রহরীর রূপ ধারণ করিয়া দস্যুর কেশাকর্ষণ করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন। তীব্র তাড়না সহ বলিলেন, পামর! শীঘ্র আমার বাছাকে ডাক্! আমিই ডাকিতে পারিতাম, কিন্তু বাছা আমার যে গুরু-বাক্যের প্রতীক্ষা করিতেছে, আমি ডাকিলে তো সে উঠিবে না। দস্যু প্রাণভয়ে ভীত হইয়া শিশুকে ডাকিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। শিশু মাথা তুলিয়া তাকাইয়া দেখে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু সাক্ষাৎ হইয়া বলিতেছেন, বৎস! জল হইতে উঠ, তোমাকে দর্শন দিবার জন্যই আমি আসিয়াছি। বালক বৃদ্ধকে মূর্চ্ছিত ও অলোকসামান্য পুরুষকে দেখিয়া প্রেমাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে তাঁহার চরণে পতিত হইল। অনাথনাথ অমনি নিজ রূপ সংবরণ পূর্ব্বক প্রহরি-বেশে শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া রাজদ্বারে রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সাধক! বল দেখি, সরল হৃদয়ের পরম সখা ভগবানের আশ্রয় না লইয়া আর কাহার শরণাগত হইব? ঐ দেখ গুরু হইয়া ষণ্ডামার্ক বালক প্রহ্লাদকে বেত্রাঘাত করিল, প্রহ্লাদের নয়নে জলধারা দেখিয়া অমনি প্রহ্লাদের প্রাণের সখা ভগবান্ হরি আসিয়া কাতর ভক্তের হৃদয় আলো করিয়া বসিলেন;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন,—প্রহ্লাদ! রোদন করিও না; মূঢ় গুরু তোমাকে যত বেত্রাঘাত করিয়াছে, এই দেখ সকল গুলিই আমার পৃষ্ঠে চিহ্নিত হইয়াছে; তোমাতে আমাতে আর ভিন্নতা নাই। প্রহ্লাদ সমস্ত জ্বালা, যন্ত্রণা ভুলিলেন, আবার হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতে লাগিলেন। ঐ দেখ সাধক! পিতা হইয়া হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে হস্ত-পদাদি বন্ধন করিয়া সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিবার আজ্ঞা দিলেন, অবোধ দৈত্যগণ তাহাই করিল। সংসার প্রহ্লাদের বিরোধী হইয়া কি করিবে? প্রহ্লাদ হরিপদ ধ্যান করিতে করিতে ভূতলাভিমুখে পড়িতেছেন—আবার ঐ দেখ ভগবান্ নিজ মঙ্গলময় হস্ত প্রসারণ করিয়া প্রহ্লাদকে ধারণ করিলেন, ভক্তের কমনীয় পবিত্র অঙ্গে একটী কঙ্করেরও আঘাত লাগিল না! ভক্তের ভগবান্ না হইলে কি দুর্য্যোধনের সভায় রজস্বলা দৌপদীর লজ্জা নিবারণ হইত? ভক্তের ভগবান্ দৌপদীকে দেখা না দিলে কি বনমধ্যে পাণ্ডবগণ দুর্ব্বাসার মহাকোপে রক্ষা পাইতেন? ভক্ত ধ্রুব! তুমিই ধন্য, তুমি ভোগ-বাসনা ত্যাগ করিয়া একাকী গহনবনে কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়াছিলে বলিয়া অনাথের নাথ স্বয়ং তোমাকে মন্ত্রদাতা গুরু (নারদকে) পাঠাইলেন। তোমার জন্য ধ্রুবলোক* রচনা করিলেন, তোমাকে দর্শন দিয়া

---

* ভগবান্ নিজ বৈকুণ্ঠপুরীর উর্দ্ধ দেশে ধ্রুবের জন্য স্বতন্ত্র ধ্রুবলোক রচনা করিয়াছিলেন। সাধক! এই রহস্যের মর্ম্ম বুঝিয়া দেখিবেন যে, বিষ্ণুর সাক্ষাৎকারক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, তবে ভক্তের উচ্চ নির্ম্মল ক্ষেত্র (ভক্তি) দৃষ্ট হয়। কর্ম্মের দ্বারা নিষ্ঠা, নিষ্ঠা দ্বারা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে উপাসনায় অনুরাগ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরাধাম পবিত্র করিলেন। দৈত্যকুল-পাবন ভক্ত-শিরোমণি প্রহ্লাদ! দুঃখে দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া হরি-ধ্যান, হরি-জ্ঞান, হরি-স্মরণ করিয়া হরিগুণ-গানে বিভোর হইয়া ভক্ত-বৎসলের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইলে—তাই তোমার দিব্য বিশ্বাসের অনুরোধে—তোমার বাক্যের সত্যতা রক্ষার জন্য স্ফটিক-স্তম্ভ ভেদ করিয়া নরসিংহদেব প্রকাশিত হইলেন। ভক্ত-কুলতিলক! ভক্তির গুণে পিতৃকুল উদ্ধার করিলে। বলি রাজা! তুমিও ধন্য। সুর, নর আদি সকলে যাঁহার দ্বারের ভিখারী, তোমার ভক্তির গুণে তিনিই ত্রিপাদ-ভূমি "ভিক্ষার্থ"—তোমার দ্বারে উপস্থিত। তোমার ভক্তির গুণেই তিনি তোমাকে রত্ন-সিংহাসনে বসাইয়া তোমার দ্বারের প্রহরী হইলেন। অর্জ্জুন! ধন্য তোমার ভক্তি ও ভালবাসা। ভক্তির গুণে, ভালবাসার গুণে বিশ্ব-মূলাধারকে সখ্যতার সূত্রে বাঁধিয়া রাখিলে। কুরুক্ষেত্রের মহারণে ভগবান্ যোদ্ধবেশে কাহারও পক্ষ অবলম্বন করিলেন না, কিন্তু পাছে ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাদির সুতীক্ষ্ণ বাণে তোমার অঙ্গ ব্যথিত হয়, সেই জন্য তোমাকে পশ্চাতে রাখিয়া স্বয়ং সম্মুখে সারথির আসনে উপবেশন করিলেন। আমরাও ধন্য যে, আজ ভক্তির কথা—ভক্তের কথা—লইয়া জীবন পবিত্র করিতেছি।

সাধুগণ! সাধকগণ! ভক্তগণ! চিরদিন এই কথা স্মরণ রাখিবেন—

উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান, ও জ্ঞানোদয় হইলে ভগবদ্দর্শন, এবং ভগবদ্দর্শন (বৈকুণ্ঠ) লাভ হইলে, ভক্তি (ধ্রুবলোক) দেখিতে পাওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যস্মিঞ্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥"

জৈমিনি-ভারত, আশ্বমেধিক পর্ব্ব।

ভক্তিই সার, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, ভক্তিই ভূষণ ও ভক্তিই জীবন। অতএব—সর্ব্বথা সর্ব্বযত্নেন ভক্তিমেব সমাশ্রয়েৎ।

অনাথের নাথ! ভক্তের হৃদয়নিধি! শুনিয়াছি তুমি নাকি কাঙ্গালের সর্ব্বস্ব, তুমি দীন দুঃখীর পরম সখা, তাই বড় কাতর হৃদয়ে তোমার পতিত-পাবন নাম সম্বল করিয়া ডাকিতেছি। ধন দিয়া, মান দিয়া, পুত্র পরিবারাদি দিয়া এই নিঃসহায়ের মন ভুলাইয়া তোমার চরণচ্ছায়ায় বঞ্চিত করিও না। তুমিই নাকি বলিয়াছ--

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

দীনবন্ধো! আমি স্বর্গ চাহি না, তোমার বৈকুণ্ঠও চাহি না, যোগী, জ্ঞানী, ঋষি, তপস্বী হইতেও চাহি না, তোমার যে ভক্তগণ তোমার গুণ-গান করিলে তুমি সদাই তাহাদের সঙ্গে বিরাজ কর, আমাকে সেই ভক্ত-হৃদয়ের ভক্তির বৈজয়ন্তী মালা গাছটি পরাইয়া দাও। এই আশীর্ব্বাদ কর, হরি! যেন তোমার কথা শুনিতে শুনিতে, তোমারই নাম—তোমারই গুণ—গাইতে গাইতে, তোমারই মহিমা স্মরণ করিতে করিতে, তোমাকেই ভাবিতে ভাবিতে জীবন সার্থক করিতে পারি।

অপরাধসহস্রসঙ্কুলম্পতিতন্তীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে! কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে সর্ব্বদুঃখ-নিবারণ! আমি সহস্র সহস্র অপরাধ করিয়া এই ভয়ানক সংসার-সাগর-গর্ভে পতিত হইয়াছি। আমি নিতান্ত নিরাশ্রয়, তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে নিজ আশ্রিতগণ মধ্যে গ্রহণ কর।

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্! পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম জন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

হে ভগবন্! ধর্ম্মে বা ধনরাশিতে অথবা বিষয়-ভোগে আমার আস্থা নাই; এ সকল আমার পূর্ব্বকর্ম্মের ফলানুরূপ যাহা হইতেছে, তাহাই হউক। তোমার নিকট আমার এই একমাত্র প্রার্থনা যে, আমার যেখানে যেরূপেই জন্ম হউক না কেন, তোমার চরণারবিন্দে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত-চরিতাবলী

গুরুভক্ত ঘাটম।

জয়পুরের অন্তর্গত ঘোড়ী নামক গ্রামে কশ্চিৎ মীনা জাতির গৃহে ঘাটম জন্ম গ্রহণ করেন। ঘাটমের পিতা মাতা দরিদ্র ছিলেন, বিশেষতঃ তদানীন্তন গ্রাম্য অবস্থার দোষে ঘাটম আদৌ কোন প্রকার সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক ভার স্কন্ধে পড়িল। ঘাটম অনন্যোপায় হইয়া প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য আদির পন্থা অবলম্বন করিলেন। কালক্রমে ঘাটম একজন অতীব দুষ্ট প্রবঞ্চক হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-ফল ঘাটমের মনশ্চক্রের গতি ফিরাইতে লাগিল। ঘাটম মধ্যে মধ্যে দুষ্কৃতির পর্য্যালোচনা করিয়া বড় মর্ম্ম-ব্যথা পাইতে লাগিলেন। একদিন বহু চিন্তার পর কোন ভগবদ্ভক্ত সাধুর নিকট শিক্ষা ও প্রবোধ পাইবার আশয়ে গমন করিলেন। ঘাটমের মলিন ভাব ও কাতর বচনে সাধুর করুণার উদ্রেক হইল। তিনি বলিলেন, ঘাটম! তুমি চৌর্য্য ও প্রবঞ্চনা পরিত্যাগ কর। ঘাটম বলিলেন, প্রভো! উহাই আমার জীবিকা. উহা পরিত্যাগ করিলে আমার একদিনও চলিবে না। এতচ্ছ্রবণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varana

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধু বলিলেন, যদি উহা পরিত্যাগ করিতে না পার, তবে তৎপরিবর্ত্তে আমার চারিটী আজ্ঞা প্রতিপালন কর। ১ম—সত্য কথা কহিবে; ২য়—সাধু-সেবা করিবে; ৩য়—ভগবান্‌কে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না; ৪র্থ—ভগবানের আরতি দর্শন করিবে। ঘাটম এই কয়েকটী অঙ্গীকার করিলে, মহাত্মা তাঁহাকে ইষ্ট-মন্ত্রোপদেশ (দীক্ষা) দিলেন। ঘাটম সেই দিন হইতে গুরুর আজ্ঞা-চতুষ্টয় প্রাণপণে পালন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

এক দিন ঘাটমের গৃহে কয়েকটী সাধু অভ্যাগত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটম দেখিলেন গৃহে কিছু নাই, অথচ গুরুর আজ্ঞায় সাধু-সেবা করিতেই হইবে। অগত্যা ঘাটম এক মহাজনের শস্যভাণ্ডার হইতে যথাবশ্যক গম চুরি করিয়া আনিলেন, কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন, যদি কেহ সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে চোর বলিয়া ধরিতে আসে, তবে গুরুর আজ্ঞায় সত্য কথা কহিলেই তাঁহাকে কারাবরুদ্ধ হইতে হইবে। তাহাতেও তাঁহার ভয় নাই, কিন্তু পাছে অবিলম্বে ধৃত হইলে সাধু-সেবার বিঘ্ন হয়, এই ভয়ে তিনি অবিচলিত চিত্তে গুরুপদ চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পথে বাহির হইবার সাধ্য কাহারও হইল না। ঘাটম প্রফুল্ল চিত্তে নিরাপদে সাধু-সেবা করিলেন। সাধু-সেবা করিলে যমভয় দূর হয়, সামান্য বিঘ্ন হইতে গুরুভক্ত ঘাটম মুক্ত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

এক সময়ে ভগবদুৎসবের উপলক্ষে ঘাটমের গুরু ঘাটমকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তখন সাধু-সেবার্থ ঘাটমের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক কপর্দ্দকও ছিল না। কি লইয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইবেন, ঘাটম তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। গুরুসমীপে সাধু-সেবার্থ কিছু দিতেই হইবে, ইহাও ঘাটমের স্থির সংকল্প। নিঃসম্বল ঘাটমের সাধু-সেবানুরাগ, সাহস ও উৎসাহ ক্রমশঃ তাঁহাকে উদ্বেজিত করিয়া তুলিল। ঘাটম রাজভবনের সম্মুখদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারপালগণ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি চোর, আমার নাম ঘাটম। দ্বারপালগণ সত্যবাদী ঘাটমের এইরূপ কথা শুনিয়া ভাবিল যে, এ ব্যক্তি রাজসভা-ভুক্ত কোন কর্ম্মচারী হইবে, রহস্য করিয়া আপনাকে চোর বলিয়া পরিচয় দিল। প্রকৃত চোর হইলে কেহই এরূপ পরিচয় দিতে পারে না। কেহই ঘাটমকে কিছু বলিল না। ঘাটম বাধা না পাওয়ায় বরাবর অশ্বশালায় প্রবেশ করিলেন এবং দেখিয়া শুনিয়া বাছিয়া বাছিয়া একটি কৃষ্ণবর্ণ সুলক্ষণাক্রান্ত বহুমূল্য অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক বাহিরে চলিয়া আসিলেন। দ্বারপালগণ প্রথমে তাঁহার গতি রোধ করিল, ঘাটম পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ পরিচয় দিয়া বলিলেন, আমি অশ্ব চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছি। প্রহরিগণ উপহাস বোধে ছাড়িয়া দিল। ঘাটম প্রফুল্লচিত্তে গুরুর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে এক নগরে প্রবেশকালে সন্ধ্যাসমাগম হইল। তথাকার কোন দেবালয়ে আরতি হইতেছিল। শঙ্খ ঘণ্টার নিনাদ কর্ণে আসিবামাত্র ঘাটম অশ্বটী বাহিরে বাঁধিলেন ও মন্দিরে গিয়া ভগবদ্ভজনে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এদিকে ক্ষণবিলম্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ অশ্বের সন্ধান হইতে লাগিল। নগর-রক্ষক স্বগণ সহিত অশ্বের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া ঘাটম যে মন্দিরে আরতি দেখিতেছিলেন, সেই মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভববন্ধন-মোচনকারী ভক্ত-বৎসল ভগবান্ ভক্ত ঘাটম এখনই বন্ধন-দশা-গ্রস্ত হইবে দেখিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারেন! অশ্ব চিনিতে পারিলেই নগর-রক্ষক ঘাটমকে এখনই দণ্ডাধীন করিবে জানিয়া নিজ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া বিস্তারপূর্ব্বক অশ্বকে কৃষ্ণবর্ণের পরিবর্ত্তে শুভ্রবর্ণ করিয়া দিলেন। তৎপরে ঘাটম যখন তৎপৃষ্ঠে আরূঢ় হইলেন, নগর-পাল তদ্দর্শনে নিতান্ত লজ্জিত, চিন্তিত ও বিস্মিত হইল। সেই অশ্ব, অথচ বর্ণ বিভিন্ন, এই চমৎকারে চমকিত হইয়া ভাবিল, না জানি রাজা অদ্য আমাকে কি গুরুতর দণ্ডই দান করিবেন। ঘাটম নগরপালের এতাবদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত করুণার্দ্র হইলেন এবং বলিলেন, তুমি চিন্তা করিও না; ইহাই সেই অশ্ব—আমি চুরি করিয়া আনিয়াছি—বোধ হয় আমার রক্ষার নিমিত্ত ভগবন্মায়ায় অশ্বের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; চল, অশ্ব সহিত আমি রাজসমীপে যাইতেছি। রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া পরম সত্যশীল গুরুভক্তিপরায়ণ ঘাটম নিজ বৃত্তান্ত সমস্তই সরলতা, সাহস ও অসঙ্কোচ সহকারে জ্ঞাপন করিলেন। ঘাটমের অদ্ভুত বিবরণ শুনিয়া রাজা অবাক্ হইলেন ও তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক প্রচুর স্বর্ণমুদ্রাদি দান করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। ঘাটম বলিলেন, আমার অশ্বমাত্র হইলেই হইবে, এত অর্থের প্রয়োজন নাই। রাজা উচ্চহৃদয় ঘাটমকে অশ্ব সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ দান না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। গুরুভক্ত ঘাটম তত্তাবৎ সাধু-সেবার্থ লইয়া গেলেন। সেই দিন হইতে ঘাটমের যথাবশ্যক অর্থ রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইত। ঘাটমকে অর্থাভাব বশতঃ আর চুরি করিতে হইত না। ঘাটম সুখে সাধনা করিতে লাগিলেন। যদি নিতান্ত নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া মনুষ্য ভগবৎ-পরিচর্য্যার একটী অঙ্গও সুসম্পন্ন করিতে পারে, ভক্তানুরক্ত ভগবান্ তাহার প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করেন। সাধু-সেবায় অনুরাগ ও ভগবদ্ভক্তির উদয় হইলে মনুষ্যের সংসার-সমুদ্র পার হইবার কিছুমাত্র চিন্তা থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাঙ্কা ও বাঙ্কা।

পণ্ডরপুর গ্রামে রাঙ্কা বাস করিত। রাঙ্কা অতি দরিদ্র, অশিক্ষিত ও নীচজাতিসম্ভূত বলিয়া সাধারণের চক্ষে ঘৃণিত হইলেও নিজ তীব্র বৈরাগ্য ও অচলা ভক্তির গুণে ভগবানের কৃপালাভে সে বঞ্চিত হয় নাই। বাঙ্কা তাহার পত্নী। বাঙ্কা পরম সাধ্বী ও ভক্তিমতী ছিল। বৈরাগ্য-বুদ্ধি—রাঙ্কা অপেক্ষাও বাঙ্কার অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত। এই দুই স্ত্রী-পুরুষ দরিদ্র হইলেও কাহারও নিকট ভিক্ষা করিত না। বন হইতে শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহ পূর্ব্বক বাজারে বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। গৃহকার্য্য শেষ হইলে যে অবকাশ থাকিত, সে সময় অন্য কোন কার্য্য না করিয়া উভয়ে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা করিত। পণ্ডরপুর গ্রামে নামদেব নামক একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ বাস করিতেন। পরম ভক্ত রাঙ্কা ও বাঙ্কার দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার মনে বড় করুণার উদ্রেক হইল। এক দিন তিনি সমাধিকালে ভগবান্‌কে ভক্তিবিনম্র বচনে রাঙ্কা ও বাঙ্কার দুঃখ বিমোচনের জন্য নিবেদন করিলেন। ভক্তগণ এরূপ দুঃখে কাল হরণ করে, ইহা তাঁহার অন্তঃকরণে সহ্য হয় না। দৈববাণীতে ভগবান্ উত্তর করিলেন, নামদেব! ইহার উপায় কি করিব? রাঙ্কা ও বাঙ্কা যেরূপ বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়াছে, তাহাতে তাহারা কোন মতে অধিক ধন গ্রহণ করিতে চাহে না। ইহার প্রকৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহস্য যদি প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তবে কল্য তাহা তোমাকে দেখাইব। পরদিন প্রাতে রাঙ্কা ও বাঙ্কা কাষ্ঠ আহরণার্থ বনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই ভগবদাজ্ঞানুসারে নামদেব বনে প্রবেশ করিলেন। ভগবান্ নামদেবকে দেখাইয়া পথিমধ্যে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া দিলেন। রাঙ্কা অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল. পথিমধ্যে স্বর্ণমুদ্রারাশি দেখিয়া স্বয়ং তো লুব্ধ হইলই না, বরং ভাবিল, বাঙ্কা পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে, যদি এইগুলি দেখিয়া তাহার লোভ বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে সাধনায় বিঘ্ন পড়িবে। এই জন্য পথ হইতে কতকগুলি ধূলি লইয়া মুদ্রাগুলি ঢাকিয়া রাখিয়া গেল। বাঙ্কা নিকটে পৌছিলে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি পথের ধূলি লইয়া কি করিতেছিলে? রাঙ্কা স্বর্ণমুদ্রার বৃত্তান্ত ও নিজ মনে যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল. তাহা প্রকাশ করিয়া পত্নীকে বলিল। পরম বৈরাগ্যবতী বাঙ্কা এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া উঠিল ও বলিল, স্বর্ণমুদ্রা ও পথের ধূলিতে প্রভেদ কি যে, তুমি এক ধূলি দ্বারা আর এক ধূলি ঢাকিতেছিলে! রাঙ্কা স্ত্রীর মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইল এবং বাঙ্কাকে বলিল যে, তোমার বৈরাগ্য-চেষ্টার নিকট অদ্য আমার বৈরাগ্য লজ্জা পাইল। এই রহস্য দেখাইয়া ভগবান্ নামদেবকে বলিলেন যে, দেখ, উভয়ের বৈরাগ্য কেমন তীব্র! ইহারা আপনার অবস্থায় সদাই সন্তুষ্ট, লোভের দিকে আদৌ যাইতে চাহে না। নামদেব দেখিয়া অবাক্ হইলেন, আর মনে মনে বলিতে লাগিলেন, প্রভো! যাহার প্রতি তোমার কৃপাদৃষ্টি হয় ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও আর তাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিমুগ্ধ করিতে পারে না! তোমাকে ভিন্ন সে আর কিছুই চাহে না। যে সুধা পান করে, সে সামান্য মিষ্টে মুগ্ধ হইবে কেন? ভক্ত-বৎসল ভগবান্ পরম ভক্ত রাঙ্কা ও বাঙ্কার শ্রম-লাঘব করিবার জন্য বনে যত শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল, পলক মধ্যে সমস্ত একত্র করিয়া বোঝা বান্ধিয়া রাখিয়া দিলেন। রাঙ্কা ও বাঙ্কা কাষ্ঠের বোঝা সকল দেখিয়া ভাবিল, এতাবৎ অন্য কেহ আহরণ করিয়া থাকিবে, অন্যের দ্রব্য লইতে নাই বলিয়া তাহা স্পর্শও করিল না। কিন্তু সে দিন বহু অন্বেষণ করিয়াও বনে আর একখানি কাষ্ঠও পাইল না, সুতরাং রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিয়া আসিল। মনে মনে তাহাদিগের ইহাই নিশ্চয় হইল যে, স্বর্ণমুদ্রা অতি দুর্লক্ষণের সামগ্রী, উহার দৃষ্টিমাত্রেই আজ উপবাসী থাকিতে হইল। যদি উহা গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে না জানি কি উৎকট অনর্থপাতই হইত। অন্তর্য্যামী ভগবান্ ভক্তগণের এই সকল কথা শুনিয়া আর কি স্থির থাকিতে পারেন? অমনি স্বয়ং ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বনে সংগৃহীত কাষ্ঠগুলি অলক্ষিত ভাবে রাঙ্কা ও বাঙ্কার বাটীতে পৌঁছাইয়া দিলেন। রাঙ্কা এতাবৎ ভগবল্লীলা মনে করিয়া কাষ্ঠগুলি গ্রহণ করিল। ভগবান্ ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া নিজ ভুবনমোহন মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক রাঙ্কাকে দর্শন দিলেন এবং পরিধেয় বসন দান করিলেন। রাঙ্কা সে অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দর্শন করিয়া এরূপ বিমোহিত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল যে, ভগবান্ তাহাকে যাহা যাহা বলিলেন, রাঙ্কা তাহার উত্তর দানেও সমর্থ হইল না। ভগবৎ-প্রদত্ত প্রসাদ সাক্ষাৎ ভগবত্তুল্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানিয়াই সামগ্রীগুলি গ্রহণ করিল। রাঙ্কা প্রেমগদ্‌গদ হইয়া এক দিন নামদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিল, ভগবন্! আমি না জানি কি পাপগ্রস্তই হইলাম। ক্ষুদ্র আমি, নীচ আমি, ঘৃণিত আমি, আমার ন্যায় অভাগার জন্য সেই কুসুম হইতেও কোমল অঙ্গে কণ্টকের বোঝা বহিতে হইয়াছে। নামদেব রাঙ্কার গদ্‌গদ ভাব দেখিয়া পুলকে পূর্ণ হইলেন এবং উভয়ে একত্র হইয়া ভগবৎ-সাধনা করিতে লাগিলেন। বাঙ্কাও পতি-ভাগ্য-ভাগিনী হইলেন। ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া আনন্দ-নিকেতনের অধিকার দান করিলেন। ভক্ত! তুমিই ধন্য! ভগবান্ তোমারই জন্য অপরূপ হইয়াও রূপ ধারণ করেন—নিষ্ক্রিয় হইয়াও ক্রিয়া করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varana

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী হরিদাস।

যৎকালে মুসলমান-সম্রাট্-শিরোমণি মহাত্মা আকবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিয়া ভারতে সৌজন্যের প্রকৃত মহিমা বিস্তার করিতেছিলেন, স্বামী হরিদাস তৎসমসাময়িক লোক। হরিদাস বালককাল হইতেই ভজনানন্দের তৃপ্তিসুখ অনুভব করিতে শিখিয়াছিলেন। ভগবৎ-প্রেম-হিল্লোলে তাঁহার হৃদয় সময়ে সময়ে অতীব নৃত্য করিত। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভক্তিভাব প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিল। সাংসারিক আসক্তি তাঁহাকে বিমোহিত করিতে না পারিয়া লজ্জায় পলায়ন করিল। আশ্রমোচিত বিবাহ আদি করিবেন কি, অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া তিনি যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিবাহ করিবার বুদ্ধি স্বতঃ এব অন্তর্হ্ত হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন জগতে দুইটী মাত্র শক্তি ক্রীড়া করিতেছে। একটী ভাব, অপরটী অভাব; একটী প্রভু, অপরটী দাস; একটী স্বামী, অপরটী স্ত্রী; একটী ঈশ্বর, অপরটী জীব। বহু আন্দোলনের পর তাঁহার এইরূপ ধারণা হইল যে, জীব-শক্তি স্বয়ংই ঈশ্বরের প্রভু-শক্তির রতি-বিলাস-ভূমি। তবে জীবের আবার স্বতন্ত্র প্রভুতা কোথায়? জীব আবার বিবাহ করিয়া অন্যের স্বামী হইবে কিরূপে? তিনি ভগবান্‌কে আপনার স্বামী জানিয়া তাঁহারই নিত্য সেবায় নিরত হইলেন। ভক্তি প্রবলা হইয়া যখন তাঁহার চিত্তকে বিহ্বল করিয়া তুলিল, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র ব্রজভূমিতে আসিয়া প্রাণ-প্রিয়তমের প্রেম-পীযূষপানে আপনার জীবন সার্থক করিতে লাগিলেন। তিনি আপনাকে ত্রিভুবন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সখী বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

তাঁহার সর্ব্বদা এইরূপ বোধ হইত যে, নিকুঞ্জবিহারী তাঁহার হৃদয়-কুঞ্জে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার সহিত হাস্য পরিহাস কৌতুকাদি করিতেছেন। তিনি আপনার ভাবে আপনি মগ্ন থাকিয়া কখনও কীর্ত্তন, কখনও বা নর্ত্তন করিতেন, এবং কখনও বা প্রেম-বিহ্বল ভাবাবেশে অচেতন হইয়া পড়িতেন। যে সকল লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত, তাহারা তাঁহার ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া থাকিত। তিনি ভক্তির সহিত যখন ভগবদ্-গুণানুবাদাঙ্গীন সঙ্গীত করিতেন, তখন শ্রোতৃমাত্রেই বিমুগ্ধ হইয়া যাইত। ক্রমশঃ অনেক লোক তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত হইয়া পড়িল।

একদিন, তাঁহার জনৈক সেবক তাঁহার প্রীতি কামনায় বিশেষ যত্নপূর্ব্বক এক শিশি আতর আনিয়াছিল। স্বামীজি তখন যমুনা-পুলিনে বসিয়া আপনার ভাবে আপনি মগ্ন। সেবক আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক আতরের শিশিটী দান করিল। তিনিও বিহ্বল-চিত্তে হস্তে গ্রহণ করিলেন। স্বামী যেন ধ্যানযোগে হরির সহিত হোলি খেলিতেছেন এবং ভগবান্ স্বয়ং হরিদাসের অঙ্গে গুলাল রং ঢালিয়া দিলেন, স্বামীজি অমনি এই অবসরে হস্তস্থ শিশি হইতে আতরটুকু সমস্তই ভগবানের অঙ্গে ঢালিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varana

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফেলিলেন। ধ্যাতা ও ধ্যেয় অন্তর্জগতে যাহাই লীলা করেন না কেন, বস্তুতঃ চর্ম্ম-চক্ষে দৃষ্ট হইল যে আতরটুকু যমুনাতীরস্থ বালুকারাশিতে নিক্ষিপ্ত হইল। সেবক এতদ্দর্শনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত-চিত্ত হইল এবং ভাবিল, বুঝি স্বামীজি তাহার যত্নের সামগ্রী আতরের গুণ বা মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন নাই। নির্ম্মল-হৃদয় স্বামীজি সেবকের মনের ভাব জানিতে পারিলেন এবং তাহাকে প্রিয় সম্ভাষণে বলিলেন যে, তুমি বিহারীজি মহারাজকে দর্শন করিয়া আইস। সেবক মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র মন্দিরের সর্ব্বত্র আতরের সৌগন্ধ পাইল, এবং ভগবৎ-সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, তাঁহার মস্তক হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত পরিচ্ছদ আতরে ভিজিয়া গিয়াছে। তখন তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল, এবং নিজ অজ্ঞানতা জন্য সে নিতান্ত লজ্জা পাইল।

এক ব্যক্তি স্বামীজির শিষ্য হইবার জন্য তাঁহার নিকট আসিয়াছিল এবং একটী স্পর্শমণি তাঁহাকে উপহার প্রদান করিল। স্বামীজি দেখিলেন এই মণিটী তাহার নিতান্ত প্রিয়, এবং যতদিন এ আসক্তি তাহার মন হইতে বিদূরিত না হয় ততদিন সেই প্রিয়াৎ প্রিয়তর পরম পুরুষে প্রীতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য তাহাকে আজ্ঞা করিলেন যে, তুমি শীঘ্র এই মহামূল্য মণিটী যমুনার মধ্যজলে নিক্ষেপ কর। আজ্ঞাবাহী শিষ্য তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিল যদি এই মণিটী থাকিত, তাহা হইলে অনেক সাধু-সেবার ব্যয় এবং ভগবানের বেশভূষাদির উত্তম রূপ ব্যবস্থা হইত। অন্তর্জগৎবিচরণশীল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী হরিদাস তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন ও দেখিলেন এখনও এই প্রস্তরের মায়া সে ছাড়িতে পারে নাই। অতঃপর তাহাকে সঙ্গে করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় সম্মুখে সহস্র সহস্র স্পর্শমণি পড়িয়া রহিয়াছে দেখাইলেন ও বলিলেন যে, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য, রুচিকর দ্রব্য আদি জগতের প্রলোভনকর পদার্থ সকল ভগবৎ-পদ-প্রাপ্তির বাধা করিয়া থাকে। ইহারাই পরমার্থ-পথের প্রধান প্রধান দস্যু। যে পর্য্যন্ত সংসারের সমস্ত পদার্থের প্রীতি সংবরণ করিতে না পরিবে, সে পর্য্যন্ত ভগবানের চরণারবিন্দে চিত্ত অবিচলিত থাকিবে না, এবং পরমানন্দ-সিন্ধুর সুধাপানে সমর্থ হইবে না। অতএব যদি ভগবান্‌কে চাও, তবে সংসারের চারিদিক্ হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া আত্ম-নিকেতনে আনয়ন কর, অথবা যদি স্পর্শমণিকে প্রিয়তর মনে করিয়া থাক, তবে তোমার যত ইচ্ছা হয় এই স্থান হইতে উঠাইয়া লও। সেবক সিদ্ধ মহাত্মার প্রভাবে অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া ভীত ও চমকিত হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইল এবং তৎপ্রসাদে মনকে অটল, অচল ও একাগ্র করিয়া সাধনায় নিযুক্ত হইল। আনন্দের পর আনন্দ আসিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিতে লাগিল।

সম্রাট্-শিরোমণি আকবর নিজ দরবারের প্রসিদ্ধ গায়ক তন্নসেনকে (তান্‌সেন) একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তোমার সঙ্গীত বিদ্যার গুরু কে? তান্‌সেন উত্তর করিলেন, স্বামী হরিদাস। এতৎ শ্রবণে স্বামীজির দর্শনার্থ সম্রাটের চিত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল, এবং তান্‌পূরাসহ তান্‌সেনকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বামীজির সমীপে একদিন উপস্থিত হইলেন। তান্‌সেন তান্‌পূরার স্বর সহযোগে একটী পদ গান করিলেন এবং ইচ্ছা করিয়াই পদের দুই এক স্থলে সুর তাল ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। স্বামীজি যখন তানপূরা লইয়া স্বয়ং ঐ পদটী গাইলেন, তখন শ্রোতৃমাত্রেরই চিত্ত ভগবৎ-স্বরূপে বিলীন হইয়া গেল। সম্রাট্ স্বামীর নিকট হইতে নিজ শিবিরে আসিয়া তান্‌সেনকে পুনর্ব্বার ঐ গানটী গাহিতে আজ্ঞা করিলেন, তান্‌সেনের গান সমাপ্ত হইলে সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্বামীর সঙ্গীতকালে আমি যে সুরস পাইয়াছিলাম, তোমার গানে সেরূপ রস পাইলাম না কেন? তান্‌সেন উত্তর করিলেন যে, স্বামীজি ত্রিলোকের স্বামীকে গান শুনাইতেছিলেন, আর আমি দিল্লীর সম্রাট্‌কে শুনাইতেছি, ইহাই ইহার নিগূঢ় কারণ। সম্রাট্‌ও এই সারবান্ বাক্যের অনুমোদন করিলেন। ব্রজভূমি হইতে বিদায়কালে সম্রাট্ স্বামীজিকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন যে, কিঞ্চিৎ সেবার জন্য আপনার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছি। স্বামী বলিলেন, আমার কোন বিষয়েরই প্রয়োজন নাই। সম্রাট্ বারংবার প্রার্থনা করিলে স্বামীজি নিজ যোগবিদ্যাবলে সম্রাটের দিব্য নেত্র উন্মোচন করাইয়া অমূল্য মণিরত্নখচিত অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ দিব্য ব্রজধাম দেখাইলেন। সম্রাট্ এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে বিমোহিত হইয়া স্বামীর চরণে পতিত হইলেন এবং বারংবার এই প্রার্থনা করিলেন যে, আমাকে সামান্য মাত্র সেবার আজ্ঞা দিয়াও কৃতার্থ করুন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার জন্ম এবং জীবন সার্থক হউক। স্বামীজি বলিলেন, এখানকার বানরগণের জন্য আহার প্রেরণ করিও; ব্রজভূমির বৃক্ষ এবং শাখা সকল কেহ ছেদন না করে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিও এবং শেষ আজ্ঞা এই যে, তুমি আমার নিকট আর আসিও না। শান্ত-হৃদয় সম্রাট্ তাঁহার সমস্ত আজ্ঞাই প্রতিপালন করিলেন। স্বামী হরিদাস ত্রিলোক-স্বামীর প্রেম-সুধারসে নিমগ্ন হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ ব্রজভূমিতে বাস করিলেন ও অনন্ত সত্তায় বিলীন হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত সজন।

সজন জীব-হত্যাকারী মাংস-বিক্রেতার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অন্যান্য মাংস বিক্রেতার নিকট হইতে মাংস ক্রয় করিয়া ও কিঞ্চিৎ লাভ রাখিয়া তাহাই বিক্রয় করিতেন। স্বহস্তে পশু পক্ষীর জীবন বধ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না, অথবা পশু বধ কালে তিনি তথায় উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না। মাংস তৌল করিয়া দিবার জন্য, তাঁহার তুলাদণ্ডে একটি বাট্‌খারা থাকিত। তাহার দ্বারাই একসের হইতে এক মণ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ তৌল করিয়া মাংস বিক্রয় করিতেন। অকস্মাৎ এক দিন সেই পথ দিয়া একজন বৈষ্ণব গমন করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, সজনের তুলাধারে একটী সুলক্ষণাক্রান্ত শালগ্রাম-শিলা বর্ত্তমান। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, ঈদৃশ কদর্য্য-বৃত্তিশীল লোকের নিকট শালগ্রাম-শিলা থাকা উচিত নহে; এই হেতু তিনি সজনের নিকট ঐ শিলাখণ্ডটী প্রার্থনা করিলেন। সজনও তৎক্ষণাৎ প্রসন্নচিত্তে তাহা সাধুকে দান করিলেন। ভাব ও ভক্তিপ্রিয় ভগবান্ নিশার স্বপ্নযোগে সাধুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, তুমি আমাকে যেখান হইতে লইয়া আসিয়াছ সেই খানে রাখিয়া আইস। সাধু বলিলেন—ভগবন্! কসাইয়ের গৃহে আপনার নিবাস নিতান্ত অযোগ্য বিবেচনায় আমি সেবা করিবার জন্য এখানে লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছি। তদুত্তরে এই আদেশ হইল যে, আমি তাহার ভাবে বশীভূত হইয়া তাহার প্রতি সর্ব্বদাই অত্যন্ত প্রসন্ন থাকি। সে যখন তুলাধারে আমাকে রাখিয়া মাংস বিক্রয় করে, তখন আমার ভক্ত-কৃত ঝুলন-লীলা বলিয়া বোধ হয়। যখন সে মূল্যের জন্য গ্রাহকদিগের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করিতে থাকে, তাহা আমার পক্ষে নাম-সংকীর্ত্তন বলিয়া অনুমিত হয়। বিষ্ণু-ভক্ত সাধু ভগবানের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রত্যূষেই সজন সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং সজনকে নিশার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিয়া শালগ্রাম-শিলা প্রত্যর্পণ করিলেন। বিষ্ণু-ভক্তের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সজন চকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ঘোর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তাঁহার অন্তঃকরণের একটী আবরণ যেন কে উঠাইয়া লইল, হৃদয়ের অন্ধকার ভেদ করিয়া যেন বিদ্যুন্মালা চমকিয়া উঠিল, সজনের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সজনের প্রাণ মন জগতের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধ আকাশে উড্ডীন হইল। সজন সেই দিনেই গৃহদ্বার পরিবারাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই শালগ্রাম-শিলামূর্ত্তি মস্তকে করিয়া পুরুষোত্তম দর্শনে যাত্রা করিলেন।

সজন একাকী অপরিচিত পথে গমন করিতেছেন, নিরাশ্রয়ের ন্যায় সকল দিন বিশ্রাম করিবার যথাযোগ্য আশ্রয় পাইতেন না। এক দিন এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটী যুবতী তাঁহাকে অতি সমাদর করিয়া তাহার গৃহে বিশ্রাম করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। সরলচিত্ত সজন আনন্দপূর্ব্বক তাহার

২৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আতিথ্য স্বীকার করিলেন। ভক্ত সজনের সুলক্ষণাক্রান্ত সস্মিত বদনমণ্ডল ও অঙ্গের রূপলাবণ্য দর্শনে যুবতী সহজেই মোহিত হইয়াছিল, সেই জন্যই এত আদর ও সৎকারের চেষ্টা। সজন যে সামান্য পুরুষ নহেন, তাহা দুর্ম্মতি যুবতী প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। যুবতী সজনকে অতি যত্নের সহিত ভোজন করাইল এবং রাত্রিতে নির্জ্জনে অনুরোধ করিল যে, তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চল। অনাসক্ত ভক্ত সজন চমকিত হইয়া বলিলেন আমার শিরশ্ছেদ হইলেও আমি তাহা করিতে পারিব না। যুবতী মনে মনে নানা কথার আন্দোলন করিয়া স্থির করিল, বুঝি আমার স্বামী বিদ্যমান আছে বলিয়া এ ব্যক্তি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে আশঙ্কিত হইতেছে। অতঃপর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্বাসঘাতিনী কুলটা নিদ্রিত পতির শিরশ্ছেদ করিল ও বাহিরে আসিয়া বলিল, সজন! নিশ্চিন্ত চিত্তে আমাকে লইয়া চল। পরম সাধু সজন কুলটার কদাচারে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, হতভাগিনি! তুমি করিলে কি? সামান্য মনের বেগ সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া ইহ-পরলোক নষ্ট করিলে! আমার দ্বারা তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার কিছুতেই সম্ভাবনা নাই। কুলটাদিগের বুদ্ধি অতি কুটিলা, পতি-ঘাতিনী তখন অনন্যোপায় হইয়া নিজ কুহকজাল বিস্তার করিল। আর্ত্তনাদ করিয়া সমীপবাসী সকলকে একত্র করিল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে, এই ব্যক্তিকে সাধু জানিয়া আশ্রয় দিয়াছিলাম, এ আমার পতির শিরশ্ছেদ করিয়াছে এবং আমাকে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছে; তোমরা সকলে ইহার বিহিত ব্যবস্থা কর। কুলটার কথা শুনিয়া সজন একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। অজ্ঞাত-কুলশীল সজনের কথা কে বিশ্বাস করিবে? সুতরাং তিনি নীরব থাকিলেন। লোকে তাঁহাকে দোষী বিবেচনায় দণ্ডকর্ত্তার নিকট ধরিয়া লইয়া গেল। সজন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, কসাইয়ের বৃত্তি করিয়া আমি নিশ্চই পাপভাগী হইয়াছি; আজ ভগবান্ সেই পাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য দুরবস্থা-সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন; এবং প্রকাশ্যে বিচারকর্ত্তার নিকট বলিলেন যে, আমি অপরাধগ্রস্ত, যাহা দণ্ড হয় বিধান কর। দণ্ডদাতা সজনের দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া দিবার আদেশ দিলেন। সজন যাতনা পাইয়াও পাপের দণ্ড হইল বলিয়া চিত্তকে প্রবোধ দিলেন, এবং প্রসন্ন অন্তঃকরণে জগন্নাথ-দর্শনে অগ্রসর হইলেন। হস্তচ্ছেদন-জন্য যাতনায় সজনের শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল, পথ চলা ভার হইয়া উঠিল। ভক্তের হৃদয়-সখা ভগবান্ সজনের মর্ম্ম-যাতনা কি আর সহ্য করিতে পারেন? পথে ভক্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ভক্ত-দুঃখ-ভঞ্জন পুরুষোত্তম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ মন্দিরের প্রধান সেবকের প্রতি দৈববাণী হইল যে, আমার পরমভক্ত সজন পথিমধ্যে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, শীঘ্র একখানি শিবিকা প্রেরণ কর। প্রভুর আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল। বাহকগণ শিবিকা সহ অতিবেগে ধাবিত হইয়া পথিমধ্যে ভক্তকুল-রবি সজনকে প্রণামপূর্ব্বক শিবিকায় উঠিবার জন্য প্রার্থনা ও ভগবানের আদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞাপন করিল। সজন ভগবানের কৃপা ও আদেশ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ ও প্রেমাশ্রু-ধারায় ভাসিতে লাগিলেন; সেই শিবিকায় উঠিতে তিনি প্রথমে স্বীকার করিলেন না, কিন্তু সকলের অত্যন্তানুরোধে ও ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয়ে সজন শিবিকায় আরোহণ করিয়া ত্রিলোক-তারণ ভক্তার্ত্তি-ভঞ্জন জগন্নাথদেবের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভগবানের অপার কৃপা স্মরণ করিয়া ভক্তি-গদ্‌গদ হৃদয়ে সজন দণ্ডবৎ ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম ও আপনার জীবনকে সার্থক করিলেন। অশ্রুধারায় ভূমিতল সিক্ত হইয়া গেল। পবিত্র পুরী তখন যেন অমৃত-ধারায় শীতল, আনন্দ-জ্যোতিতে প্রকাশমান ও বৈকুণ্ঠ-বিজয়ী তেজে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ক্ষণমধ্যে সজনের ছিন্নহস্ত পুনঃ পূর্ব্ববৎ হইয়া উঠিল। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভক্তের ক্লেশাপসারণ করিয়া তাঁহাকে চিরদিন আপনার অনুগত করিয়া রাখিলেন। সজন অমৃত-পুরীর অমৃতপানে চিরসন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল করিলেন, জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মরাশি ক্ষয় হইয়া গেল, শান্তি-সুধা-সিন্ধুতে সজনের প্রাণ মন ডুবিয়া রহিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত ত্রিলোকনাথ।

পূর্ব্ববঙ্গে একজন স্বর্ণকারের গৃহে ত্রিলোকনাথ জন্মগ্রহণ করেন। বালককালে ত্রিলোকনাথের খাওয়া-দাওয়া ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কোন শিক্ষার সহিত সংশ্রবই ছিল না। যে শিক্ষা আজকাল শিক্ষিত সমাজকে ফুলাইয়া তুলিয়াছে, ত্রিলোক সে শিক্ষা লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু যে শিক্ষা মনুষ্যকে সফলজন্মা করে, যে শিক্ষা মনুষ্যকে পৃথিবীতেই স্বর্গীয় দেবতার মর্য্যাদা-দানে সমর্থ, সে শিক্ষার অবসর লাভে তিনি বঞ্চিত হয়েন নাই। তিনি বালককাল হইতেই কোন সাধু সন্ন্যাসী আদি দেখিলেই তাঁহার নিকটস্থ হইতেন এবং তাঁহার দ্বারা সাধুদিগের যে কোনরূপ সেবা হইবার সম্ভাবনা তাহা সম্পাদন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। যে দিন ঘটনা-বশতঃ কোন সাধু-সেবা করিতে না পাইতেন, সে দিন তিনি আপনাকে অসুখী মনে করিতেন। ক্রমে তাঁহার পিতা মাতা পরলোক যাত্রা করিলেন। তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাল্যকালও অতীত হইল। সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। তাঁহার বাল্য-লীলার সমস্ত ব্যাপারেরই শেষ হইল, কিন্তু সাধু-সেবার নিবৃত্তি হইল না। তিনি জাতীয় বৃত্তির দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, স্বয়ং পরিবারগণের সহিত বহুল ক্লেশ সহ্য করিয়াও তাহার অধিকাংশ সাধু-সেবায় ব্যয় করিতেন। নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণ অপেক্ষা সাধুদিগের মূল্য অধিক মনে করিতেন। সাধুগণকে সাক্ষাৎ ভগবানের ন্যায় তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। সাধু গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের সেবার্থ নিযুক্ত হইতেন। সাধু-সেবা তাঁহার জীবনের সারব্রত হইয়াছিল।

ত্রিলোকনাথ যে দেশে বাস করিতেন, তথাকার রাজার কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইল। রাজা ত্রিলোকনাথের সাধু-বৃত্তি পূর্ব্ব হইতেই বিদিত ছিলেন, সেই জন্য বিশ্বাস করিয়া কন্যার বিবাহের অনেকগুলি অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থ দান করিলেন। ত্রিলোকনাথ টাকা পাইয়া রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন কি, সাধুদিগের নিত্য সেবায় তাহা ক্রমশঃ ব্যয়িত হইয়া গেল। বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, অলঙ্কার শীঘ্র দিবার জন্য রাজা বারংবার লোক পাঠাইতে লাগিলেন। ত্রিলোক জাতীয়-ব্যবসায়ের রীতি অনুসারে আজ দিব, কাল দিব, বলিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। ত্রিলোক রাজানুচর কর্ত্তৃক একদিন রাজসমীপে নীত হইয়া স্বীকার করিয়া আসিলেন যে, পর দিন প্রভাতে অলঙ্কারগুলি পৌছাইয়া দিবেন। গৃহে আসিয়া ত্রিলোকনাথের চিন্তার সীমা রহিল না। গৃহে অর্থ নাই, স্বর্ণ নাই, অলঙ্কারও নাই, সুতরাং ত্রিলোকের ভাবনা অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠিল। এই ভয়-বিহ্বলতার মধ্যেও গৃহাগত সাধুর সেবা করিতে বিস্মৃত হইলেন না। রাত্রিকালে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনও উপায় স্থির করিতে না পারায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধুগত-প্রাণ ত্রিলোকনাথ প্রাতঃকালেই একটী বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া রহিলেন। লোকে আর ত্রিলোকনাথকে দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু সর্ব্বতোব্যাপী অনাথের নাথ ত্রৈলোক্যনাথের কৃপাদৃষ্টি ত্রিলোকনাথের উপর পড়িতে বিলম্ব হইল না। যে সাধু-সেবার প্রভাবে যম-ভয় পর্য্যন্ত বিদূরিত হয়, সেই সাধু-সেবা-নিরত সরলচিত্ত ত্রিলোকনাথ আজ রাজ-ভয়ে ভীত হইয়া লুক্কায়িত! যে সাধু-সেবার গুণে প্রবল রিপুবর্গও বিজিত হয়, আজ সেই সাধু-সেবানুরক্ত ভক্ত নিঃসহায়—দুর্ব্বলের ন্যায় পলায়িত, ইহা কি ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু দেখিতে পারেন? তিনি স্বয়ং অরূপ হইয়াও ভক্ত-মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত যুগে যুগে মায়ারূপ ধারণ করিয়া থাকেন। আজও সেই ত্রিলোকের নাথ ভক্ত ত্রিলোকনাথের বেশ ধারণ করিলেন। ভক্তের বাক্য সত্য করিবার জন্য অতি সুগঠিত অলঙ্কারের ভার স্কন্ধে লইয়া রাজ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা আভরণগুলির নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া যথেষ্ট অর্থ পারিতোষিক দান করিলেন। আজ ত্রিলোকের নাথ সেই অর্থসম্ভার লইয়া ত্রিলোকনাথের গৃহে আসিলেন এবং মহামহোৎসব করিয়া বহুল সাধু ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলেন, এবং কিঞ্চিৎ প্রসাদ লইয়া ছদ্মবেশে বনস্থ ত্রিলোকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আজ ত্রিলোকনাথের গৃহে মহামহোৎসব হইয়াছে, তুমি প্রসাদ গ্রহণ কর। ত্রিলোক যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ত্রিলোকনাথের গৃহে, তখন ত্রিলোকের নাথ উত্তর করিলেন যে, যে ত্রিলোকের তুল্য ত্রিলোকে আর কেহই নাই। ভক্ত প্রভুর বিচিত্র চরিত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিতে পারিলেন, ভক্তি-বিহ্বল হইয়া ভক্ত-বৎসলের চরণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অন্তরের দেবতা অন্তর্যামী অন্তরে বিলীন হইলেন। ত্রিলোক সেই দিন হইতে সাধু-সেবার আশ্চর্য্য ফল অবগত হইয়া সাধু-সেবায় অধিক হইতে অধিকতর প্রবৃত্ত হইলেন এবং তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল ভগবৎ-প্রেমে মগ্ন থাকিয়া অতিবাহিত করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত হরিদাস।

বঙ্গদেশের বুঢ়ন গ্রামে কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানকুলে হরিদাস* জন্ম গ্রহণ করেন। কৌলিক রীতি-নীতি ও কৌলিক ধর্ম্মের প্রতি বাল্যকাল হইতেই হরিদাসের বিশেষ অশ্রদ্ধা জন্মিল। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন শুনিলে শিশু হরিদাসের হৃদয় নাচিয়া উঠিত, হরিনাম করিতে হরিদাসের স্বতঃই প্রবৃত্তি হইত। বিনা উপদেশে, বিনা প্রবর্ত্তনায় কিরূপে যবন-শিশু দৈত্যকুল-পাবন প্রহ্লাদের ন্যায় হরিভক্তি পরায়ণ হইল, তাহা কেহই জানেনা। পিতা মাতা অনেক বুঝাইয়া যখন দেখিলেন, শিশু বিধর্ম্মী কাফেরের ধর্ম্ম কিছুতেই পরিত্যাগ করে না, তখন তাহাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। পিতৃগৃহ-ত্যাগ হরিদাসের ভগবদাশীর্ব্বাদ বলিয়া বোধ হইল। প্রাণ-প্রিয়তমের নিন্দা আর শুনিতে হইবে না, এই ভাবিয়া হরিদাসের আনন্দের সীমা রহিল না। হরিদাস দূরবর্ত্তী একটী বেণা-বনে গুপ্ত গুহা নির্ম্মাণ করিয়া নির্জ্জনে সাধন করিতে লাগিলেন। অবিদ্যার লীলামণ্ডপ সংসারে হরিসাধনা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়া বড় কঠিন। সেই দেশের দুরাত্মা জমীদার রামচন্দ্রখাঁ হরিদাসের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য রাত্রিতে সেই নির্জ্জন গুহায় একটী সুন্দরী বেশ্যা পাঠাইয়া দিল। বেশ্যা তথায় গিয়া হরিদাসের সহিত আলাপের

* তাঁহার পিতৃ-দত্ত নাম কি ছিল, তাহার প্রচার নাই।

C0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varana

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইচ্ছা প্রকাশ করিল। যাঁহার মন একবার অলোক-সামান্ত মোহন-মাধুর্য্যরস পান করিয়াছে, সে কি আর পাপীয়সী বিলাস-রসিকার রসালাপে আকৃষ্ট হয়! হরিদাস বলিলেন, "কিছু অপেক্ষা কর, আমার নিয়মিত জপ শেষ হইলেই তোমার সহিত আলাপ করিব।" তিন লক্ষ নিয়মিত জপ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। বেশ্যা কিছুই করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্নমনে চলিয়া আসিল। রামচন্দ্র তৎপর দিনও ঐ বার-বনিতাকে হরিদাসের কাছে পাঠাইলেন; হরিদাসেরও সেই-ই কথা। বেশ্যা বসিয়া বসিয়া ভক্তের মুখে হরিনাম শুনিতে লাগিল—মরু-ভূমে যেন বর্ষাধারা পড়িল। বেশ্যাও সঙ্গগুণে মধ্যে মধ্যে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করিতে লাগিল। তিন লক্ষ জপও শেষ হইল, রাত্রিও ফুরাইল। বেশ্যা বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া রামচন্দ্রকে হরিদাসের হরিভক্তির কথা বলিল। রামচন্দ্র তথাচ নিবৃত্ত হইল না, আবার রাত্রিতে সেই বেশ্যাকে পাঠাইল। বেশ্যা যাইবামাত্র হরিদাস বলিলেন, দুই দিন তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে, আজ শীঘ্রই জপ শেষ করিয়া তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব। বেশ্যা ভাবিল শত শত পুরুষ আমি না ডাকিলেও আমার সহিত বিলাস বাসনায় আমার গৃহে যায়, আমার রূপে মোহিত হয়, কিন্তু হরিদাস না জানি কোন্ রসে ডুবিয়াছে, না জানি কোন্ রূপে মোহিত হইয়াছে যে, আমি যাচ্ঞা করিলেও আমাতে অনুরক্ত হইতে চাহিতেছে না। হরিদাসই ধন্য! ভোগবাসনা তুচ্ছ করিয়া হরিদাস হরিনাম-রস-মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়াছে! আমাকে ধিক্!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃথা মায়ার পাপে ডুবিলাম—না জানি কোন্ নরকে আমার গতি হইবে! বেশ্যা আর স্থির থাকিতে পারিল না। হরিদাসের চরণে গড়াইয়া পড়িল; বলিল, প্রভো! না বুঝিয়া বড় অপরাধ করিয়াছি, আমাকে উদ্ধার করুন। ভক্তের হৃদয় নাচিয়া উঠিল, হরিনামে বন প্রতিধ্বনিত হইল। বেশ্যাকে অভয় দিয়া হরিদাস বলিলেন, বাছা! আমি সবই জানিতে পারিয়াছিলাম। আমি এত দিন এ দেশ ছাড়িতাম, কেবল তোমাকে কৃতার্থ করিবার জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। বেশ্যাকে হরিমন্ত্র-সাধন শিখাইয়া দিলেন, আর বলিলেন, তোমার ধন-সম্পত্তি দীন দুঃখী ব্রাহ্মণকে দান করিয়া এই গুহায় থাকিয়া তুমি সাধনা কর; আমি চলিলাম। বেশ্যা তাহাই করিল। বেশ্যার নরক-হৃদয় আজ বৈকুণ্ঠপুরী হইল। সাধু-সঙ্গে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হইল। বেশ্যা ক্রমশঃ পরম ভক্তিমতী হইয়া মুক্তিভাগিনী হইল।

হরিদাস সেখান হইতে চাঁদপুরের হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস জমীদারদ্বয়ের পুরোহিত বলরামাচার্য্যের গৃহে আসিলেন। বলরাম হিরণ্যাদি হরিদাসের ভাব-ভক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইলেন ও গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। হিরণ্যের পুত্র বালক রঘুনাথ এই সময়েই হরিদাসের কাছে হরিভক্তি লাভ করেন, ও পরিণামে ইনি পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। "হরিনামাভাসে মুক্তি হয়"— হরিদাসের মুখে এই কথা শুনিয়া গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছিল. "ইহার কথা কেহ শুনিবেন না; যোগ-তপস্যা-জ্ঞানে যাহা সিদ্ধ হওয়া সুকঠিন, হরিনামে তাহা কখনই হইতে

C0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varana

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না; যদি তাহা হয়, তবে আমার নাক কাটা যাইবে।" হরিদাস বলিলেন, "তাহা যদি না হয়, তবে আমার নাক কাটা যাইবে।" বলিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে—শরীর শিহরিয়া উঠে—ভক্তের অমোঘ বাক্য শীঘ্রই ফলিল। অল্প দিনের মধ্যেই কুষ্ঠরোগে গোপালের নাকটি খসিয়া পড়িল।

ভক্ত হরিদাস চাঁদপুর হইতে কিছু দিন পরে ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তথাকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলেই ভক্ত হরিদাসকে বড় শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। কেবল কতকগুলি গোঁড়া মুসলমান তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিল এবং দেশাধিপতি কাজী সাহেবের নিকট—"হরিদাস মুসলমান হইয়া বিধর্ম্মীর ধর্ম্মযাজন করে"—এই অপরাধে হরিদাসকে দণ্ড দিবার প্রার্থনা করিল। হা! ভগবন্! তুমি তো ভক্তবৎসল, আজ কোন্ অপরাধে তোমার শরণাগত হরিদাসকে ঘোর বিপাকে ফেলিবে? কাজী সাহেব হরিদাসকে ডাকাইলেন ও কারাবরুদ্ধ করিলেন। অন্যান্য বন্দিগণ ভক্ত হরিদাসের সমাগমে নিজ নিজ কারামুক্তির আশা করিতে লাগিল ও সকলে ভক্তের নিকট ভগবানের নামোচ্চারণ করিতে লাগিল। হরিদাস সন্তুষ্ট হইয়া বন্দিগণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, "তোমরা যেমন আছ, এইরূপ চিরদিন থাক।" বন্দিগণ তাঁহার আশীর্ব্বাদ শুনিয়া ক্ষুণ্ণ হইল। হরিদাস বলিলেন, "দুঃখ করিও না, তোমরা এখন যেমন ভক্তিযুক্ত হইয়াছ, এইরূপ চিরদিন থাক, তোমাদের মুক্তি হইবে।"

পরদিন কাজী সাহেবের নিকট হরিদাসের বিচার আরম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। কাজী বলিলেন, "হরিদাস! তুমি পবিত্র মুসলমান বংশে জন্ম লইয়া দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ কেন কাফেরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে? তুমি কল্‌মা পড়িয়া পুনঃ পবিত্র হও—উদ্ধার হইবে।" যে ভক্তির উদয় হইলে যমের ভয় থাকে না, যে ভক্তিরস পানে ভক্তের জীবন-মরণ উভয়ই অমৃতময় হইয়া যায়, সেই ভক্তি-সুধা-সিন্ধুনিমগ্ন হরিদাস কি কাজীকে ভয় করেন? নির্ভীক হৃদয়ে প্রহ্লাদের ন্যায় বলিলেন, "ঈশ্বর এক, অখণ্ড ও অব্যয়, তিনি হিন্দু মুসলমানের জন্য ভিন্ন হয়েন না। তিনি কৃপা করিয়া যাহাকে যেরূপ প্রেরণা করেন, লোকে সেইরূপ কার্য্য করে। অনেকে হিন্দু হইয়াও তো মুসলমান হয়, আমি না হয়, সেইরূপ মুসলমান হইয়া হিন্দু হইয়াছি। আমি যদি আপনি মরি, তবে আমাকে মারিবার প্রয়োজন কি?" হরিদাসের মধুর কথায়, কাজী সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু মন্ত্রিগণ বলিল, যদি ইহাকে শাসন না করা হয়, তবে ইহার দেখাদেখি অনেক মুসলমান হিন্দু হইতে পারে। কাজী অগত্যা হরিদাসকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রিগণ বলিল, ইহাতেও যদি হরিদাসের জীবন থাকে তবে বুঝিব হরিদাস যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য। কাজী তখন হরিদাসকে হরিনাম ছাড়িতে অনুরোধ করিলেন। হরিদাস কি কি প্রাণ থাকিতে প্রাণের ধনকে ছাড়িতে পারেন? হৃদয়ে টঙ্কার দিয়া নির্ভীক ভক্ত হরিদাসের পবিত্র জিহ্বা বলিয়া উঠিল—

"খণ্ড খণ্ড এই দেহ, যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

C0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varana

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, নিষ্ঠুর পাইকগণ কাজীর আজ্ঞানুসারে হরিদাসের পৃষ্ঠে প্রচণ্ড বেত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। হরিদাসকে বাজারে বাজারে ঘুরাইতে লাগিল ও অনবরত প্রহারে হরিদাসের শরীরের চর্ম্ম ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও ক্ষত বিক্ষত হইল। অবিরল রক্তধারায় হরিদাসের পৃষ্ঠভাগ সিক্ত ও প্লাবিত, আবার দরবিগলিত প্রেমাশ্রুধারায় হরিদাসের গণ্ড ও হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পশ্চাতে দুরাত্মা কাজী সাহেবের পাপের নদী, সম্মুখে ভক্তের প্রেমের নদী বহিতে লাগিল। তখনও হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতেছেন। গ্রামে হাহাকার রব উঠিল। ভক্তের অপমানে সকলেই ব্যথিত হইল—সকলেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সজ্জনগণের অভিশাপে কাজীর নরকের পথ পরিষ্কার হইতে লাগিল। ভক্তবৎসল! এই জন্যই কি তুমি বলিয়াছ—

"সন্তাপেষেষু কৌন্তেয় যদি মাং ন পরিত্যজেৎ।
দদামি পদবীং স্বীয়াং দেবানামপি দুর্ল্লভাম্॥"

প্রেমে বিভোর হরিদাসের ভাবের আবেশে এই সময়ে মহা-সমাধি হইল। পাইকগণ ভাবিল হরিদাস মরিয়াছে। পাছে কবরে পুঁতিলে সদ্গতি হয়, এইজন্য দুষ্টগণ হরিদাসের দেহ নদীতে ভাসাইয়া দিল। পরম ভক্ত হরিদাস ভাসিতে ভাসিতে পুনঃ সংজ্ঞা লাভ করিয়া কাজীর কাছে আসিয়া দেখা দিলেন। কাজী অবাক্ হইয়া হরিদাসকে অলৌকিক পুরুষ বোধে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক যথেচ্ছগমনে আজ্ঞা দিলেন। হরিদাস হরিধ্বনি করিতে করিতে সকলকে বলিতে লাগিলেন যে, "ভগবানের বড় দয়া বলিতে হইবে। আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকবার ভগবানের নাম-নিন্দা কর্ণে শুনিয়াছি, সেই পাপে আমাকে মহাকুম্ভীপাকে না ফেলিয়া যে এই অল্প দণ্ডে ছাড়িয়া দিলেন, ইহাতেই আমি ধন্য হইলাম।" এই সময় হইতে হরিদাস গঙ্গাতীরে গুহামধ্যে তপস্যা করিতে লাগিলেন।

হরিদাস পথে যাইবার সময় অতি উচ্চরবে হরিনাম করিতেন। তাহাতে পথের লোকে বড় বিরক্ত হইত; তথাচ হরিদাস লোককে হরিনাম না শুনাইয়া থাকিতে পারিতেন না। কিছুদিন পরে হরিদাস নবদ্বীপে গিয়া অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতির সহিত সম্মিলিত হয়েন। তথাকার বৈষ্ণবগণ যবন হরিদাসের অলৌকিকী ভক্তি—মহাভাব দেখিয়া তাঁহাকে যথোচিত আদর ও সৎকার করিলেন। অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, কণ্ঠে ও হস্তে হরিনামের মালা, দীর্ঘ-কেশ ও দীর্ঘ-শ্মশ্রুধারী ভক্ত হরিদাস প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া নবদ্বীপকে মাতাইয়া—নাচাইয়া তুলিলেন। তৎপরে ভক্তিভূষণ শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে গুহাতে বাস করিয়া অনেক দিন নামানন্দ-সুধা পান করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য বলিতেন যে, হরিদাসকে ভোজন করাইলে সহস্র বেদপারগ ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল হয়। হরিদাস যখন এইরূপে বঙ্গদেশে ভক্তিরস বিতরণ করিতেছিলেন, তখনও ভক্তিভাবের অবতার শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গের শুভ আবির্ভাব হয় নাই। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের পবিত্র সঙ্গে হরিদাসের শেষ জীবন অতিবাহিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজা জয়মল্ল।

সাধুপ্রকৃতি বীরবর জয়মল্ল মীরাটের রাজকুল পবিত্র করিয়া জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষার প্রারম্ভ হইতেই নীতি ও ধর্ম্মের দিকে তাঁহার মনোবেগ ধাবিত হয়। তাঁহার সাধু প্রকৃতি, সদাশয়তা ও লোকানুরাগ অবগত হইয়া প্রজামাত্রেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনোবৃত্তি সকলও স্বর্গীয় উচ্চ মঞ্চে উন্নীত হইতে লাগিল। পিতার পরলোক-গমন হইলে যখন তিনি রাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন, তখন প্রজাপুঞ্জের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাঁহার সদাচার ও সাধু ব্যবহারে সকলেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। সময়ের নিয়মিত ভাগ করিয়া তিনি দৈনিক কার্য্য সমস্ত সমাপন করিতেন। প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়াই হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন ও স্নান পূর্ব্বক বেলা দেড় প্রহর পর্য্যন্ত তিনি একান্তচিত্তে ভগবৎ-পূজা ও সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন, এবং সেই সময়ে কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকটে যাইতে বা কোন কথা কহিতে না পারে অর্থাৎ পাছে এই প্রকারে তাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তি-সাধনার বিঘ্ন ঘটে, এই জন্য আদেশ করিয়াছিলেন যে, পূজাকালে কেহ সমাগত হইলে সে বিশেষরূপে দণ্ডনীয় হইবে। অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ হইলেও প্রজা বা প্রহরী কেহই সে সময়ে তাঁহার নিকটস্থ হইত না। পূজাকালে তিনি এমনই মগ্ন হইতেন যে, বাহিরের অতীব গুরুতর বিঘ্নও তাঁহাকে সহসা বিচলিত করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিত না। সে সময়ে তিনি এমন প্রেমে বিহ্বল হইতেন যে, তাঁহার রাজনৈতিক কর্ত্তব্য পর্য্যন্তও বিস্মৃত থাকিতেন। তাঁহার এই অবস্থা বাহিরে বিঘোষিত হওয়ায় অন্য জনৈক রাজা মনে করিলেন, এই অবসরে অকস্মাৎ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে বিনা বাধায় অধিকার লাভ করিতে পারিবেন। সেই দুর্ব্বুদ্ধি রাজা সত্য সত্যই এক দিন স্বীয় সৈন্য সামন্ত সহ সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া পরম-পুণ্যাত্মা সুধীর বীরসিংহ জয়মল্লের পূজা-কালে মীরাট আক্রমণ করিল। তখন পুরজনবর্গ ভীত ও চকিত হইয়া রাজ-প্রহরীদিগকে এই সমাচার দিল। কিন্তু রাজার পূর্ব্ব আদেশ স্মরণ করিয়া এই মহাবিপৎ-কালেও কেহ তাঁহার নিকটস্থ হইতে সাহস করিল না। রাজ্যের এই মহাবিপৎ-সংবাদ পরিচারিকাদিগের দ্বারা অন্তঃপুরচারিণীদিগের নিকট পৌছিল। রাজ-মাতা এই দুর্ব্বিপত্তির সংবাদ শুনিয়া শীঘ্র গতিতে জয়মল্লকে এই সমাচার দান করিলেন। জয়মল্ল তখন হিমালয়ের ন্যায় অচল ভক্তি-গিরিতে উপবিষ্ট হইয়া ভগবানের পদ-সেবা করিতেছিলেন। তিনি তখন জগতের সমস্ত আপদ্, বিপদ্, সুখ, সম্পদ্ বিস্মৃত হইয়া ভাব-রাজ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট। জগতের ক্ষুদ্র ঝটিকা তাঁহার মনের অচল চূড়া বিকম্পিত করিতে অসমর্থ। মাতৃ-দত্ত বিপদের সংবাদ তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। মাতা আশানুরূপ সদুত্তর না পাইয়া নিজ স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রাজধানীর চারিদিকে রণ-বাদ্য বাদিত হইয়া পুরবাসিগণকে ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। রাজ-সেনাগণ রাজার বিনা অনুমতিতে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ

৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেও পারিতেছে না। আক্রমণকারিগণ পরমোল্লাসে বিনা বাধায় অনায়াসে রাজপুরী অধিকার করিবে মনে করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। এদিকে বিপদ্-বারণ ভক্ত-বৎসল ভগবান্ প্রেম-নিমগ্ন জয়মল্লের আশু বিপৎ-পাত দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ মায়াময় অপূর্ব্ব শ্যামসুন্দর বীরেন্দ্রবেশে শস্ত্রসহ বিজয়-তুরঙ্গ আরোহণপূর্ব্বক শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অতুল সাহসপূর্ণ উজ্জ্বল মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইবামাত্র শত্রু-সৈন্য সহজেই বিমোহিত হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি দুর্ব্বার-বেগে শত্রু-সেনা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিমেষমধ্যেই সেনাদলকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এ দিকে জয়মল্লের পূজা শেষ হইল। বিপৎ-সংবাদ আকর্ণন মাত্রেই রাজোচিত কর্ত্তব্য সাধনে সসজ্জ হইয়া জয়মল্ল অশ্বারোহণে যাত্রা করিবেন, এমন সময় দেখিলেন, তাঁহার অশ্ব নিতান্ত ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর, যেন কত পরিশ্রম করিয়াছে বোধ হইল। নিতান্ত শীঘ্রতাজন্য তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী না হইয়াই সেই অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক রণ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। বিপক্ষ-সৈন্যগণকে ধরাশায়ী দেখিয়া রাজা কোন মর্ম্মই বুঝিতে পারিলেন না। শত্রু-সেনাধ্যক্ষ নিকটে আসিয়া রাজা জয়মল্লকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! আপনার সৈন্য মধ্যে ঐ পরমানুপম-রূপ-লাবণ্যযুক্ত শ্যামলমূর্ত্তি সৈনিকটী কে? তিনি একাকী নিজ বাহু-বলে আমার সমস্ত সৈন্যকে ভূতলশায়ী করিয়াছেন এবং তাঁহার দর্শনাবধি আমার মন বিকল হইয়া রহিয়াছে।" ভক্ত জয়মল্ল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবন্মায়া-চরিত বুঝিতে পারিলেন, এবং বলিলেন, "ভাই! তুমিই ধন্য! তোমার সৌভাগ্য বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সৈনিককে আমি কখন স্বপ্নেও দর্শন করিতে পারি নাই। কিন্তু ধন্য তুমি যে তাঁহাকে অনায়াসে দর্শন করিয়াছ। সেনাধ্যক্ষ ভগবচ্চরিত্র বিদিত হইয়া সেই দিন হইতে ভক্তিমার্গ অনুসরণ করিয়া আপনার জীবনকে কৃতকৃত্য করিলেন।

গ্রীষ্ম ঋতুর প্রাদুর্ভাব কালে একদিন রাজা জয়মল্লের মনে মনে এই তরঙ্গ উঠিল যে, আমি বিমল-বায়ু-সেবিত চতুরঙ্গ মহলে পরম সুখে নিদ্রা যাই। কিন্তু আমার প্রাণের সখা নিম্নতল মন্দিরে শয়ন করিয়া থাকেন। সেখানে বায়ুর প্রবেশ আদৌ হয় না। আমার হৃদয় অতি কঠোর স্পর্দ্ধাবান্ বলিতে হইবে। প্রেমিকের চক্ষে জলধারা বহিল। অমনি বিচিত্র মনোহর অতি উচ্চ সুন্দর বায়ু-সেবিত দেবালয় প্রস্তুত করাইলেন। নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্র ভূষণাদি দ্বারা গৃহটি সুসজ্জিত হইল। সুবর্ণ-রচিত পর্য্যঙ্কে অতীব সুকোমল শয্যা বিস্তৃত রহিল—মতি, মুক্তার ঝালরে শয্যা হাসিতে লাগিল। পানদান, আতরদান, পিকদান যথাবৎ রক্ষিত হইল। জয়মল্ল প্রতিনিশাতে মানসিক ধ্যানকালে ভূভারহারী রাসবিহারীকে সেই শয্যায় শয়ন করাইয়া স্বয়ং গৃহের চারিদিকে প্রহরিত্ব করিতেন, ও ভগবদ্ভাবে আপ্লুত হইয়া গৃহের নিত্য নূতন শয্যা নিজহস্তে রচনা করিয়া দিতেন। কোন দাস দাসীকে সে সব কার্য্যে আদেশ করিতেন না। প্রত্যহ প্রত্যূষে রাজা দেবালয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিতেন, তাঁহার নিবেদিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিষ্টান্ন, পান, পানীয় দ্রব্যাদি যেন কে ব্যবহার করিয়াছে। রাজা ক্রমেই তাঁহার সেবানিপুণ হইয়া উঠিলেন এবং দিন দিন যেন গভীর প্রেম-সাগরে ডুবিতে লাগিলেন। কিছুদিন এইরূপে মহারাজকে নিজ শয়ন-গৃহে অনুপস্থিত দেখিয়া রাজ্ঞীর চিত্তে এইরূপ উদয় হইল যে, রাজা বুঝি এই সজ্জিত নব-নির্ম্মিত গৃহে কোন অপরা স্ত্রীকে লইয়া রাত্রি যাপন করেন। ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য মহারাণী একদা রাত্রিযোগে একাকিনী উক্ত গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইবামাত্রই তাঁহার সংশয়-পাশ ছিন্ন ও চিত্ত চকিত হইল! দেখিলেন, একটী পরম শোভমান শ্যামসুন্দর-কলেবর পীতাম্বরধারী নবকিশোর বালক শয়ন করিয়া রহিয়াছে। শিশুর ভুবনভরা রূপে গৃহ আলোকিত হইয়া আছে। প্রভাবে মহিষীর মন মোহিত হইল। রাজ্ঞী সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ভগবানের শরণাগত ও ভক্তির অনুগামিনী হইলেন। প্রাতঃকালে এই বৃত্তান্ত রাজাকে সমস্ত কহিলেন। রাজা রাণীর মনের অসাধু ভাব স্মরণ করিয়া প্রথমে বিরক্ত হইলেন সত্য, কিন্তু মনে মনে তাঁহাকে বহুল সাধুবাদ দান করিলেন। বলিলেন, তোমারই জন্ম সার্থক ও জীবন ধন্য! কেন না, দেবদুর্ল্লভ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তুমি নিজ নয়নযুগল সফল করিয়াছ। তদবধি রাজা ও মহিষী চিরদিন ভক্তিসহ ভগবৎ-সেবা করিতে লাগিলেন। অন্তে অনন্ত ধামে নিবাস হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত কেবল কুবা।

পশ্চিমোত্তর দেশে কুম্ভকার-গৃহে কেবল জন্মগ্রহণ করেন। কেবল বাল্যকাল হইতেই অন্যান্য বালকের সহিত ক্রীড়া না করিয়া, যেখানে সাধুগণ শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি করিয়া দেব-সেবা করিতেন, মধ্যে মধ্যে সেইখানে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বালোচিত চঞ্চলতা কেবলে প্রায়ই দৃষ্ট হইত না। কেবল আপনার ভাবে আপনি বসিয়া কখন কখন কি ভাবিতেন; কেহ সম্মুখে আসিয়া ডাকিলে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। কেবলের সাময়িক বিচিত্র বিচিত্র ভাব দেখিয়া কেহই প্রায় কেবলকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারিত না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেবল পৈতৃক বৃত্তি শিক্ষা করিলেন। ঘট-নির্ম্মাণ, কূপ-খননাদি দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা সাধু-সেবা এবং পরিবারসহ নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। একদিন গৃহে সক্তু ও তণ্ডুল কিছুই নাই এবং হস্তে একটী মাত্র কপর্দ্দকও নাই; কিরূপে দিন কাটিবে কেবল ইহাই ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দুইটী সাধু অভ্যাগত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেবলের চিন্তা বাড়িল, হৃদয় ব্যাকুল হইল ও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আজ অর্থাভাবে সাধু-সেবা না করিতে পারিলে আমার জীবন মরণ উভয়ই সমান, কেবলের এই চিন্তা। অভ্যাগতদ্বয়কে আসন প্রদানপূর্ব্বক কেবল গৃহ হইতে নির্গত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেন। কোথাও একটী পয়সা ঋণ পাইলেন না। অবশেষে একজন বণিকের কূপ খনন করিয়া দিবেন স্বীকার করায় বণিক্ যথোচিত আহার-সামগ্রী প্রদান করিল। কেবল তদ্দ্বারা সাধু সেবা করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিলেন। কেবল তৎপর দিন হইতে বণিকের কূপ খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় ১৫ হাত খোদিত হইলে বালু নির্গত হইতে লাগিল। আরও কিয়দ্দূর খনন করিতে করিতে উপরের মৃত্তিকারাশি ভাঙ্গিয়া কেবলের উপর পতিত হইল। অন্যান্য লোকে মনে করিল কেবলের মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং আর কোন চেষ্টা না করিয়া সকলেই গৃহে চলিয়া গেল। বাহিরের লোক নিশ্চিন্ত চিত্তে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু যে জগচ্চিন্তামণি পর্ব্বত-নিক্ষিপ্ত প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছিলেন, সেই অন্তর্যামী অন্তরের দেবতা কেবলের দুর্ব্বিপত্তিকালে দূরে থাকিতে পারিলেন না। মৃত্তিকাপাতে কেবলের আঘাত লাগিল বটে, কিন্তু বিহঙ্গীর শাবক-রক্ষার ন্যায় কে যেন তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিল। সেই অদ্ভুত ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল অন্তর্ম্মুখীণ হইয়া গেল। কেবল হৃদয়ের মধ্যে কেবল হৃদয়ের দেবতাকেই দর্শন করিতে লাগিলেন। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বেদনা দূরে পলায়ন করিল। মধ্যে মধ্যে এক একবার গম্ভীর রাম-নামের হুঙ্কার বহির্গত হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমশঃ একমাস অতীত হইয়া গেল। একদিন জনৈক গ্রামবাসী সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল, অকস্মাৎ তাহার কর্ণমধ্যে ভূতলভেদী বিচিত্র রামনামের হুঙ্কার প্রবেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিল। সে চকিত, চমকিত ও চমৎকৃত হইল এবং গ্রামে গিয়া এই সমাচার ঘোষণা করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে শত শত লোক সেই স্থানে উপস্থিত হইল ও মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল। ক্ষণ-বিলম্বে বদ্ধাসনোপবিষ্ট জীবিত 'কেবল' লোকের কৌতূহল নিবারণ করিলেন। কেবলকে সকলে উপরে তুলিল, এবং রামনাম-ধ্বনি করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল। অন্তরে বাহিরে একই শব্দের প্রলয় তানে কেবলের ধ্যান ভঙ্গ হইল। লোকে কেবলের সাধূচিত সৎকার করিয়া তৎকালোপযোগী ভোজন করাইল, এবং বাদ্যোদ্যমসহ কেবলকে গৃহে পৌছাইয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। কেবল কূপমধ্যে প্রথম মৃৎপিণ্ডপাতেই যে আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি কুব্জ হইয়া যান, এবং সেই সময় হইতে তিনি লোকমধ্যে "কেবল কুবা" বলিয়া বিখ্যাত হন।

একদিন একজন সাধু নারায়ণের একটী মূর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য স্থানান্তরে গমন করিতেছিলেন। সাধু পথিমধ্যে সাধু-সেবানুরক্ত কেবলের গৃহে অতিথি হইলেন। সাধু-সেবাই যাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য, সাধু-সমাগমে সেই মহাত্মা কেবলের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। যথাবিধি সেবার পর কেবল সাধুর নিকটে অতি মনোহর একটী নারায়ণ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রেম-বিমোহিত হইলেন এবং সেই মূর্ত্তি আরও দেখিবার জন্য সাধুকে সে দিন সেখানে থাকিতে বারংবার অনুরোধ করিলেন। কেবল মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! যদি দয়া করিয়া দুঃখী দাসের কুটীরে উপস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছ, যদি জন্ম-জন্মান্তরে সাধ মিটাইবার জন্য দেখা দিয়াছ, যদি ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু নাম ঘোষণা করিবার জন্য আমার নয়ন সার্থক করিয়াছ, তবে হে নাথ! আমার চক্ষুর অন্তরালে আর যাইও না। দীনবন্ধো! এই দীনের কুটীরে থাকিয়াই নিত্য সেবা গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে কৃতার্থ কর।" প্রেমের আবেশে এই ভিক্ষা করিতে করিতে কেবলের সে দিন সে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে সাধু নারায়ণ-মূর্ত্তি লইয়া কেবলের নিকটে বিদায় লইবেন কি, দেখিলেন বিগ্রহ বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। মূর্ত্তি ক্ষুদ্র হইয়াও পর্ব্বততুল্য গুরুভার হইয়া উঠিয়াছেন। সাধু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে তুলিতে পারিলেন না। ভক্তির ঠাকুর—প্রেমিকের সামগ্রী—ভক্তের গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবেন কেন? কেবলের ক্রন্দন, কেবলের ব্যাকুলতা, কেবলের পিপাসা, কেবলের প্রার্থনা ব্যর্থ হয় নাই, অন্তর্যামী সকলই জানিয়াছেন, সকলই শুনিয়াছেন। আজ কুলাল-গৃহ পবিত্র করিবার জন্য—আজ ভক্তের দিঙ্নিনাদী যশঃ প্রচার করিবার জন্য—আজ সাধুর হৃদয়াকাশ আলোকিত করিবার জন্য—বিশ্বাসী জগৎকে আশ্বস্ত করিবার জন্য ভব-ভার-হারী স্বেচ্ছাক্রমে কেবলের কুটীরেই প্রতিষ্ঠিত হইলেন; বাহক সাধুর আর অন্যত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইল না। তিনি ভক্তের হৃদয় জানিয়া ভক্তের গৃহে রহিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম "জান রায়" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। কেবলের বাসভূমি ঝসেরা গ্রামে এখনও ঐ মূর্ত্তি বিদ্যমান আছেন।

একদিন ঠাকুরের শঙ্খ-চক্র ক্রয় করিবার নিমিত্ত ঠাকুরকে সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া দ্বারকা-দর্শনে যাইবার জন্য কেবলের একান্ত ইচ্ছা হইল। সেই দিন রাত্রিতে কেবল স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার সাধের দেবতা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী হইয়া বলিতেছেন, "বৎস! তুমি কুত্রাপি গমন করিও না, এইখানে বসিয়াই আমার সেবা কর, আমার শঙ্খ-চক্রের অভাব নাই; এই দেখ আমার অঙ্গে দিব্য শঙ্খ-চক্র কেমন শোভা পাইতেছে!" কেবলের দুই চক্ষে প্রেমের ধারা বহিতে লাগিল। নৈশ-নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে তাঁহার অজ্ঞান-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। জাগ্রৎ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় রামনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

প্রবল বর্ষা ও গোমতীর জলবৃদ্ধি হইলে তীরস্থ বালুকারাশি সমস্তই জলমগ্ন থাকিত। এক বৎসর বর্ষার জলবৃদ্ধির অভাবে গোমতী-তীরস্থ বালুকারাশি বায়ুবেগে উড্ডীন হইয়া নিকটস্থ গ্রাম-সমূহের নিতান্ত পীড়াদায়ক হইয়াছিল। এই প্রাকৃতিক দুর্বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় না দেখিয়া কোন কোন সরল-হৃদয় ব্যক্তি কেবলের শরণাগত হইল। কেবল লোকের দুঃখে কাতর হইলেন এবং প্রাণ ভরিয়া প্রেম-সাগর-শায়ী ইষ্ট দেবতার নিকট লোক-দুঃখাপনোদনার্থ বারংবার গলদশ্রু-লোচনে প্রার্থনা করিলেন। কেবলের শোকোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে গোমতীর জলোচ্ছ্বাস বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গোমতী চারি দিকের বালুকারাশি গ্রাস করিয়া নিজ বিশালকায় বিস্তার করিল! উপদ্রবের শান্তি হইল দেখিয়া কেবলের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি বাড়িয়া গেল। তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ জানিয়া শত শত

৩১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল, এবং অনেক লোক তাঁহার অনুগামী হইয়া নিজ নিজ জীবনকে পবিত্র ও কৃতার্থ করিল।

একদিন সাধু সেবার জন্য কেবলের স্ত্রী কেবলমাত্র রূক্ষ রুটী করিয়া রাখিয়াছিল। সংযোগক্রমে সেই দিন কেবলের শ্যালক আসিয়া উপস্থিত। নিজ ভ্রাতার সেবনার্থ গোপনে কেবলের স্ত্রী ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। কেবল ইহা জানিতে পারিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি নদী হইতে জল লইয়া আইস।" স্ত্রী বহির্গত হইবামাত্র কেবল সেই ক্ষীর সাধুগণকে খাওয়াইয়া দিলেন। গৃহিণী প্রত্যাগত হইয়া এতাবৎ বিদিত হইবামাত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কেবলকে তিরস্কার করিলেন। কেবল বলিলেন, "পাপীয়সি! তুমি এখানে থাকিবার যোগ্য নও, তুমি এখনই এ গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও।" স্ত্রী বাহির হইয়া গেল এবং অন্য পতি সহযোগে পুত্র কন্যা উৎপাদন করিয়া লইল। কিছুদিন পরে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইলে সেই দুঃশীলা অন্নাভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে কেবলের গৃহে পুনরাগত হইল। তথায় আসিয়া দেখিল সদাব্রতের ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে; সাধু, শান্ত, অনাথ কাঙ্গালী কেবলের গৃহে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতেছে। কুলটার দুঃখ দেখিয়া কেবলের দয়া জন্মিল; বলিলেন, "হতভাগিনি! যদি তোর দ্বিতীয় স্বামী করিতেই হইল, তবে আমার স্বামীর ন্যায় স্বামী করিলি না কেন? আজ দেখ্ তুই ও তোর স্বামীও আমার স্বামীর দ্বারের ভিখারী। আমার স্বামীর সেবা করিলে দুঃখ-দুর্ভিক্ষ থাকে না, শোক-তাপ দূরে পলায়ন করে, আধিব্যাধির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তি হইয়া যায় এবং সুখের পরিসীমা থাকে না।” এই বলিয়া তাহাকে সাধুদিগের গমনাগমনের পথ পরিষ্কার করিবার ভার দিলেন। পুনঃ সুভিক্ষ হইলে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। কেবল পৃথিবীতে আরও কিছুদিন সাধু ও ভগবানের সেবা করিয়া কৈবল্য-ধামে গমন করিলেন।

সাধু-সেবা করিলে সাধু-হৃদয়ের গুপ্ত সামগ্রী স্বতএব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধো! তোমাকে বার বার নমস্কার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধু রইদাস ।*

পশ্চিমোত্তর প্রদেশের জনৈক চর্ম্মকার-গৃহে রইদাস জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্ব-সংস্কার জনিত তাঁহার পবিত্র প্রকৃতির চিত্র অতি সুচারু ও বিচিত্র হইয়াছিল। বালক ভূমিষ্ঠ হইল, কিন্তু মাতার স্তন্য পানে তাহার প্রবৃত্তি জন্মিল না। বালকের রোদন ও ব্যাকুল দৃষ্টি সকল লোককে নিতান্ত চমৎকৃত ও সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিল। সাধারণ লোকে রইদাসের মর্ম্ম-কথা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু মর্ম্মভেদ করিয়া ডাকিলে যিনি দুঃখীর রোদন শ্রবণ করেন, সেই অন্তর্যামীর নিকট রইদাসের ক্রন্দনের কারণ অপ্রকাশিত থাকিল না। গুরুমন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দেহ পবিত্র না করিয়া রইদাস পৃথিবীর জল গ্রহণ করিবেন না। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু সদ্যোজাত শিশুর কঠোর স্বাধ্যায়-তৎপরতা দৃষ্টি করিয়া স্বামী রামানন্দকে দৈববাণী সহযোগে আজ্ঞা করিলেন যে, শীঘ্র গিয়া বালককে ভগবন্মন্ত্রে দীক্ষিত কর। শিশু নীচকুলজাত হইলেও স্বামী রামানন্দ ভগবদ্বাক্যে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সত্বর তথায় গিয়া শিশুকে দীক্ষিত করিলেন, এবং 'রইদাস' এই নাম রাখিয়া স্তন্য পানের আজ্ঞা দিলেন। রইদাস তখন হইতে সহাস্য মুখে স্তন্য পান

---

* মহাত্মা গরীবদাসজীর "গ্রন্থ সাহেব" পাঠে জানা যায় ভক্ত রইদাস ও কবীর সাহেব সমসাময়িক ভক্ত ছিলেন, এবং উভয়েই রামের পরম ভক্ত ছিলেন। "ভক্তমাল" গ্রন্থে অন্যরূপ বর্ণনা দেখা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে লাগিলেন। শৈশবের মধুময় কালে ভগবৎ-প্রেম-সুধার হাস্য-বিকাশে বাহিরের লোককে আমোদিত করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রইদাসের ভক্তি ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে লাগিল। সাধু দেখিলে তাঁহার বড় আহ্লাদ হইত এবং যথাসামর্থ্য তাঁহার সেবা করিতে ত্রুটি করিতেন না। যখন সাধু-সেবার জন্য পিতা মাতার নিকট কিছু চাহিয়াও না পাইতেন, তখন ভোজনের নিজ ভাগ লইয়াই সাধুদিগকে সেবার্থ উপহার প্রদান করিতেন। ভক্তের সেবা তাঁহার জীবনের সার ব্রত হইল। রইদাসের গৃহ-কার্য্যে মন নাই, সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা নাই, গৃহস্থালীর দিকে দৃষ্টি নাই, তিনি দিবারাত্রি কেবল সাধু-সেবায় ও ভগবদ্ভজনে ব্যস্ত। ইহা দেখিয়া তাঁহার পিতা নিতান্ত বিরক্ত হইলেন, এবং রইদাসকে তিরস্কারপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিলেন। যদিও তাঁহার যথেষ্ট ধন ছিল, কিন্তু রইদাসকে একটী কপর্দ্দকও দান করিলেন না। রইদাস সস্ত্রীক তাড়িত ও নির্য্যাতিত হইয়াও ভগবদ্ভজনে ও নিজ কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হইলেন না। অতি ক্ষুদ্র আকারে নিজ জাতীয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কোন সাধু বৈষ্ণবকে নগ্ন-পদ দেখিলে তাঁহাকে আদরপূর্ব্বক নিকটে ডাকিতেন, এবং বিনামূল্যে তাঁহাকে পদত্রাণ পরাইয়া দিতেন। কিছু দিন পরে বসিবার যোগ্য একখানি সামান্য তৃণাচ্ছাদিত কুটীর প্রস্তুত করিলেন এবং তাহাতে ভগবন্মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নিজ মনোমত সেবায় নিরত হইলেন। ইষ্টদেবকে গৃহমধ্যে রক্ষা করিয়া আপনি অনাচ্ছাদিত বহিঃ-প্রাঙ্গণে বাস করিতেন। রৌদ্র-ছায়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ষা-বৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করিতেন না। দুঃখ-দরিদ্রতা তাঁহাকে পীড়িত করিলেও মনোমধ্যে তাঁহার ভগবদ্ধ্যানানন্দ-রসের প্রবল তরঙ্গ সদাই বহিয়া যাইত। ভগবানের সেবা করিয়া, সাধুর সেবা করিয়া, ভক্তি-প্রেমে আপ্লুত হইয়া যে আপনার জীবনকে তুচ্ছ বোধ করিতে পারে, সংসারের সকল সুখ বিসর্জ্জন করিতে পারে, সংসারে যাহাকে আদর করিবার কেহ নাই, সংসার যে ভক্তকে পাগল বলিয়া মনে করে, বিষয়োন্মাদ-গ্রস্ত ব্যক্তি যাহাকে উপেক্ষা করে, সাধু-হৃদয়-বল্লভ ভগবান্ তাহাকে নিজ অনুগত-জন-সুলভ করুণা বিতরণে বিলম্ব করেন না। ভক্তের ক্লেশ তাঁহার দুঃসহ বলিয়া বোধ হয়। রইদাস এত কষ্ট পাইতেছেন, ভক্ত-প্রিয় তাহা কোন্ প্রাণে সহ্য করিবেন? তাঁহার ভক্ত, তাঁহার সেবক, তাঁহার অনুগত ব্যক্তি যদি দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করিতে থাকিবে, তবে সুখের পর সুখ ভোগ করিবে কে? তবে অনুপম আনন্দ-রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী হইবে কে?

একদা সাধুর বেশ ধারণ করিয়া ভগবান্ ভক্ত রইদাসের আশ্রমে আসিয়া অতিথি হইলেন। রইদাস নিয়মানুসারে তাঁহার যথোচিত সৎকার এবং প্রাণ ভরিয়া সেবা করিলেন। সাধু বিদায়কালে পরম প্রসন্ন চিত্তে রইদাসকে একখানি স্পর্শমণি দান করিলেন, এবং উহার বিচিত্র গুণ-গরিমা বর্ণন করিয়া যত্নে রাখিতে বলিলেন। রইদাস বলিলেন, "রামনাম"ই আমার একমাত্র সম্পত্তি, সুতরাং অন্য ধন গ্রহণে আমার ইচ্ছা নাই। সাধু রইদাসের প্রবৃত্তি বাড়াইবার জন্য তাঁহার একটী লৌহযন্ত্রকে স্পর্শমণি-সংযোগে সুবর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া দেখাইলেন। রইদাস ভাবিলেন, আমি দরিদ্র, কোন প্রকারে এই যন্ত্রটী দ্বারা নিজ বৃত্তি নির্ব্বাহ করিতাম, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাও গেল। সাধু বারংবার অনুরোধ করিলে রইদাস তাঁহার কথা এড়াইতে না পারিয়া বলিলেন যে, উহা ছাপ্পরের একপার্শ্বে গুঁজিয়া রাখুন। সাধু তাহাই করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তের মাস পরে সাধু পুনরাগত হইয়া দেখিলেন, রইদাসের মনোবৃত্তি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই! জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে স্পর্শমণিটী কোথায়? রইদাস উত্তর করিলেন যে, আপনি যেখানে রাখিয়া গিয়াছেন, সেইখানেই থাকিবে, উহা স্পর্শ করিতে আমার ভয় হয়। সাধুরূপী ভগবান্ মণি লইয়া চলিয়া গেলেন।

রইদাস একদিন শঙ্খ ঘণ্টাদি পূজার বাসনগুলি তুলিতে গিয়া দেখিলেন যে, সেখানে পাঁচটী স্বর্ণমুদ্রা পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া রইদাসের শরীর শিহরিয়া উঠিল, ভগবৎ-সেবা করিতেও তাহার ভয়ের উদ্রেক হইল। নিদ্রাকালে রইদাস স্বপ্ন দেখিলেন যে, ভগবান্ যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, 'ভক্ত! ভীত হইও না। যদিও তুমি ধনলুব্ধ নও, তোমার কার্য্যের জন্য আমি যাহা কিছু প্রেরণ করি তাহা লইতে সঙ্কুচিত হইও না।' রইদাস আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। সাধু ভক্তগণের বিশ্রামের জন্য একটী ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিলেন। তাহার চন্দ্রাতপ এবং অন্যান্য শোভা ও সজ্জার কিছুই ন্যূনতা রহিল না। প্রতিষ্ঠিত ইষ্টদেবের পূজা ব্রাহ্মণের দ্বারাই বরাবর করাইতেন। ভগবন্মূর্ত্তি স্থাপনের জন্য একটী দ্বিতীয় গৃহও নির্ম্মিত হইল। রইদাসের সমৃদ্ধি দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থানীয় কুটিলস্বভাব ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং রাজার নিকটে গিয়া তাহার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ এবং চর্ম্মকার হইয়া দেব-সেবা করে এইরূপ অভিযোগ করিতে লাগিল। রইদাসকে দণ্ডিত করিবার জন্য তাহারা চেষ্টার ত্রুটি করিল না। রাজা রইদাসকে রাজ-সভায় ডাকাইয়া আনিলেন। ভক্তিমানের প্রতিভা বুঝিবে কে? দণ্ড দেওয়া দূরে থাকুক, রাজা তাহার সহিত দুই একটী কথা কহিয়াই তাঁহাকে সন্তোষপূর্ব্বক বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। রইদাসের প্রভাব মহারাণীর অন্তঃপুরে পৌছিতেও বিলম্ব হইল না। মহারাণী রইদাসের নিকট ভগবদ্ভক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। লোকে বলিতে লাগিল, মহারাণী উন্মাদিনী হইয়াছেন, নতুবা চর্ম্মকারের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন কেন? মহারাণী রইদাসের প্রতাপ জগতে বিখ্যাত করিবার জন্য তাঁহাকে একদিন রাজ-সদনে আসিতে প্রার্থনা করিলেন। রইদাস আসিলেন; ব্রাহ্মণমণ্ডলীও তথায় একত্র হইলেন। ব্রাহ্মণগণ স্বজাতি-গৌরব উচ্চকণ্ঠে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। রইদাস বলিলেন, জাতি লইয়া এত গণ্ডগোল কেন? ভক্তিই ভগবানের প্রিয়; জাতীয়-গৌরবে ভগবল্লাভ হয় না। ব্রাহ্মণগণ ক্রমে বাদবিবাদ বাড়াইতে লাগিলেন। পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, সম্মুখস্থ দেব-মন্দিরের সিংহাসনে যে নারায়ণ-মূর্ত্তি রহিয়াছেন, তিনি প্রসন্নতা-পূর্ব্বক যাঁহার নিকটস্থ হইবেন, তিনিই ভগবানের প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ। ভক্তি-হীন গর্ব্বিত ব্রাহ্মণগণ একে একে তিন প্রহর কাল পর্য্যন্ত বেদ উচ্চারণ ও মন্ত্র জপ করিলেন। কিন্তু ভগবানের পাষাণ-মূর্ত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাষাণের ন্যায় অচল রহিল। রইদাস নিজ পর্য্যায়কালে সাশ্রু-লোচনে গদ্‌গদ-স্বরে স্তুতিবাদপূর্ব্বক যখন বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! জগতে পতিত-পাবন নাম যদি প্রচার করিতে হয়, তবে এই দীন দুঃখীর প্রতি দয়া প্রকাশ কর। আমার বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, মন্ত্র নাই; সিদ্ধি নাই, জাতি নাই, কুল-গৌরব নাই। প্রভো! আমার তুমি বই আর কিছুই নাই, তুমি আছ বলিয়াই আমি জীবিত আছি, তুমি দীনবন্ধু, তাই আমার আশা-ভরসা। তুমি নাকি অনাথের নাথ, তাই তোমাকে ডাকিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" ইহার সঙ্গে সঙ্গে রইদাস দুই একটী বিষ্ণুপদও কীর্ত্তন করিলেন। অন্তরের দেবতা অন্তর্যামী ভক্তের ভক্তিপূর্ণ ডাকে স্থির থাকিতে পারিলেন না। অচল পাষাণ-মূর্ত্তি সচল হইলেন। মূর্ত্তি বাল-চপল গতিতে রইদাসের ক্রোড়ে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

ক্রমে দেশ-বিদেশীয় রাজা মহারাজ রইদাসের ভক্তি-মন্ত্রে বিমোহিত হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। চর্ম্মকার বলিয়া লোকে তাঁহাকে ঘৃণা করিত বলিয়া শিষ্যদিগের অনুরোধে তিনি এক দিন নিজ শরীরের উপরকার চর্ম্ম উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইলেন যে, ভিতরে তাঁহার যজ্ঞোপবীত রহিয়াছে। সকল লোক দেখিয়া অবাক্ হইল। রইদাস বলিলেন, "আমি আর ধরাধামে থাকিব না। দীন দুঃখীর সখার প্রিয় সমাগমে চলিলাম।" ভক্ত পবিত্র তেজে পরম-ধামে গমন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম ভক্ত ধনা।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশীয় কস্যচিৎ জাঠ-জাতীয়ের গৃহে ধন্যজন্মা ধনা জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কৃষি ব্যবসায়ী ছিলেন। অকৃতবিদ্য কৃষিজীবী হইয়াও তিনি সাধু মহাত্মগণকে শুশ্রূষা করিতেন বলিয়া পরিব্রাজক শান্ত সাধুগণ সময়ে সময়ে তাঁহার গৃহে আসিয়া সেবা গ্রহণ করিতেন। ধনা যখন চপল-মতি শিশু, সেই সময়ে অভ্যাগত জনৈক ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে স্বয়ং স্নান পূর্ব্বক নিজ নিকটস্থ শালগ্রাম-শিলার স্নান করাইয়া ভক্তিসহ সচন্দন তুলসীদলদ্বারা পূজা ও তাঁহাকে প্রথমে নিবেদন করিয়া তৎপরে ভোজন করিলেন। ব্রাহ্মণের নিষ্ঠাযুক্ত ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া শিশু-শিরোমণি ধনারও ঐরূপ করিতে মনে মনে বড় সাধ হইল। ধনাজী ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! আমাকেও তোমার মত একটী দেবমূর্ত্তি দাও, আমিও তোমার মত পূজার্চ্চনা করিব।" ব্রাহ্মণ ক্রীড়াসক্ত বালকের কথায় অনেকক্ষণ উপেক্ষা ও ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বারংবার বালকের প্রার্থনা ও কাতর বচনানুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া অবোধ বালককে ক্ষান্ত করিবার জন্য একখানি কৃষ্ণবর্ণের শিলা-খণ্ড দান করিলেন ও বলিলেন, "বৎস! তুমি এই দেবতার পূজা করিও।" পূজার দেবতা পাইয়া ধনার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না! দেবতাকে কখন বক্ষে, কখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মস্তকে রাখিয়া কতই আদর করিতে লাগিলেন। বাল-ভক্ত ধনার বড় পূজার ঘটা লাগিয়া গেল। ধনা সকল কর্ম্ম ও ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া নিত্য প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে অভীষ্ট দেবতাকে স্নান করাইয়া পুষ্করিণী হইতে মৃত্তিকা লইয়া ললাটে তিলক করিতে লাগিলেন। তুলসীদলের পরিবর্ত্তে যে কোন বৃক্ষেরই হউক না কেন, হরিত পত্র দ্বারা দেবতার পূজা ও অত্যন্ত প্রেম উল্লাসের সহিত সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। যখন ভক্তকুল-কেশরী ধনার মাতা ধনার খাইবার জন্য রুটী আনিয়া দিতেন, ধনা তখন সেই রুটী দেবতার সম্মুখে রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে নেত্র উন্মীলন করিয়া যখন দেখিতেন যে, ইষ্টদেব তখনও নিজভাগ গ্রহণ করেন নাই, তখন তিনি চক্ষু পুনর্মুদ্রিত করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া অপেক্ষা করিতেন। পরিশেষে যখন দেখিতেন, ভগবান্ তাহার রুটী খাইলেন না, তখন নিতান্ত দুঃখিত ও উদাস চিত্তে বারংবার করযোড়ে নিবেদনপূর্ব্বক অনেক বালোচিত অনুযোগ, অনুরোধ ও প্রার্থনা করিতেন। তাহাতেও যখন দেখিতেন, ভগবান্ কিছুতেই ভোজন করিলেন না, তখন সমস্ত রুটী পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিতেন ও আপনিও উপবাসী থাকিতেন। এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ায় অনাহারে ভগবৎ-প্রাণ ধনাজী নিতান্ত শুষ্ক ও মৃতকল্প হইয়া পড়িলেন। আমার প্রদত্ত খাদ্য ঠাকুর খাইলেন না, এই খেদে মর্ম্মাহত ধনার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু-ধারা বহিতে লাগিল। হৃদয়ের ঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত-বৎসল ভগবান্ সরল-বিশ্বাসী অনন্যচিত্ত ধনার দুঃখাবেগ নিবারণ না করিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারেন? "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" চিন্ময় যোগ-সমাধি-গম্য নারায়ণ ধনার মনের আকর্ষণে অপূর্ব্ব বিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া ধনার নিবেদিত রুটী ভোজন করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধ ভোজন হইয়া গেলে মহাভাগ বাল-কেশরী ধনা বলিলেন, "তুমি সব রুটীই খাইয়া ফেলিলে, তবে আমি খাইব কি? আমাকে কি একটুও দিবে না?" ভগবান্ ঈষৎ হাস্য করিয়া ধনাকে অবশিষ্ট রুটী দান করিলেন। আজ ধনার রুটী দেবদুর্লভ অমৃত হইতেও মধুর হইয়া উঠিল। ভক্ত-হৃদয়-বল্লভ প্রত্যহ এইরূপে ধনাকে নিজ মনোমোহন রূপমাধুরীতে মোহিত করিতে লাগিলেন। সেই ভুবনমোহন রূপ একবার দর্শন করিলে কি আর জীব সংসারে স্থির থাকিতে পারে? ধনা ক্ষণকালের জন্য যদি সেই রূপ নয়নে বা অন্তঃকরণে না দেখিতে পাইতেন, তবে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিতের ন্যায় ধরাশায়ী হইয়া পড়িতেন। ভক্তি-ডোরে ধনা ভগবান্‌কে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভক্তের ধন ভগবান্‌ও ধনাকে ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন, "আমি সর্ব্বদা তোমার সঙ্গেই থাকিব ও তোমার শ্রম-লাঘবার্থে গোপ-গৃহ হইতে তোমার গাভী দোহন করিয়া আনিয়া দিব।" ভক্তের ভব-কষ্ট-বিনাশকারী সুরাসুর-সেব্য ভগবান্ আজ বাল-ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ধনা সর্ব্বদা ভগবান্‌কে নিকটে পাইয়া পরম সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে সেই ব্রাহ্মণ ধনাজীর গৃহে পুনর্ব্বার আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত হইলেন, এবং ধনাকে নিজ দত্ত শালগ্রাম-শিলার পূজার্চ্চনা করিতে না দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে ধনা বলিলেন, "আপনি আমাকে ভাল ঠাকুর দিয়া গিয়াছিলেন! সে ঠাকুর আমাকে কত দিন খাইতে দেয় নাই। অনেক কষ্টের পর এক্ষণে এমন হইয়াছে যে, গাই পর্য্যন্ত দুহিয়া আনে।" ব্রাহ্মণ তচ্ছ্রবণে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "কৈ তোমার ঠাকুর কোথায়? আমাকেও দেখাও দেখি।" ধনা বলিলেন, 'ঐ দেখ না, দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।" ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না; বলিলেন, "কৈ ধনা! আমি তো দেখিতে পাইতেছি না।" ধনা বলিলেন, "ঠাকুর! এই ব্রাহ্মণই তো তোমাকে দিয়া গিয়াছিলেন, ইঁহাকে দর্শন দাও। তুমি আমাকেও এইরূপ প্রথম প্রথম দেখা দাও নাই, ব্রাহ্মণকে দেখা দাও প্রভো!" ঠাকুর ভক্তের প্রেমমাখা বাক্যে—ভক্তের অনুরাগপূর্ণ অনুরোধে—বলিলেন, "ধনা! তুমি তোমার জন্ম-জন্মান্তরের সাধনের ফলে—ভক্তির বলে—আমার দর্শন পাইয়াছ, উহার তো সে তপোবল নাই, তবে তোমার গুরু হইয়া উহার বহু পুণ্য সঞ্চিত হইয়াছে, সেই পুণ্যবলে আমার দর্শন পাইবে।" তুমি উহার ক্রোড়ে উপবেশন কর, তোমার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শে উহার দিব্য চক্ষু হইবে ও তাহা হইলেই সে আমার দর্শন পাইবে। ধনা তাহাই করিলেন। ব্রাহ্মণ ভক্ত-বৎসল-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য ও পবিত্র হইলেন; মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! তুমি চিরদিনই বালকের সখা গোপাল-বেশে রহিলে, গো-দোহন কার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখনও বিস্মৃত হও নাই! দীনবন্ধো! শেষ দিনেও যেন এই মোহনমূর্ত্তি দেখিতে পাই।"

অতঃপর লোকমর্য্যাদা রক্ষণার্থ ভগবান্ ধনাজীকে গুরুর নিকট দীক্ষিত হইতে উপদেশ দিলেন। ভগবৎ-কৃপাপাত্র ধনা তাঁহার আজ্ঞানুসারে পবিত্র তীর্থ বারাণসী-ক্ষেত্রে আসিলেন, ও রামানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সাধু সজ্জনের সেবায় সর্ব্বদা অনুরক্ত থাকিলেন। ধনা এক্ষণে গুরুর কৃপায় ভগবানের গূঢ় মর্য্যাদা বুঝিলেন, ও অন্তরের ধনকে অন্তরে দর্শন করিবার শিক্ষা করিলেন।

ধনার পিতা মাতা একদিন ধনাজীকে গোধূম বপন করিবার জন্য ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পথিমধ্যে কতকগুলি সাধু আসিয়া ধনাজীর নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। ধনাজীর নিকট তখন ভূমিতে বপন করিবার উপযুক্ত বীজ (গোধূম) ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সাধুগণকে প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া অগত্যা সেই গোধূমগুলি দান করিয়া পিতা মাতার ভয়ে, বীজ উপ্ত হইলে ক্ষেত্র যেরূপ অবস্থায় রাখিতে হয়, ভূমি সেইরূপ করিয়া রাখিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ধনার ভীতি-ভঞ্জনের জন্য নিজ মায়ায় সেই ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিলেন। লোকে ধনার ক্ষেত্রের বহুল প্রশংসা করিতে লাগিল। লোকমুখে নিজ ভূমির প্রশংসা শুনিয়া ধনাজী ভাবিলেন, আমি তো বীজ বপন করি নাই, বোধ হয় লোকে আমাকে পরিহাস করিতেছে। কিন্তু যখন স্বয়ং গিয়া দেখিলেন ভূমি সত্য সত্যই শস্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিপূর্ণ, তখন ভগবানের আশ্চর্য্য কৃপা-দৃষ্টি স্মরণ করিয়া মোহিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেম-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল ও সেই দিন হইতে তিনি আরও অধিক রূপে ভগবানের ও সাধুর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন, এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুযোগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইন্দ্র! তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি আদৌ নাই; তুমি বজ্র নির্ম্মাণের নিমিত্ত বৃথা কেন পরম সাধু দধীচি মুনিকে দুঃখ দান করিলে? এই অভাগার মন কেন উঠাইয়া লইয়া গেলে না? এই পাষাণ-মনের দ্বারা কঠোর হইতেও কঠোরতর বজ্র নির্ম্মিত হইত। যাহার মন ভগবানের অগণ্য কৃপার চিহ্ন দর্শনেও ভক্তি-বিগলিত হয় না, তাহার মন বজ্র হইতেও কঠিন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত দেবা।

বহুদিন হইতে উদয়পুরের নিকট রূপচতুর্ভুজ স্বামীর একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবা বাল্যকাল হইতে উক্ত মন্দিরে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের পূজারীর কার্য্য করিতেন। দেবা বালককাল হইতে কখন যথাবিধি বিদ্যাভ্যাস করেন নাই; কিন্তু ভগবানের সেবা করিয়া তাঁহার মনের অবিদ্যান্ধকার যে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। একদিন উদয়পুরাধীশ দেব-দর্শনোদ্দেশে রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় মন্দিরে সমাগত হইলেন। সে সময়ে বিগ্রহের আরতি ও নৈশিক সেবা সমাপনপূর্ব্বক দেবা বিগ্রহকে শয়ন করাইয়া তাঁহার কণ্ঠের পুষ্পমালা মস্তকে ধারণ করিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিতেছিলেন। অকস্মাৎ রাণাকে দ্বারস্থ দেখিয়া চকিত ও ব্যস্ত হইয়া মন্দিরমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহাকে আশীর্ম্মাল্য প্রদান করিতে হইবে ভাবিয়া মালার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দৈববশাৎ সে দিন মন্দিরে আর অধিক মালা ছিল না। অগত্যা দেবা গোপনে আপনার মস্তক হইতে মালা গ্রহণ করিয়া দেবতার আশীর্ম্মাল্য-স্বরূপ রাণার গলদেশে অর্পণ করিলেন। বলা বাহুল্য দেবা এই দেবতার সেবা করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। মালা দিবার সময় দেবার মস্তকের বার্দ্ধক্য-সুলভ একটী শুভ্র কেশ মালার সহিত রাণার গলে পতিত হয়। রাণা সেই শুভ্র কেশ দেখিয়া দেবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভগবানের কেশ কি সমস্ত শুভ্র হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছে? পূজারী দেবা রাণার বাক্য শ্রবণ মাত্রই নিতান্ত ভীত হইলেন, এবং আপনার দোষ-ক্ষালনের উপায়ান্তর না দেখিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, হাঁ মহারাজ! ঠাকুরের সমস্ত কেশই শুক্ল হইয়া গিয়াছে। সুচতুর রাণা পূজারীর বাক্যে মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে, আমি কাল প্রাতঃকালে আসিয়া স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিব। অতঃপর মহারাণা নিজ ভবনে চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের চির সেবক দেবা ভীত-চিত্তে যাহা বলিয়াছেন, তাহার জন্য নিতান্ত চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন যাঁহার নিবিড় গম্ভীর কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ চিরদিন শ্যামাঙ্গের শোভা বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছে, যাঁহাতে রূপ রসাদি চির-যৌবন-শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে, যাঁহার সুললিত ঈষৎ হাস্যবিকাশে জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে, যাঁহার সুঠাম কিশোর শ্যামাঙ্গ দর্শনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিমোহিত হইয়া যায়, স্বয়ং শ্রী চিরকাল যাঁহার পদ পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার আবার বৃদ্ধত্বের লক্ষণ কোথায়? তাঁহার কেশ শুক্ল হইবার আশা কোথায়? যিনি কাল ও অবস্থার অতীত, তাঁহার বিকার হইবার সম্ভাবনা কোথায়? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ভগবানের চিরানুসেবক দেবা অত্যন্ত বিকল ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রাণা পরীক্ষা করিয়া কল্য প্রাতঃকালে যখন আমার কথায় বৈষম্য দেখিবেন, তখন না জানি আমাকে কিরূপ দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে; এই ভাবিয়া দেবার রাত্রিতে আহার নাই, নিদ্রা নাই, দেবা একাকী একাসনে বসিয়া কেবল ক্রন্দন করিতেছেন, আর বলিতেছেন, নাথ! আজ আমি নিতান্ত নিঃসহায়ের ন্যায়, অনাথের ন্যায় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলাম। এত দিন যদি তোমাকে মনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুরাগে ভক্তির সহিত সেবা করিতাম, তাহা হইলেও আশা ভরসা থাকিত, কিন্তু প্রভো! কেবল উদরান্নের জন্যই তোমাকে তুলসী-চন্দন দিয়া থাকি! আমার ভক্তি নাই, শ্রদ্ধা নাই, তবে কোন্ সাহসে বলিব, প্রভো! আমাকে রক্ষা কর? তুমি ভক্তের সখা, ভক্তগণকে বিপদে রক্ষা করিয়া থাক। আমি ভক্তিহীন্ ও দুরাচার, কেমন করিয়া তোমার কৃপা প্রার্থনা করিব? কিন্তু শুনিয়াছি, নাথ! তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু, বিপদ্-ভঞ্জন, তাই তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও শরণাগত-পালক দেখিতেছি না। দুঃখীর দুঃখ তুমি দূর না করিলে, পতিতের পাপ তুমি হরণ না করিলে, কাঙ্গালের কাতর কণ্ঠের কথা তুমি শ্রবণ না করিলে, অগতির গতি ও দুর্ব্বলের বল তুমি বিধান না করিলে আর কে করিবে? হে নাথ! বিপদে পড়িয়া তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকে ডাকিব? তুমি অকূল সাগরের কাণ্ডারী, প্রভো! আমাকে দুঃখ-সাগর হইতে পার কর। শুনিয়াছি নাথ! তুমি নাকি স্ফটিক-স্তম্ভ ভেদ করিয়া প্রহ্লাদের কথা রক্ষা করিয়াছিলে, তুমি নাকি দয়া করিয়া দুর্ব্বাসার কোপ হইতে বনবাসী পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলে, তুমি নাকি সভামধ্যে বস্ত্রবৃদ্ধি করিয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে। নাথ! শুনিয়াছি তুমিই তো সহস্র-ছিদ্র যুক্ত ঘটে জল আনাইয়া শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন করিয়াছিলে। প্রভো! তোমার তো কিছুই অসম্ভব নহে, তোমার অপরিসীম মহিমা বুঝিবে কে? বড় সঙ্কটে পড়িয়া প্রভো! আজ তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি যদি আমায় রক্ষা না কর, তবে আর কে আমার প্রতি দুঃখী বলিয়া দয়া করিবে? নাথ! তোমার মনে যাহা আছে, তাহাই কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে, বিনয় ও স্তুতি করিতে করিতে দেবার রাত্রি প্রভাত হইল। জগতে সকলেই নিদ্রিত, কেহই দেবার কাতর কথা শুনিল না। জাগরিত ছিল দেবা, আর জাগিয়া ছিলেন দেবার হৃদয়ের দেবতা, তিনি সদাই জাগ্রৎ, তিনি শরণাগতের সকল কথাই শুনিলেন। শরণাগত-পালক ভগবান্ ভক্ত দেবার—চিরসেবক দেবার—অনন্যগতি দেবার কাতর স্বর শ্রবণে আর কি স্থির থাকিতে পারেন? কাঙ্গালের সখা যিনি, অনাথের নাথ যিনি, বিপন্নের বন্ধু যিনি, তিনি কি দেবার কাতর ক্রন্দনে স্থির থাকিতে পারেন? বৈকুণ্ঠপতির বিচিত্র মায়া কে বুঝিবে? ভক্তের কথা—ভক্তের মান রক্ষা করিবার জন্য রাত্রি মধ্যেই বিগ্রহের সমস্ত কেশ শুভ্র হইয়া গিয়াছে। শ্যাম-জলধর-মনোহর অঙ্গে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছে। অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়া যেন হরিহর-কান্তি এক স্থানে স্থাপন করিয়াছে।

দেবা প্রভাতে কাঁপিতে কাঁপিতে ভয়ে ভীত হইয়া মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন, সভয়ে দ্বার উন্মোচন করিলেন,—দেখিলেন কৃপা-কল্পতরুর শ্রীঅঙ্গের সমস্ত কেশই শুভ্র হইয়া গিয়াছে। দেবা ভগবানের করুণা, দীন-বৎসলতা দেখিয়া প্রেমে বিহ্বল ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। দেবা তখন জগৎ ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ-পতির চরণ-সুধাপানে উন্মত্ত, তাই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। দেবা তখন আপনাকে ভুলিয়া হৃদয়ের সখার ধ্যানে কোন্ ঊর্দ্ধতন লোকে গমন করিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? অহো! ধন্য সেই শুভক্ষণ, যে মুহূর্ত্তে ভক্ত ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনাকে ভুলিয়া যায়! অনেক ক্ষণ পরে দেবার চৈতন্য হইল। করুণা-কল্পতরুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শীতল চরণচ্ছায়ায় দাঁড়াইয়া দেবার নয়নদ্বয়ে দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল। এমন সময়ে মহারাণা ভগবানের কেশ পরীক্ষার্থ সমাগত হইলেন, এবং শ্যামসুন্দর কলেবরে শুভ্র কেশ দর্শন করিয়া অবাক্ ও বিস্মিত হইলেন। সন্দিগ্ধচিত্ত রাণা মনে করিলেন, বুঝি পূজারী নিজ মান রক্ষার নিমিত্ত কোথাও হইতে শুভ্র কেশ আনিয়া লাগাইয়া দিয়াছে। রাণা কালব্যাজ না করিয়া পরীক্ষার্থ উদ্যত হইলেন। স্বহস্তে একগাছি কেশ বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন! ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরুর মায়া কে বুঝিবে? রাণা দেখিলেন, ভগবন্মূর্ত্তি যেন ক্লেশ অনুভব করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন। কেশ উৎপাটিত হইবামাত্র রুধিরবিন্দু মস্তক হইতে নির্গত হইয়া রাণার বস্ত্রে লাগিল। রাণা ইহা দেখিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। এক প্রহরের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেবার চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন, প্রভো! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি অতি মূঢ়, বুঝিতে না পারিয়া বড় অপরাধ করিয়াছি। এই ঘটনার পরই দৈববাণী হইল যে, রাণা-বংশে যে পর্য্যন্ত কেহ কৌমারাবস্থায় থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত এতন্মন্দিরে তাঁহার আসিবার অধিকার থাকিল। রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া যেন কেহ এ মন্দিরে প্রবেশ না করেন। এখন পর্য্যন্তও এই নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করমেতি-বাই।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, স্ত্রী জাতি মায়ার পুত্তলি মাত্র। নারী যেন মূর্ত্তিমতী মায়া। স্ত্রী-জীবনের সহিত যেন পবিত্র ধর্ম্মভাবের কোন সম্বন্ধই নাই। এ বিশ্বাস নিতান্ত অলীক। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠা স্ত্রীজাতির মধ্যে স্বভাবতঃই প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের এই প্রবন্ধের অধিনায়িকা করমেতি-বাই ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত-স্থল। ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী আমাদের সাধুহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণকে অবশ্যই সন্তৃপ্ত করিবে।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে খাজল নামক গ্রামে পরশুরাম নামে জনৈক রাজ-পুরোহিত বাস করিতেন। তাঁহার কন্যার নাম করমেতি-বাই। রাজা এবং রাজ-পুরোহিত উভয়েই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তৎকালে বৈষ্ণবদিগের স্ত্রী ও কন্যাদিগের বিদ্যাভ্যাস করিবার রীতি ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্র ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে ইহাই বিদ্যাভ্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। করমেতি-বাই শৈশবাবস্থাতেই বিদ্যাবতী হইয়াছিলেন। বিদ্যা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিল। পণ্ডিত পরশুরাম বিদ্যাবতী সুশীলা কন্যাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিলেন। করমেতি-বাই পিতার অনুরোধে বাধ্য হইয়া অত্যন্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু শ্বশুরালয়ে গিয়া গৃহস্থালী করিতে অসম্মত হইলেন। করমেতি-বাইএর ব্যবহার দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইল। তিনি একাকিনী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সর্ব্বদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ অভীষ্টদেবের সুচারু চরণ চিন্তা করিতেন। পাগলিনীর ন্যায় কখনও আপনার ভাবে আপনি হাসিতেন, কখনও বা রোদন করিয়া উঠিতেন, কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে "হা নাথ!" বলিয়া চীৎকার করিতেন। কৃষ্ণ-প্রেমরূপ প্রফুল্ল কমলে তাঁহার মনোমধুকর মত্ত হইয়াছিল। তিনি কৃষ্ণরূপ-সুধাসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সে সুধ-সিন্ধু ত্যাগ করিতে পারিতেন না, তাহাতেই অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ প্রেম-কল্পলতায় তিনি আপনাকে বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণনামরূপ কল্পতরু হৃদয়-ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া তিনি প্রেমামৃতময় ফল আস্বাদন করিতে লাগিলেন। সংসারের প্রলোভন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হইল। তিনি যেন জগৎ ছাড়িয়া কোন নূতন রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিন গত হইয়া যায়, তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাইবার জন্য আবার সকলে সযত্ন হইলেন। করমেতি-বাই স্বামি-গৃহ বিষবৎ জ্ঞান করিতেন। তিনি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন যে তাঁহার স্বামী অবৈষ্ণব ও ঘোর বিষয়ী। এই জন্য তিনি স্বামি-সমাগম অতি ভয়াবহ মনে করিতেন। শোক ও দুঃখে তাঁহার হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। শ্বশুরালয়ে গমন করিলে বিষয়রূপ তস্করে তাঁহার মন ও বুদ্ধিকে হরণ করিয়া লইবে, এই ভাবনায় তিনি ভূমিতলে লুণ্ঠন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ইহাই স্থির করিলেন যে কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে বৃন্দাবনে পলায়ন করিবেন।

এইরূপ চিন্তা করিয়া সাধ্বী করমেতি-বাই মনের অনুরাগে রাত্রিতে নিজ প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইলেন এবং গৃহের চারিদিকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া উপর তলা হইতে নীচে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। প্রহ্লাদ পর্ব্বতশিখর হইতে ভূমিতলে পড়িয়া যাঁহার কৃপাগুণে কিছুমাত্র আঘাত প্রাপ্ত হয়েন নাই, সেই ভক্তবৎসল কৃপানিধানের অনন্ত মহিমার কথা কে বুঝিবে? করমেতি-বাই ভূমিতে যেন তাঁহারই কমনীয় অঙ্কে নিপতিত হইলেন। অঙ্গে কিছুমাত্র আঘাত লাগিল না। কুলবালা একাকিনী কখনও কোন পথে গমন করেন নাই, প্রেমের আবেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে বৃন্দাবনের উদ্দেশে কাঙ্গালিনীর বেশে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে কেহ নাই; কিন্তু ভক্তের সখা ভগবান্ প্রহরীর ন্যায় সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। এ দিকে রাত্রি প্রভাত হইল। পণ্ডিত পরশুরাম উঠিয়া দেখিলেন, কন্যার গৃহ শূন্য। তাঁহার শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল, চারিদিকে করমেতি-বাইএর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। চিন্তায় হৃদয় ব্যাকুল হইল; মনে কত পাপ কথা উঠিতে লাগিল; লোকধর্ম্ম-ভয়ে পরশুরামের মুখ মলিন হইল। অনন্যোপায় হইয়া পরশুরাম রাজ-সমীপে গমন করিলেন, বলিলেন, মহারাজ! আমার নাসা কর্ণ ছিন্ন হইয়াছে। আমার যুবতী কন্যা রাত্রিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মনের দুঃখ কাহার নিকটে প্রকাশ করিব? দুঃখের জলন্ত শিখা মনকে দগ্ধ করিতেছে। জানি না করমেতি-বাই জলে ডুবিয়া মরিল, অথবা কি হইল। রাজা এতৎ শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, এবং পরশুরামের কন্যার অন্বেষণের জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইলেন।

ভক্তিমতী করমেতি-বাই একটী প্রকাণ্ড প্রান্তর দিয়া যখন গমন করিতেছিলেন, দূর হইতে দেখিলেন তাঁহার অন্বেষণার্থ লোক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিতেছে। সেই প্রান্তরে কোথায় লুক্কায়িত হইবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কি করেন, সম্মুখে একটী মৃত উষ্ট্রের দেহ দেখিতে পাইলেন। শৃগাল কুক্কুরে তাহার মাংসাদি প্রায়ই ভোজন করিয়াছে। তাহার বিশাল উদরগহ্বরে সাধ্বী লুক্কায়িত হইলেন। দুর্গন্ধে তাহার নিকটে যায় কাহার সাধ্য? অন্বেষণকারিগণ অন্য দিক্ দিয়া চলিয়া গেল। যাঁহার হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেমের উদয় হইয়াছে, তাঁহার কি আর ভাল মন্দ জ্ঞান আছে? তাঁহার কি আর মিষ্ট, কটু, কষায় বোধ আছে? তাঁহার কি আর বিষ্ঠা চন্দনে ভেদবুদ্ধি আছে? তিনি প্রেম-সুধাপানে সদাই বিহ্বল। করমেতি-বাই সেই দুর্গন্ধপূর্ণ উষ্ট্রের উদর-কুটীরে তিন দিন অনাহারে কেবল কৃষ্ণ-নাম-সুধারস পান করিয়া অতিবাহন করিলেন। চতুর্থ দিনে তথা হইতে নির্গত হইয়া নদীতে অবগাহনপূর্ব্বক শরীর নির্ম্মল করিলেন। এইরূপে পথে অনেক দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া সাধ্বী সতী কুলবতী সুমতি করমেতি-বাই বৃন্দাবনে পৌছিলেন। মধুর বৃন্দাবন দর্শনে তাঁহার বহুদিনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। আনন্দের অবধি রহিল না। ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে অরণ্যানী-মধ্যে প্রেমবিবশ-হৃদয়ে কৃষ্ণ-দর্শনাশয়ে করমেতি-বাই ধ্যানযোগারাধনায় উপবিষ্ট হইলেন।

পণ্ডিত পরশুরাম কন্যার বিচ্ছেদে নিতান্ত শোকার্ত্ত হৃদয়ে দেশ দেশান্তরে অন্বেষণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় বহু বন অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কোথাও কন্যার নিদর্শন পাইলেন না। অবশেষে একদিন একটী বিশাল বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় আরূঢ় হইয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অকস্মাৎ ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে গভীর অরণ্যমধ্যে কন্যাকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সঙ্গিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া দুহিতৃ-সমীপে গমন করিলেন। হা! তাঁহার কন্যার কি আর সে অবস্থা আছে? সংসারের দুর্গন্ধ, গৃহস্থালীর মলিনতা, বিষয়ীদিগের সঙ্গজনিত হীনতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মুখ-শ্রীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তপঃপ্রভা আসিয়া তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। প্রেমময়ের আশ্চর্য্য জ্যোতিতে মুখমণ্ডলে একটী পবিত্র তেজ দেখা দিয়াছে। করমেতি-বাই যেন বনদেবীর ন্যায় বন আলো করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। বাহ্যজ্ঞান-শূন্য —ধ্যানে নিমগ্ন—কন্যা যেন এই সংসার-মায়া পরিহারপূর্ব্বক কোন নিভৃত নিকেতনে নিদ্রিত রহিয়াছেন। প্রেমাবেশে দুইটী চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রু বহিয়া যাইতেছে। কন্যার এই অবস্থা দর্শন করিয়া পরশুরামের হৃদয় বিহ্বল হইতে লাগিল। পণ্ডিত পরশুরাম আর তাঁহাকে কন্যাভাবে দেখিতে সাহস করিলেন না। মনে মনে কত ভাবের উদয় হইল—তাহা কে জানে? ঈদৃশী কন্যার জন্মদাতা বলিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। অবশেষে থাকিতে না পারিয়া করমেতি-বাইএর পদ-প্রান্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

করমেতি-বাই কোন্ সাগরে ডুবিয়া আছেন, কোন্ অমৃত-ধারায় স্নান করিতেছেন, কোন্ ভাবে বিহ্বল হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন, তাহা জগতের লোক কিরূপে বুঝিবে? অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল, কত ভাবের তরঙ্গে পরশুরামের অন্তঃকরণ আন্দোলিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল, করমেতি-বাইএর তখনও চেতনা হয় নাই। অবশেষে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ভক্তিমতী করমেতি-বাই চক্ষু উন্মীলন করিলেন। সম্মুখে পিতাকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক উপবিষ্ট রহিলেন। মুখে কথা নাই, জিজ্ঞাসা নাই, যেন তাঁহার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। পরশুরাম বহু বিনয়-নম্র-বচনে বলিলেন, বৎসে! বনবাসিনী হইলে কেন? গৃহে চল, তথায় কৃষ্ণকে আরাধনা করিও। তুমি আমার গৃহের প্রকাশ-স্বরূপ এবং সাক্ষাৎ ভগবতী লক্ষ্মী। তোমাকে দেখিয়া আমার মন সুধা-সিন্ধু-নীরে অভিষিক্ত হইল। করমেতি-বাই কহিলেন, বাবা! আপনি আমাকে এত স্তুতি মিনতি করিতেছেন কেন? প্রেমময়ের প্রেম-সিন্ধুতে আমার মন ডুবিয়া গিয়াছে। আমি আর উঠিতে পারিতেছি না! আমার দেহমাত্রকে লইয়া গিয়া কি ফল হইবে? তাই বলিতেছি আমার জন্য অধিক আগ্রহ করিবেন না। আমার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া গৃহে প্রতিগমন করুন। যে মরিয়া গিয়াছে তাহার পুনঃ প্রাপ্তির আশা নিরর্থক মাত্র। অতএব গৃহে গমন করিয়া আপনি কৃষ্ণপদ-সাধনায় নিযুক্ত হউন, তাহাতে পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবেন এবং দিন দিন সুখের তরঙ্গে ভাসিতে থাকিবেন। গদ্‌গদ-স্বরে প্রেম-ভরে করমেতি-বাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরশুরাম এই জন্মজন্মার্জ্জিত সাধন-সুলভ কন্যার মহাভাব দর্শনে মনে মনে কতই ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, এবং দুর্ল্লভ মানব-জন্ম পাইয়া এই অপূর্ব্ব রস আস্বাদন করিতে পারিলেন না, এই জন্য আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মজন্মান্তরীণ কঠোর তপস্তেজে পাষাণ মন বিগলিত না হইলে কি এই সাত্ত্বিকী ভক্তির উদয় হয়? না জানি ভক্তির এই আশ্চর্য্য মূর্চ্ছা সাধককে বিমোহিত করিলে কে আসিয়া কোমল কর-স্পর্শে তাঁহাকে সচেতন করিয়া দেয়!

পরশুরাম অনন্তোপায়, কি করেন কন্যাকে আনিতে পারিলেন না। একাকী রোদন করিতে করিতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ভগবৎ-প্রেমী রাজা এই সকল কথা শুনিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারেন? রাজ-সিংহাসন তাঁহার কণ্টকাকীর্ণ বোধ হইল, মূর্ত্তিমতী ভক্তিকে দেখিবার জন্য বৃন্দাবনে যাইতে মনঃ প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অবিলম্বে বৃন্দাবনে গমন করিলেন। তথায় যমুনা-পুলিনে কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বলা অচঞ্চলা নির্ম্মলা করমেতি-বাইকে দর্শন করিলেন।

হৃদয়ের নির্ঝরিণী হইতে যেন ভক্তি উচ্ছ্বলিত হইয়া বাইজীর দুইটী নয়নে দুইটী ধারা বহিয়া যাইতেছে। রাজা বাইজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। বাইজী—ক্ষণবিলম্বে রাজাকে প্রণতশিরে দেখিয়া তিনিও তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। বাইজীর অবস্থিতির জন্য একটী কুটীর নির্ম্মাণার্থ রাজা অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। প্রেম-বিগলিত-হৃদয় বাইজী—"তাহাতে প্রয়োজন নাই, ভূমি খনন করিতে গেলেই অনেক জীব বিনষ্ট হইবে"—এই প্রকার বলিয়া অস্বীকার করিলেন। তথাচ রাজা অনেক স্তুতি মিনতি করিয়া একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এক্ষণে উক্ত কুটীরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রকারে ভক্তিমতী সতী করমেতি-বাই ফল-মূল আহার করিয়া বহুদিন জগৎ-পতির তপস্যা করিয়া কৃষ্ণনাম সুধারসে নিমগ্ন হইয়া ভবধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক শাশ্বত ধামে প্রবেশ করিলেন।

ভারতবর্ষের কত গুপ্ত সরোবরে এমন কত প্রফুল্ল কমল ফুটিয়া থাকে তাহা কে জানে? ভগবান্ নর-নারীর হৃদয়ে যে নিজ প্রেম-বীজ রোপণ করিয়াছেন, উপযুক্ত কর্ষণ হইলে উহা অবশ্যই অঙ্কুরিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দুরেখা।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশের জনৈক ভূস্বামীর কুল উজ্জ্বল করিয়া ইন্দুরেখা জন্ম গ্রহণ করেন। ইন্দুর রূপে গৃহের শোভা যেন আরও বাড়িল। ইন্দুকে দেখিবার জন্য, ইন্দুকে ক্রোড়ে করিবার জন্য, ইন্দুকে কাছে বসাইয়া আদর করিবার জন্য, পাড়ার লোক—দেশের লোক ছুটিয়া আসিত। ইন্দুর হাসি, ইন্দুর দৃষ্টি যেন স্বর্গীয় তেজের সঞ্চার করিত; ইন্দুর অন্তঃকরণে যেন কি এক সুধাময় সুধাকর অস্ফুটভাবে ঢাকা রহিয়াছিল। ইন্দুর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন সেই পূর্ণেন্দুর দিব্য মৃত্ত কিরণরাশি ফুটিয়া বাহির হইত। বালিকা ইন্দুরেখা ইন্দুকলার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুর অন্তঃকরণের সাধু বৃত্তিসমূহও ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। ইন্দু যে সকল বালিকার সঙ্গে খেলা-ধূলা করিতেন, তাহারা সকলেই তাঁহাকে বড় ভাল বাসিত। ইন্দুর কাছে না আসিলে তাহাদের প্রাণ-মন যেন ব্যাকুল হইত। ইন্দুর ধীরতা. ইন্দুর মৃত্মধুর ভাব, ইন্দুর স্নেহমাখা কথাবার্ত্তায় সকলেই ইন্দুকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। প্রীতি মূর্ত্তিমতী হইয়া যেন ইন্দুরেখা-রূপে ধরাতলে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

ইন্দুর বয়স যখন পাঁচ বৎসর মাত্র, সেই সময়ে তাঁহার পিতৃ-গৃহে একটী সাধু অভ্যাগত আসেন। ইন্দু তাঁহাকে নানা উপচারে শালগ্রাম-শিলা পূজা করিতে দেখিয়া ভাবিলেন, আমিও এইরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর পূজা করিব। মনের ভাব অধিকক্ষণ গোপন করিতে না পারিয়া ইন্দু সাধুকে অনুনয়সহ নিজ স্বভাবসিদ্ধ মৃদু-মধুর ভাষায় বলিলেন, আমাকে আপনি একটী ঠাকুর দিন, আমিও আপনার মত ঠাকুরকে নাওয়াইব, খাওয়াইব, শোয়াইব, আর আমি যখন একাকী থাকিব, তখন মনের সাধে কত আদর করিব! বালিকার বাক্যে সাধু উপহাস করিয়া উঠিলেন। তাহাতে ইন্দুর মর্ম্মে বেদনা বোধ হইল, ইন্দুর দুইটী চক্ষু দিয়াই টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সাধু তাহা দেখিয়া পুষ্প মিষ্টান্ন আদি দিয়া বালিকাকে সান্ত্বনা করিতে চাহিলেন; কিন্তু ইন্দু তাহাতে ভুলিলেন না। ইন্দু ঠাকুর ভিন্ন আর কিছু চাহেন না। সাধু কি করেন, অবোধ (?) বালিকাকে না ভুলাইলেও নয়; কোথা হইতে খুঁজিয়া একখানি কাল পাথর আনিয়া বলিলেন, ইন্দু! এই ঠাকুর লও, ইহাকে তুমি ভাল করিয়া পূজা করিও, ইঁহার নাম 'শিল্পলী'। ইন্দুর আর আহ্লাদের সীমা রহিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে মুখের হাসি বাহির হইল, শরতের মেঘে বৃষ্টি হইতে হইতে যেন উজ্জ্বল চন্দ্রমা ফুটিয়া আকাশ আলো করিয়া ফেলিল। 'শিল্পলী' ইন্দুর হৃদয়ের ধন হইল; খেলা-ধূলায় আর ইন্দুর মন রহিল না। একটী বড় কৌটার মধ্যে রঙ্গীণ কাপড় বিছাইয়া ইন্দু শিল্পলীকে বসাইলেন; আপনি সুগন্ধ পুষ্প চয়ন করিয়া শিল্পলীকে সাজাইলেন। চন্দন-চর্চ্চিত তুলসীদল শিল্পলীর মস্তকে রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ইন্দুর মনে যাহা আসিতে লাগিল, তিনি নিজের শৈশব-সুলভ মধুর ভাষায় তাহাই বলিয়া ঠাকুরের পূজা পাঠ করিতে লাগিলেন। পিতা, মাতা, প্রতিবাসিবর্গ সকলে আমোদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া ইন্দুর পূজা দেখিতে আসিতেন ও ইন্দুর পূজার উপকরণ, ব্যবস্থা ও ভাব দেখিয়া হাস্য করিতেন; কিন্তু ইন্দু কাহারও দিকে না তাকাইয়া তদ্গত চিত্তে নিজে মন্ত্র পড়িয়া যখন পূজা ও স্তুতি করিতেন, তখন ইন্দুর নয়ন-জলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইত। পূজা-কালে ইন্দুর মুখ-প্রভা যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

ইন্দুরেখার পিতার সহিত ইন্দুর পিতৃব্যের অত্যন্ত বিরোধ ছিল। একদিন বিবাদ বশতঃ পিতৃব্য ইন্দুর পিতৃ-গৃহের সমস্ত দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া লইয়া যায়। সেই সঙ্গে ইন্দুর শিল্লী ঠাকুরের কৌটাও লুণ্ঠিত হয়। গোলমাল মিটিয়া গেলে ইন্দু দেখিলেন, তাঁহার শিল্লী নাই, অমনি কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার বস্ত্র, অলঙ্কার কোথায় গেল, তাহার জন্য বালিকার চিন্তা নাই, চিন্তা ব্যাকুলতা কেবল শিল্লীর জন্য। পিতার সহিত পিতৃব্যের অত্যন্ত বিবাদ—কেহ কাহারও মুখাবলোকন করেন না, কেহ কাহারও বাটীর ত্রিসীমায়ও যান না। কিন্তু ইন্দু সে সব বিবাদ-বৈরিতা বুঝিলেন না, পিতা যাইতে নিষেধ করিলেও তাহা মানিলেন না; শিল্লীর জন্য ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে একাকিনী পিতৃব্য-গৃহে গিয়া উপস্থিত। পিতৃব্যের চরণে ধরিয়া বলিলেন, কাকা! আমার আর কিছুই কাজ নাই, আমার শিল্লী মহারাজকে দাও। কাকা বালিকার মুখে শিল্লীর কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, আমি তোমার শিল্লীকে চিনি না, এখানে তোমার শিল্লী থাকে তো লইয়া যাও। ইন্দু কাঁদিয়া বলিলেন, কাকা! আমি কোথায় খুঁজিব, তুমি খুঁজিয়া দাও। পিতৃব্য বিপদে পড়িলেন, তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুঁজিয়া পাইলেন না। বিষয়-বিমুগ্ধ পিতৃব্য কিরূপেই বা ভক্তির ধন শিল্পীর তত্ত্ব পাইবেন? আজ লীলাময় ভক্ত-বৎসল ভক্তের মর্য্যাদা জগতে বিস্তার করিবেন, তাই কত লোকে খুঁজিল, কাহারও নেত্রগোচর হইলেন না। একজন বলিয়া উঠিল, ইন্দু! তোমার ঠাকুরকে তুমি ডাক, যদি তিনি এখানে থাকেন, তবে তোমার ভালবাসার গুণে তোমার কাছে আসিবেন। ইন্দুর মনে এই কথা আঘাত করিল; ইন্দু অমনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। গদ্‌গদ-স্বরে বলিতে লাগিলেন, ঠাকুর! কেহই তোমাকে খুঁজিয়া পাইল না, তবে আমি ছেলে মানুষ, তোমায় কিরূপে খুঁজিয়া পাইব? প্রভো! আমাকে একাকিনী ফেলিয়া তুমি কি আর কাহারও সঙ্গে খেলা করিতে গিয়াছ? না, আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছ? ঠাকুর! আমি তোমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছি না; তোমাকে আমি তো কোন কু-কথা বলি নাই, তবে তুমি রাগ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া গেলে কেন? প্রভো! তোমাকে না পাইলে আমার আজ খাওয়া হইবে না, তোমাকে না খাওয়াইলে আমার খাইতে কিছুই ভাল লাগিবে না। ঠাকুর! বেলা হইয়াছে, শীঘ্র এসো, তোমার খাবার সময় হইয়াছে, সময়ে না খাইলে তুমি ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে; এসো ঠাকুর, শীঘ্র এসো, তোমাকে নাওয়াইয়া, খাওয়াইয়া আমার প্রাণ শীতল হউক। প্রভো! এখনও এলে না? এই বলিয়া ইন্দু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ভক্তের ঠাকুর ভক্তের ক্লেশ কি দেখিতে পারেন? যে যেরূপে তাঁহাকে ভাবনা করে, তাহাকে সেই রূপেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি দর্শন দেন! তাই আজ দেব-দুর্ল্লভ দয়ার ঠাকুর ইন্দুরেখার সরল ভক্তি-সূত্রকে অবলম্বন করিয়া বালিকার হৃদয়ে পবিত্র বল সঞ্চার করিবার জন্য শিল্পী-রূপেই ছুটিয়া আসিয়া অকস্মাৎ ইন্দুর অঞ্চলে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। সকলে দেখিয়া অবাক্ হইল। ইন্দুর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল। শিল্পীকে বক্ষে করিয়া বালিকা হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে বাটীতে চলিয়া গেল! শিল্পীকে নাওয়াইয়া, খাওয়াইয়া ইন্দুর প্রাণ সুশীতল হইল। সেই দিন হইতে ইন্দু শিল্পীকে চক্ষের আড় করিতেন না।

দেখিতে দেখিতে ইন্দুরেখার বিবাহের বয়স হইল। ইন্দুর বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই; ইন্দু আর কাহাকেও ভাল বাসিতে—আপনার ভাবিতে চাহেন না। পিতা-মাতা তাহা মানিবেন কেন? একটী যোগ্য বর দেখিয়া ইন্দুর নিতান্ত অনিচ্ছাতেও ইন্দুর বিবাহ দিলেন। বাদ্যোদ্যম ধূমধামে সকলে আনন্দিত, কিন্তু ইন্দুরেখা যখন শুনিলেন—"তাঁহার বর হরি বিমুখ নাস্তিক", তখন তাঁহার আর দুঃখের সীমা রহিল না। পিতা-মাতার অধীনতা বশতঃ মর্ম্ম-মৃতা হইয়াও বিবাহ করিতে হইল। ইন্দুকে নানাভরণে সাজাইয়া গুছাইয়া পিতা যখন শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দেন, তখন ইন্দুর অত্যন্ত ভাবনা হইল। ভাবিলেন, হরি-বিমুখ পুরুষের নিকট তিনি কিরূপে বাস করিবেন! মনের দুঃখে তিনি সঙ্গে কোন দাস দাসী লইলেন না, কেবল শিল্পী ঠাকুরকে কৌটা মধ্যে নিজ শিবিকায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকেই সহায় করিয়া তাঁহারই ভরসায় কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিলেন। অনেক দূর গিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য

৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহকগণ একটী নদী-তীরে শিবিকা রাখিল। এই অবকাশে ইন্দুর স্বামী দিব্য রূপলাবণ্যবতী নবীনা ভার্য্যার মুখ খানি ভাল করিয়া দেখিবে, তাহার সহিত তু'টী একটী মিষ্ট আলাপ করিবে, এই আশায় ইন্দুর নিকট আসিল। ইন্দু স্বামীকে হরি-পরাঙ্মুখ পুরুষ জানিয়া তাহার মুখাবলোকন করিলেন না। স্বামী বারংবার অনুনয় করিয়াও ইন্দুর মন পাইল না। অনেকক্ষণ পরে ইন্দু বলিলেন, যদি তুমি আমাকে চাও, তবে ভক্তি-পরায়ণ হইয়া হরি-পদারবিন্দ সেবা কর! আমি হরি-পরাঙ্মুখ পুরুষকে ভালবাসি না। নাস্তিক স্বামী ইন্দুর এই বাক্যে নিতান্ত অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইয়া ইন্দুর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক শিল্পীর কৌটা কাড়িয়া লইল, ও নদী-স্রোতের জলে ফেলিয়া দিল। এই মর্ম্ম-বিদারক ঘটনা দেখিয়া ইন্দুরেখা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। স্বামী অনেক চেষ্টা করিয়াও অনেক প্রবোধ-বাক্যেও তাঁহার রোদন বন্ধ করিতে পারিল না। ইন্দুর এই রোদনাবস্থাতেই বাহকগণ শিবিকাসহ তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে আনিয়া পৌছাইয়া দিল।

ইন্দুর রোদন আর নিবৃত্ত হয় না। অনেকে ভাবিল, মেয়ে প্রথম শ্বশুরালয়ে আসিলে যেরূপ কাঁদিয়া থাকে, ইন্দু সেইরূপ কাঁদিতেছে। ইন্দুর মর্ম্ম-বেদনা লোকে কিরূপে বুঝিবে? সংসারের সমস্ত বিনষ্ট হইলেও, জগতের সকল সুখে বঞ্চিত হইলেও, ইন্দু যাঁহাকে লইয়া সুখী হইতে পারেন, আজ বিবাহিত পতি মরিয়া গেলেও যে জগৎ-পতি মাধবের সেবা-তৎপর থাকিলে ইন্দুকে বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না, ইন্দু আজ সেই সাধের হৃদয়-নিধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিল্পী-দর্শনে ও সেবায় বঞ্চিত হইয়াছেন। কে যেন ইন্দুর মর্ম্ম-তন্ত্রী ছিঁড়িয়া দিয়াছে, যেন ইন্দুর নয়ন-তারায় উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা বিদ্ধ হইয়াছে। ভক্তের প্রাণে—মনোমোহন দেবতার অদর্শনে যে বিরহ-যাতনা হয়, তাহা কি ইন্দুর বিবাহিত স্বামী অথবা শ্বাশুড়ী-ননন্দাদির প্রবোধ-বাক্যে বিদূরিত হইতে পারে? ইন্দুর আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, দিবারাত্রি দর বিগলিত ধারায় দিব্য লাবণ্যময় গণ্ড ও বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সোণার চাঁদমুখ খানি মলিন হইয়া পড়িল। যখন সকলে বুঝিল যে, ইন্দুরেখার শিল্পীকে না পাইলে জীবন-সংশয়, তখন সকলে ইন্দুকে সঙ্গে করিয়া নদী-তীরে গমন করিল। ইন্দুর স্বামী বলিল, সে শিল্পী কোথায় ভাসিয়া বা ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া এখন অসম্ভব। হা অবিশ্বাসী! ইন্দুর হৃদয়-মণি কি সামান্য নদী-নীরে ডুবিবার সামগ্রী? যদি উহা কখন ডোবে, তবে ইন্দুর ন্যায় সরল হৃদয়ের ভক্তি-ভাবের নদীতেই ডুবিয়া থাকে, অন্যত্র ডুবিবার নহে। যদি ভাসিতে হয়, তবে ইন্দুর ন্যায় ভক্তের নয়ননীর-প্রবাহেই তিনি ভাসিয়া থাকেন, নদীর জলে ভাসিয়া যাইবার সামগ্রী তিনি নহেন। ইন্দু কাঁদিতে কাঁদিতে নদী-তীরে দাঁড়াইয়া করযোড়ে শিল্পীদেবকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কৃপা-সিন্ধো! কোন্ অপরাধে এ দুঃখিনী দাসীকে ত্যাগ করিলে? প্রভো! আমার যে তুমি বই আর কেহই "আমার" বলিবার নাই! বিপদে আপদে সঙ্কটে তুমিই এ দাসীর একমাত্র ভরসা! তুমি যদি চলিয়া গেলে, তবে এ দাসীকে কেন রাখিয়া গেলে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাথ! আজ সামান্য নদীতে যদি তোমাকে হারাই, তবে ভব-সিন্ধুতে বিষম তুফান উঠিলে কাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহা পার হইব? শুনিয়াছি তুমি কাঙ্গালের সর্ব্বস্ব, তবে বল দেখি এ কাঙ্গালিনী তোমায় ছাড়িয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? প্রভো! দেখা দাও, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। যদি গভীর জলে স্নান করিবার ইচ্ছা ছিল, তবে আমায় কেন বলিলে না, আমার প্রেমের অগাধ জলে তোমাকে নাওয়াইতাম। নাথ! কোথায় আছ, দেখা দিয়া দুঃখিনীর প্রাণ জুড়াও। ভক্তের প্রেমের নিধি, ভক্ত কাঁদিলে কি তিনি দর্শন না দিয়া থাকিতে পারেন! লীলাময়ের লীলা কে বুঝিবে! বুদ্ধিতে ধারণা হয় না, অকস্মাৎ সম্মুখস্থ জলরাশি ভেদ করিয়া ইন্দুর সাধের শিল্পলী কৌটাসহ ভাসিয়া উঠিলেন, ইন্দুরেখা অমনি উঠাইয়া লইলেন, বক্ষে ও মস্তকে স্পর্শ করাইলেন। মনের সমস্ত কষ্ট বিনষ্ট হইল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া নাস্তিক পতির মন টলিল, ভক্তি-বিশ্বাসের মহিমা বুঝিল, হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, ব্যাকুল হৃদয়ে ভগবানের নিকট চিরদিনের অপরাধ স্বীকার করিয়া ভক্তি-ভাব ভিক্ষা করিতে লাগিল। শাশুড়ী-ননন্দাদি ভক্তি-রসে আর্দ্র হইল। একা ভক্তিমতী ইন্দুরেখার গুণে মরুভূমে বাণ ডাকিয়া গেল, শুষ্কতরু মঞ্জরিত হইল। ধন্য ইন্দুরেখা! আজ তোমার গুণে পাষণ্ড পতি ও শ্বশুর-কুলের উদ্ধার হইল। আজ হইতে ইন্দুরেখার শ্বশুরালয় ভগবানের উৎসব-গৃহ হইল। এইরূপ কুলবধূর গুণেই শ্বশুরকুল পবিত্র হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিমতী বিধবা।

শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে একজন ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি একদিন গঙ্গায় স্নান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, একটী মনোহর অঙ্গসৌষ্ঠব-যুক্ত কি ভাসিয়া যাইতেছে। তাঁহার নীলোজ্জ্বল বর্ণ ও হস্তপদাদির দিব্য শোভা দর্শনে ব্রাহ্মণের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। বোধ হইল যেন গঙ্গার তরঙ্গে একটী প্রস্ফুটিত সুনীল কমল ভাসিয়া যাইতেছে। ভক্ত ব্রাহ্মণ আর থাকিতে পারিলেন না. সেইটী ধরিবার জন্য স্রোতোভিমুখে বেগে সন্তরণ দিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে ইহাও প্রতীত হইতে লাগিল, যেন সেই মূর্ত্তিটী, "আমাকে শীঘ্র ধর ধর" বলিয়া হস্ত প্রসারিত করিতেছে। গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে ভক্ত-হৃদয়ে আরও ভক্তির তরঙ্গ বাড়িল, প্রেমের প্রবাহ শতগুণ বেগে ছুটিল। ব্রাহ্মণ শীঘ্রই মূর্ত্তিটী ধারণ করিলেন এবং কোলে লইয়া কূলে উঠিলেন। দেখিলেন, শ্যামোজ্জ্বল আনন্দময় মুখমণ্ডল অকূলের কাণ্ডারী শ্রীহরির গোপীকুল-বিহারী ত্রিভঙ্গ-বংশীধারীর শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার কোলে আসিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছে। প্রভু যমুনা-পারকালে একবার বসুদেবের ক্রোড়ে উঠিয়াছিলেন, আর আজ ভক্তকে কৃতার্থ করিবার জন্য গঙ্গাসলিল-চারী হইয়া ব্রাহ্মণের ক্রোড়ে আসিয়া উঠিলেন। ভক্ত-বৎসল ভক্তের প্রতি কখন কি ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দয়া করেন, তাহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির দুরধিগম্য। ব্রাহ্মণের আনন্দের সীমা রহিল না। জন্মজন্মান্তর-সাধিত বহু তপস্যার ধন পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনঃ-প্রাণ নৃত্য করিতে লাগিল। আগ্রহসহ এই শ্রীবিগ্রহকে ক্রোড়ে লইয়া সবেগে নিজ বাটীতে সমাগত হইলেন এবং যথাস্থানে যোগিজন-দুর্ল্লভ ভক্ত-প্রাণ-বল্লভের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিয়মিত সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

প্রভুর সেবা করিতে সুবিধা পাইলাম মনে করিয়া ভক্ত ব্রাহ্মণ কতই আনন্দ করিতে লাগিলেন, চিরসঞ্চিত কত আশা-কুসুম ফুটিয়া উঠিল, আপনাকে কতই ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রভুর বিচিত্র কার্য্য-কৌশল কে বুঝিতে পারে? ব্রাহ্মণ নিশীথে নিদ্রাগত হইয়াছেন, এমন সময় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন ঐ শ্রীমূর্ত্তি আসিয়া বলিতেছেন, "আমি সন্ন্যাসীর ঠাকুর, আমি গৃহস্থের ঘরে থাকিব না, তুমি আমাকে গুপ্তি-পাড়ায় সত্যদেব সরস্বতীর নিকট রাখিয়া আইস।" পর দিন প্রাতে ব্রাহ্মণ ঐ স্বপ্নকে অমূলক চিন্তামাত্র মনে করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক প্রেম ও উপচারসহ প্রভুর পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভক্ত-বৎসল প্রভু ভক্তের কল্যাণ-বিধানার্থ আবার রাত্রিতে স্বপ্নে দর্শন দিলেন এবং বলিলেন, "আমাকে তোমার গৃহে রাখিলে তোমার অনিষ্ট হইবে, তুমি শীঘ্র আমাকে সত্যদেবের কুটীরে রাখিয়া আইস।" ভক্তের প্রাণ কি ভগবানের সেবায় কখন বাধা বিঘ্ন বিড়ম্বনার দিকে তাকায়? প্রভুর জন্য ভক্ত সকল সুখই বিসর্জ্জন দিতে পারে, ইহাই হৃদয়ে দৃঢ়তর-রূপে ধারণা করিয়া ব্রাহ্মণ পূজার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীমূর্ত্তির নিকটে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! তুমি আমাকে সংসারের ইষ্টানিষ্টের ভয় দেখাইতেছ কেন? অনিষ্টের ভয়ে কি আমি তোমার চরণ সেবা পরিত্যাগ করিতে পারি? যদি দয়া করিয়া ধরা দিয়াছ, এ দুঃখীকে আর বিড়ম্বিত করিও না।" দিবাভাগ কাটিয়া গেল, ব্রাহ্মণ নিশার নিদ্রাযোগে আবার ভগবানের দর্শন পাইলেন। দেখিলেন যেন জগৎ-প্রভু বলিতেছেন, "যদি তুমি আমাকে সন্ন্যাসীর আশ্রমে না রাখিয়া আইস, তাহা হইলে তোমার বংশ বিনষ্ট হইবে।" প্রভুর নিদারুণ বাগ্-বজ্রে ব্রাহ্মণের মর্ম্ম আহত হইল সত্য, কিন্তু চিত্ত তাঁহার সেবায় পরাঙ্মুখ হইল না। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "প্রভো! তুমি যতই ভয় দেখাও না।কেন, আমি তোমার পদ-পঙ্কজ-সেবা পরিত্যাগ করিব না। যাহার নাম করিলে শমন-ভয় দূর হইয়া যায়, সেই প্রভু তুমি ঘরে থাকিতে আমার আবার ভয় কিসের? না হয় সংসারে আমার সর্ব্বনাশ হইবে, কিন্তু তোমার চরণ-সেবায় তৎপর থাকিলে আমার আবার অভাব ও আবশ্যকতা কিসের? বংশ-রক্ষাতো পিণ্ডদানাদির জন্য, আর মুক্তির জন্য; কিন্তু প্রভো! তোমার সেবা করিলে কি নরক-ভয় বা জন্মজন্মান্তরের ভয় থাকে? আমার বংশ থাকিয়া কাজ নাই, তোমার চরণচ্ছায়া আমার হৃদয়ে থাকিলেই হইল।" প্রভু ভক্তকে আর কোন কথাই বলিলেন না। ভক্ত প্রভুকে—

"ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্।
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্॥"—(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার নিয়মিত সেবা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন সেবা করিতে করিতে ভক্ত ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠবাস করিলেন এবং তাঁহার পুত্রবর্গ একটী একটী করিয়া সকলগুলিই কাল-কবলে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণের একটী মাত্র কন্যা ছিলেন, তিনিও বিধবা হইলেন। কন্যাটী অতি ভক্তিমতী ছিলেন, তিনি পিত্রালয়ে থাকিয়া এই ত্রিজগৎ-কর্ত্তা ভর্ত্তার সেবায় তৎপর থাকিলেন।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে এক জন যোগাঙ্গ-সাধনপটু সন্ন্যাসী যদৃচ্ছাক্রমে গুপ্তি-পাড়া গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহারই নাম শ্রীমৎ স্বামী সত্যদেব সরস্বতী। যোগিবর ভিক্ষা-বৃত্তিদ্বারা দিনপাত করিতেন, এবং নিজ কুটীরে বসিয়া নির্জ্জনে নিরঞ্জনের সাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। এই মহাপুরুষ কিছুদিন গুপ্তি-পাড়ায় সাধন করিতে করিতে কি জানি কাহার প্রেরণায় গঙ্গার পর-পারে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। সেই দিন নিশাবসানের পূর্ব্বে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেন শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র আসিয়া বলিতেছেন, "তুমি আমাকে লইয়া আইস এবং এইখানে প্রতিষ্ঠা কর।" এই আদেশ পাইয়াই সন্ন্যাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিরবলম্বন সাধু পর-পারে গমন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একটী ব্রাহ্মণ-গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহে লোক-জনের বড় সাড়া-শব্দ নাই, বালক-বালিকার কোলাহল নাই, অথবা কেহ সে বাড়ীতে থাকে বলিয়া অকস্মাৎ বোধ হয় না। সরস্বতী স্বামী ধীরে ধীরে গৃহের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে পুরুষের নাম গন্ধও নাই, কেবল একটী সুরূপসী নারী বিজনে আসনে বসিয়া সম্মুখস্থ ত্রিজগন্মনোহর একটী অপূর্ব্ব কৃষ্ণমূর্ত্তির পূজা করিতেছেন, এবং মনের মত নৈবেদ্য সাজাইয়া ভক্তিভরে ভগবান্‌কে উৎসর্গ করিতেছেন। নিভৃত নিলয়ে সরস্বতী স্বামীজী দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের দিব্য মূর্ত্তি দর্শনে বিমোহিত হইলেন এবং দেখিলেন যেন প্রভু ঐ কামিনীর কর-কমল-সজ্জিত নিবেদিত মিষ্টান্নরাশি ভোজন করিতেছেন। যাহা কেহ কখন দেখিতে পায় না, যাহা দেখিলে আর কিছু দেখিতে ইচ্ছা হয় না, ভগবান্ স্বয়ং না দেখাইলে যাহা জীবের কোন ক্রমেই দেখিবার উপায় নাই, তাহাই আজ কৃতকৃত্য সাধু দর্শন করিয়া নিজ নয়ন পরিতৃপ্ত করিলেন, এবং তাঁহার যেন এইরূপ বোধ হইতে লাগিল যে, ঐ যোগিজন-মনোমোহন বিগ্রহ তাঁহার সহিত আসিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন; এবং ইহাও বুঝিলেন, ইনিই স্বপ্ন-দৃষ্ট সেই শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র।

সাধু দেখিলেন, ঐ ভক্তিমতী যুবতী ভগবানের অকপট প্রেমে সাশ্রু-লোচনে গদ্‌গদ-বচনে ভগবচ্চরণে কতই স্তুতিবাদ করিতেছেন। সন্ন্যাসী ভক্ত-বৎসল ভগবান্‌কে এবং নিকটে অনুগত ভক্তকে দর্শন করিয়া আনন্দে আপ্লুত হইলেন। ক্ষণবিলম্বে ঐ ভক্তিমতী সাধ্বী সতী আসন হইতে উঠিয়া দেখিতে পাইলেন, প্রাঙ্গণে একজন তেজঃপুঞ্জ-কলেবর সন্ন্যাসী বিরাজমান। অমনি তিনি সসম্ভ্রমে চকিত হৃদয়ে গিয়া সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! আপনি কে? কোথা হইতে কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য এই দেব-নিকেতনে আগমন করিয়াছেন?" সাধু ভগবানের ভোজন দর্শনে ও সাধ্বী সতীর ভক্তি-ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া নিজেও প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন, ভক্তিমতীর সুমধুর সম্ভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "মা! আমি একজন ক্ষুদ্র জীব—সন্ন্যাসাশ্রমী, ভিক্ষা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।" সাধ্বী এই কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন, এবং বলিলেন, "আপনি যথাভিরুচি ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া এই দুঃখিনীকে কৃতার্থ করুন।" ইহা শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, "আমি দণ্ডী, অগ্নি স্পর্শ করা আমার পক্ষে নিষেধ, অতএব আপনি যে অন্ন ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়াছেন, ঐ অন্ন ভিন্ন অপর কিছু ভিক্ষা করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই।" সাধ্বী তাহাই তাঁহাকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। সাধু কহিলেন, "এই ভিক্ষার দক্ষিণা চাই; কিন্তু আমি টাকা-কড়ির প্রয়াসী নহি।" সতী বলিলেন, "বাবা! তবে কি দক্ষিণা দিব?" সাধু কহিলেন, "আপনার ঐ দেব-মূর্ত্তিটী।" সাধ্বী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ঠাকুর! এইটী ভিন্ন আর যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা! তবে আমার ভিক্ষা গ্রহণ করা হইল না।" ব্রাহ্মণ-কন্যা তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, প্রভু আজ আমাকে কি ঘোর বিপাকেই ফেলিলেন। অতিথি সন্ন্যাসী অনাহারে গৃহ হইতে ফিরিয়া যাইবেন, ইহাও তো মহাপাপ। প্রভু-বিরহে আমি অনাথা হইয়া থাকিব সেও ভাল, তথাচ অতিথি সেবায় অবহেলা করিব না। প্রকাশ্যে বলিলেন, "নারায়ণ! আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব, আপনি প্রসাদ গ্রহণ করুন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসীকে পক্কান্ন প্রসাদ ব্যঞ্জনাদি সেবা করিতে দিয়া সাধ্বী সতী নিজ পূজার আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন ও ভগবানের কাছে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "প্রভো! তুমি যে এখানে থাকিবে না, তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানি, তুমি উপরাম-যুক্ত সংযমী সন্ন্যাসীর সেবা বড় ভালবাস, তাই পিতাকে বংশনাশের ভয় দেখাইয়া তোমাকে সন্ন্যাসীর কুটীরে পাঠাইতে বলিয়াছিলে, পিতা তাহাতেও ভয় না পাইয়া তোমার সেবা করিলেন; তোমার শ্রীমুখের বাক্য মিথ্যা হইবে কেন? একটী একটী করিয়া এ বাটীর সকলেই ইহলোক পরিত্যাগ করিল, আছি কেবল একাকিনী আমি। প্রভো! বলিবার কিছু নাই, চাহিবার কিছু নাই, প্রাণ থাকিতে তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিব না, তাই কাঙ্গালিনীর প্রতি দয়া করিয়া নিজ চরণে বিলীন করিয়া লও।" গদ্‌গদ বচনে ভক্তিভরে বলিতে বলিতে সাধ্বী ভগবানের চরণ-পদ্মের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল, অশ্রু-ধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে ক্ষণমধ্যে ভক্তিমতীর নিঃশ্বাসের গতি অবরুদ্ধ হইয়া গেল। মহাযোগিনী মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধু বিল্বমঙ্গল।

প্রাতঃস্মরণীয় সাধু বিল্বমঙ্গলের নাম আপনারা সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। বিল্বমঙ্গল ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া পথহারা পথিকের ন্থায় বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কুপথগামী হইয়াছিল। চিন্তা নাম্নী বেশ্যার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইয়া কুল, মান, মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়াছিল। চিন্তাই তাহার দিবারাত্রির চিন্তা হইয়া উঠিয়াছিল! চিন্তা বিল্বমঙ্গলের বাস-ভূমির নিকটে প্রবাহিত নদীর পর-পারে বাস করিত। বিল্বমঙ্গলের পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত; সে সেদিন চিন্তার নিকট আসিতে পারিবে না, তাহা চিন্তাকে পূর্ব্ব দিন বলিয়া বিদায় লইয়া আসিয়াছিল। শ্রাদ্ধের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতেছেন, বিল্বমঙ্গল তাহারই প্রতিধ্বনি করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে চিন্তার চিন্তা বিল্বমঙ্গলের হৃদয় বিলোড়িত করিয়া তুলিল। আর কোন কিছুই ভাল লাগে না; কোন ক্রমে শ্রাদ্ধ সমাপ্ত করিয়া তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণগণকে ও দীনদুঃখীকে ভোজন করাইয়া দিবাবসান হইতে না হইতে চিন্তাকুলিত-প্রাণ বিল্বমঙ্গল চিন্তার ভবনাভিমুখে দৌড়িল। কত লোকে বুঝাইল, শ্রাদ্ধ-বাসরে তথায় যাইতে নাই, কিন্তু এ কথা শুনে কে? চিন্তার চিন্তা বিল্বমঙ্গলের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, এখন কি আর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ধ্যান, জ্ঞান বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে স্থান পায়? বিল্বমঙ্গল কাহারও কথা শুনিল না, কোন বাধাই মানিল না, মনের আবেগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রুতবেগে নদীর পার-ঘাটের দিকে ছুটিল। নদী-তীরে বিল্বমঙ্গল উপস্থিত হইল; প্রবল বেগে ঝড় উঠিল; গগন-মণ্ডল ঘোর মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল; বিদ্যুদ্-বিকাশে বজ্র-নির্ঘোষে শূন্যমণ্ডল আকুলিত হইল; প্রাণী মাত্রেই ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল; মুষলধারায় বৃষ্টিতে আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল; তুফানে তরঙ্গে নদী বড় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গল এই ভয়ঙ্কর সময়েও তাহাকে পার করিয়া দিবার জন্য নাবিককে অনুরোধ করিল। অনুনয় বিনয় সহ বারংবার অনুরোধেও নাবিক স্বীকৃত হইল না। পারের বহুগুণ অতিরিক্ত মূল্য দিবার কথা বলিলেও নাবিক প্রাণ-ভয়ে নৌকা ছাড়িল না; বলিল, তোমার জন্য কি প্রাণ দিব? বিল্বমঙ্গল নাবিকের নিকট নিরাশ হইয়া প্রাণ হইতেও অধিক চিন্তাকে দেখিবার জন্য আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অন্ধকারে কাছের মানুষ দেখা যায় না; নদীর তুফানে তৃণ দিলে দুই খানি হইয়া যায়; বিল্বমঙ্গল কোন দিকেই তাকাইতেছে না, কেবল ভাবিতেছে, প্রাণ যায় যাক্, প্রাণাধিকার নিকট যাইতেই হইবে। চিন্তাকুলিত-চিত্ত বিল্বমঙ্গল দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য হইয়া আপনাকে ভুলিয়া গেল; চিন্তানল তাহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল। বিল্বমঙ্গল অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিল না, সন্তরণে নদী পার হইবে ভাবিয়া নদীতে ঝাঁপ দিল। স্রোতের মুখে নিরবলম্বন বিল্বমঙ্গল হাবুডুবু খাইতে খাইতে একটা প্রবাহিত মৃত-দেহকে কাঠ মনে করিয়া আশ্রয় করিল, এবং তাহাই অবলম্বনে সন্তরণ দিয়া ভয়-ভাবনা তুচ্ছ করিয়া, কোথায় কাপড়, কোথায় চাদর, দিগম্বর বিল্বমঙ্গল পর-পারে গিয়া উঠিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নদীর নিকটেই চিন্তার নিবাস; বিল্বমঙ্গল সে রাত্রিতে আসিবে না জানিয়া চিন্তা গৃহের দ্বারাবরোধ করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিল। বিল্বমঙ্গল বাহির হইতে কত ডাক ডাকিল, ঝড় বৃষ্টির শব্দে তাহার কোন শব্দ নিদ্রিতা চিন্তার কর্ণে প্রবেশ করিল না। বিল্বমঙ্গল নিরুপায় হইয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতে দেখিতে দেখিল গৃহের প্রাচীরে একগাছি রজ্জুর ন্যায় কি ঝুলিতেছে। বিল্বমঙ্গল রজ্জু-বোধে তাহাই ধরিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিল; চিন্তাকে বারংবার ডাকিল। চিন্তা চকিত ও চমকিত হইয়া বিল্বমঙ্গলকে দ্বার খুলিয়া দিল। উলঙ্গ বিল্বমঙ্গলকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এই ভয়ঙ্কর সময়ে নদী পার হইলে কিরূপে? গৃহের দ্বার ত খোলা ছিল না, তুমি ভিতরেই বা আসিলে কিরূপে? বিল্বমঙ্গল প্রাচীরে রজ্জু ও নদীতে কাষ্ঠ-ফলকের কথা বলিলেন; কিন্তু বিল্বমঙ্গলের গাত্রের দুর্গন্ধে চিন্তার সন্দেহ জন্মিল। একটু বৃষ্টি থামিলে চমৎকৃত-চিত্তে চিন্তা বিল্বমঙ্গলের সহিত বাহিরে গিয়া দেখে প্রাচীরে রজ্জু নহে, একটি গর্ত্তে মুখ দিয়া একটী কালসর্প ঝুলিতেছে; নদীতে কাষ্ঠ-ফলক নহে, একটা মৃত-দেহ। চিন্তা অবাক্ হইল, গাত্র শিহরিয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গলও চিন্তাকে পাইয়া সচেতন হইয়াছিলেন, তিনিও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। সেই কালরাত্রিতে চিন্তা বিল্বমঙ্গলকে আদর না করিয়া অতিশয় তিরস্কার করিল; বলিল, তুমি ব্রাহ্মণ-কুমার হইয়া একে ত বেশ্যাতে আসক্ত, তাহাতে যে অসম সাহসিক কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইতে, ভগবানের কৃপায় বাঁচিয়া গিয়াছ। আমাকে তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেরূপ ভাল বাসিয়াছ, তোমার এই ভালবাসা যদি ভগবানের প্রতি হইত, তাহা হইলে আজ তুমি শব-সাধক সিদ্ধপুরুষের ন্যায় ভগবানের চরণ লাভ করিতে পারিতে। তোমাকে ধিক্! যে একটা সামান্য স্ত্রীলোকের জন্য তুমি পবিত্র ব্রাহ্মণের দেহ হারাইতে বসিয়াছিলে। কি জানি, কি লগ্নে চিন্তার তীব্র তিরস্কার বিল্বমঙ্গলের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল; তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রীতে নূতন সুর বাজিয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গল আর কোন কথা কহিলেন না; কি জানি, কি ভাবিতে লাগিলেন। জীবনের কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল, বিবেকের জ্বলন্ত অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। নীরবে বসিয়া বিল্বমঙ্গল গুমুরে গুমুরে কাঁদিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল— বিল্বমঙ্গলের চিরদিনের কালরাত্রি প্রভাত হইল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর এ পথে ফিরিব না, আর এ চিন্তা-চিন্তা করিব না। জীবনের ত জলাঞ্জলি হইয়াছিল; যাঁহার দয়ায় এই জীবন রক্ষিত হইয়াছে, আজ হইতে সেই জগচ্চিন্তামণির সুচারুচরণ-চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিব। চিন্তাকে কিছু বলিলেন না, মনে মনে চিন্তাকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিলেন; আর যে দিকে চক্ষু যাইল, সেই দিকে ধাবিত হইলেন। পথহারা পথিক বিল্বমঙ্গল কোথায় যান, কি করেন, কোথায় খান, কোথায় শোন, কিছুরই ঠিকানা নাই; মাতৃহারা শিশুর মত কেবল চিন্তামণির চিন্তা করিতে করিতে, ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। মনে প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, প্রেমময়কে দেখিবার জন্য বিল্বমঙ্গল পাগল হইয়াছেন; কিন্তু পূর্ব্বসংস্কার এখনও ত যায় নাই। একদিন পথিমধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটী রূপলাবণ্যবতী যুবতীকে দর্শন করিলেন; তাঁহার অপরূপ রূপের ছটায় বিল্বমঙ্গলের চিত্ত আবার বিমোহিত হইল, যুবতীর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। যুবতী একজন ধনবান্ বণিকের পত্নী, স্নান করিয়া আসিতেছিলেন, গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিল্বমঙ্গল মণিহারা ফণীর মত উদাস চিত্তে দ্বারে বসিয়া পড়িলেন! বণিক্ গৃহদ্বারে একজন উদাস-চিত্ত অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আজ বিল্বমঙ্গল অকপটচিত্তে বলিলেন, তোমার সুন্দরী যুবতী ভার্য্যাকে একবার আমি প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইব, এই বড় সাধ হইয়াছে; তুমি তাহাকে সম্মুখে আনিয়া দাও। অতিথি-বৎসল বণিক্ ব্রাহ্মণের কথায় স্বীকার পাইয়া অন্তঃপুর হইতে রূপবতী ভার্য্যাকে আনিতে গেলেন, এই অবকাশে বিল্বমঙ্গলের অন্তর্জগতে আর এক মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল। দীন-দয়াময় কাঙ্গালের হৃদয়-সর্ব্বস্ব ভগবান্ অজ্ঞানান্ধ বিল্বমঙ্গলের দিব্যচক্ষু খুলিয়া দিলেন; অমনি বিল্বমঙ্গল দৌড়িয়া গিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে, দুইটী বেলের কাঁটা আনিলেন; বণিকের রূপবতী যুবতী পত্নী সম্মুখে আসিলেন; বিল্বমঙ্গল একবার প্রাণের পিপাসা চিরদিনের জন্য নিবারণ করিবার নিমিত্ত যুবতীর পদ-নখ হইতে কেশ পর্য্যন্ত অতুল রূপ-রাশি দর্শন করিয়া লইলেন, আর নিজের চক্ষুর্দ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, চক্ষু! তোমরাই আমার কাল হইয়াছ, তোমরাই আমাকে মজাইয়াছ, তোমরাই আমাকে চিন্তার চিন্তায় জর্জ্জরিত করিয়াছিলে, তোমরাই আবার এই রূপসীর সৌন্দর্য্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে বিমোহিত করিয়া সেই পরম সুন্দর জগন্মনোমোহন রূপ দেখিবার বাধা জন্মাইতেছ, দেখিবার জিনিস না দেখিয়া বৃথা কি দেখিয়া বিমোহিত হইতেছ? বুঝিলাম, তোমরাই আমার সুপথের কণ্টক হইয়াছ, আর কত কি দেখিবে, দেখার সাধ জন্মের মত মিটাইয়া লও—এই বলিয়া হস্তস্থ বেলের কাঁটা দু'টার দ্বারা নিজের দুই চক্ষু বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। কণ্টকাঘাতে অজস্র রুধির-ধারা এবং ভগবানের অদর্শন জন্য পরিতাপের অজস্র অশ্রু-ধারা, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমের ন্যায়, বিল্বমঙ্গলের গণ্ড বহিয়া বক্ষঃ ভাসাইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। বণিক্ ও বণিক্-পত্নী অবাক্ হইয়া কাতরে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অন্ধ বিল্বমঙ্গল কাঁদিতে কাঁদিতে, মধ্যে মধ্যে হরি-ধ্বনির হুঙ্কার করিতে করিতে, চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অন্ধ অনাথ বিল্বমঙ্গলকে আজ যত্ন করে, এমন লোক নাই। তিনি পথে পথে, গ্রামে গ্রামে, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ান; তাঁহার তত্ত্ব লয়, এমন একটা লোক নাই। লোকে তাঁহার দিকে তাকাইল না সত্য; কিন্তু তিনি যাঁহার জন্য ঘর-বাড়ী ছাড়িয়াছেন, যাঁহার জন্য চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, যাঁহার জন্য তাঁহার নয়নে ধারা বহিতেছে, যাঁহার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে, যাঁহার জন্য আজ তিনি সাধ করিয়া অন্ধ হইয়াছেন, সেই দয়ার ঠাকুর অলক্ষিত স্থানে থাকিয়াও তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। একদিন অন্ধ বিল্বমঙ্গল ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত শরীরে এক বিজন স্থানে তরু-তলে বসিয়া ক্ষুধায় কাতর, পিপাসায় আকুল

৩৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া অনাথের নাথ জগচ্চিন্তামণির স্মরণ করিতেছেন, আর বলিতেছেন, প্রভো! একবার অন্ধকে দেখা দাও। দীন-দয়াময় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বৈষ্ণবী মায়ায় বিল্বমঙ্গলকে অভিভূত করিয়া একটী বালক-বেশে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন; বলিলেন, হে অন্ধ! তুমি বড় ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়াছ দেখিতেছি; এই লও মিষ্টান্ন, এই লও শীতল জল; খাইয়া শরীর শীতল কর। কাতর বিল্বমঙ্গল হাত পাতিয়া তাহা লইলেন; খাইয়া তাঁহার প্রাণ জুড়াইল; আহ্লাদিত হইয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালক! তোমার বাড়ী কোথায়, তোমার নাম কি, তুমি কি করিয়া থাক? বালক বলিল, আমার বাড়ী অতি নিকটে; আমার নাম কোন একটা নিরূপিত নাই, যে যাহা বলিয়া ডাকে আমি তাহাতেই উত্তর দিই; আমি গোপ-বালক গরু চরাইতে রোজ এই বনে আসি; যে আমাকে ভালবাসে, আমি তাহাকে বড় ভালবাসি। বৈষ্ণবী মায়ায় বিমুগ্ধ বিল্বমঙ্গল এই বৃন্দারণ্য-বিহারী গোপ-বালককে চিনিতে পারিলেন না; বলিলেন, বালক! আবার তুমি কবে আসিবে? বালক বলিল, তুমি এখানেই থাক, আমি তোমাকে রোজ খাইবার সামগ্রী আনিয়া দিব।

"তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।"

গীতা—৯ অঃ, ২২ শ্লোক।

বিল্বমঙ্গল সেই ভুবন-মোহন বালকের সুমধুর কথা শুনিয়া মনে তাহাকে বড় ভালবাসিলেন, আর বলিলেন, বালক! তুমি প্রত্যহ আমার কাছে আসিও। সেই বালক বিল্বমঙ্গলের অন্তরে সর্ব্বদাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৃত্য করিতে লাগিল; আবার মাঝে মাঝে মূর্ত্তিমান্ হইয়া, বিল্বমঙ্গলের নিকট আসিয়া, কাছে বসিয়া, নানা মধুর আলাপ করিত ও প্রত্যহ খাইবার সামগ্রী দিত। বিল্বমঙ্গল কয়েক দিনের মধ্যে তাহার মধুর ভাবে মোহিত হইয়া বালকগত-প্রাণ হইয়া উঠিলেন। বালক না আসিলে, বালক কাছে না বসিলে, বালকের কথা না শুনিলে বিল্বমঙ্গলের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত। বিচারবান্ বিল্বমঙ্গল একদিন মনে মনে ভাবিলেন, এ আবার কি হইল? সকলের মায়া কাটাইয়া অন্ধ হইয়া তরু-তলে বসিলাম, আবার কেন এই রাখাল বালকের মায়ায় মোহিত হইলাম? সাধু-হৃদয় পাঠকমহোদয়গণ! সকল দিকের সকল ভালবাসা কুড়াইয়া যাঁহাকে ভালবাসিতে হয়, আজ বিল্বমঙ্গল যে তাঁহাকেই ভালবাসিয়াছেন! এই ভালবাসার জন্যই যে বিবেকী বিচারবান্ পুরুষগণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা বিল্বমঙ্গল এখনও বুঝিতে পারেন নাই। বিল্বমঙ্গল এখনও জানেন না যে, এই বালককে ভালবাসিবার জন্যই তিনি সংসারের সমস্ত ভালবাসা ছাড়িয়াছেন। রাখাল বালক পরদিন বিল্বমঙ্গলের নিকটে আসিলে বিল্বমঙ্গল বালকের হাত ধরিয়া আদর করিতে গেলেন; বালক হাত ছাড়াইয়া হাসিতে হাসিতে দূরে গিয়া বসিল। এ বালক ধরা দিয়াও ধরা দিল না। 'পরিব্রাজকের সঙ্গীতে' উক্ত হইয়াছে—

"সে যে অধর মানুষ দেয় না ধরা, ধরিতে মন হার মেনেছে।
তা'রে ধরে ধরে ধর্‌তে নারে, মন আমার পাগল হ'য়েছে॥"

পরিব্রাজকের সঙ্গীত—৪৭।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বালক হাত ছাড়াইয়া গেল; বিল্বমঙ্গলের মন পাগল হইয়া উঠিল; ঐ বালক ভিন্ন বিল্বমঙ্গলের আর কিছুই ভাল লাগে না। রাখাল বালক যখন দেখিল, বিল্বমঙ্গলের প্রেমের মাত্রা উছলিয়া উঠিয়াছে তখন বালক বলিল, বিল্বমঙ্গল! তুমি বৃন্দাবনে যাইবে? শুনিয়া বিল্বমঙ্গলের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল; বলিলেন, বালক! আমি অন্ধ, আমি সে পবিত্র ধামে কিরূপে যাইব, কে আমাকে লইয়া যাইবে? বালক হাসিয়া বলিল, বিল্বমঙ্গল! আমি তোমাকে লইয়া যাইব, ভাবনা কি? বিল্বমঙ্গল বলিলেন, বালক! তুমি কি সে স্থান চেন? সেই সুদূর স্থানে কেমন করিয়া লইয়া যাইবে? বালক আবার হাসিয়া বলিল, আমি ত সেখানে অনেক দিন ছিলাম, আমার বাপ মা সেখানে ছিলেন, আমি সেখানেও গরু চরাইতাম। বিল্বমঙ্গল বলিলেন, তবে আমাকে কবে লইয়া যাইবে? বালক বলিল, এখনই চল। আপনার হস্তের যষ্টি-গাছটীর অগ্রভাগ বিল্বমঙ্গলের হস্তে দিয়া বলিল, এই ধর, এই যষ্টি ধরিয়া আমি তোমাকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছি। মুহূর্ত্ত অতীত হইতে না হইতে বালক বলিল, বিল্বমঙ্গল! এই ত বৃন্দাবনে আসিয়াছ, এই ত যমুনা-তটে দাঁড়াইয়াছ। অন্ধ বিল্বমঙ্গল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কাতরে প্রেমের স্বরে গাহিতে লাগিলেন; বিল্বমঙ্গলের তাৎকালিক মনোভাব নিম্নোল্লিখিত সঙ্গীতে সুব্যক্ত হইয়াছে—

যমুনে! এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী।
ও যার বিমল তটে, রূপের হাটে, বিকাতো নীলকান্তমণি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হ'তেও মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম, বলরাম, সুবল, সুদাম ;—
কোথা সে সুনীলতনুর ধেনু, বেণু, মা যশোদা রোহিণী ॥
কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণ গোবিন্দ,
ধরা-চূড়া-পরা কোথা ননী-চোরা ;—
কোথা সে বসন-চুরি, ব্রজ নারীর পূজিতা মা কাত্যায়নী ॥
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলি,
কোথা ললিতা সখী সুহাসিনী ;—
কোথা সে বংশীধারী, রাসবিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী ॥
কোথা সে নূপুর-ধ্বনি, না বাজে কিঙ্কিণী,
মধুর হাঁসি, মধুর বাঁশি, নাহি শুনি ;—
ও যার মোহন স্বরে উজান ভরে বইতে তুমি আপনি ॥
তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে,
তোমারি সন্নিকটে কই সে ধনী ;—
ও যার মানের লাগি মোহন চূড়া লুটাইল ধরণী ॥
দেখাইয়া দাও আমারে, যমুনে ! সেই বামারে,
অনাথের নাথ হৃদ্‌মাঝারে, পা দু'খানি ;—
পরিব্রাজক বলে চরণতলে লুটাই শির দিনযামিনী ॥

পরিব্রাজকের সঙ্গীত—৬৪ ।

রাখাল বালক অন্ধ ভক্তকে কাতর দেখিয়া নিজ কর-কমল তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ে বুলাইয়া দিলেন, দিব্যচক্ষু অমনি প্রস্ফুটিত হইল। অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হইলেন ; দেখিলেন, ঐ রাখাল বালকই ব্রজ-বিপিন-বিহারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বংশীধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। সমস্ত গোলোক-লীলা তাঁহার সম্মুখে সমুদ্ভাসিত হইল। আনন্দে গদ্গদ-চিত্ত বিল্বমঙ্গল প্রভুর চরণে প্রণত হইয়া নয়ন-জলে ভাসিতে লাগিলেন; কিছুই বলিতে পারিলেন না; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। প্রভু বিল্বমঙ্গলকে বৃন্দাবনের পথে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, দেখ বিল্বমঙ্গল! তুমি আমার অনুগত ভক্ত, তোমারই সঙ্গগুণে চিন্তা, বণিক্ ও বণিক্-পত্নী ভক্তি-গদ্গদ হৃদয়ে বৃন্দাবন-বাসে আসিয়াছে; ঐ দেখ ইহারাও আমাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া গেল।

আমরা অজ্ঞানান্ধ বলিয়া কেহ নিরাশ হইবেন না। যিনি হরিনাম-রসামৃত পানে অন্ধ বিল্বমঙ্গলের হস্তের যষ্টি ধরিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বৃন্দাবনে লইয়া গিয়া নিজ নিত্য গোলোকধামের অপরূপ লীলা দেখাইয়াছিলেন, জীব! বিল্বমঙ্গলের ন্যায় তোমাকেও অন্ধ দেখিয়া—তোমাকে অনাথ ও নিরাশ্রয় দেখিয়া—তিনিই ত কৃপা করিয়া নামের যষ্টি তোমার হাতে দান করিয়াছেন। তুমি দেখিতে পাও আর নাই পাও, ঐ যষ্টি ধরিয়া থাক, তুমিও বিল্বমঙ্গলের ন্যায় নিত্য ধামে উপস্থিত হইবে। 'হরি' বলিতে আলস্য করিও না; কাঙ্গালের সর্ব্বস্ব-নিধি হরিনাম প্রাণের সুরে গাহিতে থাক; দীনের বন্ধু পতিত-পাবন দেখা দিবেন, জীবনের সাধ মিটাইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত গোবিন্দদাস।

গোবর্দ্ধন গ্রামের দৃশ্য অতি মনোহর, চতুর্দ্দিকস্থ প্রান্তর ভূমি কুঞ্জবনে বেষ্টিত। গ্রামবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর লোকও ঐ গ্রামে অনেক বাস করিত। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে একটী দেবালয়। উহাতে নাথজীর (শ্রীকৃষ্ণের) বিচিত্র লীলা-বিগ্রহ বিরাজমান। সরোবর মধ্যে প্রফুল্ল কমলের ন্যায় মন্দিরের শোভায় গ্রামটী আলোকিত। প্রতিমার মনোহারিণী বিকাশময়ী শোভা দেখিলে লোকের ভক্তি ও ভালবাসা উথলিয়া উঠিত। ত্রিজগতের নাথ নাথজীর শ্রীচরণে সুগঠিত নূপুর, বক্ষঃস্থলে আপাদ-বিলম্বিত বিমল বনমালার অপূর্ব্ব শোভা, হাস্য-বিকাশযুক্ত সুললিত বিম্বাধরের অপূর্ব্ব সুষমা, প্রেমাবেশ-পূরিত নয়ন-যুগল, নাসায় নোলক, মস্তকে সুচারু চিকুররাজি ও পরিধেয় পীতবাস দেখিলে নর-নারী, বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী সকলেরই মন ভুলিয়া যায়। নাথজীর মন্দির হইতে কিছু দূরে একটী ব্রাহ্মণের বাস। দরিদ্র হইলে কি হয়, ব্রাহ্মণটী অতিশয় ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ; ব্রাহ্মণীও নিজপতি ও ত্রিজগৎপতির অনুগতা। কেহ কখনও ব্রাহ্মণীর মুখে কর্কশ বা উচ্চ বাক্য শুনে নাই। তাঁহাদের সংসারে আর কেহই নাই, কেবল গোবিন্দদাস নামে একটী দশ বৎসরের পুত্র। পুত্রের দেহ-প্রভায় গৃহ আলোকিত। এরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্য যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanas

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ 'কুমার' পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

গোবিন্দদাস গ্রামের চতুর্দ্দিক্‌স্থ বিমল বায়ু-সেবিত প্রান্তরে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। তাহার সমবয়স্ক আরও দুই জন সঙ্গী ছিল। তাহাদের নাম সদানন্দ ও রামদাস। একদিন গোবিন্দ মাঠে খেলা করিতে আসিয়াছে, সূর্য্যদেব তখন অস্তাচলে গমন করিয়াছেন, তপন-তাপের তীব্রতা হ্রাস হওয়াতে লোকের অন্তঃকরণ আনন্দে প্রফুল্ল হইয়াছে। গৃহে গৃহে গৃহ-দেবতার আরতি আরম্ভ হইল; শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। গোবিন্দ একাকী বেড়াইতেছে, তখনও সঙ্গীদের মধ্যে কেহই আসে নাই। ক্রমে ক্রমে সে বড়ই বিরক্ত হইল। সে কখনও একাকী থাকিতে ভালবাসিত না। কিন্তু কি করিবে? কেহই আসিল না দেখিয়া, "নাথজীর আরতি দেখিয়া আসি"—এই বলিয়া মন্দিরে গমন করিল। নাথজীর মৃদু মধুর হাস্য-বিকসিত মুখখানির দিকে চাহিয়া আরতি দেখিতে দেখিতে গোবিন্দের জন্ম-জন্মান্তর-সঞ্চিত প্রেমানুরাগবশতঃ মনঃ-প্রাণ প্রভুর ত্রিভুবন-মোহন হাব-ভাব-কটাক্ষে, মহাসিন্ধুতে পতিত শিলাখণ্ডের ন্যায় ডুবিয়া গেল। গোবিন্দ অমনি প্রভুর জড়-মূর্ত্তি জন্মের মত ভুলিল। তাহার মনে হইল যেন সম্মুখে একটী প্রিয়-দর্শন জীবন্ত বালক মনভুলানো বেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; লোকে যেন দীপালোক দেখাইয়া তাহাকে প্রাণের আবেগে আদর করিতেছে। গোবিন্দ বিবশচিত্তে ঐ বালককে প্রাণে প্রাণে ভাল বাসিল. আর ভাবিল, আজ হইতে এই শ্যামসুন্দর বালকটীর সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খেলা করিব। এই ভাবাবেশে গোবিন্দ মন্দিরের দ্বারে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আরতি দেখিয়া লোক সকল চলিয়া গেল; মন্দির জনশূন্য হইল, পূজারীও প্রস্থান করিল। সকলেই গেল, থাকিল কেবল গোবিন্দ। গোবিন্দ দ্বারের ছিদ্র দিয়া উকি ঝুঁকি মারিতেছিল। গোবিন্দ দেখিল—কেহ কোথাও নাই, নীরবে আছেন কেবল নাথজী। গোবিন্দ নাথজীকে নির্জ্জনে পাইয়া আত্মহারা ও প্রেমে অবশ হইয়া বলিল, "নাথজী! তুমি ভাই আমার সঙ্গে খেলা করিবে? আমরা দুই জনে এই রাত্রিতে ময়দানে খেলা করিব চল। আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, তোমার সঙ্গে কখনও ঝগড়া বা মারামারি করিব না, এসো দু'জনে যাই।" গোলোক-ধামের সৌরভে আমোদিত, ব্রজবালকবর্গের চেতনা-সঞ্চারী—অদ্ভুত প্রেমের বাতাস গোবিন্দের গায়ে লাগিল, গভীর প্রেমে বিভোর ব্রাহ্মণবালক তাই আজ ত্রিভুবন-পতি ভগবান্‌কে নিজের সঙ্গে খেলা করিতে ডাকিতেছে; কিন্তু ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু—ভক্তের প্রাণ-ধন হরি ভক্তের প্রেমাবেশ দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। মন্দিরের ভিতর হইতে কে যেন বলিল, "হাঁ ভাই! চল আমরা দুই জনে মনের আনন্দে খেলা করিব।"

প্রভো! তুমি বালকের অকপট প্রেম বড় ভালবাস! তুমিই ত ধ্রুবের প্রাণের ডাকে বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া বনমাঝে মোহন সাজে তাহাকে দেখা দিয়াছিলে! তুমিই ত প্রহ্লাদ প্রেমে মাতিয়া 'হরি' বলিয়া ডাকিলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সদা ফিরিতে। তুমিই না প্রভো! ব্রজ-বালকবর্গের ভালবাসায় প্রতিদিন গোষ্ঠ-লীলা করিতে যাইতে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমিই ত নাথ! ভক্ত ধনার সঙ্গে খেলা করিয়া, তাহার গো-দোহন করিয়া, তাহার সঙ্গে একত্র ভোজন করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলে! আজ আবার গোবিন্দ পিতামাতা ও জগৎ ভুলিয়া তোমার প্রেমে ডুবিয়া তোমাকে খেলা করিতে ডাকিল, আর থাকিতে পারিলে না! প্রেমের ডাক তোমার বড় মধুর লাগে! ত্রিজগতে কত খেলা খেলিতেছ, কে তাহা বুঝিবে? কিন্তু তোমার ভক্তসহ খেলা খেলিতে ও শুনিতে বড় ভাল লাগে। ধন্য হে খেলাড়ী!

নাথজী মোহন বেশে হাস্য করিতে করিতে বহির্গত হইলেন। দুই জনে মনের আনন্দে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা মাঠের দিকে অগ্রসর হইলেন। এমন সময়ে নিশানাথ গগন-মণ্ডলে উদিত হইলেন। তারাগণ উজ্জ্বল কিরণ বিস্তারিত করিতে লাগিল। ক্রমে চন্দ্র আকাশ-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সুধা-ধারা-বাহিনী সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় ধরাকে অমরাবতী করিয়া তুলিলেন। ভূমণ্ডল কৌমুদীচ্ছটায় হাসিয়া উঠিল। প্রাণ-বল্লভের সমাগমে কুমুদিনী আহ্লাদে বিকসিত হইল। গন্ধবহ পুষ্পরেণু হরণ করিয়া মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। কখন কোকিলের কুজনে চতুর্দ্দিক্ পুলকিত হইতেছিল। প্রকৃতির আনন্দ-লহরীজাল-হিল্লোলিত হৃদয়ে দুইজনে বিজন প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ বলিয়াছিল, সে নাথজীকে মারিবে না কিংবা গালি দিবে না, তাহা সে ভুলিয়া গেল। খেলা করিতে করিতে কথায় কথায় বিরোধ উপস্থিত। বালক গোবিন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগেশ্বরের যোগমায়ায় বিমোহিত, অমনি ঠাস্ করিয়া নাথজীকে এক চড় মারিয়া বলিল, "আর কখন আমায় রাগাবি, তাহা হইলে এক চাপড়ে তোর পিঠ ফাটাইয়া দিব।"

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ (কঠ, ২।৩।৩)

যাঁহার ভয়ে অগ্নি জ্বালামালা সহ প্রজ্বলিত হয়, তপন যাঁহার ভয়ে উত্তাপ দানে ব্যস্ত, ইন্দ্র যাঁহার ভয়ে সদা বিত্রস্ত থাকিয়া বারি-ধারা বর্ষণ করেন, বায়ু যাঁহার ভয়ে গন্ধ-শব্দাদি বহন পূর্ব্বক প্রবাহিত হয়, এবং মহাভয়-দাতা যমও যাঁহার ভয়ে চমকিত ও ভীত হইয়া নিজ কার্য্যার্থ সদা প্রধাবিত হইয়া বেড়ান, আজ সেই ভক্ত-বৎসল ত্রিজগতের প্রভু বাল-স্বভাব ভক্তের দ্বারা শাসিত ও তিরস্কৃত হইয়াও কোপ করিলেন না। দীন-দয়ালু প্রভু, তুমি ধন্য!

ত্রিজগতের নাথ নাথজী কাঁদিতে লাগিলেন; বলিলেন, "তুমি ত ভাই বলিয়াছিলে, আমাকে মারিবে না, তবে মারিলে কেন? তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া গোবিন্দের হৃদয় গলিয়া গেল, স্নেহের সঞ্চার হইল; বলিল, না ভাই রাগ করিস্ না, তোকে আমি বড়ই ভালবাসি। দীনদয়াময় প্রভু আবার একত্র ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। প্রভুর মহামায়ায় মোহিত হইয়া তখন গোবিন্দ বলিল "ভাই, আমি তবে এখন বাড়ী যাই, তা' না হ'লে মা বড়ই ভাব্‌বেন।" তৎপরে দুই জনে কাতর প্রাণে উভয়ের নিকট উভয়ে বিদায় লইলেন। ভক্ত-বৎসল হরি আজ ভক্তের বিরহ জন্য অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। ধন্য প্রভো!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধন্য তোমার দয়া! ধন্য তোমার লীলা! ও ধন্য তোমার ভক্তের প্রতি ভালবাসা!

ভক্ত ও ভক্তের ঠাকুর এইরূপে প্রতিদিন ক্রীড়া করেন। একদিন দিবাবসানে সূর্য্যদেব কমল-বনে, তৎপরে তরু-শিরে, ক্রমে শৈল-শিখরে কিরণ দান করিয়া অস্তাচলে গমন করিলেন। বৃক্ষসকল মন্দ মন্দ বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া যেন অঙ্গুলি দ্বারা পক্ষীদিগকে নিজ নিজ নীড়ে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিল! পক্ষিসকলও কলরব সহ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট নিবাসে গিয়া আশ্রয় লইল। গোবিন্দও ক্রীড়া-ভূমিতে আগমন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সদানন্দ ও রামদাস আসিল। তাহারা বলিল, "ভাই, আর দেখিতে পাই না কেন? গোবিন্দ বলিল, "আমি আর একটী ছেলের সহিত খেলা করি, সে ভাই বেশ ছেলে, আমি তাহাকে মারিলেও সে আমাকে কিছু বলে না, কেবল কাঁদে। সে কাঁদিলে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। দুঃখে হৃদয় ফাটিয়া যায়।" সদানন্দ বলিল, "অত আর ভালমানুষিতে কাজ নেই, আমি তাহাকে দেখিতে পাইলে তাহাকে মারিয়া এখান হইতে তাড়াইয়া দিব। সে থাকে কোথায়? গোবিন্দ বলিল, "ঐ নাথজীর মন্দিরে।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে তাহারা দেখিল (যশোদার আদরমাখা ব্রজবাসীর চিত্ত-চোর) সেই ছেলেটী আসিতেছে। তাহারা তখন নাথজীর নিকট দৌড়াইয়া গেল। রামদাস বলিল, "হাঁরে, তুই কাদের ছেলে, তুই নিশ্চয়ই চোর।" নাথজী স্বগত কহিলেন, "সেটা বড় মিথ্যা নয়, চোর নামটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার আর গেল না। আমাকে লোকে ননী-চোর, বসন-চোর ও মন-চোর বলে।" তাঁহাকে চুপ করিতে দেখিয়া সদানন্দ বলিল, কথা কহিস্ না যে, তুই চলিয়া যা। নাথজী বলিলেন, "না ভাই, আমাকে কিছু বলিও না, আমি ভাই তোমাদের সঙ্গে খেলা করিব।" রামদাস বলিল, "কোথাকার ছোট লোকের ছেলে (আহা! যে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট মনে করে, এ ছেলে সে ঘরেরই বটে!), খোসামুদে কোথাকার, চলে যা, তা' না হ'লে এক চড় মারিব।" নাথজী স্বগত বলিলেন, "খোসামুদে না হ'লে এত গালি এবং মার খাইয়াও গোবিন্দের সঙ্গে খেলা করি।" গোবিন্দের কথা মনে উদয় হওয়াতে ভক্ত-বৎসল হরি অমনি গোবিন্দের প্রতি সাশ্রু নয়নে সকরুণ দৃষ্টি করিলেন। অমনি গোবিন্দের হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যদিও সে নাথজীকে গালি দিত এবং মারিত, তথাচ অপর কেহ যে তাঁহার অঙ্গে হাত তুলিবে বা তাঁহাকে গালি দিবে, ইহা তাহার প্রাণে সহ্য হইল না। সে তৎক্ষণাৎ ক্রোধে সদানন্দ ও রামদাসের প্রতি চাহিয়া বলিল, "তোরা আর আমার সঙ্গে খেলা করিতে আসিস্ না, এখনই এখান হইতে চলিয়া যা, নচেৎ তোদের এখনই প্রহার করিব।" সদানন্দ ও রামদাস তাহার গতিক দেখিয়া ভয়ে পলাইয়া গেল। এখন হইতে গোবিন্দ ও নাথজী দুইজনেই ক্রীড়া করিতেন।

এক দিন প্রাতে সূর্য্যোদয় হইলে কুমুদ মুদ্রিত ও কমল বিকসিত হইতে লাগিল। পল্লবের অগ্র হইতে শিশিররাশি মুক্তার ন্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িতে আরম্ভ হইল। প্রভাত-সমীরণ মালতী পুষ্পের সৌরভ গ্রহণ করিয়া সুপ্তোত্থিত মানবগণের মনে আনন্দ বিতরণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বহিতে লাগিল। এমন সময়ে গোবিন্দ মাঠের দিকে গমন করিল। এই সময়ই গোবিন্দের ও নন্দের প্রাণ-গোবিন্দের নিয়মিত সম্মিলন হয়। গোবিন্দ আসিলে পর নাথজীও আসিলেন। দুই জনে আনন্দে আজ দাণ্ডাগুলি খেলিবেন। খেলা আরম্ভ হইল। ক্রমে গোবিন্দ দাণ্ডার অধিকার পাইল। নাথজী বালোচিত খেলার ভঙ্গী দেখাইবার জন্য যেন খাটিবার ভয়ে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন, গোবিন্দও পিছে পিছে ধরিবার জন্য দৌড়িতে লাগিল। যে দিকে নাথজী যান, গোবিন্দও সেই দিকে ধাবিত হয়। ভক্তের প্রাণ-ধন হরি, ভক্তের হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করা বড়ই কঠিন দেখিয়া অবশেষে নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরে গিয়া সিংহাসনে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম মূর্ত্তিতে নিজ সত্তা লুকাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সেই নয়ন-মোহকর সুঠাম রূপের সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয়। যিনি যোগি-হৃদয়ের অন্তর্গুহায় প্রবিষ্ট হয়েন, তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দ মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবে কেন? তখন সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে, মন্দিরের দ্বার তখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। গোবিন্দ প্রবেশ করিতে না পারিয়া প্রণয়-কোপে গর্জ্জিতে লাগিল। কখন কখন বা নাথজীকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিল। কখন বা দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য মিনতি করিতে লাগিল। সমস্ত কৌশল বিফল হইল দেখিয়া গোবিন্দ ক্রোধে আরক্ত-নয়নে বলিল, "আচ্ছা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু পরে দ্বার খুলিবে, তখন তোকে আমি একবার দেখিব"—এই বলিয়া দ্বারের সন্নিকটে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পূজারী আসিয়া মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিল। গোবিন্দ অমনি একটী বেত্র হস্তে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল এবং যাইয়াই—খেলিবার জন্য হাতে যে একটি কাষ্ঠের গুলি ছিল সেইটী নাথজীকে লক্ষ্য করিয়া বাল-চপল বেগে নিক্ষেপ করিল এবং মুখে বলিতে লাগিল, "আর কখন পলাইয়া আসিবি?" এই বলিয়া পুনরায় সেই বেত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। পূজক ঠাকুরেরা "কি কর্‌লি, কি কর্‌লি!" বলিতে বলিতে পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তৎপরে গোবিন্দকে উত্তম মধ্যম দিয়া মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। গোবিন্দ তখন রাগে—কি অনুরাগে, কে বলিতে পারে!—নাথজীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "আমার দাণ্ডা ভাঙ্গিয়া মন্দিরে লুকাইয়া আছ, আর লোকের দ্বারা আমার নিগ্রহ করিলে! ভাল, কাল ইহার প্রতিশোধ দিব; তোমাকে উপযুক্ত প্রতিফল না দিয়া আমি জল-গ্রহণ করিব না।" এই বলিয়া আর বাড়ীতে না গিয়া 'গোবিন্দ' নামে একটী কুণ্ডের তীরে বসিয়া রহিল। এদিকে পূজারীগণ নাথজীর নানাপ্রকার ভোগ প্রস্তুত করিল। কিন্তু মঠাধিকারী গোস্বামীর প্রতি নাথজীর প্রত্যাদেশ হইল—"গোবিন্দ নামে যে বালকটী আমার সহিত খেলিতে আসিয়াছিল, তুমি কেন তাহাকে নিগ্রহ করিয়া বাহির করিয়া দিয়াছ? তুমি তাহাকে যত প্রহার করিয়াছ তাহার সকল আঘাতই আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্গে লাগিয়াছে। সে যে আমার পরম ভক্ত, সে অভিমানে বাড়ী যায় নাই, উপবাস করিয়া আছে, তাহাকে লইয়া আইস। সে যদি এখানে না আসে, তাহা হইলে আমি অন্ন-জল কিছুই গ্রহণ করিব না।" এই প্রত্যাদেশে সকলেই চমকিত হইল। তখন সকলেই হাহাকার করিয়া বলিতে লাগিল, "কি কুকর্ম্মই করিয়াছি।" পূজারীজী তো জানিতেন না যে, ভক্ত ও ভক্ত-বৎসল অভিন্ন—একাত্মা। ভক্ত কাঁদিলে, প্রভু কাঁদেন, ভক্ত নাচিলে, প্রভু নাচিয়া উঠেন, ভক্তের আশীর্ব্বাদই প্রভুর আশীর্ব্বাণী, ভক্তকে সেবা করিলে প্রভুর সেবা সিদ্ধ হয়, ভক্তকে নিন্দা ও নির্যাতন করিলে প্রভুকেই নিন্দা ও নির্যাতন করা হয়, ভক্ত না খাইলে প্রভুর সেবা হয় না, ভক্তকে আদর না করিলে প্রভুর আদর করা হয় না। তৎপরে সকলে মহাব্যস্ত হইয়া গোবিন্দের অনুসন্ধানে চলিলেন। ঘরে, বনে, মাঠে নানাস্থানে খুঁজিয়া অবশেষে গোবিন্দ-কুণ্ডের তীরে গিয়া তাহার সন্ধান পাইলেন। দেখিলেন, গোবিন্দ সেই বেত্র হস্তে লইয়া বসিয়া আছে। তখন সকলে বিনয়পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "নাথজী তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তোমায় না দেখিয়া তিনি কিছুই ভোজন করেন নাই, তুমি রাগ করিয়াছ বলিয়া তিনি উপবাস করিয়া আছেন; অতএব তুমি দয়া করিয়া আমাদের সহিত আগমন কর।" গোবিন্দ বলিল, "তাহা হইবে না। নাথজী খেলা ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে; আবার আমি যখন মন্দিরে যাইলাম তখন লোক দিয়া আমার কতই নিগ্রহ করিল;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাথজী আজ আসুক, তা'কে এই ছড়ি দিয়া পিটিব, তবে তা'র যেমন কাজ তেমনই শাস্তি হইবে।" ব্রাহ্মণগণ বুঝিলেন—গোবিন্দ প্রেম-কোপাবেশে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য। তাঁহারা গোবিন্দের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "নাথজী বলিয়াছেন যে তিনি তোমার নিকট হারিয়াছেন, পুনরায় তিনি মাঠে খেলা করিতে আসিবেন।" গোবিন্দ তাহাদের এই সকল কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কহিল, "যদি নাথজী হার মানিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তথায় যাইব"; এই বলিয়া গোবিন্দ সেই স্থান হইতে উঠিয়া মন্দিরের দিকে গমন করিতে লাগিল। কোমরে এক কৌপীন, সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, দুই হাতে দাণ্ডা, গুলি, ভাঁটা ইত্যাদি খেলিবার সামগ্রী। অনন্তর হাসিতে হাসিতে নাথজীর সম্মুখে গিয়া পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিল, "কেমন নাথ! আর এমন করিবে? আমার কাছে যাই হার মানিলে, তাই বাঁচিলে, নতুবা তোমায় কি সাজা দিতাম বলিতে পারি না।" তৎপরে উপহাস-জনিত নাথজীর শ্রীমুখ মলিন দেখিয়া বড়ই বেদনা পাইল; বলিল, "ভাই! তুমি খাও নাই কেন? তোমার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, এস দুইজনে একত্র খাই।" অনন্তর কাঙ্গালের প্রাণ-ধন, ভক্তজন-মনোমোহন, মন্দিরের কপাট অবরুদ্ধ করিয়া, দুইজনে একত্র ভোজন করিতে বসিলেন। তখন দুইজনের আর হাস্য ধরে না। আনন্দের ধ্বনিতে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আজ সাধের সোহাগে দুইজনে মাখামাখি, আজ শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণে গোবিন্দ বিকাইয়া গেল। প্রভু ও ভক্তের গুহ্য রহস্য কে বুঝিবে! প্রাণের ঢাকাঢাকি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মার মাথামাথি, নয়নের তাকাতাকি, অন্তরের দেখাদেখি, প্রেমবাজারে কেনা-বেচার রৈল না আর কিছুই বাকী! অকস্মাৎ দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, গোবিন্দও মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিল; শ্রীগোবিন্দ দীননাথ নাথজী আবার শ্রীমূর্ত্তিতে মিশাইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণগণ গোবিন্দের মহিমা বুঝিতে পারিয়া তাহার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিলেন!

অনাথের নাথ নাথজী! তোমার ভক্তগণসহ তোমাকে নমস্কার করি।

ভক্তিই সাধকের জীবনামৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও

"হরের্নামৈব কেবলম্।"

পরমহংস পরিব্রাজক

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয়কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত।

যুগ-প্রভাবে ও আমাদের দুর্ভাগ্য-দোষে কলিযুগে ধর্ম্ম একপাদ মাত্র। প্রকৃতির নিয়মে কলির জীবসমূহের ধর্ম্ম-সুখে পরম সুখী হইতে পারিবার উপায় নাই। ধর্ম্মই সুখের মূল ভিত্তি, অতএব সাঙ্গোপাঙ্গ ধর্ম্ম সুসংসাধিত না হইলে জীবের ভাগ্যে নির্ম্মল সুখ ঘটিবে কেন? যেখানে সম্পূর্ণ ধর্ম্ম নাই, সেখানে সম্পূর্ণ সুখের আশা করিতে নাই; আশা করিলে নিরাশ হইতে হইবে। জীবের কর্ম্ম-দোষে ও কাল-প্রভাবে তাহাদের আশা ভঙ্গ হয় হয়, এমন সময়ে নবদ্বীপ আলো করিয়া প্রেমের পশরা মাথায় লইয়া বেদাদি শাস্ত্রের নিগূঢ় গর্ভ মন্থনপূর্ব্বক জগৎকে উচ্চৈঃস্বরে আশ্বাস দিয়া গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কহিলেন,—ভয় নাই, নিরাশ হইও না; কলির সমস্ত দোষ থাকিলেও ইহার একটী বিশেষ গুণ আছে; ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্ত সাধন করিতে পার আর না পার, হরিনাম করিলেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইবে, বন্ধন-মোচন ও পরম-পদ-লাভ হইবে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥" ১২।৩।৫১

"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥" ১১।৫।৩৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন প্রেমের ভিখারী গৌররূপধারী মহাপ্রভু দেখিলেন যে, লোক সকল প্রকৃত ধ্যান, জ্ঞান, ভক্তি ছাড়িয়া কেবল দর্শন-শাস্ত্রের কূট তর্কবাদাদির পাণ্ডিত্যাভিমানে সরস মানব-জীবনকে ক্রমশঃ বিরস করিয়া তুলিতেছে, যখন দেখিলেন আচার্য্যদিগের শ্রুতিমূলক সূত্র সকলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নানা কূটার্থবাদে পণ্ডিতগণ আমোদ পাইতেছেন, যখন দেখিলেন লোক সকল ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিয়া যাঁহাকে লাভ করিতে হয়, তাঁহাকে ভুলিয়া কেবল সমারোহপূর্ব্বক আড়ম্বরসহ সকাম বাহ্য কর্ম্মকাণ্ডেই অধিক ব্যাপৃত হইতেছে, তখন জীবের অন্তরাত্মার পিপাসা মিটাইবার জন্য, রসের ফোয়ারায় স্নান করাইয়া তাপিত জীবকে সুশীতল করিবার নিমিত্ত, ব্যাকুল জীবকে পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশে গগনভেদী রবে ঘোষণা করিতে লাগিলেন "হরিনাম বিনা জীবের গতি নাহি আর"।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

বৃহন্নারদীয়ে—৩৮ অঃ, ১২৬ শ্লোক।

এই মোহন সুরে পণ্ডিতগণ চমকিত হইলেন, দেশ জাগিয়া উঠিল, লোক মাতোয়ারা হইল, হরি হরি ধ্বনিতে গগন ফাটিতে লাগিল। প্রেমের ফোয়ারা ছুটিল, শত শত অভক্তের হৃদয়ে ভক্তির বান ডাকিল, বর্ষার স্রোতে কত মরুদেশ ভাসিয়া গেল, কত লোক ডুবিল, কৈ আর ভাসিল না!

"শ্রীরাই কিশোরীর প্রেম, কে নিবি রে আয়।
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায় ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভক্ষণে মহাপ্রভু জড়ীভূত বঙ্গ-সমাজকে সচেতন করিলেন। তাঁহার প্রেমাশ্রু-বিন্দুতে এখনও দেশ ভাসিতেছে. তাঁহার নাম করিতে করিতে এখনও কত লোকের চক্ষুর জলে বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতেছে। সফল তাঁহার জন্ম। সাধু তাঁহার লীলা!! ও ধন্য তাঁহার জীবন!!!

তিনি যে সুর বাঁধিয়া যে গান জমাইয়া লোককে গাইতে বলিয়া আপনি অবসর লইলেন, ভাঙ্গা আসরে তাঁহার সে সুর ক্রমে বেসুর হইয়া উঠিল। তিনি দ্বিজকুলে জন্ম লইয়া, দ্বিজাতির ধর্ম্ম যথাবিধি পালন করিয়া, সাধুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, বিধিপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, শ্রুতি-সিদ্ধ "হরি" শব্দের অপার মহিমা প্রচার করিয়া গেলেন, আর তিন চারি শত বর্ষ অতিবাহিত হইতে না হইতেই তাঁহার নামের ও প্রচারিত ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কত লোক অনধিকারে বর্ণ ও কুল-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া স্বেচ্ছাচারের দাসত্ব করিতেছে ও পাপের—নরককুণ্ডের—বিষ্ঠা মাখিয়া মধ্যে মধ্যে এক একবার "হরের্নামৈব কেবলম্" বলিয়া আপনাকে "বেকসুর খালাস" বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। স্বীকার করি, হরিনামের মহিমায় সমস্ত পাপই বিনষ্ট হয়, কিন্তু তুমি আমি তেমন করিয়া নাম গ্রহণ করি কৈ? কাল্‌নার পরম ভক্ত নাম-ব্রহ্মবাদী প্রাতঃস্মরণীয় ভগবান্ দাস বাবাজী বলিয়াছিলেন, কেবল যেমন তেমন করিয়া "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা" হরিনাম করিলেই যদি পাপের বীজ ধ্বংস হইত, তবে হরিনাম করার পরে আবার পাপে মতি হয় কেন? এবং তিনিই ইহার এইরূপ মীমাংসা করিয়াছিলেন যে, যেমন কলুর ঘানি হইতে তৈল বাহির হইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় একটী ফোঁটা পড়িতে না পড়িতে নলের মুখে আর একটী তৈলবিন্দু আসিয়া যোগায়, সেইরূপ হরিনাম উচ্চারণে জিহ্বা যদি মুহূর্ত্তমাত্র বিরাম না পায়, তবেই জীব পাপ-সঙ্কল্প করিবার আর অবকাশ পায় না। এইরূপে তিন লক্ষ নাম জপ করিতেন বলিয়া যবন হরিদাসকে সুন্দরী বেশ্যা নিজ দুর্ম্মতিজাল-জড়িত মোহিনী মায়ায় আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

নামের মহিমা পাঠ করিলে হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে। ভগবানের অতুল দয়া স্মরণ করিয়া তাঁহাতে প্রেমবিগলিত মনঃ-প্রাণ ঢালিয়া দিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহাতে চির-বিক্রীত হইয়াও যেন মনের সকল সাধ মিটে না। লিখিত আছে যে, সর্ব্বধর্ম্ম-ত্যাগী ও সর্ব্বপাপ-নিরত ব্যক্তিও যদি হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে, তবে সেও পাপ-মুক্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যথা শ্রীবৈশম্পায়ন সংহিতায়—

"সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপরতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥"

হরিভক্তি—১১।২১৩

অজ্ঞানজন্য পাপাচরণ করিয়া, তৎ-প্রতিবিধানার্থ কোন উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না থাকিলেও, নামের গুণে পাপী পাপ-মুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু জানিয়া শুনিয়া, হরিনামের দোহাই দিয়া সঙ্কল্পযুক্ত-চিত্তে যে ব্যক্তি পাপ করিবে, তাহার আর নিস্তার নাই। লোকে রোগ নিবারণ করিবার জন্যই ঔষধ সেবন করে, কিন্তু যাহারা রোগ বাড়াইবার জন্য ঔষধ ব্যবহার করে, তাহাদের কি গতি হইবে? মনে করিয়াছ পরদারাভিমর্ষণই করি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর পরাপকার-সাধনই করি, হরিনামের গুণে পাপমুক্ত হইব! যথা মৎস্য-পুরাণে—

"পরদাররতো বাপি পরাপকৃতিকারকঃ।
স শুদ্ধো মুক্তিমাপ্নোতি হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥" (ক)

হরিনাম লইবার পূর্ব্বে যে কিছু পাপ অনুষ্ঠিত হউক না কেন, একান্তমনে হরিনাম করিলে তত্তাবৎ বিদূরিত হইবেই হইবে; কিন্তু হরিনামও করিব ও সঙ্গে সঙ্গে যথেচ্ছ কুক্রিয়াও করিব, এরূপ যাহার দুরভিসন্ধি, পূর্ব্বোক্ত শ্লোক তাহার জন্য নহে। অতিভোজন জন্য অজীর্ণ-পীড়া হইলে পাচক বটিকা সেবনে অজীর্ণ নিবৃত্ত হয় বটে; কিন্তু পাচক সেবন করিতে করিতে যদি কেহ অতিভোজন করিতে থাকে, তবে তাহার কল্যাণ হইবে কিরূপে? স্বীকার করি, নামের গুণে স্বর্ণাপহারী, মদ্য-পায়ী, মিত্র-দ্রোহী, গুরু-পত্নী-গামী, স্ত্রী ও ব্রহ্ম-হত্যাকারী, রাজ-হন্তা, গো-বধকারী, পিতৃ-হত্যাকারী আদি পাতকীরও নিস্তার আছে, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলোপাখ্যানে—

"স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রী-রাজ-পিতৃ-গো-হন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥" ৬।২।৯-১০

কিন্তু নাম-মহিমার দোহাই দিয়া পাপ করিলে যমালয়ে ঘোর মহারৌরব নরক যাতনা ভোগ করিলেও নিস্তার নাই।

(ক) হরিভক্তি—১১।২১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামাপরাধ কল্পে লিখিত আছে, যথা পাদ্মে ব্রহ্মখণ্ডে—

"নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি-
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥ ২৫।১৫ (ক)

শুনিতে পাই, কোন কোন শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যাতা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ নাকি বলিয়া থাকেন যে, হরিনাম করিলে আর দ্বিজোচিত সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতে হয় না। তাঁহারা বলেন যে শুকদেব গোস্বামী যখন মুমূর্ষু মহারাজ পরীক্ষিৎকে সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন তখন ঋষিগণ সন্ধ্যাদি করিতে অবকাশ পান নাই, তজ্জন্য তাঁহাদের কোন প্রত্যবায়ও হয় নাই। এই মহাভাগ ব্যাখ্যাতৃগণকে বড় ভয় করিয়া চলিতে হয়। ইঁহাদের দ্বারা স্বেচ্ছাচার, নাস্তিকতা প্রভৃতি সমাজোপদ্রবকারী মহাদোষরাশি অনায়াসেই সমাজমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। হরিকথামৃত পান করিতে করিতে ঋষিদিগের সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতে অতিকাল হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা সন্ধ্যা-বন্দনাদি পরিত্যাগ করেন নাই। ঋষিদিগের ন্যায় নিমগ্ন চিত্তে যাহারা অহর্নিশ হরি-নামামৃত পানে বিভোর, যাঁহারা তাদৃশ হরি-রস-মদিরা পানে মাতোয়ারা আমরা সেই প্রেমোন্মত্ত অত্যাশ্রমগণকে আমাদের দৃষ্টান্ত মধ্যে আনিতে পারি না। দ্বিজাতিগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পরিভ্রষ্ট হইলে বিষ্ণুভক্তির অধিকারী হইবেন কিরূপে? যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম

(ক) হরিভক্তি—১১।২৮৪; শ্রীভাগবত—২।১।১১ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ; ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—পূর্ব্ব ভাগ ২য় লহরী ৫৩ শ্লোকের টীকা, ও ভগবৎ-সন্দর্ভ—১০৪।১০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথাবিধি প্রতিপালন করেন, তাঁহারাই ভগবদ্ভক্তের পবিত্র পদবী-লাভে কৃতার্থ হয়েন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইলে ভগবান্ সন্তুষ্ট হয়েন। হারীত-সংহিতাতে লিখিত আছে—

"যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মস্থাস্তে ভক্তাঃ কেশবং প্রতি।

* * * *

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্নো ব্রূহি সত্তম।

যেন সন্তুষ্যতে দেবো নারসিংহঃ সনাতনঃ॥" ১।১-২

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতৃগণ প্রায়ই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া সভা-সমিতি বা ব্যাখ্যাস্থানে "হরের্নামৈব কেবলম্" কথাটীকেই কলির জীবের গতি ও নিস্তারের উপায় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, কলিতে অন্যান্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম যথা-বিধি সুসম্পন্ন হওয়া বড় কঠিন, অতএব "হরের্নামৈব কেবলম্"। ধর্ম্মের জন্য পরিশ্রম করিব না, দ্রব্য সংগ্রহ করিব না, শাস্ত্রাদি মানিব না, অথচ ভোগের জন্য, সাংসারিক সুখের জন্য ত্রিভুবন ওলট পালট করিতে পারিব; অর্থাৎ সকল কার্য্যই করিব, কেবল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সময় বলিব, ঐটী পারিব না। ইহা নিতান্ত লঘুচিত্ততার পরিচায়ক।*

যদি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কলিতে সম্পন্ন হইতে না পারিত, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রের বক্তৃগণ যুগ-ধর্ম্মের মধ্যে কলি-ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেন না।

* বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন না করিলে নিরয়গামী হইতে হয়—ইহাও শাস্ত্রের অনুশাসন। বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধঞ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ।

কর্ম্মণা মনসা বাচা নিরয়েষু পতন্তি তে॥ ২।৬।২৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ সময়ে যাহা যাহা অনুষ্ঠিত হইলে অনিষ্ট হইবে, অথবা যাহা অননুষ্ঠেয়, তাহা ত কলিধর্ম্মে উল্লিখিত হইয়াছে; তবে "পারিব না" বলিলে চলিবে কেন, আর বলিলেই বা শুনিবে কে? তুমি যতক্ষণ বর্ণাশ্রমের মধ্যে থাকিবে ততক্ষণ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম তোমাকে বিধিপূর্ব্বক পালন করিতেই হইবে। মিউনিসিপালিটীর ভিতর বাস করিতে হইলেই মিউনিসিপাল-কর দিতে হইবে; কর না দিলে, অধিকারে বাস করা চলিবে না। অনধিকারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে পাপগ্রস্ত হইতে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন যে—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

গীতা—১৮।৬৬

যখন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণাদির তাবৎ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার একান্ত শরণাগত হইবে, তখনই ভগবৎ-কৃপায় তোমার সমস্ত পাপ বিদূরিত হইয়া যাইবে। কিন্তু যতক্ষণ দৈহিকাদি কোন ধর্ম্মই ত্যাগ কর নাই, ততক্ষণ তোমার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন না করিলে চলিবে কেন? আর যদি বিধিপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পার, তাহা হইলে বর্ণ ধর্ম্মের কঠোর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ভক্তিমার্গের সাধক বই বাধক নহে। নারদ-ভক্তি-সূত্রে কথিত হইয়াছে—

"ওঁ ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্দ্ধং শাস্ত্ররক্ষণম্"— ১২শ সূত্র)

যে পর্য্যন্ত নিশ্চয়-বুদ্ধি দৃঢ় না হয়, সে পর্য্যন্ত শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত, অর্থাৎ ভগবানের উপাসনা করিতে করিতে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্য্যন্ত তাঁহাতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা অবিচলিত না হয়, সে পর্য্যন্ত শাস্ত্র-লিখিত অধিকারানুরূপ বৈধ ও নিষিদ্ধ কার্য্যগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয়; কেননা, ভক্তির অপরিপক্কাবস্থায় কর্ম্মানুষ্ঠানে অনাস্থা করিলে মনোমালিন্য বিদূরিত না হওয়ায় ভক্তি প্রবলা হইতে পারে না। ভক্তি-সাধন সিদ্ধ হইলে কর্ম্ম-নিষ্ঠা আপনা আপনিই শিথিল হইয়া যায়। যেমন অলাবু পুষ্ট ও বড় হইলে তাহার ফুলটী আপনিই ঝরিয়া পড়ে, সেইরূপ ভক্তি পরিপুষ্ট হইলে কর্ম্ম আপনা আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়। কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে নাই। নারদ আবার বলিয়াছেন—

"ওঁ অন্যথা পাতিত্যাশঙ্কয়া"—(১৩শ সূত্র)

অন্যথা পতিত হইবার আশঙ্কা আছে। ভক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। যেমন তরুণ তরুগুলির মূলে জল সেচন না করিলে তত্তাবৎ শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা, তদ্রূপ ভক্তিরূপ-বল্লরীর মূলে কর্ম্মরূপ জল সেচন না করিলে উহা বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

আবার "হরের্নামৈব কেবলম্" বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মেরও বাধক নহে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সাধন করিলে নিজ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সংসাধিত হয়, ও সঙ্গে সঙ্গে সমাজও সুপ্রণালীতে শাসিত ও পরিচালিত হইতে থাকে। লোক-সমাজে বাস করিতে হইলে স্বীয় ও পরকীয় উভয়-কল্যাণকর ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে মনুষ্য সুখী হইতে পারে না। "হরের্নামৈব কেবলম্" মহামন্ত্র একজন বিষয়-বিরক্ত মহাত্মার সাধনের সম্বল হইতে পারে। কিন্তু বিষয়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহস্থ যখন দুর্দ্দম্য ইন্দ্রিয়বর্গের তাড়নায় বিত্রস্ত হইয়া পড়িবে, রিপুদলের বিষম উৎপীড়নে যখন ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, যখন স্বেচ্ছাচার ও দুর্ব্বৃত্ততার মহামোহময় গর্ত্তে তাহারা নিপতিত হইবে, তখন তো ঐ পবিত্র মহামন্ত্র মনে আসিবে না, তাহাতে শ্রদ্ধাও হইবে না। এই জন্য ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণ ও ধর্ম্মরক্ষক শাসনকর্ত্তৃগণ গৃহস্থগণকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও রাজ-নিয়মের সুশাসনে যদি প্রতিষ্ঠিত না রাখেন, তবে লোক-সমাজ নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। অনধিকারে যাহারা আশ্রম-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছানুমোদিত অথবা উচ্চাধিকারের কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে, আচার্য্যগণকে—শাসনকর্ত্তৃগণকে তাহাদিগের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়, নতুবা সমাজ নিতান্ত ভ্রষ্ট হইয়া যায়।

"সাধন-ধর্ম্ম" বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিলে কপটাচারে দেশ উৎসন্ন হইয়া যায়। ব্রহ্মচারী হও, গৃহস্থ হও, বানপ্রস্থ হও বা সন্ন্যাসী হও, স্ব স্ব "সাধন-ধর্ম্ম" নিজ নিজ কৌলিক রীতিতে পালন করিতে কোথাও নিষেধ নাই; কিন্তু সাবধান, যেন "সাধন-ধর্ম্মের" ভাণ আসিয়া, আশ্রম-ধর্ম্মের বাধা উৎপাদন না করে। হরিনাম-সাধনে মনের মলা কাটিতে পারে, জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে, পাপ করিলে উহা পাপজন্য নরক-নিপাতের ভয় হইতে রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু লোকের কদাচারে সমাজ যে নরকতুল্য হইয়া যাইবে, তাহা রক্ষা পাইবে কিরূপে? হরিনামে সমাজের শাসন হয় না, সামাজিক ধর্ম্ম রক্ষা পায় না, হরিনামে যম ভীত হয়, কিন্তু দুষ্ট সমাজ ভীত হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই বলি, হরিনাম-সাধনকে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রাজকীয় আসনে বসাইতে নাই। উহা হৃদয়ের সামগ্রী—সাধের সামগ্রী হৃদয়ে রাখিব, হৃদয়ের সাধনের ধন গোপনে সাধন করিব, গোপনে বসিয়া গুপ্ত ধনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইব।

"সাধন-ধর্ম্ম" সমাজে আশ্রম-ধর্ম্মের আসনে বসিলে দেশ উচ্ছৃঙ্খল হইবে জানিয়াই সামাজিক কল্যাণার্থ মহর্ষিগণ রাজ-শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত করেন, নতুবা কপটাচারীদিগের দৌরাত্ম্যে সাধু সমাজ বিপ্লুত হইয়া যাইত। জপ নাই, তপ নাই, ধ্যান নাই, জ্ঞান নাই, শক্তি-সাধনের—"লতা"-সাধনের ভাণ করিয়া তুমি সুরাপান ও পর-দারাভিমর্ষণ করিবে; আবার প্রেম নাই, বৈরাগ্য নাই, "বৈরাগীর" ভাণ করিয়া—"প্রকৃতি"-সাধনের নাম করিয়া—তুমি পর-কুল-বধূ বাহির করিবে, বস্ত্র-হরণ লীলা করিবে; এইরূপ "রাগের ঘরের সাধন"-ধর্ম্মের ভাণে ভারতে অনেক দুর্ব্বৃত্তি প্রশ্রয় পাইতেছে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুসারে প্রায়শ্চিত্ত বা রাজ-শাসন ব্যতীত এ সমস্ত অবৈধ কার্য্য কেবল "হরেনামৈব কেবলম্" বলিলে নিবৃত্ত হইতে পারে না।

পাপ-মোচনের জন্য নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত আছে, ভগবানের নামও তাহার মধ্যে অন্যতম; কিন্তু সর্ব্বত্রই হরিনামে খালাস পাইতে পারা যায় না। যদি হরিনাম বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে, তবে দুষ্টগণ অবকাশ বুঝিয়া রাজ্য বা ধনলোভে পিতৃহত্যা করিয়া পাপ-মোচনার্থ বলিবে "হরিবোল"। দুরাচারগণ গুরুপত্নীতে গতি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে না হইতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরিবোল" বলিয়া চীৎকার করিয়া বাঁচিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে। অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিয়া দস্যুগণ বলিবে "হরিবোল"। গুরুকে পদাঘাত করিয়া বলিবে "হরিবোল"। ভ্রূণহত্যা করিয়া বলিবে "হরিবোল"। মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া বলিবে "হরিবোল" *। মদ্য-পান, যবনী-গমন, ম্লেচ্ছান্ন-ভোজনাদি করিয়া একবার উচ্চৈঃস্বরে বলিবে "হরি-হরিবোল"। এইরূপে "হরিবোল" একটা মহা গণ্ডগোলের কারণ হইয়া উঠিবে।

"কাল" ও "ক্রিয়া" পাপ-মোচন ও শৌচের কারণ। স্বগোত্রীয়

---

* একজন জমীদারের (নাম করিব না) পূর্ব্ববঙ্গস্থ নায়েব একটী মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় পরপক্ষীয় উকীল আদালতের বাহিরে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি প্রবীণ ও তিলক-কণ্ঠীধারী বৈষ্ণব হইয়া হলফান্ এজাহারে মিথ্যা কহিলে কিরূপে? তাহাতে নায়েব মহাশয় এই উত্তর করিলেন যে, আমি আদালতে আসিবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে ভট্টাচার্য্য প্রভুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন যে, বাসায় আসিয়া কয়েকবার 'হরি-নাম' জপ করিও, পাপ কাটিয়া যাইবে। (সত্য ঘটনা)। [বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহা নামাপরাধরূপে কথিত হইয়াছে। দশবিধ নামাপরাধ যথা—(১) সাধুর নিন্দা, (২) বিষ্ণু ও শিবে পৃথক্ বুদ্ধি, (৩) গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, (৪) বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা, (৫) হরিনামে অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসা কল্পনা করা, (৬) হরিনামের কুব্যাখ্যা (হরি হরণকারী, চৌর ইত্যাদি), (৭) হরিনাম বলে পাপ প্রবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ পাপ করিয়া নাম গ্রহণ করা), (৮) অন্য শুভকর্ম্মের (দান-ব্রতাদির) সহিত হরিনাম সমান মনে করা, (৯) শ্রদ্ধাহীন জনে নামের উপদেশ, (১০) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও হরিনামে অপ্রীতি।—[ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু হইতে সংগৃহীত]।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তির মরণ-জন্য অশৌচ হইলে বর্ণ-ধর্ম্মের নিয়মানুসারে দশাহ বা দ্বাদশাহ আদি কাল যথানিয়মে থাকিলে মনুষ্য শুচি হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে "হরের্নামৈব কেবলম্" বলিলে গৃহস্থের অশৌচ শান্তি হইতে পারে না। যদি হরিনামেই সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধি হয়, ইহাই শাস্ত্রানুমোদিত হইত, তবে—

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া একজন রজস্বলা নারী ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতে পারিত। কিন্তু এই অশৌচ দিনত্রয়-কাল ও স্নানাদি ক্রিয়া ব্যতীত বিদূরিত হইতে পারে না। হরিনামে সমস্ত প্রকার অশুচিত্ব দূর হয় বলিয়া লোকে মলোৎসর্গ ও মূত্রত্যাগপূর্ব্বক জলদ্বারা মলমূত্র ধৌত না করিয়া 'হরিবোল' বলিয়াই কি স্থির হইয়া থাকিবে? বস্তুতঃ অতি মহাপাতকাদি জন্য নরক-নিপাতাদির আশঙ্কা পবিত্র হরিনামের গুণে বিদূরিত হইলেও অনেক অশৌচ ও অনেক পাপ (ধর্ম্মশাস্ত্রানুরূপ) কাল ও বিধিপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তাদি ক্রিয়া ব্যতীত বিধৌত হয় না।

যে হরিনাম সদ্যোমুক্তির অব্যর্থ কারণ, যে হরিনাম প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় মহাপাতকরূপ তামসরাশির বিনাশক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায়শ্চিত্ত—কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি-সাধ্য পাপ-ক্ষালন করিবার জন্য সেই হরিনামের দোহাই কেন? যেখানে সেখানে—যখন তখন—ভক্তি নাই, প্রেম নাই, হরিনাম করিয়া পবিত্র হরিনামের মর্য্যাদার হানি করি কেন? সাধের—সোহাগের সামগ্রীকে হাটে বাজারে, পথে ঘাটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোক দেখাইয়া বেড়াই কেন? যদি ভক্তিভরে ডাকিতে পার তবে হৃদয়-ভেদী স্বরে ডাক, তুমিও পবিত্র হইবে, শুনিয়া লোকেও পবিত্র হইবে, তোমার আমার সকলের তাপিত প্রাণ জুড়াইয়া যাইবে। তখন প্রেমে বিভোর হইয়া প্রেমাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে সকল ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিব "হরের্নামৈব কেবলম্"।

যখন স্বর্গের সুখ, অসার সংসার-সুখ তৃণবত্তুচ্ছবোধে বিসর্জ্জন দিয়া প্রেমের ধনকে বুকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিব, তখনই নৃত্য করিতে করিতে বলিব "হরের্নামৈব কেবলম্"। যখন সাধু-সঙ্গে সাধু হইয়া নির্ম্মল-হৃদয় হইব, যখন নির্ম্মল-হৃদয়ে প্রাণের—সাধের সখাকে প্রেমের হার পড়াইয়া নাচাইব, তখনই আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিব, "হরের্নামৈব কেবলম্"। যখন স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে আমার প্রাণ-বিহারী শ্রীহরির ছবি দেখিব, যখন বিহঙ্গের কলরবেও আমি 'হরি' 'হরি' ধ্বনি শুনিব, যখন দেখিব সমুদ্রের কল্লোল, পবনের হিল্লোল, বজ্রের অভ্রভেদী মহারোল, আমার শ্রীহরির নাম-গাথা গাইতে গাইতে জগৎ মাতাইয়া তুলিতেছে, তখনই থাকিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিব "হরের্নামৈব কেবলম্"। আবার উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে বলিতে থাকিব "হরের্নামৈব কেবলম্"। তখন ভক্ত-মুখে শুনিতে থাকিব "হরের্নামৈব কেবলম্"। তখন দেখিব জগতের কোথাও আর কিছুই নাই—"হরের্নামৈব কেবলম্"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাউলের গাথা।

"রসনায় সে রস পাবে না।
নামামৃত আজব কারখানা॥
ধ'র্‌তে আসল, ধরে নকল, ঢেঁকীর মুষল ফসল চিনে না।
আশী লাখ্ বার এসে ভবে, সে সুধা না খেতে পাবে,
যেমন ক্ষুধা তেমনি রবে, সার হবে ধান চিটে ভানা॥
রসনায় কৃষ্ণ-নাম তেমন, ওলার খোলায় দ্রব্য যেমন,
নিয়ত তায় করে ভ্রমণ, আস্বাদন কিছুই জানে না॥
ঝুলি ভ'রে হরিনাম ক'রে, মর্‌বি কলুর বলদ ঘুরে;
চিনিতে নারিবি পরাৎপরে, মূলাধারে হ'য়ে কাণা॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিনাম-মাহাত্ম্য।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ (ক)

ভাগবত—১২শ স্কঃ, ৩য় অঃ, ৫২ শ্লোক।

সত্যযুগে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া, ত্রেতায় জ্ঞান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, দ্বাপরে যজ্ঞেশ্বরের পরিচর্য্যা করিয়া, মানবগণ যে ফল লাভ করিতেন, কলিযুগে হরিনাম-সাধনা করিয়াও অর্থাৎ হরিনাম-কীর্ত্তন করিয়াও লোকে সেই সকল ফল প্রাপ্ত হইবেন।

বিষ্ণুপুরাণে—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥ (খ)

সত্য যুগে ধ্যান, ত্রেতা যুগে যজ্ঞ, দ্বাপরযুগে অর্চ্চনা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় কলিযুগে কেবল হরি-কীর্ত্তন করিয়াই তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—

সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
সর্ব্বদুঃখক্ষয়করং হরিনামানুকীর্ত্তনম্॥ (গ)

(ক) হরিভক্তি-বিলাস—১১।২৪০ (খ) হরিভক্তি-বিলাস—১১।২৩৯

(গ) হরিভক্তি-বিলাস—১১।১৬৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিনামানুকীর্ত্তনে সর্ব্বপ্রকার পাপ, সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখ প্রশমিত হয় অর্থাৎ হরিনাম-কীর্ত্তনে পাপ, অতি পাপ ও মহাপাপ, ব্যাধি, মহাব্যাধি ও অতিব্যাধি, তাপত্রয় * ষড়্ দুঃখ † ও দুঃস্বপ্ন এবং আরও যত প্রকার জীবের বিঘ্ন, বিপত্তি, উপদ্রব, উপসর্গ থাকুক না কেন—হরিনাম কীর্ত্তন করিলে জীব সমস্ত যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে।

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥ (ক)

পাপ-হরণ বিষয়ে হরি-নামের যত শক্তি আছে পাতকী ব্যক্তি তত পাপ করিতে পারে না, অর্থাৎ হরিনামে এত পাপ হরণ করিবার শক্তি আছে যে, অতি মহাপাতকীও তত পাপ করিয়া উঠিতে পারে না।

শ্রীবৈশম্পায়ন-সংহিতায়াং—

সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপরতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥ (খ)

যিনি ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করেন, সেই নামের গুণে তিনি সর্ব্বধর্ম্ম-বহির্ভূত ও সর্ব্বপ্রকার-পাপ-নিরত হইলেও পরম পদ লাভ করেন।

---

* আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—ইহাই ত্রিবিধ তাপ।
† জন্ম, সত্তা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, ক্ষয়, বিনাশ—ইহাই ষড়্বিধ বিকার বা দুঃখ।
(ক) হরিভক্তি-বিলাস—১১।১৫৯ (খ) হরিভক্তি-বিলাস—১১।২১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভাগবতে—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥—৬।২।১৪ (ক)
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমশ্লোকনাম যৎ ।
সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥—৬।২।১৮৹(খ)

পুত্রাদির নাম-সঙ্কেতে, পরিহাসচ্ছলে, স্তোভ-বাক্যে বা অবহেলা পূর্ব্বক ভগবানের নাম গ্রহণ করিলেও অশেষ পাপ নিদূরিত হয়। অজ্ঞান বা জ্ঞানপূর্ব্বক যদি কেহ পুণ্যশ্লোক ভগবন্নাম সংকীর্ত্তন করে, অনলদগ্ধ ইন্ধনের ন্যায় তাহার পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়।

বৃহন্নারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানান্তে—

নরাণাং বিষয়ান্ধানাং মমতাকুলচেতসাম্ ।
একমেব হরের্নাম সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥ (গ)

বিষয়-বিমুগ্ধ ও মমতাকুলিত-চিত্ত হইয়া যাহারা মুক্তিলাভে অসমর্থ, কেবল হরিনাম করিলেই তাহাদের সর্ব্বপাপের শান্তি হইবে।

শ্রীবিষ্ণু-যামলে শ্রীভগবদুক্তৌ—

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ ।
তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ ॥ (ঘ)

(ক) হরিভক্তি-বিলাস—১১।১৫২ (খ) হরিভক্তি-বিলাস—১১।১৫৪
(গ) হরিভক্তি-বিলাস—১১।১৪৫ (ঘ) হরিভক্তি-বিলাস—১১।১৭৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন—আমার নামসকল যে ব্যক্তি পৃথিবীতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কীর্ত্তন বা ঘোষণা করে, আমি তাহার কোটী কোটী অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকি।

প্রভাস-খণ্ডে—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ (ক)

প্রভাস খণ্ডে উক্ত হইয়াছে—হে ভৃগুবর হেলায়ই হউক বা শ্রদ্ধাপূর্ব্বকই হউক, অল্পমাত্র বা একবার মাত্রও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলে সমস্ত পাপ বিদূরিত হইয়া যায়। কৃষ্ণনাম মধুর হইতেও সুমধুর এবং মঙ্গল-রাশিরও মঙ্গলজনক। ইহা নিগম-কল্পলতার চিৎ-স্বরূপ সরস ফল।

শ্রীমন্নারায়ণব্যূহস্তবে—

স্ত্রী শূদ্রঃ পুক্কশো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ ॥ (খ)

বেদের অনধিকারী স্ত্রী, শূদ্র অথবা চণ্ডাল এবং অন্যান্য পাপযোনি-সম্ভূতগণও যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক হরিনাম সংকীর্ত্তন করেন তাঁহাদিগকেও বার বার নমস্কার করি।

(ক) হরিভক্তি-বিলাস—১১।২৩৪
(খ) হরিভক্তি-বিলাস—১১।২০১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গদেবও ভক্তদিগকে উপদেশ দিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি॥*

আপনাকে তৃণ হইতেও নীচ জানিয়া এবং তরু হইতেও সহিষ্ণু হইয়া, আত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপরকে সম্মান দিয়া সদা হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।

বর্ণ-ধর্ম্ম, আশ্রম-ধর্ম্ম, তীর্থ-সেবাদি যতই শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট হউক না কেন, বুঝিলাম—কুল, জাতি ইত্যাদির অভিমান অতিক্রম করিয়া **ভক্তির** নিকট—**ভক্তের** নিকট সকলেই অবনত হইয়াছে। **ভক্তি!** তোমার আবেশে, **ভক্ত!** তোমার কৃপালেশে ত্রিজগৎ পবিত্র হয়।

---

* [জনেন] তৃণাৎ অপি সুনীচেন (আত্মানং লঘুতরং স্বীকৃত্য—অতীব বিনীতেন), তরোঃ অপি সহিষ্ণুনা (সর্ব্ববিধ কষ্টসহমানেন), অমানিনা (আত্মসম্মানং অজানতা—স্বসম্মানং উপেক্ষমাণেন), মানদেন (অন্যেভ্যঃ সম্মানং প্রদদতা) [সতা], সদা হরিঃ কীর্ত্তনীয়ঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট—(১)।

ভক্তের লক্ষণ।

[ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-ব্যাখ্যাত গীতা হইতে অন্বয়বোধিনী, বঙ্গানুবাদ ও 'গীতার্থসন্দীপনী'সহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।]

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥

গীতা—১২শ অধ্যায়, ১৩ শ্লোক।

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বভূতানাম্ (সর্ব্বভূতের প্রতি) অদ্বেষ্টা (দ্বেষরহিত), মৈত্রঃ (মৈত্রীভাবাপন্ন), করুণঃ চ এব (ও দয়াবান্), নির্ম্মমঃ (মমতাবিহীন), নিরহঙ্কারঃ (অহঙ্কার-পরিশূন্য), সমদুঃখসুখঃ (দুঃখে ও সুখে সমচিত্ত), ক্ষমী (ক্ষমাশীল) [মে প্রিয়ঃ ভবতি] ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বভূতেই যাঁহার অদ্বেষদৃষ্টি, মৈত্রীভাব ও করুণা, এবং যিনি নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার, দুঃখ-সুখে যাঁহার সমান ভাব ও যিনি ক্ষমাশীল [তিনিই আমার প্রিয়] ॥ ১৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্ব কয়েক শ্লোকে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার যে নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা নির্গুণোপাসনার বিরুদ্ধবাদ জন্য নহে। সগুণোপাসনার পথ যে সুগম তাহাই ব্যাখ্যা করিবার জন্য। ভগবান্ যে উপাসনাপ্রণালীর তারতম্য দেখাইয়া সুখ-সাধন ও কৃচ্ছ-সাধন উল্লেখ করিলেন, তাহাতে ইহা কেহ বুঝিবেন না যে, ইহার মধ্যে ভগবানের চক্ষে একটী ভাল ও অপরটী মন্দ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। বস্তুতঃ অধিকারি-ভেদে সুগম ও কঠিন সাধন-প্রণালী কথিত হইল মাত্র। সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই তিনি। যিনি বিশুদ্ধ-প্রকৃতি হইয়া তাঁহাকে ভজনা করেন, তিনিই তাঁহার আদর লাভ করিয়া থাকেন। তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে, যিনি জগতের মধ্যে কোন প্রাণীর প্রতিকূল হয়েন না, ও কোন প্রাণীকে নিজ প্রতিকূল মনে করেন না, ও সকলের প্রতিই প্রেম ও স্নেহদৃষ্টিতে দেখেন; যাঁহার কোন বস্তুতেই মমত্ববুদ্ধি নাই, ও দেহাদিতে অহংবুদ্ধিও নাই; যিনি সুখে প্রফুল্ল ও দুঃখে ক্ষুব্ধ না হইয়া সর্ব্বদা অবিচলিত থাকেন, এবং যিনি অন্য কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া সামর্থ্য সত্ত্বেও তাহাকে ক্ষমা করেন [তিনিই ভগবানের প্রিয়] ॥ ১৩ ॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। সততং (সর্ব্বদা) সন্তুষ্টঃ (আহ্লাদিত), যোগী (সমাহিতচিত্ত), যতাত্মা (সংযতস্বভাব), দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (অটল বিশ্বাসী), ময়ি (আমাতে) অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (যাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন বুদ্ধি সমর্পিত), যঃ (যিনি) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতাত্মা ও দৃঢ়নিশ্চয়, এবং যিনি নিজ মনোবুদ্ধি আমাতে অর্পণ করিয়াছেন—মদ্ভক্তিপরায়ণ ঈদৃশ ব্যক্তিই আমার প্রিয় ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে ও সম্পদে বা বিপদে সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সর্ব্বদাই ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যাঁহার স্ববশ হইয়াছে, যাঁহার ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস [অর্থাৎ কোন প্রকার কুতর্কে যাঁহার চিত্ত ভগবদ্ভাব হইতে বিচলিত হয় না] ও যিনি সঙ্কল্প বিকল্প ছাড়িয়া মন ও বুদ্ধিকে ভগবানেই সমর্পণ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তই ভগবানের প্রিয় ॥ ১৪ ॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। যস্মাৎ (যাঁহা হইতে) লোকঃ (কোন ব্যক্তি) ন উদ্বিজতে (সন্তপ্ত হয় না), যঃ চ (ও যিনি) লোকাৎ (অন্য লোক হইতে) ন উদ্বিজতে (সন্তাপ প্রাপ্ত হন না), যঃ চ (এবং যিনি) হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ (হর্ষ, অসহিষ্ণুতা, ভয় ও উদ্বেগ কর্ত্তৃক) মুক্তঃ (বিমুক্ত), সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার দ্বারা কোন ব্যক্তি সন্তপ্ত হয় না ও যিনি নিজেও অন্য কোন ব্যক্তি হইতে সন্তাপ প্রাপ্ত হয়েন না; এবং যিনি হর্ষ, অসহিষ্ণুতা, ভয় ও উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয় ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি শরীর, মন ও বাণী দ্বারা কোন প্রাণীকে পীড়া দেন না, এবং অন্য প্রাণীও যাঁহার কোন ক্ষতি করে না [যিনি সমস্ত জীবকে আত্মবৎ বোধে ও সকলের প্রতি আত্মবৎ প্রেমদৃষ্টিতে দেখেন, কোন জীব তাঁহার ক্ষতি করে না। মৈত্রী ও প্রেমের দ্বারা বন্য হিংস্র জন্তুরও বিরুদ্ধ বুদ্ধি অভিভূত হইয়া যায়। ধ্রুবের সম্মুখে ব্যাঘ্র আসিল বটে, কিন্তু ধ্রুবের প্রেম ও অহিংসা—অদ্বেষবৃত্তি দ্বারা ব্যাঘ্রের হিংসাবুদ্ধি অভিভূত হইয়া গেল—ব্যাঘ্র ধ্রুবকে আক্রমণ করিল না। যিনি কাহারও ভয়ের কারণ হয়েন না, তিনিও কাহারও নিকট হইতে ভয় পান না]; যিনি ইষ্ট বস্তু লাভে হর্ষোৎফুল্ল ও অনিষ্টকর বিষয় সমাগমে দুঃখিত হন না, ব্যাঘ্রাদি দেখিয়া বা ভূত, প্রেত ও মৃত্যু আদি স্মরণ করিয়া যাঁহার ভয়ের উদ্রেক হয় না, এবং কোন অবস্থাতেই যাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হয় না; এতাদৃশ ভক্ত ব্যক্তিই ভগবানের প্রিয় পাত্র ॥ ১৫ ॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। অনপেক্ষঃ (নিঃস্পৃহ), শুচিঃ (আচারবান্),

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দক্ষঃ (পটু), উদাসীনঃ (পক্ষপাতশূন্য), গতব্যথঃ (মনঃপীড়াশূন্য), সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সকামকর্ম্মানুষ্ঠানে স্পৃহাশূন্য) যঃ (যিনি) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত), সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাবর্জ্জিত ও সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি বিনাযত্নে প্রাপ্ত বা অনায়াসলব্ধ বস্তুতেও ভোগস্পৃহা করেন না; যাঁহার বাহ্যাভ্যন্তর সদা পবিত্র [মৃজ্জলাদি দ্বারা বাহ্য শরীর, ও মৈত্রী, করুণাদি দ্বারা রাগ-দ্বেষাদি-দূষিত অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে], যিনি অবশ্যজ্ঞাতব্য ও অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয় সম্পাদনে সমর্থ, যিনি শত্রু ও মিত্র কাহারও প্রতি ভাল বা মন্দ ভাবের পক্ষপাত করেন না, লোকে-নিন্দা ও তিরস্কারাদি করিলেও যাঁহার অন্তঃকরণ ব্যথিত হয় না, এবং যিনি লৌকিক বা বৈদিক কোন কার্য্যেরই যত্নপূর্ব্বক আরম্ভ বা উদ্যোগ করেন না, এতাদৃশ অনাসক্ত ভক্তই ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র ॥ ১৬ ॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) [প্রিয়বস্তু পাইয়া] ন হৃষ্যতি (হৃষ্ট হন না), [অপ্রিয়-সমাগমে] ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না),

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[প্রিয়-বিরহে] ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না), শুভাশুভপরিত্যাগী (শুভাশুভকর্ম্মত্যাগী), যঃ (যিনি) ভক্তিমান্ (ভক্তিমান্), সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি হৃষ্ট হন না, কাহারও প্রতি দ্বেষ করেন না, যিনি শোক করেন না, কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভাশুভপরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তিমান্ পুরুষই আমার প্রিয়পাত্র ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ ত্রয়োদশ শ্লোকে যে "সমদুঃখসুখঃ" বলিয়াছেন, এ শ্লোকটী তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা মাত্র। যিনি প্রিয়বস্তুসমাগমে হর্ষ, অপ্রিয়সমাগমে দ্বেষ, প্রিয়বিরহে শোক, ও ইষ্টবস্তুলাভার্থ আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং স্বর্গাদিলাভের মূলবীজ পুণ্য কর্ম্ম, ও নরকাদিগমনের কারণস্বরূপ পাপ কর্ম্ম, অথবা যাহাতে জন্মান্তর লাভ হয়, এরূপ কোন কর্ম্মই করেন না, তাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই ভগবানের প্রিয় হন ॥ ১৭ ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। শত্রৌ চ (শত্রুতে) মিত্রে চ (ও মিত্রে), তথা (এবং) মানাপমানয়োঃ (মানে ও অপমানে) সমঃ (সমজ্ঞান), শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত উষ্ণ ও সুখ দুঃখে) সমঃ (সমবুদ্ধি), সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ (সর্ব্বসঙ্গপরিশূন্য) [মে প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়)] ॥ ১৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার শত্রু ও মিত্রে এক দৃষ্টি, মান ও অপমান এতদুভয়ই যাঁহার সমান, শীত উষ্ণ ও সুখ দুঃখে যাঁহার সমবুদ্ধি এবং যিনি সঙ্গরহিত (তিনিই আমার প্রিয়) ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। 'আমারই প্রারব্ধানুসারে কেহ আমার অপকারী শত্রু, কেহ বা আমার উপকারী মিত্র হইয়াছে'—ইহাই জানিয়া যিনি শত্রুর প্রতি অসন্তুষ্ট ও মিত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হন না, আমার গুণেরই প্রশংসা বা মান, ও আমার দোষেরই নিন্দা, তিরস্কার বা অপমান হইয়া থাকে—এইরূপ বুঝিয়া যিনি আপনাকে "স্বতন্ত্র" জ্ঞান করিতে পারেন [অর্থাৎ গুণ দোষের ফলের সঙ্গে আপনাকে প্রশংসিত বা নিন্দিত মনে করেন না], শীতোষ্ণাদিতে যিনি উদ্বেজিত না হয়েন, এবং সুখ ও দুঃখ নিজ প্রারব্ধায়ত্ত জানিয়া যিনি উভয়ই সমভাবে ভোগ করেন (অর্থাৎ সুখে উৎফুল্ল বা দুঃখে কুণ্ঠিত হন না) এবং যিনি চেতন ও অচেতন কোন বস্তুরই রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়া আসক্তচিত্ত না হয়েন, তিনি ভগবানের অতি প্রিয়পাত্র ॥ ১৮ ॥

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী। তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ (নিন্দা ও প্রশংসায় তুল্যজ্ঞান বিশিষ্ট), মৌনী (মৌনব্রতাবলম্বী), যেন কেনচিৎ (যৎকিঞ্চিৎ লাভে) সন্তুষ্টঃ (প্রসন্ন), অনিকেতঃ (আশ্রয়রহিত),

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থিরমতিঃ (অচলচিত্ত), ভক্তিমান্ (ভক্তিযুক্ত) নরঃ (ব্যক্তি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। নিন্দা ও স্তুতি এতদুভয়ই যাঁহার সমান, যিনি মৌনী, যিনি, যে কোন প্রকারে হউক, [অন্ন বস্ত্র] লাভে সন্তুষ্ট, যিনি, গৃহবর্জ্জিত, স্থিরমতি; সেই ভক্তিমান্ পুরুষই আমার প্রিয় ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কেহ ভাল বা মন্দ কার্য্য করিলে লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইয়া স্তুতি বা নিন্দা করিয়া থাকে। লোকে কার্য্যেরই স্তুতি বা নিন্দা করিতেছে, কার্য্যই হৃষ্ট ও বিষণ্ণ হয় হউক, "আমি" তাহাতে সুখী বা দুঃখী হইব কেন?—এইরূপ বিচার করিয়া যিনি উভয়েরই প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করেন, যিনি মৌন অবলম্বন করিয়া থাকেন, বলবৎ প্রারব্ধ যে অন্ন-বস্ত্রাদি আনিয়া দেয়, ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি নিয়মপূর্ব্বক এক স্থানে নিবাস করেন না ও যাঁহার মতি-গতি ভগবানেই অবিচলিত থাকে, তাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই ভগবানের আদরের পাত্র ॥ ১৯ ॥

যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০॥

অন্বয়বোধিনী। যে তু (যে সকল ব্যক্তি) যথোক্তম্ (উক্ত প্রকারে) ইদং (এই) ধর্ম্ম্যামৃতং (ধর্ম্মবিষয়ক সুধা) শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবান্) মৎপরমাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) পর্য্যুপাসতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(সেবন করেন), তে (সেই) ভক্তাঃ (ভক্তগণ) মে (আমার) অতীব (অত্যন্ত) প্রিয়াঃ (প্রিয়) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া পূর্ব্বোক্ত-রূপ ধর্ম্মামৃত পান করেন, সেই ভক্তিমান্ পুরুষগণ আমার অতীব প্রিয় ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহারা যদি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সগুণ ও নির্গুণ—উভয়তঃ অভেদবোধে পূর্ব্বকথিত ধর্ম্ম অর্থাৎ অদ্বেষ্টৃত্বাদি পবিত্র প্রকৃতি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে "তৎ" পদার্থ-স্বরূপ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়েন।

প্রকৃত ভক্তিমান্ হইতে হইলে কীদৃশ নির্ম্মলপ্রকৃতিযুক্ত হইতে হয় এই কয় শ্লোকে ভগবান্ বিশেষরূপে তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট—[২]

পরা ভক্তি ও শরণাগতি।

["পরা ভক্তি ও শরণাগতি" সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-ব্যাখ্যাত গীতা হইতে অন্বয়বোধিনী, বঙ্গানুবাদ ও 'গীতার্থসন্দীপনী'সহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।]

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥

গীতা—১৮শ অধ্যায়, ৫১ শ্লোক।

অন্বয়বোধিনী। বিশুদ্ধয়া (বিশুদ্ধ) বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (বুদ্ধিযুক্ত হইয়া), ধৃত্যা (ধৈর্য্য দ্বারা) আত্মানং (বুদ্ধিকে) নিয়ম্য চ (সংযত করিয়া), শব্দাদীন্ (শব্দাদি) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহকে) ত্যক্ত্বা চ (ত্যাগ করতঃ), রাগদ্বেষৌ চ (ও রাগদ্বেষকে) ব্যুদস্য (পরিত্যাগপূর্ব্বক) ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া ও ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধিকে সংযত এবং শব্দাদি বিষয় ও রাগ-দ্বেষকে পরিত্যাগ করিয়া [মনুষ্য ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে] ॥ ৫১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতার্থসন্দীপনী। "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃহদারণ্যক—১।৪।১০) এইরূপ সিদ্ধান্তকারি-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া শরীর ইন্দ্রিয়াদিকে সংযত (অর্থাৎ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ মার্গ হইতে প্রত্যাহৃত) করিয়া—অর্থাৎ রূপ, রস ও গন্ধাদি হইতে—চিত্তকে যিনি আকর্ষণ করিতে পারেন, ও বিষয়-সমূহে অনুরাগ বা দ্বেষ প্রকাশ করেন না, সেই মহাত্মা ব্যক্তি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয়েন ॥ ৫১ ॥

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ।।৫২।।

অন্বয়বোধিনী। বিবিক্তসেবী (নির্জ্জনস্থান-নিবাসী), লঘ্বাশী (পরিমিতাহারী), যতবাক্কায়মানসঃ (বাক্য, শরীর ও মন সংযত করিয়া), নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ (সর্ব্বদা ধ্যানপরায়ণ হইয়া), বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক) ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি নির্জ্জনস্থান-নিবাসী, পরিমিতাহারী, যিনি বাক্য, মন ও শরীরকে সংযত করিয়াছেন, যিনি নিত্য ধ্যানযোগ-পরায়ণ এবং বৈরাগ্যবান্ [তিনিই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত]॥ ৫২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি জনসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক নিভৃত গিরিগুহায় বা বনমধ্যে নিবাস করেন, যিনি দেহ-ভরণোপযোগী মাত্র পরিমিত ও পবিত্র আহার গ্রহণ করেন, অর্থাৎ নিদ্রালস্যকারক গুরুতর ভোজন করেন না, যিনি যম, নিয়ম ও আসনাদি সিদ্ধির দ্বারা মন ও শরীরকে সংযত করিয়াছেন, যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদাই ধ্যানযোগ-সম্পন্ন, অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত আত্মচিন্তন দ্বারা সদৈব তদাকারাকারিত হইয়া থাকে, বিষয়ভোগ-বাসনায় যাঁহার চিত্তবৃত্তি বহির্ম্মুখে ধাবিত হয় না, তিনিই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে সমর্থ ॥ ৫২ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩॥

অন্বয়বোধিনী। অহঙ্কারং (অহঙ্কার), বলং (বল), দর্পং (দর্প), কামং (কাম), ক্রোধং (ক্রোধ), পরিগ্রহং (বাহ্যভোগ-সাধনরূপ প্রতিগ্রহ) বিমুচ্য (ত্যাগ করিয়া) নির্ম্মমঃ (মমতাবিহীন) [ও] শান্তঃ (বিক্ষেপশূন্য) [হইলে] [মনুষ্য] ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মসাক্ষাৎকারার্থ) কল্পতে (যোগ্য হয়) ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মম ও বিক্ষেপশূন্য হইয়া মনুষ্য ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত হয় ॥ ৫৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আমি কুলীন, আমি মহাপুরুষের শিষ্য, আমি বড় ত্যাগী ও আমার সমকক্ষ আর কেহই নাই—ইত্যাদি রূপ অহঙ্কার যাঁহার নাই, শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসৎ আগ্রহ রূপ বল যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, কার্য্য সাধন করিয়া যিনি দর্প করেন না, অথবা হর্ষজনিত মদমত্ততা যাঁহার নাই, যাঁহার পারলৌকিক বিষয়ভোগে কামনা নাই, যিনি কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ক্রুদ্ধ হয়েন না, স্পৃহাশূন্য হইয়াও যিনি শরীরমাত্র রক্ষা করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমিত্ত বাহ্য ভোগ সাধনরূপ কোন প্রতিগ্রহ করেন না, এবং যিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে শিখা-সূত্র পরিত্যাগ করিয়া, শাস্ত্রবিহিত দণ্ড, কমণ্ডলু, কৌপীন ও কন্থা ধারণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া নির্ম্মম হইয়াছেন, যাঁহার অহং মমেতি বুদ্ধি দ্বারা হর্ষ ও বিষাদাদিতে চিত্তের আদৌ বিক্ষেপ হয় না, সেই জ্ঞানসাধনশীল ব্যক্তিই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত ॥ ৫৩ ॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪॥

অন্বয়বোধিনী। ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত), প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি) ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না), সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) সমঃ (সমদর্শী হইয়া) পরাং (পরমা) মদ্ভক্তিং (পরমাত্ম ভক্তি) লভতে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত, যিনি শোকে উদ্বিগ্ন হয়েন না ও কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনিই আমার পরা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি বেদান্তশাস্ত্র শ্রবণ-মননাদি দ্বারা "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃহদারণ্যক—১।৪।১০) এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যিনি শম ও দমাদি সাধন পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির প্রভাবে প্রসন্নাত্মা হইয়াছেন, যাঁহার দেহাভিমান না থাকায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন প্রকার শোকের উদয় হয় না, যিনি ভোগার্থ কোন পদার্থেরই আকাজ্ক্ষা রাখেন না, যাঁহার নিগ্রহ, অনুগ্রহ, প্রিয়, অপ্রিয়, স্বকীয় ও পরকীয় সকল সমান, অর্থাৎ তৃণ হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত আত্মদৃষ্টিবশতঃ যাঁহার সকলই সমান বোধ হয়, এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী ভগবানের পরা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যে ভক্তি দ্বারা সাধারণতঃ মনুষ্য ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম শ্রদ্ধা বা গৌণী ভক্তি। কিন্তু পরা ভক্তি কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান রূপ সাধন সকলের পরিণামফল-স্বরূপ। জ্ঞানের পরিপাকাবস্থার নামই পরা ভক্তি। বৈধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে শ্রদ্ধা বা গৌণী ভক্তি, গৌণী ভক্তি দ্বারা ভগবদুপাসনা, ভগবদুপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান [ইষ্টোপাসনার ফল স্বরূপ গৌণ অপরোক্ষ জ্ঞান বা সগুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ; ইহা শ্রবণ, মনন বা বিচারণা জনিত পরোক্ষ জ্ঞান নহে], জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি ও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার, ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইলে সাধকের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হয় এবং এই কৃপাদৃষ্টি হইতেই পরা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫॥

অন্বয়বোধিনী। [আমি] যাবান্ (যেরূপ) যঃ চ (ও যাহা) অস্মি (হই), [ব্রহ্মভূত ব্যক্তি] মাং (আমাকে—ভগবান্‌কে) ভক্ত্যা (ভক্তি দ্বারা) [সেইরূপ] তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

অভিজানাতি (বিদিত হয়েন) ; ততঃ (অনন্তর) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) তদনন্তরং (তদনন্তর) [আমাতেই] বিশতে (প্রবেশ করেন) ॥৫৫॥

বঙ্গানুবাদ। তৎপরে সাধক এই ভক্তির প্রভাবেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিদিত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন ॥ ৫৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পরা ভক্তি ব্যতীত ভগবানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তা যথাযথ অনুভব করিতে পারা যায় না। শাস্ত্র, বিচার ও বিতর্ক প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার দর্শনানন্দ অনুভব করা যায় না। শাস্ত্র যে তাঁহাকে পরিপূর্ণ, সত্য জ্ঞান, আনন্দঘন, সর্ব্বোপাধি-বিনির্মুক্ত, এক, অখণ্ড অদ্বিতীয়, অজর, অমর, অভয়, অশোক, গুণাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত ও ভাবাতীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পরা ভক্তি ব্যতীত ঈদৃশ স্বরূপের উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই পরমহংস সন্ন্যাসীর আত্মসত্তা সেই নির্গুণ পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। জ্ঞানের পরনিষ্ঠা-সম্পন্ন অবস্থায় সাধকের প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগায়তন স্বরূপ দেহও যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে তাহা নহে, তিনি জীবন্মুক্ত অবস্থাতেই পরমানন্দ অনুভব করিতে থাকিবেন ॥ ৫৫ ॥

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। [তিনি] সদা (সর্ব্বদা) সর্ব্বকর্ম্মাণি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(সমস্ত কর্ম্ম) কুর্ব্বাণঃ অপি (করিয়াও) মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (আমাকে আশ্রয় করিয়া) মৎপ্রসাদাৎ (আমার প্রসাদে) শাশ্বতম্ (নিত্য) অব্যয়ং পদম্ (অক্ষয় স্থান) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়েন)॥ ৫৬॥

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যিনি আমার শরণাগত হয়েন, তিনি আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৫৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। অন্তঃকরণ-শুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে নাই, এবং শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কর্ম্ম-সন্ন্যাস ব্যতীত ব্রহ্মপদ লাভ হয় না, অর্জ্জুনের এই অপসিদ্ধান্ত বা ভ্রম ভঞ্জন করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন—নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে জীবের চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবার বুদ্ধি বলবতী হয়। ভগবচ্ছরণাগত ব্যক্তি ব্রাহ্মণই হউন বা অন্য কোন বর্ণই হউন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করুন বা সন্ন্যাসের অনধিকারীই হউন, ভগবৎ-কৃপায় তিনি পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসিগণের সন্ন্যাসধর্ম্মের কোন অঙ্গহানি হইলে সেই নিত্য, সনাতন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ লাভে সংশয়ও থাকিতে পারে; কিন্তু যে শরণাগত ব্যক্তি তাঁহার অনুগ্রহ লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ভগবানের নিত্য ধাম লাভ করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। তাঁহার শরণাগত হইলে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সামর্থ্যাদির কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। সমস্ত সাধনের ফল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া সাধক নিজ জন্ম সফল করেন। "কি অভাব তা'র, যে বা একবার, তোমার শরণ লয় হে" ॥ ৫৬ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৫॥

অন্বয়বোধিনী। [তুমি] মন্মনাঃ (মদ্গতচিত্ত) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত), মদ্যাজী (আমার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানশীল) ভব (হও), মাং (আত্মস্বরূপ আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার কর); [তাহা হইলে] মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে); [অহং] (আমি) তে (তোমার নিকট) সত্যং প্রতিজানে (সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি), [কেননা তুমি] মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) অসি (হও) ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে অর্জ্জুন !] তুমি মদ্গতচিত্ত ও মদ্ভক্ত হও। আমার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান কর ও আমাকে নমস্কার কর। তাহা হইলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ইহা আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কেননা, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ৬৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ব্রহ্মপদ লাভের জন্য ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিতে হয়, ভগবান্ প্রথমে এই কথা বলিলে পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে, কংস-শিশুপালাদি তো দ্বেষপূর্ব্বক ভগবান্‌কে চিন্তা করিয়াছিল, অতএব আমিও সেইরূপ চিন্তা করি—এই জন্য ভগবান্ বলিলেন যে, ভক্তিযুক্ত চিত্তে আমার ভজনা কর। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিই বা কিরূপে হইবে? অর্জ্জুনের এই শঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ বলিলেন, তুমি সর্ব্বদা আমার পূজাপরায়ণ হও। পূজার সামগ্রীর অভাব হইলে যদি পূজা পূর্ণ না হয়, অর্জ্জুনের এই শঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ বলিলেন, তুমি আমাকে নমস্কার অর্থাৎ অতি নম্রতাপূর্ব্বক শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা আমার আরাধনা কর। "মদ্‌যাজী" ও "নমঃ" পদদ্বয়ে ভগবানের অর্চ্চনা ও বন্দনা উপলক্ষিত হইয়াছে। ভগবানের কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন, ভগবানের নাম ও রূপ স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ—ভক্তির এই নয় প্রকার লক্ষণ *। এই ভক্তিযোগ সহকারে যিনি ভগবানের আরাধনা করেন, ভগবানের প্রতিজ্ঞানুসারে সেই ভক্ত অবশ্যই ব্রহ্মপদ লাভ করিবেন। "মন্মনাঃ" এই পদের দ্বারা ভগবান্ ব্রহ্মে চিত্তবিলয়রূপ গীতায় তৃতীয় ষট্‌ক বা জ্ঞানকাণ্ডীয় জীব-ব্রহ্মের অভেদ ভাব, "মদ্ভক্ত" এই পদের দ্বারা ভগবান্ গীতার দ্বিতীয় ষট্‌ক বা জ্ঞাননিষ্ঠা লাভোপযোগী উপাসনাকাণ্ড বা ভক্তিযোগ, এবং "মদ্‌যাজী" এই পদের দ্বারা ভগবান্ নিষ্কাম বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আবশ্যকতা অর্থাৎ গীতার প্রথম ষট্‌ক বা কর্ম্মযোগ সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন। ধনাদির অভাবে

---

*শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমং॥

শ্রীভাগবত—৭।৫।১৮-১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজার কোন প্রকার অঙ্গহানি হইলেও তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলে সমস্ত ত্রুটীই পরিপূর্ণ হইয়া যায়। যেমন দর্পণাদি উপাধি নিবৃত্ত হইলে প্রতিবিম্ব বিম্বভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমার কথিতানুরূপ আরাধনা করিলে তুমি নিশ্চয়ই আমার অভেদ স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬৫ ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বধর্ম্মান্ (সকলপ্রকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগপূর্ব্বক) একং (কেবলমাত্র) মাং (সর্ব্বাত্মরূপ আমাকে) শরণং (আশ্রয়) ব্রজ (প্রাপ্ত হও), অহং (আমি) ত্বা (তোমাকে) সর্ব্বপাপেভ্যঃ (সকল পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (বিমুক্ত করিব), মা শুচঃ (শোক করিও না) ॥ ৬৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। তুমি সমুদয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না ॥ ৬৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সকল ধর্ম্মেরই অধিষ্ঠানভূমি একমাত্র ভগবান্। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, সকল ধর্ম্মের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেবা না করিয়া একমাত্র আমাকেই সর্ব্ব ধর্ম্মের স্বরূপ বলিয়া বিদিত হও, এবং আমাকেই পরমতত্ত্ব জানিয়া অনাত্মবিষয়-চিন্তামাত্রকেই চিত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে দূর করিয়া দাও, এবং অনবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় তীব্র প্রেমের আবেশে আমাকেই নিরন্তর চিন্তা কর। "সর্ব্বধর্ম্মান্" পদে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, সাধারণ ও অসাধারণ (দেহ ইন্দ্রিয়, মন আদির) সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মই উপলক্ষিত হইয়াছে। সর্ব্ব-ধর্ম্ম-পরিত্যাগ শুনিয়া কেহ সর্ব্ব-কর্ম্ম-সন্ন্যাস বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। কেননা, তাহা হইলে ভগবান্ শরণগ্রহণ-রূপ কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতেন না। ভগবচ্চরণে শরণাগত হওয়াই সমস্ত শাস্ত্রের গুহ্য রহস্য, এবং সমস্ত সাধনের চরম ফল। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া অর্জ্জুনের সন্ন্যাস-ধর্ম্মে যে আস্থা বাড়িয়াছিল, ভগবান্ এই শ্লোকে সেই সন্ন্যাস-ধর্ম্মও পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন, এবং তাঁহার শরণাগতি ভিন্ন কোন ধর্ম্ম-কর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ নহে, তাহাই বুঝাইলেন। সন্দিগ্ধচিত্ত অর্জ্জুন বন্ধুবান্ধব-বধজন্য পাপের আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাই ভগবান্ বলিলেন যে, তুমি তজ্জন্য চিন্তা করিও না; তোমার বিনা প্রায়শ্চিত্তেই আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত করিব। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি"—(মহানারায়ণোপনিষৎ—২২।১) ধর্ম্মের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়। ভগবান্ স্বয়ং সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, তিনি পাপ বিনষ্ট করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? "ঈশ্বরের আমি", "ঈশ্বর আমার" ও "ঈশ্বরই আমি", এই ত্রিবিধ শরণাগতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। প্রথম যথা—

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥"

শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত ষট্পদী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে অখিলনাথ! যদিচ সমুদ্রে ও তরঙ্গে কিছু মাত্র ভেদ নাই সত্য, তথাপি লোকে সমুদ্রেরই তরঙ্গ বলে, কেহ তরঙ্গের সমুদ্র বলে না। সেইরূপ হে নাথ! তোমাতে ও আমাতে কোন ভেদ না থাকিলেও "আমি তোমারই", কিন্তু "তুমি আমার" একথা বলিতে পারি না।

দ্বিতীয় শরণাগতি, যথা—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতম্। *
হৃদয়াদ্যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥" (১)

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—৩।৯৭

গোপিকাগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তধারণ করিলে পর, যখন তিনি একদিন হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করেন, সেই সময় গোপিকাগণ ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যে আমাদিগের হাত ছাড়াইয়া বলপূর্ব্বক পলায়ন করিলে, ইহাতে তোমার পৌরুষ কি? আমাদের হৃদয় ছাড়িয়া যদি পলাইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ বুঝিতে পারি। এখানে ভক্ত "ভগবান্ আমার" এই ভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

---

* এসিয়াটিক সোসাইটিস্থ দেবনাগরাক্ষরে হস্তলিখিত কর্ণামৃতের পুঁথিতে ৩য় শতকে, ৯৭ শ্লোকে—"হস্তমাক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণেদমদ্ভুতম্" —এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

(১) এই শ্লোকটী—ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুর, দক্ষিণ বিভাগের ৪র্থ লহরীর ২২ সংখ্যাঙ্কিত শ্লোকসমূহের অন্তর্গত এবং ৺ শ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত বিল্বমঙ্গল-কাব্যের ১০৫ শ্লোকেও পাওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় শরণাগতি, যথা—

"সকলমিদমহং চ বাসুদেবঃ পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ ॥"

বিষ্ণুপুরাণ (যমগীতা)—৩।৭।৩২

"স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ এবং আমি বাসুদেব-স্বরূপ সেই পরমপুরুষ অদ্বিতীয়"—এইরূপ স্থির নিশ্চয় ভাব যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিদ্যমান, হে দূত! ঈদৃশ ব্রহ্মদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে তুমি কদাচ গমন করিও না। ঈদৃশ তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিকে তুমি দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও। (দূতের প্রতি যমের উক্তি)।

ভগবান্ প্রথমে কর্ম্মনিষ্ঠা, জ্ঞাননিষ্ঠা ও ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা, পরস্পর সাধ্য-সাধন-ভাবে বিস্তারপূর্ব্বক বলিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে সেই সকল কথা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে গীতার উপসংহার করিতেছেন। "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" (১৮।৪৬)—এই বচনে কর্ম্মনিষ্ঠার উপসংহার করিয়াছেন। "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" (১৮।৫৫)—এই বচনে কর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বক শ্রবণ-মননাদি সাধনের পরিপাক সহিত জ্ঞাননিষ্ঠার উপসংহার করিয়াছেন, এবং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ১৮।৬৬—এই বচনে ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠার উপসংহার করিলেন॥৬৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট—[৩]

কতিপয় ভক্তি-সঙ্গীত।

কীর্ত্তনভঙ্গা সুর।

নামামৃত পান সবে কর ভাই—(হরি)
এমন নাম কখনও শুনি নাই।

হরিনাম যে করে সার, ভবে ভাবনা কিবা তার,
নামে যায় মহাপাপ রোগ শোক তাপ সংসার বিকার ;—
নামে জগাই মাধাই তরে দুভাই
নাম শুনায় গৌর-নিতাই ॥ (হরি)

ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণ, নাশ করিবার বিধান,
হিরণ্যকশিপু দিল বিষ করিতে পান ;—
নামে গরল অমৃত হ'ল প্রহ্লাদ বাঁচিল তাই ॥

যত যোগ যাগের সাধন, দেখ জপ তপ আরাধন,
ও সব নাম সাগরের অগাধ জলের বুদ্‌বুদ যেমন ;—
হরিনাম-সাগরে মগ্ন যে জন
তার কি সাধন আরও চাই ॥

পরিব্রাজক বলে সার, নামে নাইকো জাত্ বিচার,
নামে মূর্খ জ্ঞানী আচণ্ডালের সমান অধিকার ;—
তুলে নামের নিশান নাম কর গান, হরিবোল বল সবাই ॥ (হরি) ॥১॥

—*—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

দীনবন্ধু কৃপা-সিন্ধু কৃপা-বিন্দু বিতর।
হৃদি বৃন্দাবনে কমল-আসনে প্রাণ মন সনে বিহর॥
নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি, অথবা যে দিকে ফিরাব আঁখি,
ভিতরে বাহিরে যেন হে দেখি, তব রূপ মনোহর॥
এই কর হরি দীন দয়াময়, তুমি আমি যেন দু'টী নাহি রয়,
জলের তরঙ্গ জলে কর লয়, চিদ্ঘন শ্যামসুন্দর॥
ঐ পদে পরিব্রাজকের গতি, যেন ভাগীরথীর সাগর সঙ্গতি,
জীব শিব দোঁহে অভেদ মূরতি, জীব নদী তুমি সাগর॥২॥

—*—

রামপ্রসাদী সুর।

মা মা ব'লে ডাকি তারা।
আমার দোষ দেখে কি দিস্‌নে সাড়া॥
পতিতে তারিতে মা গো হ'লি কি এত কাতরা।
ও তোর পতিত-পাবনী নামের গুণ কি গো মা এম্‌নি ধারা॥
ধন জন চাই না আর মা বিষয়েতে বিষপোরা।
এখন বৈরাগ্যের ভিখারী আমি ঐ পদ চাই সারাৎসারা॥
আঁধার ঘরে আলো ক'রে দেখা দে মা ভব-ভয়হরা।
পরিব্রাজক বলে জুড়াক্ গো মা তৃষিত দুই নয়নতারা॥৩॥

—*—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর।

কত ভাল বাসো গো মা অবোধ সন্তানে।
মনে হ'লে সে করুণা ধারা বয় নয়নে (গো মা)॥
আমার আর কেহ নাই—
আমারে আমার বলিতে আমার আর কেহ নাই, (২)
আমায় দীন দেখে করুণা করে এমন আর কেহ নাই, (২)
(মহরা সমস্ত)
আমার আর কেহ নাই—
আমি তাই মা বারে বারে ডাকি, আমার আর কেহ নাই, (২)
(ও মা—তোমা বিনা আর কে আছে)॥ (চড়া)
(মহরা সমস্ত)
যখনই যা চাই মা আমি, তখনই তা দাও মা তুমি,
আবার হাঁসিয়ে হাঁসিয়ে পশিয়ে হৃদয়ে বসিয়ে কমলাসনে,
বুঝাও গো মা কত কথা স্নেহের বচনে (গো মা)॥
আমার আর কেহ নাই—
দুঃখী দীন হীনের দরদ বোঝে, এমন আর কেহ নাই, (২)
আমি না ডাকিতে আপনি আসে, এমন আর কেহ নাই, (২)
আমার আর কেহ নাই—
অনাথে আশ্রয় দিতে এমন আর কেহ নাই, (২)
(ওমা—তোমা বিনা আর কে আছে)॥ (চড়া)
(মহরা সমস্ত)
মায়ার তরঙ্গে, মান-মদ রঙ্গে গো মা,
তোমার সাধন ভজন শ্রীপাদ পূজন কিছুতো নাহি মা মনে,
পরিব্রাজকের মতি গতি ঐ চরণে (গো মা)॥৬॥

—*—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাগিণী লগ্নী—তাল জৎ।

(সুর—নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও)

কিঙ্করে করুণাং কুরুগো উমা

করুণাময়ী কালনিবারিণী গো॥

অহং মমানল, হইল প্রবল,

বাসনা বায়ুতে জ্বলিল গো—

ত্রিগুণতাড়িত, ত্রিদোষমিলিত,

ত্রিতাপে তাপিত হয়েছি গো॥

ভব কারাবাসে, বিষয় বিলাসে,

বদ্ধ মায়াপাশে কঠিন গো—

সম্মুখে দুঃসহ, আধি ব্যাধি সহ

মৃত্যু মহাকাল রজনী গো॥

কাল নিদ্রাঘোরে, ঘুমায়ে পড়িব,

মা মা বলিতে নারিব গো—

তাই দিন থাকিতে জাগ্রতে ডাকিতে

শিখায়ে দাও দিনতারিণী গো—

ঋদ্ধি সিদ্ধি ওমা কিছুই চাহিব না—

তব পদে ভক্তি ভিখারী গো—

গায় পরিব্রাজকে প্রেম অশ্রুদকে

ধুইব পদযুগ জননী গো॥ ৭॥

—*—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরির লুঠ।

(সুর—"নামামৃত পান সবে কর ভাই")

হরি হরি হরি বোল ব'লে চ'লে আয় (সবে)।
হরির লুঠের সময় ব'য়ে যায়
(সাধের মানব জনম) (নামের লুঠের সময়) ॥

১। যত তপস্বী ঋষি, মুনি যোগী বনবাসী,
অবধূত পরমহংস সাধু সন্ন্যাসী ;—
হরির লুঠের লাগি গৃহত্যাগী, বিরাগী বিষয় মায়ায়
(হরি অনুরাগী যে) ॥

২। কৌশল্যা মহারাণী, যশোদা জননী,
হরির লুঠের লুঠ-বিহারীর চরণ দুখানি ;—
তারা, কমল রেণুর পরমাণু জীব তরাইতে লুটায়
(দেবের দুর্ল্লভ পদ) (পদ) ॥

৩। শচীর কোলেতে ও কে, রাধার কনক রং মেখে,
দুটি বাহু তুলে সদাই বলে হরিবোল মুখে ;—
হরিনাম লুঠাতে এসে সে যে আপনি ধরায় লুটায়
(গৌর) (ধর ধর ব'লে রে) (হরি হরি ব'লে রে) ॥

৪। বাজ্যে করতাল খোল, দিয়ে আচণ্ডালে কোল,
পরিব্রাজক প্রেমানন্দে বলে হরিবোল ;—
দিন ফুরাইল সন্ধ্যা হ'লো হরির লুঠ কুড়ায়ে খায়
(ওরে গোণা দিন তোর ব'য়ে গেল)
(মধুর) (হরি হরি হরি বল) ॥৮॥

সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
॥০	শেষ	শকাব্দা	শকাব্দ
[২]	”	অধিষ্ঠাত্রী-দেব	অধিষ্ঠাতৃ-দেব
[জ]	৫	পরিসেবনে	পরিষেবণে
১৪	১৪	ভাগবান্‌কে	ভগবান্‌কে
১৭	৫	গোপীকানন্দনো	গোপিকানন্দনো
১৭	১৪	যৎপত্যসুহৃদাম	যৎপত্যপত্যসুহৃদাম
৩৫	৭	অক্রুর	অক্রূর
৩৭	৩	(তাহারই)	(তাহাই)
৬১	১৬	তাম্বুল	তাম্বূল
৬৬	১২	সৎগুণাবলী	সদ্‌গুণাবলী
১০০	৮	স্বভাসিদ্ধ	স্বভাবসিদ্ধ
১৪৮	১৩	করেন) ?	করেন) ।
১৭২	৬	যদ্ভাব্যং	যদ্ভাব্যং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanas

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi